কামসূত্র

কামসূত্র

বাৎস্যায়ন

উপক্রমণিকা

জীবের প্রথম প্রবৃত্তি বা প্রেরণা হইতেছে জীবনধারণ বা ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বংশরক্ষা। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনূষ্য। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে মূলতঃ তিনটি, যথা – (1) ধর্ম, (2) অর্থ (3) কাম। এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলা হয়। ইহজীবনে সাফল্যলাভ করিতে হইলে এই তিনটির আবশ্যক। মৃত্যুর পর পরলোকের কাম্য হইতেছে মোক্ষ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের নিবৃত্তি। সাধারণত লোকে ইহজীবনে সাফল্যলাভ করিতে চাহে। একজন সফলকাম ব্যক্তি পরিবারের মেরুদন্ড, সমাজে অভিনন্দিত ও জাতির একজন। চতুবর্গে সাফল্যলাভ করিয়া ভারতীয় আর্যগণ প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের দর্শন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল এবং মূমূক্ষূগণকে মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ করিয়াছিল। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের পান্ডিত্যপূর্ণ বিধান সংসারী মানুষকে তাহার পালনীয় ধর্মের পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিল। বৃহস্পতি, কৌটিল্য প্রভৃতি মনীষীর অর্থশাস্ত্র অর্থোপার্জন ও সামাজিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়াছিল। সর্বশেষে কামশাস্ত্রের সূক্ষতর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কালচক্রেরনিষ্ঠুর আবর্তনে বিলুপ্ত হওয়ায় বিপুল ভারতীয় সাহিত্যের অধিকাংশ বিস্মৃতির অতলগহবরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রায় দুই হাজার বৎসরের বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব। যাহ্য হউক, আমরা প্রাচীন ভারতের কামশাস্ত্রের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিব। আরব্য উপন্যাসের অনুবাদক স্যর সামুয়েল রিচার্ড বার্টন প্রাচ্যের যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। বারাণসীতে তিনি কামশাস্ত্র সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। কল্যানমল্লের অনঙ্গরঙ্গ অনুবাদকালে তিনি বাৎসায়নের নামের সহিত পরিচিত হন। তাঁহার ধারনা হয় বাৎসায়নের কামসূত্র না থাকিলে কোন সংস্কৃত গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সে সময়ে কামসূত্রের কোন সম্পূর্ণ পুথি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল। বোম্বাই হইতে তিনি সে পুথিটি পাইয়াছিলেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং বারাণসী, কলিকাতা ও জয়পুর হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি পুথি মিলাইয় তিনি একটি সম্পূর্ণ সঠিক কামসূত্র পাইয়া পন্ডিতদিগের সাহায্যে ও যশোধরের জয়মঙ্গলা টীকার অনুসরণে মূল

কামসূত্রের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহার প্রথম সংষ্ককরণটি আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবে ইহার একটি পুনমুদ্রণ পাইয়াছি তাহাতে তারিখ আছে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দ। ইহার উৎসর্গ-পত্রে লিখিত আছে- 'Dedicated to that small portion of the British public which takes enlightened interest in studying the manners and costume of the olden east.' ইহার পর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে Isidore Liseux প্যারি হইতে এই ইংরেজী অনুবাদেরই একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। তাহার অনেক পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে Richard Schmidt নামক এক জার্মান পন্ডিত জয়মঙ্গলা টীকা সহ সম্পূর্ণ কামসূত্রের একটি বিশদ অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহাই ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত টীকা সহ কামসূত্রের একমাত্র প্রামাণ্য অনুবাদ। ১৭৮৮-৮৯ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীর অধিবাসী ভাস্কর নরসিংহ শাস্ত্রী নামক একজন পন্ডিত রাজা ব্রজলালের আনুকূল্যে সূত্রবৃত্তি নামক কামসূত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বাঘেলা রাজবংশের রাজা বীরভদ্র দেব ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে পদো কন্দর্প-চূড়ামণি নামে কামসূত্রের একটি টানা ব্যাখ্যা running commentary রচনা করিয়া ছিলেন, তাহা ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে লাহোর বনারসীদাস সুন্দরলালের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাস্মীরের সুবিখ্যাত কবি ক্ষেমেন্দ্র বাৎস্যায়ন সূত্রসার নামক কামসূত্রের একটি টীকা বা ব্যাখ্যা রচনা করেন তাহা এখন বিলুপ্ত। বর্তমানে (সন ১৩১৩ সালে) মহেশচন্দ্র পালের সম্পাদিত 'কামসূত্রই' একমাত্র সম্পূর্ণ   বঙ্গানুবাদ। সন ১৩৩৪ সালে বঙ্গবাসা কার্যালয় হইতে পন্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অসম্পূর্ণ। তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মূলের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাও দেওয়া হয় নাই। যথা সাম্প্রয়োগিক অধিকরণটি সম্পূর্ণই অনুবাদ করা হয় নাই, তবে জয়মঙ্গলা টীকাটি দেওয়া হইয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে K.Rangaswami Iyengar লাহোরের The Panjab Sanskrit Book Depot হইতে কামসূত্রের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কেবল মূলেরই অনুবাদ। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইতে Medical Book Company কর্তৃক কামসূত্রের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি সংষ্করণ বা পুনমুদ্রণ হইয়াছিল। এই অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নহে, টানা অনুবাদ বলা যাইতে পারে। বর্তমানে পুনা ও বোম্বাই হইতে কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে E.Lamairesse নামক এক ব্যক্তি Kama Soutra Regles DL Amour de Vatsyayana এই নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে প্রকাশকের নাম বা প্রকাশের তারিখ নাই। ইহাতে মূলতঃ সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের কিংদংশ অনুবাদ করিয়া প্রত্যেক প্রকরণের শেষে পরিশিষ্ট জুড়িয়া তাহাতে বিভিন্ন

ইউরোপীয় কামশাস্ত্রকারের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে কামসূত্রের অনুবাদ বলা যায় না। আমাদের বর্তমান সংস্করণটি মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর। এখন দেখা যাউক কামসূত্র হইতে প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি। বাৎসায়নের কামসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। বাৎসায়নের কামসুত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, নন্দী এক সহস্র অধ্যায়ে প্রথমে একটি কামশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহাকে বাৎসায়ন মহাদেবের অনুচর নন্দী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। আমরা নন্দী সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হয়ত নন্দী নামে রক্তমাংসের কোন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আদি কামশাস্ত্র কারের নাম পাই। গোণিকাপুত্রের সহিত তাহার নামের উল্লেখ থাকায় ইনিই যে প্রাচীন কামশাস্ত্রকার নন্দী তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই এক সহস্র অধ্যায়ে রচিত কামশাস্ত্র উন্দালকেরা পুত্র শ্বেতকেতু সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে রচনা করেন। এই শ্বেতকেতু সজ্ঘন্ধে মহাভারতে (আদি ১২২অঃ) একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীনকালে যখন স্ত্রী-পুরুষের আনুষ্ঠানিক বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না, সেই যুগে একদা শ্বেতকেতু পিতা উন্দালক ও মাতার সহিত একস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন একজন ব্রাক্ষন আসিয়া উন্দালকের নিকট ইহতে শ্বেতকেতুর মাতাকে লইয়া যান। শ্বেতকেতু তাঁহার পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার মাতার উপর আমার বিশেষ কোন অধিকার নাই। সুতরাং যে কেহ তাহাকে লইয়া গিয়া সহবাস করিতে পারে। ইহাতে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত করেন এবং স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করেন। শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আরও কাহিনী ছান্দোগ্যোপনিষৎ , বৃহদারণ্য কোপনিষৎ, তৈত্তিরিয়সংহিতা প্রভৃতিতে আছে। সুতরাং নিৎসন্দেহে বলা যাইতে পারে তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি- তবে তিনি যে পাঁচশত অধ্যায়ে কামশাস্ত্র রচনা করিয়া ছিলেন তাহা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হয়। বাৎসায়ন তাঁহার কামসূত্রে কয়েকটি স্থানে (১/১/২৫,১/১/৩১, ৫/৪/৩১, ৬/৬/৩১-৩৪) ঔন্দালকির নামোল্লেখ- এমনকি তাঁহার মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঔন্দালকির পাঁচশত অধ্যায়ে লিখিত গ্রন্থ সম্ভবতঃ চাক্ষুষ করেন নাই। চাক্ষুষ করিলে তিনি আরও বিশদভাবে কামসূত্র রচনা করিতে পারিতেন। তবে তাঁহার সময়ে ঔন্দালকির অনেক মত পূর্বাচাষদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাভ্রব্যের গ্রন্থ হইতে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ঔন্দালকি শ্বেতকেতুর পর পাঞ্চালের অধিবাসী বাভ্রব্য ১) সাধারণ, ২) কন্যা-সংপ্রযুক্তক, ৩) ভাষাধিকারিক, ৪) পারদারিক, ৫) বৈশিক, ৬) সাম্প্রযোগিকও ৭) ঐপনিষদিক নাকম সাতটি অধিকরণে দেড়শত অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত কামশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বাৎসায়ন এই গ্রন্থ অষ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে সেই সাতটি অধিকরণে

তাহার কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে সমগ্র কামশাস্ত্রের উপদেষ্টা বাভ্রব্য ব্যতীত আর কোন আচার্য প্রাদুর্ভূত হন নাই। বাভ্রব্যের এই সাতটি অধিকরণের এক একটি লইয়া এক একজন আচার্য এক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চারায়ণ সাধারণ, ঘোটকমুখ কন্যাসংপ্রষূক্তক, গোনদীয় ভাষাধিকারিক, গোণিকাপুত্র পারদারিক, দত্তকবৈশিক, সুবর্ণনাভ সাম্প্রষোগিক এবং কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ পৃথক পৃথক বিশদভাবে রচনা করেন। বাৎস্যায়ন ঐ সকল পৃথকভাবে রচিত গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কামশাস্ত্রের সামগ্রিকভাবে আলোচনা না করায় বিভিন্ন অধিকরণের উপর লিখিত এই সকল শাস্ত্রের আদর ক্রমশ কমিয়া যায় ও কালক্রমে একে একে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল এবং বাভ্রব্যের শাস্ত্র বৃহৎ, তাহার অধ্যয়ন দুষ্কর, এই সকল বিবেচনাপূর্বক সকল শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপ করিয়া বাৎসায়ন অল্প আকারে সাত অধিকরণে, ছত্রিশ অধ্যায়ে ও চৌষট্টি প্রকরণে এই কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। সূত্রাকারে রচিত হওয়ায় স্মরণ রাখার পক্ষে ইহা সুবিধাজনক। বাৎসায়নের প্রাদুর্ভাবকাল লইয়া বহুমতভেদ আছে। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা মহেশচন্দ্র পাল মূল পুস্তকের প্রথমে কয়েকটি শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা অন্য কোন পুথিতে নাই। এই শ্লোকগুলি টীকাকারে যশোধরের লিখিত বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে তৃতীয় শ্লোকে দ্বিবেদাক্ষিস্রন্টুঃ পরিমিত ইহৈক প্রতিনিধিঃ এই উক্তি দ্বারা ২৪২৪ কল্যব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৬৭৬-৭৭ বৎসর পূর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল বুঝায়- কিন্তু পন্ডিতগণ ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। এবং এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধাশ্ত করেন। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ও খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে দুই হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত পুস্তকের তারিখ নির্ণয় করিবেন এরূপ দুঃসাহসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। History of Classical Sanskrit Literature এর রচয়িতা শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারিয়ার অন্ধ্র রাজবংশের ত্রয়োদশ নৃপতি কুন্তল সাতকর্ণীর, মৎস্যপুরাণ ও কলিধুগরাজ, বৃত্তান্ত অনুসারে, রাজ্যকাল ধরিয়া বাৎসায়নকে তিন বা চারশত খ্রীস্টপূর্বে ফেলিয়াছেন। ইহার বিপরীত মতে K.G.Sankara Iyer (Journal of the Mythic Society VIII P291) কামসূত্রের রচনাকাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন। প্রফেসর জলি কৌটিল্যকে খ্রীস্টীয় তৃতীয় এবং বাৎস্যায়নকে চতুর্থ শতকে নির্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার তাহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থে আপস্তম্বের কামসূত্রের বরণবিধান প্রকরণ এবং কামসূত্রের কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণে বরণবিধান প্রকরণের মধ্যে অভূত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে করেন বাৎস্যায়ন আপস্তম্বের নিকট ঋনী। এতদব্যতীত তিনি আরও বহুস্থলে এই উভয় শাস্ত্রকারের উক্তির সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে গান্ধর্ব বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে কামসূত্রের

কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণেও তাহাই লিখিত আছে- বিবাহিত দপ্ততির বিবাহের ফল হইতেছে অনুরাগ। সেইজন্য সমস্ত প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধব বিবাহ মধ্যম হইলেও অনুরাগাত্মক বলিয়া ইহা আদৃত। কারণ ইহাতে সম্বন্ধ করিবার ঝঞ্ঝাট নাই, অনুরাগভরেই এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে বাৎস্যায়ন অনেক উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আনুমানিক ৩০০ খ্রীস্টপূর্বে রচিত হইয়াছিল, সুতরাং বাৎসায়ন ৩০০ খ্রীস্টপূর্বের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে বাৎসায়ন অনেক উদ্ধৃতি করিয়াছেন। ইহা হইতে বাৎসায়নের প্রাদুর্ভাবকাল খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মেধার্ধে গিয়া পড়ে। কামসূত্রে অহল্যা, অবিমারক ও শকুন্তলার কাহিনীর উল্লেখ আছে। রামায়নে, অশ্বঘোষের বদ্ধচরিত্র এ অহল্যার উল্লেখ আছে। ভাসের নাটক অবিমারক ও সে সামাজিক চিত্র আছে তাহার সহিত কামসূত্রে বর্ণিত সামাজিক চিত্রের অনেক মিল আছে। তাহা হইতে অধ্যাপক চাকলাদার মনে করেন, বাৎসায়ন ঐ নাটক হইতে অবিমারকের কাহিনী জানিতে পারিয়াছেন, সুতরাং বাৎসায়ন ভাসের পরবর্তী। এদিকে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে কালিদাস ভাসকে পূর্বসূরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম, নাটকে দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে বিস্রম্ভণ, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কাশ্যপ তাহাকে যে উপদেশ গিয়াছেন তাহাতে অগ্নিবর্ণের রতিলীলা বর্ণনায় ইত্যাদি বহুস্থলে কামসূত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং কালিদাস সুবন্ধুর ন্যায় বাৎসায়নের নামউল্লেখ না করিলেও কামসূত্রকে অনুসরণ করিয়াছেন, অতএব তিনি বাৎসায়নের পরবর্তী। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে, বাৎসায়ন পূর্বাচার্যদিগের শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া তাহার কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বাভ্রব্যের কামশাস্ত্র বহুদিন পর্যন্ত সুলভ ছিল। সুতরাং যে কালিদাস বাভ্রব্যের কামশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন না তাহা কে বলিবে? এখন দেখা যাউক কালিদাস কখন প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই কালিদাসকে গুপ্তযুগের কবি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কালিসাদ উজয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ কলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন। যদিও বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের মধ্যে তাঁহার নাম আছে, ঐ নবরত্নের সব রত্নগুলি একই সময়ে বর্তমান ছিলেন না। গুপ্ত সম্রাটগণের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। উজয়িনীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একটি জয়স্কন্ধবার স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ইহা তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল, তাহাদের সেই অনুমান ভ্রাপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রৌপ্য মুদ্রা শকনপতিদিগের অনুকরণে উজয়িনীতে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া উজ্জয়িনীকে দ্বিতীয় রাজধানী বলা চলে না। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে মেঘকে উজ্জয়িনীর উপর দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাটলিপুত্রের উপর দিয়া লইয়া যান নাই। কালিদাস

যদি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ হইতেন তাহা হইলে মেঘকে নিশ্চয়ই পাটলিপুত্রের উপর দিয়া লইয়া যাইতেন। মেরুতুঙ্গ নামক একজন জৈন পন্ডিত লিখিয়াছেন যে উজয়িনীতে নভোবাহন নামক এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র গর্দভিল্ল রাজা হন। তিনি ১৩ বৎসর রাজত্ব করার পর শ্রীকালিকাচার্য নামক এক ব্রাক্ষ্মনের ভগিনী সরস্বতীর উপর বলাৎকার করায় তিনি শকদিগের সাহায্যে গর্দভিল্লকে রাজ্যচ্যুত করেন। চার বৎসর পরে গর্দভিল্লর পুত্র শকগনকে পরাজিত ও রাজ্য পুররুদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম লইয়া সিংহাসন আরোহন করেন এবং বিক্রমসংবতের প্রবর্তন করেন। গুপ্তরাজগণের সমস্তলিপিতে গঙ্গযমুনার সঙ্গম স্থলকে প্রয়োগ বলা হইয়াছে। অথচ কালিদাস এই স্থানকে প্রতিষ্ঠানপুরী বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানপুরী প্রয়োগের প্রাচীনতর নাম। অভিজ্ঞানশকুন্তলমে রাজা দুষ্যন্তের রাজসভায় যে বিচারের বিবরণ আছে তাহা হইতে কালিদাসের যুগেরফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা হইতে ঐ নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধে বেশ একটি ধারনা হয়। শকুন্তলা রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া যাইবার পর ষষ্ঠ অঙ্কে রক্ষিগণ দুইজন ধীবরকে চোর বলিয়া রাজসভায় লইয়া আসিল। ইহাদের নিকট রাজার নামাঙ্কিত মনিখচিত একটি সুবর্ন অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে। তৎকালে মনি চুরি অপরাধের জন্য প্রাণদন্ত হইত। রাজা অঙ্গুরী দেখিয়া শকুন্তলাকে প্রদত্ত তাহার অঙ্গুরী বলিয়া চিনিতে পারিলেন ওধীবরগণকে মুক্তি দিয়া পুরষ্কৃত করিবার আদেশি দিলেন। তাহার পর আর একটি ঘটনা হইল- প্রতিহারী অমাত্য লিখিত একটি পত্র রাজাকে দিল- ইহাতে অমাত্য জানাইয়াছেন- ধনমিত্র নামক একজন ব্যবসায় সমুদ্রে জাহাজডুবি হওয়ায় মারা গিয়াছেন। সেই হতভাগ্যের কোন সন্তান নাই, সুতরাং তাহার বিপুল সম্পত্তি রাজার বাজেয়াপ্ত করা কর্তব্য, অমাত্য সেই সম্বন্ধে রাজার উপদেশ চাহিতেছেন। রাজা বলিলেন, সে যদি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় একাধিক পত্নী থাকিবে। অনুসন্ধান করা হউক, তাহার কোন পত্নী সন্তানসম্ভবা কিনা। গর্ভস্থ সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাহা যদি না হয় তবে রাজা সেই সম্পত্তি অধিকার করিবেন। অমাত্য অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে ঐ শেষ্ঠীর একজন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, সেই উত্তরাধিকরিনী হইবে যাবৎ না সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় কালিদাস যে যুগে জন্মিয়েছিলেন তখন মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে নিঃসন্তানা বিধবার অধিকার ছিল না, কালক্রমে বিধবা স্ত্রীর স্বামীর অধিকার সাব্যস্থ হইয়াছে। এইভাবে শকুন্তলা নাটকটি মনু, আপস্তব, বৌধায়ন ও নারদের স্মৃতির পরে রচিত এবং নারদ, কাত্যায়ন, গৌতম, বৃহস্পতিশঙ, লিখিত, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসের স্মৃতির পূর্বে রচিত। মণিচুরির অপরাধের দন্ড প্রাণদন্ড হইতে দৈহিক শাস্তি বা অর্থদন্ড পরিণত হয়। অনেক ঐতিহাসিক অশ্বঘোষের বুদ্ধ্যরিতের শ্লোকসমূহের সহিত কালিদাসের কাব্যের শ্লোকের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে

করেন কালিদাস যখন খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের কবি তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কবি অশ্বঘোষকে অনুকরণ করিয়াছেন, গোপাল রঘুনাথ নন্দাগিকর তাহার সম্পাদিত রঘুবংশে বুদ্ধচরিত ও রঘুবংশ ও বদ্ধচরিত ও কুমার সম্ভব হইতে পাশাপাশি বহু শ্লোক উদধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, অশ্বঘোষের একমাত্র কাব্য বৃদ্ধচরিতের অনুকরন করিবেন কেন? এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা কালিদাস যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা তৎপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কতকটা নিৎসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কালিদাস তাহার অভিজ্ঞানশকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্রম, বিক্রমোবশীযম প্রভৃতি নাটকে, রঘুবংশম, কুমারসম্ভবম্ কাব্যে যে কামশাস্ত্রের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তিনি ঘোটকমূখ গোনর্দ, গোণিকাপুত্র ও বাৎসায়নের কামশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালিদাস খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে আবির্ভূত হইয়া থাকিলে বাৎসায়নকে আমরা অনায়াসে খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর শাস্ত্রকার বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বাৎসায়নের কামসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কামশাস্ত্র পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি ক্ষেমেন্দ্র বাৎসায়নসূত্রসার নামে কামসূত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায় না। যশোধর, যশোধরেন্দ্রপ্রভ বা যশোধরেন্দ্রপাদ নামক এক ব্যক্তি কামসূত্রের টীকা জয়মঙ্গলার রচয়িতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ শঙ্করায বা শঙ্করাচার্য নামক কোন ব্যক্তিকে এই টীকার রচয়িতা মনে করেন। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামন্দকের নীতিসার ভট্টিকাব্য ও সাংখ্যসপ্তশতী প্রভৃতির টীকা শঙ্করার্য নামক এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, যশোধর একজন পূথি লেখকের নাম। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। একজন পুথি লেখকের নামে জয়মঙ্গলার মতো টীকা চলিতে পারে না। জয়মঙ্গলা অতি বিশদ টীকা, ইহাতে রচয়িতর বহুশাস্ত্রে পান্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই টীকার রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, তবে ইহা কোক্কোকের রতিরহস্যের পরে রচিত হইয়াছিল। বাঘেলা রাজবংশের নৃপতি রামচন্দ্রদেবের পুত্র রাজা বীরভদ্রদেব কন্দপচূড়ামণি নামে কামসূত্রের একটি পদ্যময়ী ব্যাখ্যা অথবা পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রচনাকাল ১৬৩৩ সংবৎ বা ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ। কাশীর সর্বেশ্বর শাস্ত্রীর শিষ্য ভাস্কর নৃসিংহ শাস্ত্রী নামক এক পন্ডিত কোন রাজা ব্রজলালের অনুকূল্যে ১৭৪৪ সংবতে বা ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সূত্রবৃত্তি নামক কামসূত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মল্লদেব নামক একজন পন্ডিত কামসূত্রের একটি টিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। পঞ্চসায়ক নামক কামশাস্ত্রে মূলদেব নামক একজন কামশাস্ত্রকারের উল্লেখ আছে, তিনিইহয়ত তথাকথিত মল্লেদেব হইতে পারেন। বাৎসায়ন কামসূত্রে ওন্দালকি, গোণিকাপুত্র, গোনর্দীয়, সুবর্ণনাভ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি তাঁহাদের শাস্ত্র গুলির সহিত

পরিচিত ছিলেন, কিংবা যে বাভ্রবাক্যে তিতিন অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার গ্রন্থে ঐস কল পূর্বাচার্যদিগের শাস্ত্র হইতে উদধৃত উক্তি চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। বাৎসায়নের কামসূত্রের পর আমরা যে সকল কামশাস্ত্র পাই, সেগুলির মধ্যে দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমতম্ বা শম্ভলীমতম্ প্রাচীনতম। দামোদর গুপ্ত কাশ্মীরের কটি বংশীয় নৃপতি জয়পীড়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কুট্টনীমতম ১০৬০ টি আর্যাছন্দে রচিত শ্লোকে কাব্যাটি গ্রথিত। দুর্বল প্রকৃতি ধনীর পুত্রগণকে বারাঙ্গনাগণ কামকলায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করে তাহা দেখাইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই কাব্যে কবি তাহার বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ বুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য কবির উদধৃতি হইতে বুঝা যায় দামোদর গুপ্ত আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দামোদরগুপ্তের পর আমরা নাগরসর্বস্বম্ এর রচয়িতা পদ্মশ্রী বা পম্মশ্রীজ্ঞানের নাম পাই। ইনি একজন বৌদ্ধশ্রমণ। ইহার গ্রন্থে ইনি দামোদর গুপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শাঙ্গধরপদ্ধতিতে পম্মশ্রীর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং ইনি খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহার পরেই আমরা কোক্কোকের নাম করিতে পারি। রতিরহস্য সর্বাপেক্ষা সুপ্রচারিত কামশাস্ত্র। ইহার রচয়িতা কোক্কোকের নাম হইতে লোকে তাঁহার রচিত গ্রন্থকে কোক্কোশাস্ত্র বলে। ইহা অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি পরবর্তী কামশাস্ত্রগুলির আদর্শ পুস্তক। কোক্কোকের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কোক্কোকের পিতার নাম গদ্য বিদ্যাধর বা বৈদ্য বিদ্যাধর এবং পিতামহের নাম তেজোক। পারিভদ্র নামক এক পন্ডিত ছিলেন ইহার পূর্বপুরুষ। কামসূত্রের টীকা জয়মঙ্গলায় রতিরহস্যের একটি শ্লোক উদধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রতিরহস্য জয়মঙ্গলার পূর্বে রচিত হইয়াছিল। পদ্মশ্রী যে কোক্কোকের পূর্ববর্তী তাহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু পন্ডিতগণ মনে করেন কোক্কোক পদ্মশ্রীর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রতিরহস্যের এ পর্যন্ত চারটি টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে ১) কাঞ্চনাথকৃত টীকা দীপিকা, ২) অবঞ্চ রামচন্দ্রকৃত টীকা, ৩) কবি প্রভুকৃত টীকা এবং ৪) হরিহরকৃত টীকা শৃঙ্গারসবন্ধপ্রদীপিকা। বিজয়নগর বা বিজিয়ানগরম্ এর নৃপতি ইম্মাদী পৌঢ়দের রায় রতিরত্বপ্রদীপিকা নামক একটি কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা রতিরহস্যেরই অনুকরণে লিখিত একরকম পদ্যে লিখিত টীকাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই গ্রন্থের যে অংশটি পাওয়া গিয়াছে তাহা খন্ডিত। ভাষাধিকারিক, পারদারিক, বৈশিক ইত্যাদি অধ্যায়গুলি ইহাতে নাই । যাহারা ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন তাঁহারা কেন যে এই ত্রুটিটি লক্ষ্য করেন নাই তাহা বুঝিলাম না। এইস ময়ে বলা উচিত গীতগোবিন্দ কাব্যের রচয়িতা জয়দেব একটি ক্ষুদ্র রতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম রতিমঞ্জরী। জয়দেব সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের

সভাসদ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, যথা স্মরদীপিকা, কামসমূহ ইত্যাদি। অতিবীর রামপন্ডিয়ন নামক একজন তামিল পন্ডিত তামিল ভাষায় কোক্কোকের রতিরহস্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন কোক্কোকম্ । এই তামিল অনুবাদটি সিংহলের একজন ডক্টর অফ লিটারেচার যতোধর্মস্ততোজয়ঃ এই ছন্দনামে অনুবাদ করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বো হইতে প্রকাশ করেন। এইইং রেজী অনুবাদের ভূমিকায় তিনি ১৯ টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার গ্রন্থের শেষে রতিরহস্যের কন্যাবিস্রম্ভণ ও পারদারিকাধিকার অধ্যায় বাদ দেওয়া হইল বলিয়া জানাইয়াছেন। এই অধ্যায় দুটি মূলত তামিল অনুবাদেইবাদ দেওয়া হইয়াছে বা এই ইংরেজী অনুবাদে বাদ দেওয়া হইল তাহা বুঝা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্যোতিরীশ্বর ঠাক্কুর নামক এক পন্ডিত পঞ্চসায়খ নামে একটি কামশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহার তারিখ ঠিক জানা যায় না, তবে তিনি পূর্বাচার্যদিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্ররনাম উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বর বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির প্রপিতামহ এবং তাঁহার নিবাস ছিল মিথিলায়। বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। রতিরহস্যের পর উল্লেকযোগ্য ও বিখ্যাত কামশাস্ত্র হইতেছে অনঙ্গরঙ্গ। স্যার রিচার্ড বার্টন ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চালর্স ক্যারিংটন প্যারি হইতে ইহা পুনমুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কল্যানমল্ল নামক একজন রাজপুত্র পন্ডিত লাড়খা নামক লোদীবংশীয় একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার আনুকূল্যে এই কামশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লাড় খাঁকে আহমদ খাঁ লোদীর পুত্র বলা হইয়াছে। আমরা ওয়াকিয়াৎ-ই-মুশ্তাকি নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনকালে জুমাল খাঁ লোদী সারংখানির পুত্র আহমদ খাঁ লোদী জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তিনি সিকান্দার লোদীর ৪৪ জন সামন্তের অন্যতম এবং এটওয়ার নায়েব ছিলেন। লাড় খাঁ তাহার এক পুত্র হইতে পারেন। অনঙ্গরঙ্গ ফার্সী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। লিজ্জৎ-অলনিসা বা রমনীগণের আনন্দ এইনা মে ইহার একটি উর্দু অনুবাদও হইয়াছিল। মদনমোহন দে নামক এক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে ১২৫৮ বঙ্গাব্দে সম্ভোগ রত্নাকর নামে কবিতায় ইহার একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এবং হয়ত ভারতের বাহিরে চীন ওজাপানেও ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। অনঙ্গরঙ্গের অনুকরণে কামপ্রবোধ নামক একটি কামশাস্ত্র বিকানীরের রাজা কর্ণের পুত্র অনপসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাস জনার্দন নামক এক পন্ডিত রচনা করেন। ইহাকে অনঙ্গবঙ্গের আক্ষরিক অনুকরণ বলা যাইতে পারে। এতদব্যতীত অনন্ত নামক এক পন্ডিত ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কামসমূহ নামকএকটি কামশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। হরিহর নামক এক ব্যক্তির রচিত রতিরহস্যের উল্লেখ ও তাহা হইতে

উদ্ধৃতিও আমরা দেখিতে পাই। রুদ্র বা কদ্র রুদ্রের স্মরদীপিকা এই রূপ একটি কামশাস্ত্র। আমরা এইরুপ বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন কামশাস্ত্রের উল্লেখ পাই, তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত। অধ্যাপক চাকলাদার বাৎসায়নকে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের মনে হয়, তাহার অনুমান ঠিক। তিনি বলেন, বাৎসায়ন অল্প বিস্তর সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ- পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক ছিল। তিনি অবন্তী, মালব, অপরান্ত, লাট, সৌরাষ্ট্র, বিদভ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ এবং বিদর্ভের বংসগুল্মক, অন্ধ্র, আভীর জাতির বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ উত্তর পশ্চিম ভারতের সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অধিবাসী ও বাহলিকদিগের আচার সম্বন্ধে একবার এবং দক্ষিণাপথের দ্রাবিড়দিগের ও চোলদিগের সম্বন্ধে এক বার এবং দক্ষিনাপথের দ্রাবিড়দিগের ও চোলদিগের সম্বন্ধে একবার মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ ভারতের লোকদিগকে প্রাচ্যদেশীয় বলিয়াছেন এবং একবার মাত্র অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের নামএকবারও করেন নাই, তবে সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের নবম অধ্যায়ে ২৭ সূত্রে নাগরককাঃ শব্দ আছে, যশোধর যে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাটলিপুত্রকাঃ তাহা ঠিক কিনা বুঝা যায় না, কারণ অন্যত্র পাটলিপুত্র নগরের নাম করিয়াছেন। তবে এস্থলে কেবল নাগরক শব্দটি ব্যবহার করিলেন কেন? অধ্যাপক চাকলাদার মনে করেন ইহা একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসীগণকে বুঝাইতেছে। রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের মধ্যে নগর নামক একটি বৃহৎ প্রাচীন নগর ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। চিতোরের প্রায় এগারো মাইল উত্তরে আরএকটি প্রাচীন শহর ছিল তাহারনাম অম্ববতী নগরী, তাহাকে পতজলির মধ্যমিকা বলিয়া পন্ডিতগণ মনে করেন। ইহা বাৎসায়নের নগর হইতে পারে না, কারণ ইহা খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও মধ্যমিকা ও মঝমিকা নামে পরিচিত ছিল। এইরুপ কোন একটি নগরের নাম হইতে নাগরী অক্ষরের নামকরণ হইয়া থাকবে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাৎসায়নকে মগধের অধিবাসী বলিতে চাহিয়াছেন। অধ্যাপক চাকলাদার তাহার যুক্তি খন্ডন করিয়াছেন। বাৎসায়নের একযার মাত্র মধ্যদেশের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সৌরসেন সাকেত ও অহিচ্ছত্রের নাম মাত্র একবার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কামসূত্র হইতে যে যুগের প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাই। যদিও মূলতঃ ইহা কামশাস্ত্র, তথাপি ইহা ভারতীয় সমাজের অনেক অনুঘাটিত দিকের উপর আলোকপাত করে, যাহা অন্য কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায়না। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে কথিত বর্ণাশ্রমধর্ম অনুসরণ করিয়া সমাজ চলিত। বাৎসায় বলিয়াছেন, শতায়ুবৈপুরুষ অর্থাৎ পুরুষের আনুমানিক আয়ু একশত বৎসর। এই এশত বৎসরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে ত্রিবর্গেরই সেবা করিবে। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা ও সেই

সঙ্গে অর্থোপার্জনের উপায় শিক্ষা করিবে। বিদ্যালাভ হওয়া পর্যন্ত ব্রক্ষ্মচর্যের সেবাই কর্তব্য। তাহার পর বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনযাপন ও কামের সেবা করিবে এবং বার্ধ্যক্যে ধর্মও মোক্ষ অর্থাৎ ধর্মচর্চা করিয়া ও মোক্ষলাভের উপায় চিন্তা করিবে। বয়ো বিভাগ সম্বন্ধে টীকাকর বলিতেছেন- আষোড়ণাদ ভবেদ্‌বালো যাবৎ ক্ষীরানুবর্তক। মধ্যম সম্পতি যাবৎ পরতো বৃদ্ধ উচ্যতে। অর্থাং ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বলা হয়, সত্তর বৎসর বয়ষ পর্যন্ত মধ্যম এবং তাহার পর বৃদ্ধ। এই মধ্যম শব্দে যৌবনকাল ও পৌঢ়ত্বকে একত্র ধরা হইয়াছে, তাহার কারণ পুরুষ সত্তর বৎসর পর্যন্ত কামসেবা ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লেখা আছে, দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি। ষোড়শবর্ষ পুমান অর্থাৎ যে স্ত্রীর দ্বাদশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে প্রাপ্ত ব্যবহারা, অর্থাৎ সাবালিকা হয় এবং পুরুষ ষোল বৎসরে সাবালক হয়। ধর্মশাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থাশাস্ত্রে আট প্রকাশ বিবাহের উল্লেখআছে । যথা- ১) যে বিবাহে কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া বরের হস্তে প্রদান করা হয়, তাহার নাম ব্রাক্ষস বিবাহ।

২) যে বিবাহে কন্যা ও বর একসঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া পরিনীত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

৩) যে বিবাহে বরের দিকট হইতে দুইটি গাভী গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহার নাম আর্ষ বিবাহ।

৪) যে বিবাহে যজ্ঞবেদিমধ্যে স্থিত ঋত্বিকের নিকট কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহার নাম দৈব বিবাহ।

৫) যে বিবাহে বর ও কন্যা নিজেচ্ছায় পিতামাতার অভিমত না লইয়া অন্যোন্যকে গ্রহণ করে, তাহার নাম গান্ধর্ব বিবাহ।

৬) যে বিবাহে বর কন্যার পিতাকে বা কন্যাকে শুল্কধন দিয়া কন্যা গ্রহণ করে, তাহার নাম আসুর বিবাহ।

৭) যে বিবাহে বলাৎকারে কন্যা গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম রাক্ষস বিবাহ।

৮) যে বিবাহে সুপ্তা কন্যানেক হরণ করিয়া নিয়া বিবাহ করা হয়, তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ।

কৌটিল্য বলেন, ইহার মধ্যে প্রথম চারিটি বিবাহ ধম্য অর্থাৎ ধর্মানুকুল বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ এগুলিতে পিতার অনুমোদন থাকে। আর অবশিস্ট চারিটি বিবাহও ধর্মানুগত মনে করা যায়, যদি এগুলিতে পিতা ও মাতা উভয়ের অনুমোদন লাভ করা যায়। বাৎসায়ন বলেন দেশাচার অনুসারে

ব্রাক্ষ, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব-ইহার যে কোন প্রকার বিধানে যথাশাস্ত্র কন্যার পালিগ্রহণ করিবে। বাৎসায়ন কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণের শেষে মন্তব্য করিয়াছেন-

কুঢ়ানাং হি বিবাহানামরাগ ফলং যতঃ
মধ্যমোহপিহিদ্ যোগো গাধর্বস্তেন পুজিত।
সুখত্বাদবহক্লেশাদপি চাবরণাদিহ।
অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্বঃ প্রবরো মতঃ

অর্থাৎ, সমপ্ত বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ মধ্যম হইলেও অনুরাগাত্মক বলিয়া ইহা সাধারণের আদৃত কারণ সকল বিবাহেই অনুরাগ ফলস্বরূপ। এ সংসারে গান্ধর্ব বিবাহ সুখের কারণ-ইহাতে সম্বন্ধ করিবার বা ঝামেলা সহ্য করিতে হয় না। অনুরাগ ভরেই এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই যাহারা দাম্পত্যসুখ আকাঙ্খা করে তাহাদের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ। ধর্মশাস্ত্রগুলির ন্যায় বাৎসায়নের কামসূত্রে আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় সমাজের সমস্ত লোক চারিবণে বিভক্ত এবং প্রত্যেক লোকের জীবনযাত্রা চারটি আশ্রমে বিভক্ত। কোন নাগরিক অর্থাৎ সম্পন্নগৃহস্থ যদি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে অর্থোপার্জন করিতে হইবে। বাৎসায়ন চারিটি উপায়ে অর্থ সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন- ১) প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহন,২)জয় অর্থাৎ বলপূর্বক অধিকার, ৩) ক্রয় অর্থাৎ ব্যবসা, ৪) নির্বেশ কাজ করিয়া দিবার জন্য পারিশ্রমিক। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া গৃহস্থজীবনযাপনের পূর্বে ব্রাক্ষণ যাগ-যজ্ঞ করিয়া রাজা ও ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যে অর্থ দানস্বরূপ পাইবেন তাহাই তাহার আয়। ক্ষত্রিয় বৃদ্ধ করিয়া যে সম্পত্তি বা অর্থ লাভ করিবেন। তাহা তাহার আয়। বৈশ্য বা বণিকগণ ব্যবসা হইতে যাহা উপার্জন করিবেন, তাহা তাঁহার আয় আর শুদ্রকায়িক পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জন করিবেন, তাহা তাহার আয়। ইহার সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইবেন, তাহাও তাঁহারসম্পত্তি। কামসূত্রে বহুস্থানে ব্রাক্ষণের উল্লেখ আছে। ব্রাক্ষণকে দান করিলে দীর্ঘজীবন ও যশঃলাভ হয়। কোন ধনী রমনী যদি ব্রাক্ষণকে সহস্র গোদান করে, তাহা হইলে তাহা মহাপুন্যের কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেকালে ব্রাক্ষণগণ গণিকার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেন না। সেইজন্য কোন ধনশালিনী গণিকা যদি এইরূপ দান করিত, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যব্যক্তির হাত হইতে তাহা গ্রহন করিতেন। রাজার অন্তঃপুরে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্রাক্ষণগন সেখানে প্রবেশ করিয়া তিরস্করিনীর আড়াল হইতে মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। ব্রাক্ষণগণ বিবিধ ধর্মীয অনুষ্ঠানকরিতেন, তাহাদের সেইজন্য বিবিধ নাম ছিল। যেমন শ্রোত্রিয় ব্রাক্ষণের গৃহে প্রতিদান যজ্ঞ হইত সেইজন্য সর্বদাই আগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। বিবাহেচ্ছদ্দ দম্পতি ও শ্রোত্রিয়ের বাড়ি হইতে আগ্নি সংগ্রহ করিয়া আগ্নিসাক্ষী

করিয়া বিবাহ করিতেন। ইহা ব্যতীত ব্রক্ষচারী, দীক্ষিত, ব্রতী, লিঙ্গী, ইত্যাদি বহু বিভিন্ন বৃত্তির ব্রাক্ষণের উল্লেখ পাই। বাৎসায়নের যুগে রাজা সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন। রাজা হইলেই যে তিনি জাতিতে বা বর্ণে ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা মনে হয় না। বাৎসায়ন ক্ষত্রিয় শব্দটি মাত্র একবার উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানেও বলিয়াছেন, আভীর রাজাদিগের অন্তঃপুর ক্ষত্রিয় জাতির রক্ষীদিগের দ্বারা রক্ষিত হইত। ইহাতে বোঝা যায় আভীরগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। বাৎসায়ন বৈশ্য ও শুদ্রদিগকে স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাহাদের জাতিগত বৃত্তিসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা- দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মালাকার, গান্ধিক, রজক, নীলিকুসুম্ভরঞ্জক, নাপিত, সৌন্ধিক, তাম্বুলিক, সুবর্নকার, মণিকার, বৈকতিক, কুশীলব, গায়ন। অনেক বৃত্তিজীবী নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে এক একটি জাতির অন্তর্গত ছিল, কিন্তু সকল বৃত্তিজীবীই এক শুদ্রবর্ণের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কামসূত্রে দৈবজ্ঞ বা বৈদ্য বলিয়া কোন পৃথক জাতির উল্লেখ নাই। বাৎসায়ন অনেক রাজকর্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের জাতির বা বর্ণের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। বাৎসায়ন ব্রক্ষচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু বাণপ্রস্থ ও যতি আশ্রম সম্পন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। তিনি লিঙ্গী অর্থাৎ যাহার নিজ নিজসম্প্রদায়ের চিহ্ন ললাটে বহন করেন, এইরূপ সন্ন্যাসী এবং প্রব্রজিতা, শ্রমণ্য ক্ষপনিকা, তাপসী ভিক্ষুকী মুন্ডা ইত্যাদি সন্নাসিনী দিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারমধ্যে শ্রমণা হইতেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী এবং ক্ষপনিকা জৈন সন্ন্যাসিনী বা সাধ্বী। তাপসী সম্ভবত সনাতন বৈদিক বা ব্রাক্ষণ্যধর্মের সন্ন্যাসিনী। কামসূত্রে বানপ্রস্থআশ্রমের কোন উল্লেখ নাই। কারণ বনবাসী তাপসদিগের সহিত কামের কোন সম্পর্ক ছিল না। অধিকন্তু মনে হয়, সে যুগে বানপ্রস্থ আশ্রম সমাজে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বৈখানস ধর্মসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, কেবলমাত্র ব্রাক্ষ্মণগনই চারিটি আশ্রম পালন করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ তিনটি বৈশ্যগন দুইটি ব্রক্ষচর্য ও গার্হস্থ্য এবং শুদ্রগণ সারাজীবন গার্হস্থ্যধর্মই পালন করিতেন। শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া বাৎসায়নের যুগে কোন লোক বিবাহ করিত না। সাধারণতঃ লোকে সবর্ণেই বিবাহ করিত। অসবর্ণ বিবাহও অপ্রচলিত ছিল না। আভিজাত্য সম্পন্ন মাতৃপিতৃবতী নিজ বয়স হইতে অন্তত তিন বৎসরের কম বয়সের, সৎকুলজাতা, কোনরকম দৈহিকত্রুটি যাহার নাই এইরুপ কুমারীকে বিবাহ করা উচিত, ইহাই বাৎসায়ন উপদেশ দিয়াছেন। তবে সববয়স্কা বা বয়সে বড় কন্যার সহিতও বিবাহ হইত। এই সকল বিবাহ প্রনয়ঘটিত বিবাহ ও গান্ধর্ব বিবাহের রীতিতেই সম্পন্ন হইত। বাৎসায়ন বলিয়াছেন, যে নারী তোমাকে সুখী করিবে তাহাকেই বিবাহ করিবে। বিবাহোপযুক্তা কন্যা বাল্য, যুবতী বা প্রৌঢ়াও হইতে পারে। পাত্রের মিত্রগণ ও ঘনিষ্ঠ আত্নীয়গণ পাত্রী পছন্দ করিতেন, অথবা স্বয়ং পাত্রই পাত্রীকে পছন্দ করিতেন। যে কন্যাকে

দেখিলে মন ও চক্ষুর প্রীতি উৎপাদন হয় তাহাকে বিবাহ করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম লাভ হইয়া থাকে। বাৎসায়ন তাহার কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন নগরের সৌখীন লোকদিগের জন্য যাহাদিগকে তিনি নাগরক আখ্যা দিয়াছেন। যে ব্যক্তি শিক্ষা সমাপনান্তে গার্হস্থ্যআশ্রম অবলম্বন করিয়া পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তি এবং নিজ বৃত্তি এবং নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থে সাংসারিক জীবন যাপন করিতে চাহে, বাৎসায়ন তাহাকে কোন নগরে বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই নগর ছোট বা বড়ই হউক না কেন অন্তত যেন বহু সৎ এবং অভিজাত ব্যক্তির বাসস্থান হয়। যথা-নগর, পত্তন বা খর্বট। সেই স্থানে সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, শিল্পকৌশল দ্বারা রাজা বা কোন ধনী নাগরিকের অনুগ্রহ অথবা কোন নাগরিকগোষ্ঠী বা সমিতিতে শ্রেষ্ঠী ও শিল্পীদিগের সমবায়ে নিয়োজিত হইতে পারে। নাগরকের গৃহ সম্বন্ধে বাৎসায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার সৌন্দর্যের রুচি ও প্রীতি সূচনা করে এবং তাহার গৃহের সাদাসিধা অথচ বাছাই-করা আসবাবপত্র ও অলঙ্করণ হইতে তাহার চারুকলা ও বহুমুখী কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নাগরিক কোন জলাশয়ের নিকটে গৃহ নির্মাণ করিবে, যাহাতে কদাচ জলাভাব না ঘটে। গৃহটি দুইভাগে বিভক্ত হইবে। ভিতরের অংশটি অন্তঃপুর অর্থাৎ মহিলাদিগের জন্য এবং গৃহস্বামী তাহার কার্য করিবেন ও অতিথি অভ্যাগতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বাহিরের অংশ তাহার জন্য নির্দিষ্ট। প্রত্যেক অংশে বিভিন্ন কার্যের জন্য কয়েকটি কক্ষ থাকিবে। একটি বৃক্ষবাটিকা থাকিবে ও খোলা জায়গা থাকিবে সেখানে নানাপ্রকার ফল ও ফুলের গাছ থাকিবে, শাকসজী প্রভৃতি জন্মাইবার জন্য পৃথক স্থান থাকিবে। নাগরকের বহিবাটির একটি কক্ষে দুইটি পালঙ্ক থাকিবে। একটিতে শুভ্রধৌত বস্ত্রাচ্ছাদিত সুকোমল শয্যা থাকিবে , এই শয্যা নিন্দ্রা যাইবার জন্য। অপর পালঙ্কটিতেও ঐরূপ শয্যা পাতা থাকিবে, তাহা সম্প্রযোগ্যর্থ। শয্যার মাথার দিকে একটি কুর্চাসনে, সম্ভবতঃ কুলুঙ্গীতে, ইষ্টদেবতার মুর্তি স্থাপিত থাকিবে। শয্যার সংলগ্ন একটি কাষ্ঠের বেদী অর্থাৎ চৌকী থাকিবে, চৌকিটি পালঙ্কের সমান উচ্চ এবং প্রস্তার একহাত মাত্র তাহাতে রাত্রিতে ব্যবহারের জন্য অনুলেপন, মোমের কৌটা, গন্ধদ্রব্য রাখিবার পাত্র, মাতুলুঙ্গ বা কমলালেবুর খোসা, পানের ডিবা ইত্যাদি থাকিবে। ঘরের মেঝেতে পতদগ্রহ অর্থাৎ পিকদানী থাকিবে। ঘরের দেয়ালে নাগদন্তে অর্থাৎ ব্রাকেটে বীনা, চিত্রফলক, তুলি ও রংয়ের পত্র কোন পুস্তক ও কুরন্টফুলের মালা ইত্যাদি থাকিবে। গৃহকুট্টিমে শয্যার অনতিদূরে পিঠওয়ালা গোল আসন থাকিবে। আকর্ষফলক ও দ্যতফলক, অর্থাৎ দাবা ও পাশাখেলার ছক থাকিবে। বাহিরে পোষাপাখির খাঁচা থাকিবে। বাড়ির উঠানে বা উদ্যানে গাছের ছায়ার তলে দোলা ও পুষ্পাস্তীর্ণ পাঠিকা থাকিবে। নাগরক প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যকর্ম সম্পাদনপূর্বক দন্তধাবন করিয়া কিঞ্চিৎ অনুলেপন লইয়া

সুরভিত ধুপের ধোঁয়ায় বস্ত্র সুবাসিত করিয়া মুখে মোম ও আলতা দিয়া, মাথায় বা গলায় মালা পরিয়া তাম্বুল চর্বন করিতে করিতে নিজ কার্য করিবে। সে প্রত্যহ স্থান করিবে, একদিন অন্তর গায়ের ময়লা তুলিবে দুইদিন অন্তর ফেনক ব্যবহার করিবে, তিনদিন অন্তর ক্ষৌরকর্ম করিবে, পঞ্চমদিন কক্ষের ও দশম দিনে জঘনের লোমশাতন করিবে; সতত কক্ষের ঘর্ম রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। পূর্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে অথবা সায়াহ্নে ভোজন করিবে। পূর্বাহ্নে ভোজনের পর কিছুক্ষণ শয্যায় শুইয়া বিশ্রাম করিবে ও তাহার পর শুকসারিকে পড়াইবে। লাবক কুক্কুট ও মেঘদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবে এবং পীঠমর্দ, বিট ও বিদূষকের সহিত দ্যুত ও আকর্ষক্রীড়াদি করিবে। অপরাহ্নে প্রসাধন করিয়া গোষ্ঠীতে যাইবে। সন্ধ্যাকালে গানবাজনা করিবে। তাহার পর বাসগৃহ সুসজ্জিত সুরভিত ধুপাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত শয্যার উপবেশন করিয়া অভিসারিকাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। অভিসারিকার আগমনের বিলম্ব ঘটিলে দূতীদিগকে পাঠাইবে বা নিজেই যাইবে। অভিসারিকা নায়িকা আসিলে সহায় ও মিত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া মনোহর আলাপে এবং তাম্বুলাদি উপচার দিয়া মনোরঞ্জন করিবে। যদি বৃষ্টিপাতে অভিসারিকার বেশভূষা বিপর্যস্ত হয় তবে নিজে তাহার বেশ পরিবর্তন করিয়া দিবে, অথবা মিত্রদিগের দ্বারা পরিচর্যা করাইবে। এখানে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে এই অভিসারিকা হইতেছে কোন গণিকা অথবা গায়িকা বা নর্তকী। সেকালে অবস্থাপন্ন নাগরকগণ নিজ ভার্যগণ ব্যতীত ঐরুপ রমনীগণের সহিত মিলিত হইতেন। নাগরকের মিত্র বলিতে খেলাধুলার সাথী, অর্থ ও জীবনরক্ষার দ্বারা যে উপকার করিয়াছে, যাহার সমান শীল ও সমান ব্যসন, সহাধ্যায়ী, তাহার মর্মরহস্য যে জানে সে যাহার মর্মরহস্য জানে, ধাত্রীর সন্তান এবং একত্র সম্বর্ধিত ব্যক্তিকে বুঝায়। এইরূপ ব্যক্তির সহিত সে প্রনয়িনীর সহিত মিলিত হইবে। সে মিত্রতা বংশানুক্রমিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে, যাহা স্বার্থপরতা, লোভ, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান, পরস্পরের গুপ্তকথা প্রকাশ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুন্ন হয় নাই, তাহাই মিত্রসম্পৎ বা উৎকৃষ্ট মিত্রতা। দৈনিক ক্রীড়াদি ও আমোদ প্রমোদ ব্যতীত অনেকগুলি বিশেষ দিনে ও তিথিতে নাগরক বন্ধুবান্ধব ও আত্নীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া উৎসব করিবেন। বাৎসায়ন সমান সামাজিক স্তরের ব্যক্তিগিদের সহিত এইসব উৎসবে যোগ দিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উৎসবগুলিকে বাৎসায়নর পাচটি শ্রেনীতে ভাগ করিয়াছেন। ১) ঘটানিবন্ধন বা সমাজ, ২) গোষ্ঠী, ৩) আপানক, ৪) উদ্যানযাত্রা এবং ৫) সমস্যাক্রীড়া।

১) ঘটানিবন্ধন-দেবতার উৎসবের দিনে নাগরিকদিগের সম্মেলন। প্রতিপৎ প্রভৃতি পঞ্চদশ তিথি, চতুর্থী গণেশের, পঞ্চমী সরস্বতীর, অষ্টমী শিবের তিথি। ঐ নির্দিষ্ট তিথিতে নাগরক সভ্যগণ সরস্বতীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উৎসব করিবেন। মন্দিরে নিযুক্তনটগণ সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা

উপস্থিত সভ্যদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। উভয়পক্ষের তিথিতে যদি উৎসব থাকে তবে পক্ষ মধ্যেই ঘটানিবন্ধন হইবে। আর কেবল শুক্রপক্ষেই যদি তাহার ব্যবাহার থাকে, তবে মাসে একবার ঘটানিবন্ধন হইবে। প্রতি দেবতার জন্যই যে প্রতিদিন উৎসব হইবে তাহা নহে, যে প্রদেশে যে দেবতার উৎসব প্রচলিত, সেই দেশে সেই উৎসব হইবে তাহা নহে, যে প্রদেশে যে দেবতার উৎসব প্রচলিত, সেইদেশে সেই উৎসবে ঘটানিবন্ধন হইবে। অন্যস্থান হইতে আগত কুশীলবগণ ইহাদিগকে আনাদিগের নৃত্যগীতনৈপুন্য প্রদর্শন করিবে। উৎসবের পরদিন ঐ কুশীলবদিগকে চুক্তিমতো পুরস্কার দেওয়া হইত এবং হয়ত তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইত কিংবা দর্শকদিগের ভাল লাগিলে ঐ অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করান হইত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যখন খুব ঘটা করিয়া উৎসবের ব্যবস্থা হইত, তখন কুশীলবদিগের বিভিন্ন দল একত্র বা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নৃত্যগীতাদি করিত। নাগরক যে গণের অন্তর্ভুক্ত সেই গণের সভ্যদিগের কর্তব্য সমাগত বৈদেশিকগণকে আপ্যায়ন করা। দেশাচার অনুসারে বিভিন্ন দেবতার পূজায় এইরূপ সমাজ অনুষ্ঠিত হইত।

২) নাগরকের সমান বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, অর্থ ও বয়সের বন্ধুগণের কোন একজনের বাটীতে বা কোন বেশ্যার আলয়ে গোষ্ঠী বা আড্ডা বসিত। সেখানে দাবা, পাশাখেলা, কাব্যসমস্যা ও কলাসম্যা হইত। যথা মুখে মুখে শ্লোক রচনা, একটি শ্লোকের পাদপুরণ, শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুরে পুস্তক পাঠের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হইত। সাহিত্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া গান-বাজনার প্রতিযোগিতা বা কোন শিল্পকলার প্রতিযোগিতাও হইত। বাৎসায়নের উল্লিখিত এই গোষ্ঠী বৈদিকযুগের সভা বা সমিতিরই পরবর্তী রূপ। পাঞ্চালদিগের এইরূপ একটি সমিতিতে ব্রাক্ষ্মণ শ্বেতকেতু সমিতিরই পরবর্তী রূপ। পাঞ্চালদিগের এইরূপ একটি সমিতিতে ব্রাক্ষ্মন শ্বেতকেতু ক্ষত্রিয়প্রবাহন জৈবালির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এইরূপ গোষ্ঠীতে চতুঃষষ্টি পাঞ্চালকলা বা কামকলায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি সভার অন্যান্য সভ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন।

৩) নাগরকগণ পরস্পরের বাড়িতে আপানক বাসুরাপানের আড্ডা করিতেন।

৪) ইহা ছাড়া নাগরকগণ নগরের নিকটস্থ কোন উদ্যানে পিকনিক বা চড়ুইভাতি করিতেন। পূর্বাহ্নে সাজগোজ করিয়া আশ্বারোহনে বেশ্যাদিগকে ও পরিচারকদিগকে লইয়া কোন উদ্যানে যাওয়া হইত। সেখানে তিত্তির, কুক্কুট ও মেষদিগের যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। সমস্ত দিন উদ্যানবিহার করিয়া উদ্যানস্থ জলাশয়ে জলক্রীড়া করিয়া বাগান হইতে শাকশব্জী ফলফুল প্রভৃতি লইয়া অপরাহ্নে গৃহে ফিরিতেন।

৫) আমরা একবার সমস্যাক্রীড়ার কথা বলিব। সমস্যাক্রীড়া বা সবূয়ক্রীড়া ইহা জাতীয় উৎসব। বিভিন্ন দেশে বা প্রদেশে ইহার বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে কতক এযুগে পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, যথা যক্ষরাত্রি অর্থাৎ দীপান্বিতা বা দেয়ালি, কৌমুদীজাগর অর্থাৎ কোজাগরী পূর্নিমা এবং সুবসন্তক অর্থাৎ দীপান্বিতা বা দেয়ালি, কৌমুদীজাগর এবং কোজাগরী পূণিমা এবং সুবসন্তক অর্থাৎ মাঘী পঞ্চমী। এই তিনটিকে মাহিযানী ক্রীড়া বলিত। ইহা সর্বাসাধারণের উৎসব। ইহা ব্যাতীত ব্যাৎসায়ন আরো সতেরোটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি আজও ভারতের গ্রামে প্রচলিত আছে। যথা ঃ পুতুলখেলা, রান্নাবান্না করা, কড়িখেলা, ঘুটিংখেলা, জোড়-বিজোড় খেলা, লুকোচুরি খেলা ইত্যাদি। পুরুষ দিগের ক্রীড়ার মধ্যে মল্লক্রীড়া বা কুস্তির উল্লেখ বাৎসায়ন করিয়াছেন, তবে সৌখীন নাগরক নিজে ঐ ক্রীড়ায় যোগ না দিয়ে সম্ভবত দর্শক হইতেই ভালবাসিতেন। মৃগয়া একটি ব্যসন ছিল, বাৎসায়ন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ সে যুগে দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তি একটি বিবাহ করিত। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী নৃপতি, বহুসম্পত্তির মালিক একাধিক বিবাহ করিতেন। বাৎস্যায়ন নাগরকের পত্নীর জীবনযাত্রার যে চিত্র দিয়াছেন তাহা নাগরকের বিলাসোচ্ছ্বল জীবনের বিপরীত। ধর্মশাস্ত্র সমূহে সাধ্বী স্ত্রীর যে চিত্র আমরা পাই, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে তাহা হইতে কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। বরং বিশদভাবে পত্নীর কর্তব্য বিবৃত করিয়াছেন। স্ত্রী পতিকে দেবতার ন্যায় দেখিবে এবং কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলাম নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে কন্ব যে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহাতে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই-

শুশ্রুষস্ব গুরুনকুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুবিপ্রকৃতাপি রোষনতয়া মাস্মপ্রতীপংগমঃ
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণাপরিজনে ভাগ্যেম্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।।

তাহার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণ ও একটা সংযম দেখিতে পাই। কথাবার্তায় সে সংযত, কখনও উচ্চস্বরে কথা বলে না বা উচ্চহাস্য করে না। শ্বশূর শ্বাশুড়ী তিরষ্কার করিলে প্রত্যত্তর দেয় না। সৌভাগ্যে বড়াই করে না। বেশভূষায় সংযম রক্ষা করে, কোন উৎসবে যোগদান করিলে অল্প অলঙ্কার পরিধান করে, অল্প কয়েকটি সূক্ষ্ম এবং কোমল বসন ও জামা পরিধান করে। অল্পমাত্রায় গন্ধ দ্রব্যাদি ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে ও শ্বেতবর্ণের পুষ্পে সুসজ্জিত হয়। কিন্তু যখন স্বামীর সহিত মিলিত হইতে যায় তখন সযতনে প্রসাধন করে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া বহুঅলঙ্কার পরিয়া নানাবর্ণের পুষ্পে দেহ অলঙ্কৃত করিয়া নিজেকে সকল প্রকারের

চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টা করে। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, পতির নিকট একলা যাইলেও কখনও অলঙ্কার না করিয়া যাইবে না। স্বামী প্রবাসে থাকিলে স্ত্রী সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিবে, কেবল যেগুলি আয়তিত্ব চিহ্ন স্বরূপ রাখা আবশ্যক তাহাই রাখিবে। কোন আবশ্যকীয় কার্যে বা বিপদের সময় ব্যতীত আত্নীয়স্বজনের গৃহে যাইবে না এবং কোন উৎসবে যোগ দিলেও প্রবাসবেশ ত্যাগ করিবে না এবং স্বামীর আত্নীয়দিগের সহিত যাইবে ও অধিককাল সেখানে থাকিবে না। স্বামী প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে সে যে বেশে ছিল সেই বেশেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার পর দেবতাদিগের অর্চনা করিবে বিশেষতঃ কামদেবের। বাড়ির গৃতিনীই গৃহদেবতার দৈনিক পূজার তত্ত্বাবধান করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় আহ্নিক ও দান যথাবিহিত ভাবে পালিত হইতেছে কি না দেখিবে। তাহার স্বামীর অংশে যে সকল ব্রত ও উৎসবাদি পালনের ভার পড়িবে সে তৎসমুদয় পালন করিবে। স্বামী কোন কার্যে কৃতকার্য হইবার বা কোন রোগ হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে মানক করিলে সে তাহা পালন করিবে। স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী স্বয়ং সমস্ত পরিবারের যত্ন ও ব্যবস্থাপনার ভার লইবে। সমস্ত বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যায়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং বাৎসরিক আয়ের অনুপাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবে। কিরূপে দৈনিক হিসাব রাখিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবে ও দৈনিক আয় ও ব্যয় যোগ দিয়া রাখিবে। স্বামী যদি অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করেন বা অন্যায় খরচ করেন, স্ত্রী গোপনে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া প্রতিবাদ করিবে। সে খরচের জন্য অবশ্যকীয় সকল দ্রব্য মজুত রাখিবে এবং উপযুক্ত সময়ে তাহা পুনরায় পূর্ণ করিবে। সে দাসদাসীর বেতন হিসাব করিয়া তাহাদিগকে দিবে। চাষবাস পরিদর্শন ও গবাদিপশু ও তিত্তিরাদি পালিত ক্রীড়া পক্ষীসমূহের পরিচর্যা করিবে। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তাহার কর্তব্যকার্য পরিদর্শন করিবে ও সযত্নে যাহাতে সে সকল নির্বাহিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। এই সব সময়ে সে যথাসাধ্য ব্যয় কমাইয়া ও বিশ্বস্ত দাস-দাসীর সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা সংসারের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিবে এবং সুতা কাটিয়া বা বয়ন করিয়া অবসর বিনোদন করিবে। বহুদরিদ্র রমনী সুতা কাটিয়া ও তাত বুনিয়া গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করিত। গ্রামে কৃষক রমনীগণ আযুক্তক নামক রাজকর্মচারীর অধীনে অনেকপ্রকার কার্য করিত- শষ্যক্ষেতে কাজ করিত। এই সকল কার্য তাহারা কেবলমাত্র আহার্যের বিনিময়ে করিত। সেইরূপ ব্রজাঙ্গনাগণ গবাধ্যক্ষের গোপালনের অনেক কার্য পেট ভাতায় করিয়া দিও। গৃহস্থগণের অনেকে একাধিক বিবাহ করিতেন। এই সকল বিবাহ স্ত্রীর জড়তা, দুঃশীলতা, দৌভার্গ্য, বন্ধ্যাত্ব, নিরন্তর কন্যা প্রসব বা স্বামীর চপলতার জন্য ঘটিত। সুতরাং ভক্তি, সুশীলতা ও বিচক্ষণতা দেখাইয়া পতির অপর পত্নী গ্রহণ যাহাতে না হয় তাহাই স্ত্রীর কর্তব্য। তবে বন্ধ্যাত্বেরদোষে সন্তান উৎপত্তি না হইলে, নিজেই

স্বামীকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া উচিত। বাৎস্যায়ন সপত্নীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে বহুউপদেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়্য বহুপত্নীক ব্যক্তিকে কোন পত্নীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং কোন স্ত্রীর প্রতি অনাদর বা অবহেলা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। তাহা বলিয়া কোন স্ত্রীর অপরাধও স্বামী না দেখিয়া যেন উপক্ষো না করেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি প্রত্যেক নাগরকের একটা অন্তঃপুর থাকিত। সেখানে পরিবারের স্ত্রীগণ থাকিতেন, তথায় কোন বাহিরের লোক অনুমতি ভিন্ন প্রবেশ করিতে পারিত না। নৃপতিদিগের অন্তঃপুর রক্ষিদিগের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। অন্তঃপুর বাসিনী রমনীগণ অনুমতিভিন্ন বা কোন উৎসবাদি উপলক্ষে ব্যতীত বাহিরে আসিতে পারিতেন না। কিন্তু সেকালে সকল পুরুষই যে সৎ বা সকল নারীই যে সতী ছিল তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। গোপনে নায়ক নায়িকা পরস্পরের সহিত নানা উপায়ে মিলিত হইত বাৎস্যায়ন তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। আমরা যে পূর্বে নাগরিকগণের গৃহিনীদিগের হিসাবপত্র রাখার কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে সে যুগে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। বাৎস্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, যে কোন সাধারণ অন্তঃপুরবাসিনী রমনী পত্রহারী দূতীর মারফৎ পুষ্পের মাল্য অলঙ্কারাদির ভিতর লুকাইয়া প্রনয়ীর সহিত প্রেমপত্র আদান-প্রদান করিত। সেইসব পত্র প্রনয়ীকে উল্লেখ করিয়া কবিতা বা গানেও লেখ্য হইত এবং সেইরূপে প্রণয়ীও প্রণয়িনীকে পত্র লিখিত । চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে মানসী কাব্যক্রিয়া ও কাব্য সমস্যাপূরণমের উল্লেখ এবং প্রতিমালা নামক ক্রীড়ার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় র্সবশ্রেণীর রমণীই মোটামুটি শিক্ষালাভ করিত। যে যুগে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন বিধবা রমনী স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার কোন পুরুষকে বিবাহ করিতে যদি ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে সে তাহার মনোমত ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিত। সেই পুনবির্বাহিতা বিধবাকে পুনর্ভু বলা হইত। সে সাধারণ বিবাহিতা পত্নী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিত। এই বিবাহ বন্ধন সাধারণ বিবাহের ন্যায় সৃদৃঢ় নহে বলিয়া সে কতকটা নায়কের প্রণয়িনীর ন্যাস বাস করিত, তাহার পত্নীগণের উপর মুরুব্বিয়ানা করিত, দাসদাসীদিগের প্রতি দয়া দেখাইত, স্বামীর বন্ধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিত, স্বামী যদি কোন অন্যায় কার্য করিত তাহা হইলে তাহাকে তিরষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। সে অন্য বিবাহিতা পত্নীদিগের অপেক্ষা কলায় অধিকতর অভিজ্ঞতা দেখাইত এবং স্বামীকে চতুঃষষ্টি কামকলায় আনন্দদান করিতে চেষ্টা করিত। উৎসবে, ক্রীড়াদিতে, আপনাকে, উদ্যান-যাত্রায় এবং অন্যান্য সমস্যাক্রীড়ায় যোগদান করিত। সে নায়ককে ত্যাগ করিতে পারিত, কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে ত্যাগ করিত, তাহা হইলে নায়কের প্রদত্ত সমস্ত উপহার তাহাকে প্রত্যপন করিতে হইত। তবে পরস্পরকে প্রণয়ের অভিজ্ঞানরূপে প্রদত্ত উপহার প্রত্যর্পন

করিতে হইত না। রাজঅন্তঃপুরে পুনবূর স্থান দেবী, অর্থাৎ রাজমহিষী গণের পরে এবং গণিকা ও নটীগণের উপরে। রাজঅন্তপুর মহিষী, পুনর্ভু, গণিকা ও নটীগণের পৃথক পৃথক বাসস্থান থাকিত। অনেক রমনী পুরুষদিগের ন্যায় সন্নাসব্রহ গ্রহণ করিত। এইরূপে বৌদ্ধ সন্নাসিনীকে বলা হইত শ্রমন্য, জৈন সন্নাসিনীকে ক্ষপনিকা এবং ব্রাক্ষন্য ধর্মের সন্ন্যাসিনীকে ত্যপসী। ইহা ব্যাতীত মুন্ডিতশীর্ষা মুন্ডা রমনীদিগের উল্লেখ কামসূত্রে আছে। এই সকল সন্ন্যাসিনীগণকে প্রব্রজিতা বা ভিক্ষুকী বলা হইত। এই সকল ভিক্ষুকী প্রণয়ব্যাপারে দূতীর কার্য করিত। সেইজন্য সাধারণত সন্নাসিনীগণ যে সম্মান পাইতেন, এই সকল দূতীগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইত। কামসূত্রে আমরা বৈশিক জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র পাই। তাহার পূর্বে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজকার্যে নিয়োজিত গণিকাগণের বৃত্তি ও জীবনযাত্রার একটা চিত্র গণিকাধ্যক্ষ নামক প্রকরণে দেখিতে পাই। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে নারী বিভিন্ন কলার কাল ও ব্যবহারোপযোগী প্রয়োগ জানে, যে বিবিধ শাস্ত্র ও কাব্যাদিতে ব্যুৎপন্না, চতুঃষষ্টি কলানিপূন্য, বিশেষত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদিতে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলঅ, লাবন্য ও হাবা দিযুক্তা, যাহার মনের বল আছে, উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা আছে অথচ নম্রতা ও মাধুর্যশালিনী, সাধারণ রমনীগনের যে সকল দোষ থাকে তাহা হইতে যে মুক্তা, বক্রোক্তিতে নিপুনা, ভাষার যাহার জড়তা নাই এবং যে সহজে ক্লান্ত না হইয়া মাধুর্যের সহিত কার্য করে তাহাকে গণিকা বলে। (ভরত নাট্রশাস্ত্রম্ ৩৫-৬০-৬২)। বাৎসাযন বলিয়াছেন-চতুঃষষ্টিকলায় উৎকর্ষলাভ করিয়া শীল, রূপ ও গুনাম্বিতা বেশ্যা গণিকা এই সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে এবং গুনগ্রাহি গণের সমাজে স্থান লাভ করে। রাজা সর্বদা তাহাকে সম্মান করেন, গুনবান ব্যক্তিগণ তাহার স্তুতিবাদ করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষীভুতা হইয়া থাকে। (কাঃ সূঃ ১/৩/২০-২১)। বারাঙ্গনাগণকে বাৎস্যায়ন ছয়ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা ১) পরিচারিকা, ২) কুলটা, ৩) স্বৈরিনী, ৪) নটী, ৫) শিল্পকারিকা, ৬) প্রকাশবিনষ্টা।

১) গণিকাদৃহিতার বিবাহ হইলে এক বৎসর তাহাকে সতী থাকিতে হয়- তাহার পর তাহার যেমন ইচ্ছা সেইমত করিতে পারে, কিন্তু একবৎসর পরেও পানিগ্রহীতার আহবানে তাহাকে সেই রাত্রিতে অন্য লাভ ত্যাগ করিয়া পাতর নিকট থাকিতে হয়। এইরূপ পরিচর্যা করিতে হয় বলিয়া বিবাহিতা বেশ্যবৃত্তিরতা বারাঙ্গনা দৃহিতার নাম পরিচারিকা।

২) যে নারী পতির ভয়ে গৃহান্তরে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অন্যের সহিত সংপ্রযুক্ত হয়, তাহাকে কুলটা বলে। কুলটা লক্ষণ, যথা-অনেক পুরুষৈঃ সার্ধসত্যন্তসুরতস্য যস্যাচিত্তে সদা বাঞ্ছাকুলটানায়িকাতুসা। অর্থাৎ যে নারীর অন্তরে অনেক পুরুষের সহিত এবং অত্যন্ত সুরতের সদাবাঞ্ছা অথচ যে আপন গোপন রতি পতিকে জানিতে দিতে চাহে না, তাহাকে কুলটা বলে।

৩) যে নারী পতিকে গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে তিরষ্কার করিয়া স্বগৃহে বা অন্য গৃহে গিয়া অপরের সহিত সুরতে লিপ্ত হয়, তাহাকে স্বৈরিনী বলে। সন্তানবতী বা সন্তানহিনা যে নারী পতি বিদ্যমান কামবশে অন্য পুরুষের সংসর্গ করে সে প্রথমা স্বৈরিনী। যে স্বামীর মৃত্যু হইলে দেবরাদিকে পাইয়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কামবশে অপর পুরুষের সংসর্গ করে, তাহাকে দ্বিতীয়া স্বৈরিনী বলে। যে নারী ক্ষুৎপিপাসাতুরা হইয়া বিদেশী ব্যক্তি হইতে অর্থলাভ করিয়া আমি তোমারই এই বলিয়া তাহার সহিত উপগাত হয়, সে তৃতীয়া স্বৈরিনী। যে উৎপন্নসাহসা নারী দেশধর্মাদি অপেক্ষা না করিয়া অন্যকে দেহদান করে এবং গুরুজন যাহাকে বাধা না দিয়ে সম্মতিদান করে, সে চতুর্থা স্বৈরিনী।

৪) নটপত্নী বা যে নারী নৃত্য-গীতাদি ও অভিনয়াদি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে, তাহাকে নটী বলে। ইহারা শিল্পজীবিনী হইলেও বেশ্যাবৃত্তি করে।

৫) রজক, তন্তুরায় প্রভৃতি শিল্পীর ভার্যা অথবা যে নারী শিল্পকলা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে তাহাকে শিল্পকারিকা বলে। ইহারা পতির অনুমতি অনুসারে অর্থশালী কামীর অভিগমন করিয়া দরিদ্র সংসারে স্বাচ্ছল্য বিধান করে।

৬) যে নারী পতির জীবন্দশায় অথবা বৈধবাকালে প্রকাশ্যে কামাচার করিয়া থাকে এবং আত্নীয় বন্ধুগণ যাহাকে নির্ধারিত করিতে পারে না, তাহাকে প্রকাশ বিনষ্টা বা নষ্টা স্ত্রী বলে।

এই সকল নারী রূপজীবা শ্রেণীর অন্তর্গত, অর্থাৎ আপনার রূপ ও যৌবনের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। গণিকার ন্যায় কলাদিতে উৎকর্ষ বা শীল ও গুণ নাই। ইহারা সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিতে, বাসার্থ অট্টালিকা নির্মান করিতে, বহুমূল্য আসবাবপত্র ও তৈজসাদি ক্রয় করিতে এবং পরিচারিকাদির দ্বারা গৃহাদি পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিলে লাভ্যতিশয় বলিয়া মনে করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা গণিকাগণের জীবনযাত্রার একটা মোটামুটি বিবরণ পাই। মৌর্যযুগ বা তাহার বহুপূর্ব হইতে গণিকাগণ রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহারা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইরা রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার রাজার উপরেই থাকিত। ১) আভ্যন্তরিকা, ২) নাটকীয়া। আভ্যন্তরিকা বেশ্যাদিগের পৃথক অন্তঃপুর থাকিত তাহারা পুরুষান্তরের নয়নপথের অন্তরালে অবস্থিতি করিত। নাটকীয়া ইহারা অভিনয়াদি নিপুনা এবং সকলের দর্শনাযোগ্যা। ইহাদেরও অন্তঃপুর থাকিত বটে, কিন্তু তাহা আভ্যন্তর বেশ্যাদিগের বহির্ভাগে থাকিত। বেশ্যাদিগের বিবাহ অনুষ্ঠান দুই প্রকার ছিল ১) দৈব, ও ২) মানব। কপিথ বৃক্ষ ইত্যাদির সহিত বিবাহকে দৈব বিবাহ বলা হইল এবং গম্য নায়কের সহিত বিবাহকে

মানব বিবাহ বলা হইল। গণিকার দুহিতা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতা তাহার রূপ ও গুনের উপযুক্ত যুবকগণকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিত, যে আমার কন্যাকে এই এই দ্রব্য দিবে, তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। তাহার পরে সে কন্যাকে ঐ সকল প্রানিপ্রার্থী যুবকগিদের সহিত মিশিতে দিত না। কিন্তু সেই কন্যা গোপনে ধনী নাগরিকদিগের পুত্রগণের সহিত প্রেম করিত। তাহারা প্রত্যেকে মনে করিত ঐ কন্যা যখন মাতার নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে তাহার সহিত আলাপ করিতেছে, তাহা হইলে সে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তাহার পর যে ব্যক্তি মাতার প্রার্থিতমত দ্রব্যাদি দান করিত, গণিকা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিত। পূর্বে বলিয়াছি যে, এই বিবাহ সংস্কারের পর এক বৎসর ঐ বিবাহিতা যুবতীকে তাহার পানিগ্রাহকের পত্নীরূপে, অপরের সহিত না মিশিয়া, বাস করিতে হইত। তাহার পর যে যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিত। কিন্তু এক বৎসরের পরও যখনই সেই পানিগ্রাহক তাহাকে আহবান করিত, তখনই লাভ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে তাহার সহিত রাত্রিবাস করিতে হইত। গণিকাগণ কামীদিগের সহিত কিছুদিনের জন্য তাহার রক্ষিতা হইয়া থাকিবার জন্য চুক্তি করিত। এই চুক্তিকে কলত্রপত্র বলা হইত। প্রাচীন আলঙ্কারিক রুদ্রভট্ট বলিয়াছেন- অনেকে বলেন, সামান্য বণিতা বেশ্যা অর্থই তাহার একমাত্র কাম্য, নিগুণে তাহার বিদ্বেষ নাই, গুনী ব্যক্তির প্রতিও তাহার অনুরাগ নাই, ইহাই তাহাদের অনুরাগিতার কথা শৃঙ্গাররসের বিষয়ীভূত করিয়া বর্ণনা করা হয় কেন? তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যাপার শৃঙ্গার না হইয়া শৃঙ্গরাভাস হইবে। সুতরাং তাহাদেরও রাগ বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা ধনার্জনের জন্য কৃত্রিম ভাবদ্বারা গ্রাম্যলোককে মোহিত করে। যে সকল ব্যক্তি সুখপ্রাপ্তধন, মুর্খ, পিতৃবিত্তে গর্বিত, অথচ কাম ব্যাপারে নপুংসকোপম, প্রথমেই তাহাদের স্বরূপ বুঝিয়া তাহারা তাহাদিগের ধন আকর্ষন করিয়া পরে তাহাদিগকে ত্যাগ করে এবং তাহাদের সন্তাপের কারণ হয়। কিন্তু কলাকেলি কুশলা এই বেশ্যাদিগের যদি কাম জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্ত্রীর প্রেমকেও বিস্মৃত করিয়া দেয়। এই বলিয়া রুদ্রভট্ট বেশ্যাদিগের প্রশংসা করিয়াছেন-

'ঈর্ষ্যা কুলস্ত্রীষুন নায়কস্য নিঃশঙ্ককেলিন পরাঙ্গনাসু।
বেশ্যাসু চেতদ্বিতয়ং প্রসিদ্ধং সর্বস্বমেতাস্তদহো স্মরস্য।।
কুপ্যৎপিনাকি নেত্রাগ্নিজ্বালা ভস্মীভুতং পুরা।
উজ্জীবিতঃ পুনঃ কামো মন্যে বেশ্যা বিলোকিতৈঃ।।
আনন্দরতিষূক্ত্যা তা সেবিতাঘ্নন্তিচান্যথা।
দুর্বিজ্ঞেয়া প্রকৃত্যৈব তস্মাদবেস্যা বিষোপমাঃ।।'

অর্থাৎ কুলস্ত্রীর রতিতে নায়কের ঈর্ষ্যা নাই, কারণ সেই তো তাহার একমাত্র অধিকারী এবং পরাঙ্গনার সহিত কেলিতে নিঃশংকতা নাই, কিন্তু এই দুইই বেশ্যার সহিত রতিতে বর্তমান। সুতরাং তাহারই স্মরের সর্বস্ব। ক্রুদ্ধ পিনাকীর নেত্রাগ্নির জ্বালায় পুরাকালে যে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা বোধহয় এক্ষনে বেশ্যার কটাক্ষে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বেশ্যাগণের মিলনে আনন্দলাভ হয়, আবার বহু সেবনে মৃত্যু হয়। ইহার প্রকৃতি দুর্বিজ্ঞেয় সুতরাং বেশ্যাকে বেয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ বিষ সামান্যমাত্রায় রোগোপহারক কিন্তু মাত্রা বাড়ালেই মৃত্যুদায়ক। অভিমানিকী প্রীতি বেশ্যার বৃত্তি-অনুরূপ না হইলেও বেশ্যাগণ সকল অনুভূতি হীনা নহে। তাহাদেরও প্রাণ আছে, তাহারও অনুরাগিনী হয়। দামোদরগুপ্ত তাঁহার কুট্টিনীমতে বেশ্যাব চাতুরী ও ধন লুব্ধতার কথা বর্ণনা করিলেও হারলতা উপাখ্যানে গণিকার প্রেমের গভীরত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। কাব্যে বেশ্যাপ্রেমের নিদর্শন তো আছেই, বাস্তবেও তাহার অভাব নাই।

যে যুগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন সেই সময়ে স্বর্ণকার বা সুবর্ণিক ও মণিকারগণ যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। নাগরকগণ যখন গোষ্ঠীতে বা উদ্যানযাত্রায় যাইতেন তখন অলঙ্কার পরিধান করিতেন। নৃপতিগণও যখন অপরাহ্নে মহিষীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখন অলঙ্কারে ভূষিত হইতেন। অলঙ্কার না পরিয়া কুলস্ত্রীগণ স্বামী সন্নিধানে যাইতেন না। বাৎস্যায়ন চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। সুবর্ণ, রজত, কাংস, তাম্ম ও লৌহের তৈজসাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে বুঝা যায় শিল্পীগণ বিভিন্ন ধাতুর অলঙ্কার ও তৈজসাদি প্রস্তুত করিতেন। কাষ্ঠনির্মিত যে সকল আসবাবের উল্লেখ কামসূত্রে আছে তাহা হইতে বুঝা যায়, সেই সময় দক্ষ সূত্রধরেরও অভাব ছিল না। বসনরঞ্জন করা একটি বিশেষ কলা ছিল। মণিকার সুবর্ণকারের ন্যায় রঞ্জকও নাগরকের অন্তপুরে গিয়া অন্তঃপুরিকগণের নিকট হইতেই তাহাদের কার্যের নির্দেশ লইয়া আসিতেন। মিতব্যায়িনী গৃহিনীগণ স্বামীদিগের পরিত্যক্ত বসনাদি ধুইয়া রং করিয়া দাস-দাসীকে দান করিতেন। নাগরকগণকে মালাকারগণ পুষ্পমাল্য, প্রনয়িনীর জন্য পুষ্পের অলঙ্কার সরবরাহ করিত, সৌগন্ধিকগণ গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত। রজক, নাপিত, মদ্যবিক্রেতা, তাম্বুলিক প্রভৃতির উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারি, সে যুগের নাগরিকগণ অত্যন্ত সৌখীন জীবন যাপন করিতেন। বাৎস্যাযনের বর্ণিত নাগরক হইতেছেন সম্পন্ন গৃহস্থ। দরিদ্র শিল্প জীবী, কৃষক ও ভিক্ষাজীবী লোকেরও তখন অভাব ছিল না। তবে মোটমুটি সকলেই ধার্মিকভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিত। সমস্ত কামসূত্রে কামের কথা বেশি থাকিলেও ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা বাৎস্যায়ন করিয়াছেন। পারদারিকাধিকরণে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, ধর্মর্থয়োশ্চ বৈলোখ্যান্নচরেং পার দারিকম্

অর্থাৎ ধর্মের প্রতিকুল আচরণ এবং অর্থ ক্ষতিকর পারদারিক কর্ম, অর্থাৎ পরস্ত্রী গ্রহণ কদাচ করিবে না। আরও বলিয়াছেন, এই পারদারিক প্রকরণ মনুষ্যগণের মঙ্গলার্থ আরব্ধ হইয়াছে। প্রজাগণের দুষনার্থ এই বিধানকে গ্রহণ করিবে না। এই পারদারিক প্রকরণে বাৎস্যায়ন পরদারাগ্রহণ কি প্রকারে করা যাইতে পারে তাহা বলিয়াছেন এবং সাধারণ অধিকরণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা করা যাইতে পারে তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কামবশে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যে ব্যভিচার করে তাহা সার্বত্রিক ও সর্বসাময়িক। বিবাহ যে ভাবে হউক না কেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য প্রীতির অভাব হইলে তাহার বিচ্ছেধ ঘটে। এই প্রীতির অভাব নানা কারণে হইয়া থাকে। বিবাহিতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে সংসারে অর্থাভাব, সপত্নী বিদ্বেষ, বিলাসিতা, স্বামীর ন্যূনতা, অহঙ্কার, শিক্ষিতা স্ত্রীর মুর্খ স্বামী, বহুপত্নীক ব্যক্তির স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা বহুদেবর যাহার আছে, যাহার স্বামী দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকে, সমান অবস্থাপন্ন আত্নীয়া যদি ধিক্কার দেয়, নিত্য জ্ঞাতিগৃহবাস, ঈর্ষালুপতি, যাহার স্বামী নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়, রূপহীন, অঙ্গহীন, বামন, দুর্গন্ধদেহী, মুখাদি অবয়বে দুর্গন্ধযুক্ত পতি, যাহার স্বামী সুরতে তৃপ্তি দান করিতে অক্ষম, ইত্যাদি কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং রমনী পরপুরুষ কামনা করে। পুরুষের ক্ষেত্রেও ঐরূপ নানা কারণে স্ত্রী যদি বিদ্বিষ্টা হয় স্বামীও তাহার প্রতি বিদ্বেষপরায়ন হয়, স্ত্রী যদি সুরতে অনুভুতিহীনা হয়, কুরূপা, অঙ্গহীনা, দুর্গন্ধ দেহা, মুখাদিতে দুর্গন্ধ যুক্তা হয়, ধনী ব্যক্তির কন্যা বলিয়া স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, ইত্যাদি নানা কারণে এবং কোন অপর রমনীর প্রতি আকর্ষনবশত স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায় তাহা হইলে দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে। কি কি কারণে পরদারা গমন করিলে দোষের হয় না তাহা বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছেন, এই সকল সাহসিক কর্ম কেবল অনুরাগ বশত কর্তব্য নহে, অর্থাৎ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিবশে পরস্ত্রী গমন করা উচিত নহে। কামসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে সে যুগের নাগরকগণ যথেষ্ট মানসিক কৃষ্টি ও সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যাহাকে যৌননৈতিক চরিত্র বলি সে সম্বন্ধে বিশেষ কুণ্ঠাযুক্ত ছিলেন না। যে যুগে ভারত পূর্ব ও পশ্চিম হইতে বাণিজ্যপ্রসূত অর্থসম্ভারে পরিপূর্ণ তাহারা ছিলেন সেই যুগের মানুষ। কামসূত্রে নাগরকের চরিত্রের সৎ ও অসৎ উভয় দিকই দেখান হইয়াছে। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, অনেক লোক আছে যাহারা বলে ধর্মাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কি না সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মূর্খ ভিন্ন কোন ব্যক্তি হস্তগত দ্রব্যকে পরহস্তে দেয়? আগামীকল্যকার ময়ুরলাভ অপেক্ষা অদ্যকার লাভ মন্দের মধ্যে ভাল। সংশয়সঙ্কুল শত সুবর্ণমুদ্রা লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্যাপণও মন্দের ভাল। বাৎস্যায়ন অবশ্য এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়াছেন।

বাৎস্যায়ন যে যুগে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে একটা দেহাত্মবাদের যুগ, কিংবা সমস্ত ভারতীয় সমাজ সেই সময়ে এইরূপ ছিল, কিংবা নাগরকের অসংযত নৈতিক চরিত্র সকল ভারতবাসীর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল ইহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত বাৎস্যায়ন নগরের অধিবাসীর একটা মুষ্টিমেয় সংখ্যার চিত্র দিয়া তাহার নাগরককে অঙ্কিত করিয়াছেন। নাগরক যৌবনে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত ধনীর সন্তান এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিজের চেষ্টায় জীবনযাত্রানির্বাহের উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তিনি নগরে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারেন। তিনি যে শ্রেণীর লোক তাহারা সকল দেশে সকল যুগে আর্থিক স্বচ্ছলতাবশে পৃথিবীর যাহা কিছু ভাল তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন। বর্তমান যুগে যে দেশে অর্থের প্রাচুর্য আছে, ভোগ্যবস্তুর অভাব নেই- যেমন, আমেরিকান, নিউইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারী, ভিয়েনা, বার্লিন, টোকিও প্রভৃতিনগরের প্রমোদকক্ষে কিছু পরিবর্তনসহ এই নাগরকেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। আমাদের ভারতে তাহার উত্তরাধিকারীগণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যান নাই, তবে ভারতের সে প্রাচুর্য আজ নাই। অপরদিকে কামসূত্রে আমরা যে গৃহিনীর চিত্র পাই তাহাতে নিষ্ঠা, পবিত্রতা, নম্রতা ও সংযমের যে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যৌন পবিত্রতা সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ আদর্শগুলি ধর্মসুত্রের যুগ হইতে তখনও অম্লান রহিয়াছে। সামাজিক জীবনের প্রধান ধারা বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। ধর্মসূত্রে যে আদর্শগুলি বর্ণিত আছে, এখনও সেগুলি সমাজকে শাসন করিতেছে। সমাজের সমস্ত কাঠামোটা বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপরে স্থাপিত ছিল। শিক্ষা শেষ না হইলে কেহ বিবাহ করিত না। বিবাহ করিয়া সে একজন উত্তম নাগরিকের ন্যায় সংসার ধর্ম করিত, বৃদ্ধ হইলে সাংসারিক কর্ম হইতে অবসর লইয়া সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মন সংযোগ করিত। চতুবর্গের মধ্যে ব্রাক্ষ্মণকে সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার আশীর্বাদে লোকে যশ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে এই বিশ্বাস ছিল। বেদ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্যে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নাই। তখনও বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত, ঐ সকল যজ্ঞে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগদান করিতেন। গৃহে ইষ্টদেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ গৃহিনীদিগের একটি পুন্যের কাজ ছিল। বিবাহে শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে আগ্নি আনিয়া সেই অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহ হইত। বাৎস্যায়ন জীবনের যে আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা ত্রিবর্গের সমন্বয়- যাহা সমস্ত জগতের লোকের ইহজীবনের কর্মের প্রবর্তক। এই ভূমিকায় সংক্ষেপে কামসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

ত্রিদিবনাথ রায়।

বাৎস্যায়ন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী মননপর ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই নীতিশাস্ত্র-প্রণেতা-চাণক্য। তিনি শব্দশাস্ত্রে বিষ্ণুশর্মা এবং তিনিই নীতিশাস্ত্রে কৌটিল্য বলিয়া বিশেষ প্রথিত। কি নীতিশাস্ত্রে, কি শব্দশাস্ত্রে, কি ন্যায়শাস্ত্রে, যখন যে শাস্ত্রেই বাৎস্যায়ন পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখনই তিনি সেই শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও আমরা বাৎস্যায়নের অলৌকিক প্রতিভার কথা ভূয়সী শুনিয়াছি, সুতরাং পৃথিবীতে, বিশেষত ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের ন্যায় প্রতিভাশালী মননপর-ব্যক্তি অতি বিরল জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২৫৮৫ বৎসরের বহুপূর্বে বাৎস্যায়ন পাঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক গ্রামে ধনধান্যসম্পত্তিশালী মহা-গৃহস্থ ব্রাক্ষ্মণবরেন্য মহাত্মা নামক ব্রাক্ষ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। এই মহামুনি বাৎস্যায়নই তাহার স্বীয় অসাধারণ নীতিজ্ঞান প্রতিভাবলে মৌর্যবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রগুপ্তের মগ্ধ বা বিহারের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে নন্দবংশের সিংহাসনে আরূঢ় করাইয়াছিলেন। সুরগুর মহানীতিজ্ঞ বৃহস্পতি যেমন অর্থ-মীমাংসা, মহর্ষি জৈমিনি যেমন ধর্মমীমাংসা এবং বেদব্যাস মুনিপ্রবর বাদরায়ন যেমন মুক্তিমীমাংসা বা ব্রক্ষ্ম-মীমাংসাপ্রণয়ন করিয়া আপামরসাধারণকে ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষর অধিকার প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ এই পরমনীতিবিশারদ মহামতি মহামুনি বাৎস্যায়নও কাম-মীমাংসা এই কামসূত্রগুলির মধ্যে গ্রন্থিত করিয়া লোকযাত্রা বা সংসারযাত্রা নির্বাহের সুদুর্লভ গ্রন্থ এককালে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই কামসূত্রের উপসংহার ভাগীয় শ্লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহামুনি বাৎস্যায়ন ২৪২২ কল্যব্দে, অর্থাৎ ২৫৮৫ বা তার পূর্বে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে একটি নতুন ভাবের উন্দীপনার আবির্ভাব করিয়া দিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশের সিংহাসনে চানক্য আরুঢ় করাইয়াছিলেন এবং চাণক্য কোন সময়ে প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন, এযাবত কোন পন্ডিতই তাহার স্ত্রির সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। ইহার সিদ্ধান্ত না হইলেও কামসূত্রের রচনার

সময় নির্ধারণ করা দুষ্কর, সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। স্কন্ধপুরাণের কুমারিকা খন্ডে ৩৯ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে-

'ততস্ত্রিষূ সহস্ত্রেষূ দশাধিকশতত্রয়ে।
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হানষ্যতি।।'

তারপর ৩৩১০ বর্ষ হইলে নন্দের রাজ্য হইবে। চাণক্য নন্দগণকে বিনাশ করিবে। বাৎস্যায়নের মতে পুরুষের প্রয়োজন তিনটি- ধর্ম, অর্থ ও কাম। তন্মদ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। অর্থ ও কামের মধ্যে অর্থ প্রধান এবং ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কাম নিকৃষ্ট। তথাপি যৌবনে কামের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাল্যে অর্থের সেবা ও বার্ধক্যে ধর্মের আচরণ করাই কর্তব্য। যদি যোগ্যতায় কুলায়, তবে যৌবনে ও বার্ধক্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের সহযোগে সেবা করিতে পারা যায়, কিন্তু বাল্যে ধর্ম ও অর্থের সেবা করিতে পারিলেও কামের সেবা কিছুতেই করিতে পারে না। কামসূত্রে মধ্যে এই নিয়মটি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম হয়, বিদ্যাগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে-প্রভৃতি বহুদোষের উল্লেখ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বর্তমান১৩১৩ সালে কলির ৫০০৭ অব্দ চলিতেছে; সুতরাং কুমারিকা খন্ডের মতে ৫০০৭-৩৩১০=১৬৯৭ বর্ষ পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। তাহার কিছুপূর্বেই চাণক্য আর্বিভূত হইয়াছিলেন। (কেহ কেহ এই প্রকার স্থির করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা ঠিক ঐরূপ নহে। পরে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে।)

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাহাদিগের কল্পনায় স্থির করিয়াছেন, যখন আলোক সান্দারের সময় চন্দ্রগুপ্তের রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স অল্প এবং খৃষ্টপূর্ব ৩২ বর্ষ সময়ে মহাবীর আলোকসান্দার পাঞ্জাবে পদার্পন করেন; সুতরাং বর্তমান ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিতে হইলে ১৯০৬+৩২৭=২২৩৩ বর্ষ হয়। এই ২২ শত ৩৩বর্ষ পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন এবং এই সময়েই আলোকসান্দারের শিবিরে থাকিয়া গ্রীকদিগের সমরকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব চাণক্যও তৎকালে বা হার কিছুপূর্বেই প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে ৩১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য নামক একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর সাহায্যে নন্দবংশ বিনষ্ট করিয়া মগধের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৯০৬+৩১৬=২২২২ বর্ষ পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন-৩১৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। এই কার্য অবশ্যই চাণক্যের রাজনৈতিক প্রতিভার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল; সুতরাং অধুনা খৃঃ অঃ ২২২৩ বর্ষ পূর্বেই চাণক্যের আবির্ভাব হইয়াছিল উইলসন, কোলব্রূক, টার্ণার, প্রিন্সেপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য

প্রত্নতত্ত্ববিদগণও চন্দ্রগুপ্তের প্রকৃত সময় নিরুপনে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, অবশেষে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্ডোডিভ স্থির করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত প্রায় ৩২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাজা হন। তাহা হইলে ২২২৬ বর্ষ হয়। এই ২২২৬ বর্ষ পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিতে হয়। এই ক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে কোনটির সহিত কোনটিরও মিল নাই, সুতরাং এক্ষেত্রে কেহই ঐ সকল মত সত্য বলিয়া স্থির করিতে কিংবা স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই কামসূত্র মধ্যে প্রধাণত কামের মীমাংসা থাকিলেও ধর্ম ও অর্ধর সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। বাৎস্যায়ন প্রথমেই সংক্ষেপে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তালিকার আকারে উপস্থাপিত করিয়া তাহার ফলস্বরূপ ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি নামক একটি প্রকরণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, মানবের প্রকৃতি অনুসারে যেমন কামের সেবা অবশ্য কর্তব্য সেইরূপ অর্থ ও ধর্মও স্বভাবত অবশ্য সেবনীয়। নতুবা স্বীয় কর্তব্যর অবহেলা করায় মানব মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং বাৎস্যায়নের মতে, সকল বৃত্তিগুলিরই সমানভাবে পরিষ্ফুরণ এবং নিয়মন না করিতে পারিলে প্রকৃত শান্তিসহযোগে মনুষ্যত্বলাভ বা জগতের কিছুই উকার করিতে পারা যায় না। প্রথমে যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইটি অংশ আছে। প্রথমটি তন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি আবাপ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বলিবার কারণ এই যে, কামসূত্রে করিতেও পারেন না। অতএব আমাদিগের প্রাচ্যটীকাকার বহুদর্শী বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপন্ডিতগণেরও মত এই স্থানেই উদ্ধার করিয়া এই বিষয়ের সমন্বয় করা আবশ্যক। ভাগবত ১২শ স্কন্দীয় ২য় অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের টীকাকালে প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন। ‘বর্ষ সহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়াপি বিবক্ষয়া অবান্তরংখ্যেয়ম। বস্তুতস্তু পরীক্ষিতনন্দয়োরতরং দ্বাভ্যামুনং বর্ষানং সার্দ্ধসহস্রং ভবতি; যতঃ পরীক্ষিৎ সকমালং মাগধং মাজারিমারভ্য রিপুঞ্জয়ান্তা বিংশতী রাজনঃ সহস্রসংবৎসরং ভোক্ষ্যন্তি ইত্যুক্তং নবমস্কন্ধে যে বার্হদ্রথভুপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরমিতি। ততঃপঞ্চ প্রদ্যোতনা অষ্টত্রিংশং শতম্ শিশুনাগাশ্চ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীমিত্যত্রৈবোক্তত্বাৎ।’

অর্থাৎ (ভাগবতের মূল শ্লোক মধ্যে) ১১ শত ১৫ বৎসর অন্তর যে বলিয়াছেন, ইহা কিছু একটা বলিবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি অবান্তর সংখ্যা ধরিয়া বলিয়াছেন। বাস্তবিক পরীক্ষিৎ হইতে নন্দের, অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ১৪৯৮ বৎসর অন্তর হইবে। কারণ নবমধ্যায়ে বলিয়াছেন-পরীক্ষিতের সমসাময়িক মাগধবংশীয় মার্জারিকে আরম্ভ করিয়া রিপুঞ্জয় পর্যন্ত বিংশতিজন রাজা সহস্য সংবৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তারপর পাঁচজন প্রদ্যোতন নামক রাজা

১৩৮ বৎসর, শিশুনাগগন ৩৬০ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন, অর্থাৎ ১০০০+১৩৮+৩৬০= ১৪৯৮ বর্ষ ভোগকাল, ইহাই এইখানেই কথিত হইয়াছে।

তাহা হইলে কলির ১২০০ বর্ষ অতীত হইলে পরীক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন, ১৪৯৮ বৎসর পরে নন্দ রাজা হন এবং নয়জন নন্দের রাজ্যকাল ১০০ বর্ষ; সুতরাং ইহাদের সমষ্টিতে ১২০০+১৪৯৮+১০০=২৭৯৮ বৎসর কলির অতীত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। (ইহা পরে কথিত হইবে)

এইরূপ মূল বিষ্ণুপুরাণে ও মূল ভাগবতেও কথিত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে বর্তমান কল্যব্দ ৫০০৭ হইতে ২৭৯৮ বিয়োগ করিলে ২২০৯ বৎসর হয়, তাহার পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইয়াছিল বলিতে হইবে কামেরই প্রাধান্য। তন্ত্রভাগে কামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং আবাপভাগে যে উপায়ে স্ত্রী ও পুরুষকে লাভ করিয়া কামবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারা যাইবে সেই সকল উপায়ে্র উপন্যাস করা হইয়াছে। সুতরাং আবাপভাগের মধ্যে কন্যা সম্প্রযুক্তক, ভার্যাধিকারিক, পারদারিক ওবৈশিক অধিকরণ স্থান পাইয়াছে। আর প্রাথমিক সাধারণ অধিকরণ এবং সম্পম ঐপনিষদিক অধিকরণ এই দুইটিও ঐ তন্ত্র ও আবাপের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ, ইহাকেও তন্ত্রনামে অভিহিত করা হয়। কারণ সেই অধিকরণে কাম ও রতির বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম, সাধারণ অধিকরণে শাস্ত্র-সংগ্রহ ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি, বিদ্যাসমূদ্দেশ, নাগরকবৃত্ত এবং নায়কসহায়দূতীকর্ম- বিমর্ষ নামক পাঁচটি অধ্যায়ে পাচঁটি প্রকরণ কথিত হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে ধর্ম, অর্থ ও কাম কাহাকে বলে এবং কি কি উপায়ে উক্ত ত্রিবর্গ লাভ করিতে পারা যায়? পরন্তু তন্মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও ভাগবতের টীকাকার, কিন্তু তিনি শ্রীধরস্বাসীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন-

‘এতদ্বর্ষসহস্রমিত্যেষৈব সংখ্যা প্রমাণীকত্তর্ব্যা। পরীক্ষিতসমকালবত্তিমাজ্জারি প্রভৃতিনামানন্দাৎ ভোগকালসংখ্যায়া তু কিঞ্জন্ন্যনং সর্দ্ধসাহস্রং যদ্বর্যানি ভবন্তি, ভত্তেষাং খন্ডমন্ডলপতীনাং বিনাপ্যানন্তর্য্যেণ সংখ্যাতানীতি জ্ঞেয়ম।’

অর্থাৎ এই শ্লোকে যে ১হাজার ১শত ১৫ বৎসর বলা হইয়াছে, তাহাই প্রমাণযোগ্য। পরীক্ষিতের সমসাময়িক মাগধবংশীয় মার্জারি প্রভৃতির নন্দরাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ভোগকাল সংখ্যানুসারে কিঞ্চিৎন্যুন সাদ্ধসহস্র, অর্থাৎ স্বামী-কথিত ১৪৯৮ বৎসর হয় বটে, কিন্তু তাহাতে এক রাজার রাজত্বকালের অনন্তর আর এক রাজার রাজত্বকাল এত বর্ষ, এইরূপ ভাবে রাজত্বকালের আনন্তর্ষ ধরিয়া গণনা করা হয় নাই যে, তিনি যত কাল ভোগ করিয়াছেন তত কালের সহিত, অন্যে যত

কাল ভোগ করিয়াছেন তত কালের যোগ করিয়াই ঐ কিঞ্চিৎন্যুন সার্দ্ধসহস্রবর্ষ অর্থাৎ ১৪৯৮ বৎসর গণনা করা হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, পৃথিবী ভোগকাল আর রাজত্বভোগকাল এই দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়। কারণ একজনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কেই তাহার ভোগকাল বলে; কিন্তু এই সময় মধ্যেই বাল্য, যৌবন, রাজত্ব এবং বার্ধক্য প্রভৃতি সকল কালই ভোগ হইয়া থাকে। অতএব মার্জারাদির ১৪৯৮ বৎসর ভোগকাল মধ্যে সম্ভবত তাহাদিগের একটা শৈশব ও বাল্য প্রভৃতি কাল ধার্য করিয়া ঐ পৃথিবী ভোগকালের সমষ্টি হইতে বিয়োগ করিলেই ১১১৫ বৎসর রাজত্বকাল নির্ধারিত হইয়া যাইবে। সেই ভোগ্যকাল ১৪৯৮ হইতে বাল্যদি ভোগকাল অনুমান ৩৮৩ বৎসর বিয়োগ করিলেই ১৪৯৮-৩৮৩=১১১৫ ঐ এক হাজার এক শত পনের বৎসরই তাহাদিগের রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে বিশ্বনাথের অভিপ্রায়মতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ১১১৫ বৎসর পরে নন্দরাজা হন এবং ১২০০ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইহার সমষ্টিতে অর্থাৎ ১১১৫+১২০+১০০=২৪১৫ বঙ্গাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য, বিশেষত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা; ইহা এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি বাৎস্যায়নের কামসূত্র না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায়, কলাবিদ্যার নামমাত্র শুনিয়াই স্থির থাকিতে হইত, কলাবিদ্যা যে কি, তাহা জানিবার আর উপায় থাকিত না। কিন্তু অধুনা বাৎস্যায়নের অনুগ্রহে সেই কলাবিদ্যা সকলেই জানিতে সক্ষম হইতে পারিতেছেন। এই কলাবিদ্যার সাহায্যে ভিন্ন মানব নিজের সৌভাগ্যে নিজে লাভ করিতে পারে না। এইজন্যই বাৎস্যায়ন দেখাইয়েছেন এবং কণ্ঠোক্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, কলাবিদ্যার গ্রহণ ব্যতীত ধর্ম, অর্থ ও কাম কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। কলাবিদ্যার গ্রহণ করিলে অর্থাগমের পথ উন্মূক্ত হয়, ধর্মের পথ পরিষ্কৃত হয় এবং কাম ও রতি তাহাকে আশ্রয় করিয়া সফলতা লাভ করে, বস্তুত কথাটি সম্পূর্ণই সত্য। পুত্র এবং কন্যা কলাবিদ্যা গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জনের সক্ষম হইলে যৌবনোম্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবে। পরিণয় অবশ্য বর ও কণ্যার প্রকৃতি অনুসারেই হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে আট প্রকারে বিভক্ত করিয়া সমাজকে সতেজও প্রবল উন্নত রাখবার জন্য গান্ধর্ব বিধানের বিবাহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। বর্তমান কলাব্দ ৫০০৭-২৪১৫=২৫৯২ বৎসর পূর্বে ই চন্দ্রগুপ্তের প্রাদুর্ভাব স্থির করিতে হয়। কারণ ভাগবতে কথিত হইয়াছে-

'আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম।

এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ।।

ভাঃ ১২স্কঃ, ২অঃ, ২৩ শ্লোক।'

আপনার (পরীক্ষিতের) জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কালের **১১১৫** বৎসর অন্তর হইবে।

'তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘা।' ২২ শ্লোক

সেই সপ্তর্ষিমন্ডল এখন তোমার রাজত্বকালে মঘানক্ষকে আশ্রয় করিয়াছেন।

'যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্ত কলি দ্বদশাব্দশতাত্মকঃ।' ২৫ শ্লোক।

এখন সপ্তর্ষিমন্ডল যখন মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন কলি এখন দ্বাদশ মত বর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দুইট শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলির দ্বাদশ শতবর্ষ অতীত হইয়াছিল।

'প্রজা ইমা স্তব পিতা ষষ্টিবর্ষান্যপালয়ৎ।
মহাভারত, আদিপর্ব, ৫০ অধ্যায়,' ১৭ শ্লোক।

পরীক্ষিত যে ৩৬ বৎসরে রাজত্বভার প্রাপ্ত হন, ইহা ভারতে কথিত হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠও এই শ্লোকের টীকাকালে লিখিয়াছেন-

'ষষ্টিবর্ষাণি জন্মতঃ ষষ্টিবর্ষং যাবৎ;
নতু রাজ্যলাভাৎ, অপালয়ৎ পালিতবান্ ।
ষষ্টিত্রিংশে বর্ষে লব্ধরাজ্যশ্চত্তর্ব্বিংশতি
বর্ষপর্য্যন্তং তৎপালনস্য দৃষ্টত্বাৎ।।'

কারণ বর ও কন্যার উৎকণ্ঠাবেশে পরস্পর পরস্পরকে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ করে এবং কাল যে সন্তান প্রসব করে সে উৎফুল্ল-চরিত, অসঙ্কীর্ণ-চেতা, কর্মবীর ও উৎসাহশীল হয়। এই প্রসঙ্গে বর ও কন্যা উভয়ের দোষগুন মীমাংসা করিয়া গ্রাহ্যগ্রাহ্যত্বও নির্ণয করিয়াছেন। ইহাতে অনেক শিক্ষা পাইবার বিষয় লুক্কায়িত আছে। তারপর একচারিনী ভার্যার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশের কথা। এ সম্বন্ধে বলিবার বিষয়ও বহু এবং ভাবিবার বিষয়ও অনেক। যদি কেহ ভার্যাকে গৃহিনীপদে সমাসীন করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চাহেন, তবে যেন তিনি কামসূত্রের ভার্যাধিকারিক অধিকরণটি ভার্যার কণ্ঠস্থ করাইতে সচ্ষ্টে হন এবং কর্মক্ষেত্র কীদৃশ সফলতা লাভ করিয়া যাইতে পারিলেন, তাহার ইতিহাসটি যেন তিনি নিজেই লিখিয়া যান। বস্তুত, বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, সংসার করিতে অগ্রসর হইয়া আমরা বৃথাই বিড়ম্বনা ভোগ

করিতেছি। সংসার যে কিরূপে পরিচালিত করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না। বিশেষত গৃহলক্ষ্মীরা কিছুই জানেন না, অথচ সংসার করিয়া থাকেন। তাহারা তদুর্ভোগ ভুগিয়া থাকেন, অধিকন্তু গৃহীকেও তাহাদের অনুগামী করিয়া তাহার ভাগী করেন। কি বিড়ম্বনা! এইখানে স্বামী প্রবাসী হইলে, কি করিতে হয়; সপত্নী থাকিলে, কোন উপায়ে সুখে সংসার করিতে পারা যায়, দুর্ভগা হইলে কি উপায়ে সৌভাগ্য লাভ হয়-ইত্যাদি বিষয় অতি বিচক্ষণতার সহিত মীমাংসিত হইয়াছে।

হে জনমেজয়! তোমার পিতা পরীক্ষিত এই সকল প্রজাকে ষাট বৎসর পালন করিয়াছিলেন। ষাট্ বৎসর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট্ বৎসর পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন কিন্তু রাজ্যলাভ কাল হইতে নহে। কারণ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ছত্রিশ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করিয়া চব্বিশ বৎসর প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, কলির অতীত বর্ষ ১২০০ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যা-ভিযেক কালের অন্তর ১১১৫ বর্ষ। আর নয়জন নন্দের রাজ্যকাল ১০০ বর্ষ। এই তিনের সমষ্টিতেই ১২০০+১১১৫+১০০=২৪১৫ বৎসর হয়। এক্ষণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে রাজ্যকাল ৩৬ বৎসর ত্যাগ করিলে ২৪১৫-৩৬=২৩৭৯ বর্ষ কলির অতীত হইলে, অর্থাৎ বর্তমান ৫০০৭ কল্যব্দ হইতে ২৩৭৯ পরিত্যাগ করিলে ২৬২৮ বৎসর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন।

বিষ্ণুপুরানে কথিত হইয়াছে-

‘যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ।’

পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল ১ হাজার ১৫ বৎসর পরিমিত। পরীক্ষিত যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তখন কলির ১২শত বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই কথাও বিষ্ণুপুরানে পাওয়া যায়-

‘তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মক।।’
বিষ্ণুপুরান চতুথাংশ, ২৪ অঃ, ৩৪ শ্লোক!

তারপর পারদারিক অধিকরণ। ইহা পাঠ করিয়া লম্পট পামরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির পন্থা আবিষ্কার করিতে, পাতিব্রত্য অক্ষুন্ন রাখিতে এবং অপরের ভয়াবহ হইতে শিক্ষা করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে লম্পটও স্বীয় ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে শিক্ষা করিতে পারে। এই অধিকরণ যষ্টির ন্যায় সাহায্যকারী ও পরের ভয়াবহ। এটি অবশ্য পাঠ্য। বৈশিক অধিকরণও তথৈব চ। বেশ্যা কয়

প্রকার, কোন নীতি অবলম্বন করিয়া বেশ্যা চিরসুখিনী ও গন্যমান্যা হইতে পারে, কি উপায়ে পরপুরুষকে সংগ্রহ করিতে এবং সর্বস্বাপরহরণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে হয়-ইত্যাদি বিষয় বিশদরুপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ্যা ও লম্পট আত্মরক্ষা করিতে এবং বেশ্যা নিজের ব্যবসায়ে প্রতি পত্তিশালিনী হইতে পারিবে; সুতরাং ইহা দ্বারা সমাজকে শিক্ষা দেওয়াও যথেষ্ট হইয়াছে। নয়জন নন্দ একশত বর্ষ যাবত রাজ্যভোগ করিয়া কৌটিল্যের কুট মন্ত্রণায় নিহত হন। পরে কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তেকে রাজ্যে অভিষেক করেন।

'মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ (অষ্টৌ) একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি।
নবৈব তান্ নন্দান, কৌটিল্যো ব্রাক্ষনঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। ৬ ।
তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।
কৌটীল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেই ভিষেক্ষ্যতি। ৭।'
বিষ্ণু পুরাণ, ৪র্থাংশ, ২৪ অঃ।

তাহা হইলে ১২০০+১০১৫+১০০=২৩১৫ বৎসর। এই ২৩১৫ বর্ষ কলির অতীত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চাণক্যেই সেই রাজ্যাভিষেক কার্য সর্বতোভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্থির হইতেছে যে, কলি অব্দের ২৩১৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এখন কলির ৫০০৭ অব্দ, তাহা হইলে ৫০০৭-২৩১৫=২৬৯২ বৎসরে, অথবা কিছুয পরে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তেরে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এবিষয়ে আরও একটি অকাট্য প্রমাণ ঋষিগণ বিষ্ণু ও ভাগবত পুরানে সংগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই-

'সপ্তর্ষীনাঞ্চ যৌ পূর্ব্বো দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজা কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥ ' ২২

অর্থাৎ হে রাজন্ পরীক্ষিত সপ্তনক্ষত্রাত্মক সপ্তষিমন্ডলের মধ্যে উদয়সময়ে যে দুইটি নক্ষত্ররূপে ঋষিকে আকাশ মন্ডোলে প্রথম উদিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটি নক্ষত্রকে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সম্পষিমন্ডল মনুষ্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন। সেই সকল ঋষিরা অধুনা তোমার সময়ে মঘানক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।

‘যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
ত্বদা প্রবৃত্তস্ত কলিদ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।’ ২৫।

যখন হৃতসর্বস্ব লম্পটকে নিষ্কাসিত করিবার উপায়গুলি বিবৃতি করা হইয়াছে, তখনকার সেই সকল উপায়ের প্রতি যাহার চক্ষু উন্মীলিতভাবে পড়িবে, সে বিশেষরূপেই শিক্ষা পাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে জাগিয়া ঘুমাইবে, তাহার পক্ষে কিছু ফলোপধায়ক না হইলেও সে স্থলে এই গ্রন্থ বেশ্যার পক্ষেই ফলপ্রসু হইবে। জগতের স্থিতি, সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সৃষ্টির স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগতে স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন হইতেই পারে না। অথচ সমাজের সুরূচি প্রভাবে অপ্রকাশিত থাকায় সেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। পশুর ন্যায় আমরা সৃষ্টি অর্থাৎ যখন সপ্তদেবর্ষিমন্ডল এখন মঘানক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন কলি এখন দ্বাদশ শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে।

‘যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি।’ ২৬।

অর্থাৎ সপ্তমহষিমন্ডল যখন মঘাকে পরিত্যাগ করিয়া গতিবশে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, সেই সময়ে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইবে এবং সেই নন্দের সময় হইতেই কলির বৃদ্ধি হইবে। (ভাগবত ১২স্কন্ধ, ২ অধ্যায়)।

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঘানক্ষত্র হইতে পূর্বাষাঢ়া গণনায় ১১ হয়; সুতরাং এই ১১র সহিত, সপ্তষিমন্ডলের অবস্থিতি ১০০ বৎসর গুন করিলে ১১০০ বৎসর হয়, আর পূর্বে প্রবৃত্ত কলির ১২০০ বৎসর এবং নন্দরাজ্য একশতবর্ষ; ইহার সাকুল্যে ১২০০+১১০০+১০০=২৪০০ বৎসর কলির অতীত হইলে, তবে চাণক্য নন্দ-বংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের সিংহাসনে আরূঢ় করেন। তারপর রাজ্যের শাসনসুশৃঙ্খলা, নন্দমন্ত্রী রাক্ষসের সহিত পূর্বপ্রবৃত্ত প্রতি হিংসাজনিত বিবাদের নিষ্পত্তি, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যপদে বরণ, শান্তি-ব্যবস্থাপন বিদায়, নীতিশাস্ত্র-প্রনয়ন, শব্দশাস্ত্র-ব্যাখ্যান, বৈদ্যকবিরচন এবং ন্যায়শাস্ত্রের ভাষ্যরচনা ও সর্বশেষে কামসূত্রের সঙ্কলন প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে অনুমান ২২ বৎসরও লাগিয়াছিল সুতরাং ২৪০০+২২=২৪২২ কল্যব্দে যে, কামসূত্র রচনা শেষ করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহা হইলে বর্তমান কল্যব্দ ৫০০৭-২৪২২=২৫৮৫ বৎসর পূর্বে কামসূত্র রচনা হইয়াছে।

(কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সম্পষিমন্ডল কতকগুলি নিশ্চল তারামাত্র, তাহাদিরে গতি নাই। আমরাও বলি, তাহাই সত্য; কারণ যে মন্ডল একশত বৎসরে একটি নক্ষত্রকে ভোগ করে, তাহার গতি বস্তুত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যাহারা বিশেষ নিপুনতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন,

তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, সপ্তষিমন্ডল বহুদূরে অবস্থিত ও বহুকাল ধরিয়া এক একটি নক্ষত্রকে ভোগ করায় তাহাদের গতি স্থির করা বড়ই দূরুহ অসম্ভব নহে। ২২৫ বৎসরে যখন একটি রাশিকে অতিক্রম করে তখন পূর্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে। তাই বলিয়া স্বীকারও করিতে পারা যায়না।)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে-

বিষ্ণুপূরানের মতে লিখিত কথানুসারে ২৩১৫ কল্যব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন।

বিষ্ণুপুরানের নাক্ষত্রিকগণনানুসারে ২৪০০ কল্যাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য হন।

তত্বের ব্যবহার এবং আলোচনা করি। ইহা কি কর্তব্য না সমূচিত? যাহার সদ্ব্যবহারে জগৎরক্ষা ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, যাহার কুৎসিত ব্যবহারে পরিণাম ঘোর অন্ধকারময় ও ভুয়োভূয়ঃ অধর্ম সেই সৃষ্টিতত্ত্বটিকে গাঢ়তমস্যচ্ছন্ন রাখা, কখনই উচিত নহে; সুতরাং ন্যায়ত ধর্মত এই উপায়গুলি যে অবশ্য জানা উচিত, তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সেইজন্যেই সাম্প্রয়োগিক অধিকরণে রতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে, তৎসমুদয়ই বাৎস্যায়ন অতি গম্ভীরভাবে মীমাংসিত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা পাঠ না করিলে কখনই মানবের সৃষ্টিবিষয়ে পশুক্তনষ্ট হয় না। ভাগবতের মতে লিখিত কথানুসারে ২৩৭৯ কল্যব্দে রাজপদে চন্দ্রগুপ্ত সমাসীন হন। ভাগবতের নাক্ষত্রিকগণনানুসারে ২৪০০ কল্যব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে রাজ্যপ্রাপ্তির কাল, ৩৬বাদে বিষ্ণুপুরাণের লিখিতমতানু সারে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ ২৩১৫-৩৬=২২৭৯ কল্যব্দ। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে রাজ্যপ্রাপ্তির কাল, ৩৬ যোগে ভাগবতের লিখিত মতানুসারেও রাজ্যলাভ ২৪১৫ কল্যব্দ। যাহাই হউক, যখন পূরানকার ঋঝিগণ ঐ গননায় সন্তুষ্ট না হইয়া নিজেই জ্যোতিষিক গণনার কথা সর্বশেষে লিখিয়া গিয়াছেন, তখন আর আমাদিগের তাহার উপর কথা বলিবার ক্ষমতা নাই। বোধ হয়, কাহারও ক্ষমতায় কুলাইবেও না। প্রথমত প্রত্যেক বা সমষ্টি রাজগণের রাজ্যভোগকাল বলা হইয়াছে। পরে দ্বিতীয়ত সাকুল্যে একটা অঙ্ক-লিখিত সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার উপরেও সন্দেহ হইলে সেই সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্য তৃতীয়ত, জ্যোতিষিক নিয়মের সঙ্কলন করিয়া তাহার সহিত আদি মধ্যাবসানিক সময়কে যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরেও সন্দেহ করিতে হইলে, আর ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে যাওয়া চলে না; সুতরাং নিঃসন্দিন্ধচিত্তে আমরা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কাল ২৪০০ কল্যব্দে স্থির নিশ্চয় করিতে পারি এবং সেই সঙ্গে বাৎস্যায়নকেও ঠিক সেই সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

অধিকন্তু বাৎস্যায়ন কামসূত্রের উপসংহারকালে যে ৮টি শ্লোক পাঠ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন তাহার প্রথম শ্লোক এই-

'পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্যচ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম।' ১।

অর্থাৎ পূর্বশাস্ত্রের সংগ্রহ ও প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া যত্নপূর্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম। পঞ্চম শ্লোক এই-

'বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থানাগমং সুবিমৃষ্যচ।
বাৎস্যায়নশ্চকারেদং কামসূত্রং যথাবিধি।' ৫।

অর্থাৎ, বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও আগম ভাল করিয়া পাঠ ও চিন্তা করিয়া বাৎস্যায়ন যথাবিধি এই কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। ইহা শ্লেচ্ছিতকবিকল্পকলা অনুসারে রচিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অর্থ এইরূপ শব্দে বায়ু, তাহার সংখ্যা ১৫। অভ্র শব্দে তারপর ঔপনিষদিকে কতকগুলি বাজীকরণ ও বশীকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার কথা কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কামমীমাংসায় মানব শিক্ষিত হইলে ধর্মত, অর্থত এবং অভিলাষের চরিতার্থতায় নিশ্চয় সাফল্যলাভ করিতে এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখী হইয়া অন্তে অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন সম্রাটরূপে বিরাজমান হইতে সক্ষম হইবে। কাম-মীমাংসার প্রথম সঙ্কলয়িতা মহাদেবের অনুচর নন্দী। তিনি বেদ হইতে সঙ্কলন করেন। তাহার পর ঔন্দালকি শ্বেতকেতু, ইনি একজন ব্রক্ষ্মজ্ঞ। ছান্দোগ্যোপ নিষদ্ ও মহাভারতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর পঞ্চাদেশের রাজা বাভ্রব্য, ইনি অথববেদের একজন বংশঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বা সংহিতাপ্রণয়ন কর্তা। তারপর চারায়ন, সুবর্ণনাভ, গোটকমুখ, গোনর্দীয়, গোণিকাপুত্র, দত্তক ও কুচুমার নামক সাতজন আচার্য খন্ডে খন্ডে সেই পূর্বোক্ত সঙ্কলনের এক এক অংশ পৃথকভাবে সঙ্কলন করেন। তাহা দেখিয়া বাৎস্যায়ন বাভ্রব্যের সঙ্কলিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে ও অল্পমাত্রায় এই কামসূত্রখানি সঙ্কলিত করেন। মাধবাচার্যের শঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ভগবান শঙ্করাচার্য এই কামসূত্র পাঠ করিয়াই পরমবিদুষী ভারতীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শূণ্য ব শব্দে বরুন তাহার সংখ্যা ২৪। তাহা হইলে সমুদায় সংখ্যাকে ক্রমে স্থাপন করিতে হইবে অর্থাৎ ১৫র পরে ০, তাহার পরে ২৪ বসাইলে ১৫০২৪ হয়। এই ক্ষণ অঙ্কের বামাগতি এই নিয়মানুসারে ৪২০৫১, ইহাই হয়। ইহার উপরে অর্থ শব্দে দ্বিতীয় বর্গ, তাহার সংখ্যা ২কে সুত্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলে ৪২০৫১২ অঙ্কসমষ্টি হইল।

এত অঙ্ক, কল্যব্দের আগামী অঙ্ক হইবে।

কল্যব্দ ৪৩২০০০। তাহার মধ্যে হইতে ৪২০৫১২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ১১৪৮৮ অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিল। এইক্ষণ আগং অং সুবিমৃষ্য চ দেখা যাউক। অ শব্দে বিষ্ণু তাহার সংখ্যা ২২। অগ শব্দে নাগ, তাহার সংখ্যা ৮। তদুভয়ের সমাহারে বা যোগে হইবে ৩০। আর তাহার পরে আর ২২ সংখ্যা বসিবে। তাহা হইলে ৩০২২ অঙ্ক হইল। পৃথক পৃথক বলায়, এখানে আর বামাগতির মর্যাদা নাই। এখন ঐ অবশিষ্ট ১১৪৮৮ অঙ্ককে সুচারুরুপে বিয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ ১১৪৮৮ অঙ্কের মধ্যে হইতে ঐ ৩০২২ অঙ্ক যতক্ষণ বিযুক্ত হইতে পারে, ততক্ষণ বিয়োগ করিতে হইবে। ২৪২২ অবশিষ্টের মধ্যে আর ৩০২২ বিযুক্ত হয় না; সুতরাং ২৪২২ কল্যাব্দে বাৎস্যায়ন এই কামসূত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্তমান ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কল্যব্দ ৫০০৭ বৎসর হইতে ২৪২২ বিযুক্ত করিলে ৫০০৭-২৪২২=২৫৮৫ বৎসর পূর্বে বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই স্থির হয়। ইহাই বিশেষ বিবরণ বা ব্যাখ্যা মূল কামসূত্রের উপসংহারে দ্রষ্টব্য। বাসবদত্তা নামক নাটকেও ইহার নামোল্লখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতিও ইহা হইতে কতকগুলি সূত্র উদ্ধার করিয়া মালতীমাধব নামক নাটকে কোন প্রস্তাবের প্রমাণ করিয়াছেন। কালিদাস এই কামসূত্রোক্ত নীতি অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন ও শকুন্তলার কামভাব ব্যক্ত করাইবার জন্য ইহার প্রসঙ্গ উন্থাপন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দন্ডী তাঁহার দশকুমার চরিত্রে এই গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়েরই বাহুল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্ররাজ প্রনীত ঔচিত্যবিচারচর্চা নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইহার একখানি সার-সংকলন করিয়া তাহার বাৎস্যায়ন সূত্রসার নাম দিয়াছেন-ইত্যাদি বহুশত মনীষীই এই কামসূত্রের সাদরে পূজা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহা যে কীদৃশ আদরের বস্তু তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিবার আমার যোগ্যতা নাই।

তত্র মঙ্গলাচরণম্

হে প্রাচীন-সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি নিযে নির্ম্মলচরিত্র বলিয়া সঙ্কল্পজন্মা মদনকে ভস্মীভয়ত করিয়াছিলেন। অতএব, তোমায় নমস্কার। তুমিই আবার দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া চক্রধারী বিষ্ণু হইয়াছিলে।– সংসারচক্র তোমারই ইঙ্গিতে পালিত হয়। অতএব হে বিষ্ণো! তোমায় নমস্কার। যাহাদিগের চরিত্র চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল–দোষ শূন্য, সেই সকল বিঘ্নবিনায়ক গনপতির অনুগত মনুষ্যগনকে নমস্কার। কারণ, তাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তবে সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগেরও অনুগত; সুতরাং আমি এই সকলকেই বারংবার নমস্কার করি ।।১।।

[অসমপূর্ণ]

প্রথম ভাগ

সাধারণ

প্রথম ভাগ-প্রথম অধ্যায়

শাস্ত্রসংগ্রহম্ (গ্রন্থের উপাদান সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ)

সাধারণাধিকরম্

শাস্ত্রসংগ্রহোনাম প্রথমোহধ্যায়ঃ

এই কর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চারটি,–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। আশ্রম চারটি,–ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বৈখানস বা বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু বা সন্যাস। তার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি গৃহস্থের পক্ষে মোক্ষ অভিপ্রেত নয় বলে ত্রিবর্গই পুরুষার্থ বা পুরুষের প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হয়। তার মধ্যে আবার ধর্ম ও অর্থ, এই দুইটির ফল বলে কামই প্রধান পুরুষার্থ, কামবাদীরা এ কথাই বলে থাকেন। উপায় ছাড়া সে কামের লাভ হয় না; এজন্য সেই উপায় বলতে ইচ্ছা করে আচার্য মল্লনাগ পূর্বাচার্যদের (নন্দীশ্বর প্রভৃতির) মতানুসারে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন!

যখন ধর্ম ও অর্থ কামলাভের হেতু; তখন উপায়ান্তরের আশ্রয় ছাড়া কামলাভ হতে পারে না। ধর্ম ও অর্থ দ্বারা কামলাভের পথ পরিষ্কার হয় মাত্র, কিন্তু কামভোগ করতে হলে যে উপায়ের আবশ্যক হয়, তা ত ধর্ম ও অর্থ দ্বারা উপার্জিত হয় না; সুতরাং ব্যবহারাধীন-কামকে ভোগ করতে হলে অনেকগুলি উপায়ের পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে সকল উপায় জানতে হলে এই 'কামসূত্র' পাঠ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা ধর্মশাস্ত্র পাঠ দ্বারা জানতে পারা যায় না। প্রয়োজন-নির্ণয়কালে সূত্রকারই এর পরে বলবেন, "স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কামলাভ পরস্পরের ব্যবহারের অধীন"; সুতরাং সেই ব্যবহার নিষ্পাদনার্থ যে উপায় জানা আবশ্যক, তা এই 'কামসূত্র' হতেই হবে।

সেই উপায়গুলি এই কামশাস্ত্রের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এই কামশাস্ত্র দ্বারা সেই উপায়গুলির যাহাতে সম্যক জ্ঞান হয়, তাই এই শাস্ত্রের মূখ্য কার্য।

অবিসম্বাদে কামলাভ করাই এই কামশাস্ত্রের প্রয়োজন, অর্থাৎ যা হলে নির্বিবাদে কামলাভ করা যেতে পারে, এই শাস্ত্রদ্বারা তা নির্ণয় করাই মূখ্য উদ্দেশ্য বা ফল।

অন্যথা, কি করে কেবল শাস্ত্র হতে কামলাভ হতে পারে? যারা এ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন নাই তাদের কিছু আপনা-আপনি শাস্ত্রোক্ত সে সকল উপায়-পরিজ্ঞান সম্ভবপর নয়। তবে অন্যের নিকট

উপদেশ পেলে উপায়-পরিজ্ঞান কিছুটা হতে পারে বটে; কিন্তু তারও তো শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নতুবা তিনি সেই উপদেশ প্রদান কি করে করবেন? সুতরাং কামশাস্ত্র একেবারে উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

কখন কখন এমনও দেখা যায় যে শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করেন নাই; কিন্তু ঘুণাক্ষরের[১] ন্যায় হঠাত উপায়-পরিজ্ঞান জন্মেছে। সে স্থলে অবশ্যই স্বীকার্য যে, যখন ঘুণাক্ষরের ন্যায় আপাতত কতগুলি উপায় তার পরিজ্ঞাত হয়েছে, তখন নিশ্চয় বলতে হবে যে, তার মধ্যে কোনগুলো করণীয় ও কোনগুলো পরবির্জনীয়, তা সে সম্যক জানে না এবং তার জন্যই সে কখন কখনও বড় ভুল করে। হয়ত সেজন্যই তার পরিনাম একেবারে বিষময় হয়ে যায়। এই কথাই পরে কথিত হবে,–'যে ব্যক্তি শাস্ত্রপাঠ করে নাই, সে কদাচিত কামসাধন করতে পারে, কিন্তু তা অবশ্য কখনই প্রশংসনীয় নয়। ঘুণেও তো অক্ষর-বিন্যাস কদাচিত করতে পারে, তা বলে কি লোকে ঘুণকে গুরুমহাশয় বলে শিক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে থাকে।' সেইরূপ বিলাশের বাহুল্য বশত উপায়জ্ঞানের বাহুলতা জন্মে বলে নাগরিকেরা (রসজ্ঞব্যক্তি) অনাগরিককেও (অরসিককেও) নাগরিক (রসিক) করে তুলতে পারে, কিন্তু সে স্থলে বিশুদ্ধ উপায় জ্ঞানের আশা করা ধৃষ্টতা মাত্র।

তারপর এর বিপরীতও দেখতে পাওয়া যায়,–হয়ত কোন ব্যক্তি কামশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়াও স্ত্রী-ব্যবহারে অকুশল। সেস্থলে কার দোষ বলতে হবে, ব্যবহার কর্তার, না শাস্ত্রের?–অবশ্য শাস্ত্রের দোষ বলতে পারা যায় না। দেখতে পাওয়া যায়–একই শাস্ত্রের উপায়াবলম্বী দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির অতি সহজে ফললাভ হয়, অন্য ব্যক্তি একেবারে বিপরীত করে বসে থাকে। এখন যদি শাস্ত্রের দোষেইতার বিপরীত ফল হয়ে থাকে তবে অন্যেরও তো বিপরীত ফল ফলা উচিত ছিল, কিন্তু তা না হয়ে যখন একের শুভ ফল হয়েছে, তখন নিশ্চয় বলতে হবে যে, আরোগ্যলাভের জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন। যারা এই চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন, তাদের মধ্যেও কি সকলেই সুপথ্য আহারের সেবা করে থাকেন? সুতরাং যারা যথ্যশাস্ত্র ফললাভপ্রার্থী হয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রার্থের ব্যবহার করেন, তারাই যথার্থ ফললাভ করতে সক্ষম হন; প্রগল্‌ভ বা দাম্ভিক ব্যক্তি তা পারেন না।

প্রারিপ্সিত শাস্ত্রে ইষ্টদেবতার নমস্কার পূর্বক উত্তরোত্তর বিষয়োদ্ভাবনা করলে শাস্ত্র নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়। অতএব এই প্রারিপ্সিত (আরব্ধেষ্ট কার্য) কামশাস্ত্রে,–

'ধর্ম, অর্থ ও কামের উদ্দেশ্যে নমস্কার'।।১।।

–এই সূত্রে ধর্ম শব্দটি অন্যান্য অর্থ ও কাম শব্দ হতে অভ্যর্হিত (পুজনীয়) বলে, অর্থ শব্দটি অজাদ্যদন্ত (আদিতে অকার আছে এবং শেষেও অকার আছে, অর্থাৎ অকারাদি ও অকারান্ত অর্থ শব্দ) হলেও পূর্বনিপাত হলো না, (অর্থাৎ, 'অর্থধর্ম্মকামেভ্যঃ'–এইরূপ হলো না)। এর পর বলবেন 'পূর্ব্ব–পূর্ব্বটি গুরুতর বা গৌরবান্বিত।–কাম হতে অর্থ ও অর্থ হতে ধর্ম গরীয়ান্'।।১।।

অন্যান্য বহু দেবতা থাকা সত্ত্বেও ধর্মার্থকামের নমস্কার করা হলো;–এ কি?–
'সেই সকল দেবতার অধিকারেই এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হচ্ছে'।।২।।

–একটি ন্যায় বা যুক্তি আছে,–অধিকৃত ও অনধিকৃতের একত্র সমাবেশ হলে অধিকৃতের প্রাপ্তি বলপূর্বকই হয়ে থাকে।–এই ন্যায় দ্বারা এ শাস্ত্রের প্রারম্ভে যদ্যপি মার্ত্তণ্ড, তিলকস্বামী[২], বাগদবী ও বিঘ্নবিনায়কাদি দেবগণের নমস্কার শাস্ত্রানুসারে প্রায় হয়েছিল, তথাপি সে সকল দেবতার অধিকারে এ শাস্ত্র অধিকৃত নয় বলে সে সকল দেবতাও এ শাস্ত্রে অধিকৃত নন, অনধিকৃত; কিন্তু এ শাস্ত্রে ত্রিবর্গের অধিকার থাকায় ত্রিবর্গের অভিমানী ধর্ম, অর্থ ও কামই এ শাস্ত্রে অধিকৃত; সুতরাং মার্ত্তণ্ডাদি দেবতার নমস্কার না করে ধর্মাদির নমস্কার করাই ন্যায়সঙ্গত।

যদ্যপি এ শাস্ত্রে প্রধান পুরুষার্থ বলে কামই অধিকৃত, তথাপি কাম দ্বারা ধর্মার্থও অধিকৃত হয়েছে। এই শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যথাযথ উপায় অবলম্বঙ্করে সংসারে যে পুরুষ প্রবর্ত্তিত হবে, তার পক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ সুসিদ্ধ হবে। এর পর আচার্য বলবেন,–'পরস্পরের সাহায্যে সম্পাদ্য যে ত্রিবর্গ, তার সেবা করবে।' সেইরূপ 'শাস্ত্রানুসারে অধিগত (প্রাপ্ত) অন্যের অনুচ্ছিষ্ট সবর্ণা স্ত্রীতেই ধর্ম, অর্থ, পুত্র, সম্বন্ধ পক্ষবৃদ্ধি[৩] ও বিমল রতি লাভ করবে।'–সুতরাং এ শাস্ত্রে সেই ত্রিবর্গের অধিকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে সেই তিনটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই এ শাস্ত্রে অধিকৃত। আর শব্দত ঐ তিনটিও অধিকৃত বটে।–যদি ধর্মাদি ত্রিবর্গের অধিকার না বলা যায়, তবে এর পরে, যখন ঐ ধর্মাদির লক্ষণ করা যাবে, তখন দেখা যাবে যে, ধর্ম, অর্থ ও কাম দেবতা নহে; সুতরাং তাদের নমস্কার কি করে উৎপন্ন হবে? তবে ধর্মাদির যে এক একটি পুরূরবা[৪] ইন্দ্রকে দেখার জন্য ইহলোক হতে স্বর্গে গিয়ে মূর্ত্তিমান ধর্মাদিকে দেখে ইতর ইতর দুটিকে (অর্থ ও কামকে) অনাদর করে ধর্মের নিকটে গিয়ে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তারপর, সেই অর্থ ও কাম পুরূরবা কর্তৃক অবজ্ঞাত হয়ে ক্রোধে পুরূরবাকে অভিশপ্ত করেছিলেন। উর্বশীর সহিত পুরূরবার বিরহ সেই কামের অভিসম্পাতের ফলেই হয়েছিল। তারপর, সেই বিরহোৎপত্তি কথঞ্চিত উপশান্ত বা নিবৃত্ত হলে অর্থের অভিশাপবশত অত্যন্ত লোভের বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্বিধ বর্ণেরই অর্থাপহরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। তারপর প্রজাগণের শোণিতসম অর্থের অপহরণ করতে

থাকায়, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞক্রিয়ার অর্থসাধ্য অনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়ে এতই উদবিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য দর্ভচয় (কুশমুষ্টি) হস্তে ধারণ করেছিলেন, সেই দর্ভচয় খুলে রাখার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই; সেই সময়েই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা রাজা পুরূরবা আহত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।'–ঐতিহাসিকগণ এই কথাই বলে থাকেন।।২।।

'যে সকল আচার্য ধর্মাদির আচার নিজে করেছেন, পরকে ব্যবহার করিয়েছেন এবং তার সঞ্চয় করে গ্রন্থাগারে আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সেই সকল আচার্যকে নমস্কার'||৩।।

কেন?–

'এই শাস্ত্রে তাদের সম্বন্ধ আছে,–এইজন্য।।'৪।।

–এই শাস্ত্রে তাদের সম্বন্ধ আছে বলে ইহার প্রারম্ভে তাদের নমস্কার করা উচিত। এ শাস্ত্র তো তাদের প্রণীত শাস্ত্রের সংক্ষেপমাত্র।–তাদের প্রণীত শাস্ত্রের সারসংকলন করেই এই শাস্ত্র প্রণয়ন হচ্ছে; সুতরাং তারাই নমস্য।।৪।।

যাদের প্রণীত শাস্ত্রের সারসংকলন করে এ শাস্ত্র প্রণনয় হচ্ছে তাদের নাম ও তারা কি কি শাস্ত্র কে কে প্রণয়ন করেছিলেন, তা জানিয়ে নিজ প্রণীত শাস্ত্রের গৌরব রক্ষার্থে তাদের এবং তাদের প্রণীত শাস্ত্রের স্পষ্টত নাম গ্রহণ করা হচ্ছে,–

'আগাম প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, প্রজাপতি আদিকবি ব্রহ্মা প্রজাসকল সৃষ্টি করে তাদের স্থিতির (সম্যক পালনের) জন্য প্রথমে লক্ষ অধ্যায়াত্মক ত্রিবর্গ সাধন বিশদভাবে বলেছিলেন।।'৫।।

–হি শব্দ 'যেহেতু' এই অর্থে ব্যবহার্য। এই আগম (বেদাদি শাস্ত্র) অবিপরীত বলে গুরুপরাম্পরাক্রমে অদ্যাপিও পঠনপাঠনাদি চলে আসছে। সেহেতুএটি সম্যক পালনের জন্য কথিত হয়েছিল। প্রজাগণের তিনটি অবস্থা;–সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। তার মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার পর বেশ মিলে মিলে যে অবস্থান, তাকে স্থিতি বলা যায়। সে স্থিতি দুই প্রকার,–শুভকরী ও অশুভকরী। ত্রিবর্গও দ্বিবিধ;–গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য। তার মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনিটি গ্রাহ্য ও দ্বিতীয় অধর্ম, অনর্থ ও দ্বেষ অগ্রাহ্য। তার মধ্যে, ধর্ম দ্বারা পরলোকে শুভগতি হয়; কিন্তু অধর্মে অশুভ গতি হয়ে থাকে। অর্থ দ্বারা ইহলোকেই পরিভোগ (দিব্য সুখ প্রাপ্তি) ও ধর্ম প্রবর্তন এবং অনর্থে ক্লেশে জীবন ধারণ ও অধর্ম প্রবর্তন হয়। কামদ্বারা সুখলাভ ও প্রজোৎপত্তি। দ্বেষত উভয়ই নষ্ট হয়। যে অত্যন্ত দ্বেষ-পরায়ণ, তার না সুখ না প্রজা, কিছুই হয় না; তৃণের ন্যায় অবস্থিতি হয় মাত্র।–সে না থাকার মধ্যেই।–এইরূপে ত্রিবর্গই স্থিতির হেতু বা নিবন্ধন বা নিমিত্ত। সেই গ্রাহ্য

ত্রিবর্গের প্রাপ্তি ও অগ্রাহ্য ত্রিবর্গের পরিহার, উপায় বিনা করতে পারা যায় না বলে, সেই উপায়ের শাসন (যথানিয়মে পূর্বাপর দেখে ব্যবস্থাপনা) কারী শাস্ত্রও ত্রিবর্গের নিবন্ধন বা উপায় বা নিমিত্ত। ইহা অবশ্য উপচার করেই বলা হলো। (যে যা নয় তাতে তার আরোপ করাকে উপচার বলে।) শত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ অধ্যায়সমন্বিত আগম শাস্ত্র। আগে বিশদভাবে বলেছিলেন,–অর্থাত সে সময়ে তো আর শাস্ত্রান্তর ছিল না,–সুতরাং এই শাস্ত্রই অগ্রিম শাস্ত্র বা অগ্র শাস্ত্র বলা হয়। সকল প্রজাকেই উদ্দেশ্য করে শ্রুতির আবির্ভাব হয়েছিল বলে, মনে মনে তার অনুক্ষণ চিন্তা করে সাধারণের উদ্দেশেই স্মার্ত্তশাস্ত্র (ধর্মশাস্ত্র) প্রকৃষ্টরূপে বলেছিলেন।।৫।।

'তাহার ঐকদেশিক ধর্মাধিকারিক স্বায়ম্ভুব মনু পৃথক করেছিলেন।।'৬।।

–প্রজাপতি-প্রোক্ত সেই ত্রিবর্গ-সাধনের একদেশ বা ভাগ তিনটি। তার মধ্যে যে একদেশ ধর্ম অধিকৃত হয়েছিল, মনু তার পৃথক-করণ করেছিলেন, যাতে অর্থ–তা বৃহস্পতি, রবং যাতে কাম–তা নন্দী পৃথক করে বলেছিলেন। স্বায়ম্ভব (প্রথম মনু) বিশেষণ দেবার তাৎপর্য এই যে, বৈবসবত মনু (সপ্তম মনু) নহেন। ধর্মাধিকারিক, অর্থাৎ যাতে ধর্মের প্রস্তাব আছে। অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র।।৬।।

'বৃহস্পতি অর্থাধিকারিক শাস্ত্রকে পৃথক করেছিলেন'।।৭।।

–অর্থাধিকারিক–অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র করেছিলেন। এই দুইটিই প্রস্তুত (প্রস্তাবিত) বিষয় নয় বলে এদের অধ্যায়-সংখ্যা দেখান নাই।।৭।।

'মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়াত্মক কামসূত্রকে পৃথক করে বিশদভাবে বলেছিলেন।।'৮।।

–যে প্রত্যেক বিষয়ের অনুচরণ=সহগমন বা সহব্যবহার করে, সেই অনুচর। মহাদেবের প্রত্যেক বিষয়ের অনুগমনকারী নন্দী, তিনি সাধারণ ভূতপ্রেতের একজন মণ্ডল (সর্দার) মাত্র নন। শ্রুতিতে দেখতে পাওয়া যায়,–মহাদেব দিব্য পরিমাণে সহস্র বর্ষ পর্যন্ত উমাদেবীর সহিত সরতক্রিড়ায় সমাসক্ত হয়ে সুখানুভব করতে প্রবৃত্ত হলে, নন্দী বাসগৃহের দ্বারদেশে অবস্থান করে কামসূত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থা আমূল বলেছিলেন।–সূত্রে ইহার অধ্যায় সংখ্যা কথিত হয়েছে; কারণ, কামশাস্ত্র অধিকৃত [৫]।।৮।।

'ঔদ্দালিকি শ্বেতকেতু তাই-ই পাঁচশত অধ্যায় দ্বারা সংক্ষেপে করে বলেছিলেন। (সংগ্রহ করেছিলেন)।।'৯।।

–নন্দীপ্রোক্ত সেই ত্রিবর্গসাধনের একদেশ কামসূত্র বা কামশাস্ত্রকে তৎশব্দে বুঝতে হবে। তু বিশেষণার্থে,–নন্দিকথিক পূর্বোক্ত কামসূত্রেরই বিশেষ করে দিচ্ছে। 'এব-ব্যাবৃত্তিলক্ষণ অর্থ'–

ত্রিবর্গের মধ্যস্থিত ধর্ম ও অর্থের ব্যাবৃত্তি করে কেবলমাত্র কামশাস্ত্রকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। সংক্ষেপ যে করেছিলেন, তার ইতিহাস যথেষ্ট আছে; যেমন একটা দিয়ে দেখানো যাচ্ছেঃ–পূর্বে ইহলোকে পরদারাভিগমন প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু কামসুখলাভের উপায়গুলো বিপ্রকীর্ণ (ছত্রভঙ্গ) ও পরস্পর সঙ্কীর্ণ হয়ে এতই উৎসন্ন গিয়েছিল যে, তার সংস্কার না করলে লোকে (সাধারণের নিকটে) তা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার ও অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াত,–(উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু) এটা দেখে কামসূত্রের বা বহুল প্রচারিত কামশাস্ত্রের সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।–পূর্বের প্রচলিত বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ের আভাস দেয়া যাচ্ছেম–'হে রাজেন্দ্র! সর্বসাধারণ স্ত্রীই পক্কান্ন সদৃশ (উত্তম খাদ্য মধ্য পরিগণিত, অর্থাৎ 'পাকামাল'); সুতরাং তাদের উপর কোপ করা বা বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। তাই বলে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াও উচিত নয়।–কিন্তু তারা রমণের যোগ্য বলে রমণ করবে।'–কামশাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ঔদ্দালক ঋষি নিবর্ত্তিত করে দিয়েছিলেন–এটাও একস্থানে কথিত হয়েছে। যথা–'স্বীয় গুরু (পিতা এবং ব্রহ্মোপদেষ্টা) (ধৌম শিষ্য) ঔদ্দালক[৬] রাজ্যে অভিষিক্ত হলে, তার আদেশে ব্রাহ্মণগন মদ্যপান হতে নিবর্ত্তিত হয়েছিল)। আর তৎপুত্র ঋষিপদবীতে আরূঢ় ও অলঙ্কৃত ঔদ্দালক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েই রাজশাসনদ্বারা লোকগণকে পরদারাভিগমন হতে নিবর্ত্তিত করেছিলেন। তপোনিষ্ঠ শ্বেতকেতু তারপর পিতার অনুজ্ঞায় গম্যাগম্য ব্যবস্থা সুখকর শাস্ত্রনিবন্ধ প্রণয়ন করেছিলেন'।।৯।।

'তাই-ই আবার পঞ্চালদেশীয় বভ্রুপুত্র বাভ্রব্য একশত পঞ্চাশ অধ্যায়ে সাধারণ। কন্যাসম্প্রযুক্তক, ভার্যাধিকারিক, বৈশিল, পারদারিক সাম্প্রয়োগিক ও ঔপনিষদিক,–এই সাত অধিকরণে বিভগপূর্বক সংক্ষেপে একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন'।।১০।।

–তাই-ই যা ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু সংক্ষেপ করেছিলেন। সেই সংক্ষেপের আবার অর্থত ও গ্রন্থত বাভ্রব্য সংক্ষেপ করেছিলেন। শ্বেতকেতু পূর্বে পরদারাভিগমন সামান্যত প্রতিষেধ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু বাভ্রব্য স্বকীয় সংক্ষেপ গ্রন্থে সেই পরদারগমন বিশেষ করেই নিষেধ করেছিলেন। এইজন্য আবার পারদারিক অধিকরণটি প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে কথিত হয়েছে। অধ্যর্দ্ধ পঞ্চাশদধিক। ঐ সকল অধিকরণ মধ্যে সাধারণ অধিকরণটি সাধারণ ভাবে আছে।–এইজন্য ঐ অধিকরণের নাম সাধারণ করা হয়েছে। কন্যার–কুমারীর, সম্প্রযুক্ত–সম্প্রয়োগ (বিবাহান্তর নির্জনকেলি) যে অধিকরণে উপায়ের সহিত নির্ণীত হয়েছে, তাকে 'কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণ' বলা হয়। বেশ্যাগনের সমাচার (কল্পিত স্বভাব বা যা অবলম্বন করে বেশ্যাগন ব্যবসায় করে থাকে) হচ্ছে বেশভূষাদি করা; সুতরাং সেই বেশ্যাবৃত্ত ব্যুৎপাদনের জন্য যে অধিকরণ কল্পিত হয়েছে, তাকে 'পারদারিক' বলা যায়। সম্প্রয়োগ–স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর ব্যবহার এর প্রয়োজন, এই বাক্যে 'সাম্পয়োগিক' পদ সিদ্ধ

হয়েছে, সুতরাং উক্তাধিকরণে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর রহো-(নির্জন) ব্যবহার করার উপায় সকল নির্ধারিত হয়েছে। 'ঔপনিষদিক'-উপনিষদ্ রহস্য যাতে সংগৃহীত হয়েছে। 'সাধারণ' প্রভৃতি নাম ধরে সাতটি অধিকরণের উল্লেখ করে আবার সপ্তশব্দের গ্রহণ যে করেছেন, তাতে বুঝতে হবে যে, বাভ্রব্যের গ্রন্থে মাত্র এই কয়টি বিষয়ের সন্নিবেশ আছে, এবং সে শাস্ত্র আচার্য বহুপরিমানে ব্যবহার করেছেন; কামশাস্ত্রের অপরিহার্য বিষয়ও সাকুল্যে এই সাতটি মাত্রই। সপ্তশব্দ দ্বারা বিষয়ের অধিক ও ন্যূনসংখ্যার ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে;-অর্থাত বিষয় সাতটির অধিকও ননে, ন্যূনও নহে; সাতটি মাত্রই। প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অধিকার যাতে করা যায়, তাই-ই অধিকরণ নামে খ্যাত। বভ্রুর পুত্র-বাভ্রব্য। 'মধুবভ্রোঙ্' এই দূত্রানুসারে বভ্রু x যঞ্ করে বাভ্রব্য পদ সিদ্ধ হয়েছে। পঞ্চালদেশে জাত, বা পঞ্চালরাজপুত্র-পাঞ্চাল।।১০।।

'পাটালিপুত্রনগরের বেশ্যাগণের নিয়োগে দত্তকাচার্য তারই চতুর্থ বৈশিক অধিকরণ পৃথক ভাবে গ্রন্থাকারে পরিণত করে ব্যবহার করেছিলেন'||১১।।

তারই,-বাভ্রব্য যে সংক্ষেপ করেছিলেন, তারই। এইরূপ আনুপূর্বীই আবলম্বন করে যে চতুর্থ সংখ্যার পূরণ করে, সেই;-অন্যরূপ আনুপূর্বীকে অবলম্বন করে নহে,-ইহা দেখাবার জন্য চতুর্থশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যদি তাই হবে, তবে পাঠক্রমের অনুসারেতে সংখ্যা পাওয়া যেত, আবার চতুর্থ শব্দ দেয়ার অর্থ কি?-সে আনুপূর্বী যে কি, তা এর পরে বর্ণনা করা যাবে।
পাটলিপুত্রিকাদিগের,-মগধদেশে পাটলিপুত্র (পাটনা) নামে একটি নগর আছে, সে স্থানে যারা হয়েছে, তারা পাটলিপুত্রিক। -'রোপধেতোঃ প্রাচাং' ইতি সূত্র অনুসারে পাটলিপুত্র x বুঞ্।
নিয়োগবশত,-ঐ নগরবাসিগনের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ লোক, মথুরা হতে এসে পাটলিপুত্রনগরে বসতি করেছিলেন। তার শেষ বয়সে একটি পুত্র জন্মে। সে জন্মিলে পরই তার মা মারা যায়। তার পিতাও সেই নগরের অধিবাসী অন্য আর এক ব্রাহ্মণীকে, তার পুত্ররূপে দিয়া কালে লোকান্তর গমন করে। ব্রাহ্মণীও 'এ আমার দত্তক পুত্র' এই বলে আদর পূর্বক ডাকতে ডাকতে বালকটির সেই অনুগতার্থ 'দত্তক' নামেই নামকরণ করে ফেলে। বালক তৎকর্তৃক লালিত ও পালিত হয়ে অল্পকাল মধ্যে সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত (চৌষট্টি) কলাই অধ্যয়ন করল। দত্তক নানাবিধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ছিলেন বলে দত্তকাচার্য নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এক দিন, তার মনে এই ভাব উদয় হলো যে, লোকযাত্রা-অর্থাত সংসারযাত্রা নির্বাহ করার বিধি বাস্তবিকই ভালো করে জানা আবশ্যক। কিন্তু তাতো আর অন্য স্থানে জানার উপায় নাই, তবে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়,-বেশ্যাগনের মধ্যেই এখন লোকযাত্রা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে; কারণ, তারা সাধারণের উপভোগ্য বলে অনেক স্থানে অনেক বিষয় শিখতে পেরেছে। এজন্য কোন এক বেশ্যাজনের নিকট প্রত্যহ

অনুগমনপূর্বক পরিচিত হয়ে এরূপ ভাবে সেই লোকযাত্রা শিক্ষা করতে হবে যা, সেই বেশ্যাই যেন আবার আমাকে প্রার্থনা করে।–এইরূপে বীরসেনা প্রভৃতি খ্যাতাপন্না বারাঙ্গনাগনের নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করে লোকযাত্রার পরাকাষ্ঠা জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন। তারপর, এক সময় একে সেই বীরসেনা প্রভৃতি বারাঙ্গনাই বলেছিলেন,–আচার্যবর! আমরা যাতে পুরুষের অনুরাগ বর্ধন করতে পারি, এরূপ উপদেশ প্রদান করুন।–এই নিয়োগ বশতই কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণ পৃথক করে সংগৃহীত হয়েছিল।–এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় এবং তাইই লিপিবদ্ধ আছে।

অন্যে চত্তকাচার্যের উপর শ্রদ্ধাপ্রকাশ করে ভক্তিদ্বারা বিবেকসত্ত্বেও অন্ধ হয়ে বেশ একটু যুক্তিযুক্ত ইতিহাস বলে থাকে।–কোন সময়, লোকাশিক্ষার্থ শিবের অংশাবতার দত্তাত্রেয় এক শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের নিকট 'ধম্বা' দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় দত্তক নামে কোন এক ব্যক্তি নিশীথকালে সেই ভগ্ন শিবমন্দিরেরই কোন নায়িকার উদ্দেশে সঙ্কেত স্থান নির্ণয় করে দিয়েছিলেন এবং সে নায়িকার সে সময়ে পুষ্পকাল উপস্থিত থাকায় দত্তক গর্ভাধানার্থ পরিহাসচ্ছলে তৎকর্তৃক সঙ্কেতিতও হয়েছিলেন। এখন দৈব-দুর্বিপাকে অভিসারিণী তার স্বামীকে প্রবঞ্চিত করতে না পারায়, বাধ্য হয়ে সেই সঙ্কেত স্থানে যাতে পারে নাই; কিন্তু দত্তক তার বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারায় এবং গর্ভাধানার্থ পরিহসিত হওয়ায় একেবারে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় সেই সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন,–শিবলিঙ্গের অদূরেই অন্ধকার-লিপ্ত-রক্ত-বসনে আপাদ মস্তক আবৃত করে তার প্রেয়সী যেন কপট নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে। তা দেখে তার হস্তধারণ পূর্বক (প্রণয়িণী-জ্ঞানে) বিশ্রম্ভালাপের সহিত 'এখনই তোমার গার্ভাধান করছি' বলে জাগরিত করলেন। দত্তাত্রেয়াবধূত লম্পটপামরের তাদৃশ ব্যবহারে ক্রোধে একেবারে অধীর হয়ে–'যেমন স্ত্রীর অন্বেষণ করছিস, আমি কে, তা জানার প্রয়াসও করছিস না, তেমনি তুই স্ত্রী হয়ে যা।'–এই কথা বলায় দত্তক তৎক্ষণাত স্ত্রীমূর্তি ধারণ করতে বাধ্য হলেন। কিছু দিন পরে দত্তক, আত্রেয়কে প্রসন্ন করে পুরুষ হবার বর লাভ করলেন ও তৎক্ষণাত পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হলেন; সুতরাং তিনি স্ত্রী হয়ে স্ত্রী-রস ও পুরুষ হয়ে পুরুষ-রস উপভোগ করে বিশদরূপে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং সেই জ্ঞান-প্রভাবেই 'বৈশিক অধিকরণ' কামসূত্র হতে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

–ভায, যফি বাভ্রব্যোক্ত সূত্রেরই কেবলমাত্র 'বৈশিক অধিকরণ' পৃথক করেই থাকেন,–করেছেন; তাতে নিজের সঙ্কলিত সূত্র এমন কি অপূর্ব ভা প্রকাশ করেছেন যে, তদ্দ্বারা তিনি উভণরসজ্ঞ ছিলেন বলে কল্পনা করতে হবে?–আর যদিই বা দত্তকাচার্য এতাদৃশ লোকই থাকতেন, তবে শাস্ত্রকার বাৎস্যায়নাচার্যও-তো 'নিয়োগে উভয়রসজ্ঞ দত্তক' এইরূপ বলতে পারতেন? তা না বলে,

কেবল ‘নিয়োগ দত্তক’ একথা বলার কারণ কি?–আর বৃথা বৃথা অপ্রসাঙ্গিক ইতিহাসেরই বা উল্লেখ না করে সামান্যত দত্তক বলে উল্লেখ করার যে কি উদ্দেশ্য, তা বুঝতে আমরা অক্ষম।।১১।।

‘সেই প্রসঙ্গে চারায়ণ নামক আচার্য ‘সাধারন অধিকরণ পৃথক করে নিজের মতের সহিত সংগ্রহ করেছিলেন। ঘোটক্মুখ,–কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণ; গোনর্দীয়,–ভার্যাধিকারিক অধুকরণ; গোণিকাপুত্র,–পারদারিক অধিকরণ; সুবর্ণনাভ,–সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ এবং কুচুমার নামক আচার্য ঔপনিষদিক অধিকরণ পৃথক করে নিজ নিজ মতের সহিত সংগ্রহ করেছিলেন। এইরূপভাবে বহু আচার্য সে বাভ্রব্যো সংগৃহীত শাস্ত্রের কিছু কিছু করে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে প্রায় উৎসন্ন হয়েছিল। তার মধ্যে, দত্তকাদি প্রণীত গ্রন্থ সেই শাস্ত্রের এক একটি অবয়ব বলে একদেশ বিধায় এবং বাভ্রবীয় শাস্ত্র অতীব বিশাল আয়তন বলে অধ্যয়নের দুঃখকরত্ব বিধায়, সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় অল্পগ্রন্থ দ্বারা এই কামসূত্র আমি প্রণয়ন করেছি’।।১২।।

–সেই প্রসঙ্গে, দত্তক বৈশিক অধিকরণটি যখন পৃথক করে সংগ্রহ করেছিলেন, তখন সেই প্রসঙ্গ অবলম্বন করে চারায়ণাদিও নিজ নিজ মতের সহিত পৃথক করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রকর্ষ–গ্রন্থ মধ্যে অন্যান্য মত প্রদর্শন করে নিজের মতের প্রদর্শন করান। আচার্য স্থানে স্থানে এই শাস্ত্রে সেই সকল মত দেখাবেন। ‘এবং’–ইত্যাদি-গ্রন্থ-দ্বারা এ শাস্ত্র আবার সংগ্রহ করার বিশেষ কারণ দেখিয়েছেন। সেই শাস্ত্র,–যা বাভ্রব্যের কথিত বা সংগৃহীত। খণ্ডশ–খণ্ড খণ্ড করে উৎসন্নকল্প,–অল্প উৎসন্ন প্রায়; কারণ, কোন কোন স্থানে কদাচিৎ এক-আধখানি দেখতে পাওয়া যায়,–প্রায়শই লোপ পেতে যেন বসেছে। নন্দি প্রভৃতির কথিত শাস্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে,–ইহা অর্থত বলা হলো। তার মধ্যে সেই শাস্ত্র প্রস্থানের[৭] মধ্যে, একদেশ বা ভাগ বলে কামশাস্ত্রে অঙ্গীভূত সমস্ত বিষয়ের পরিজ্ঞান তা দ্বারা হতে পারে না; কারণ, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য তাবত বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বা দুইটি বিষয় লয়ে যে কেবল তারই নির্ণয় করা যায়, সেই নির্ণায়ক গ্রন্থকে মূলগ্রন্থের একদেশ বা প্রকরণগ্রন্থ বলা যায়। বাভ্রব্যপ্রোক্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, তা অতি বিশালকায়। তাইই, সাতটি অধিকরণে সপ্তসহস্রেরও অধিক শ্লোকে সংক্ষেপ করে স্বীয় গ্রন্থের সম্পূর্ণতা অ সুখে অধ্যয়ন করার যোগ্যতা সকল বিষয়–‘অল্পগ্রন্থে’ এই দুটি কথা দ্বারা দেখিয়েছেন। এই শাস্ত্র–জ্ঞানে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রণীত করেছেন;–সমাপ্ত হবার আশা করেছেন।।১২-১৯।।

এখানে স্ব-প্রণীত শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির একটি আমূল সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছেন।–

(প্রাচীন আচার্যদিগের এই রীতিকে ‘উদ্দেশ’ করা বলা হয়। ন্যায়শাস্ত্রে বাৎস্যায়ন দেখিয়েছেন,– শাস্ত্রের প্রবৃত্তি তিন প্রকারে করা হয়। যথা, –প্রথমত বিষয়টির নামোল্লেখ বা উদ্দেশ করা, দ্বিতীয়ত সেই উদ্দিষ্ট বা উল্লেখিত বিষয়ের লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করা এবং তৃতীয়ত তার পরীক্ষা করা,– সে বিষয়টি সেরূপে না নির্ণীত হয়ে অন্যরূপে কেন নির্ণীত হবে না, তার কারণ প্রদর্শন করা। এ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করে নির্ণয় করা যেতে পারে; সুতরাং বাৎস্যায়ন স্ব-প্রণীত শাস্ত্রেও যে সেই প্রণালীর অবলম্বন করবেন, তাতে সন্দেহ কি?)

‘সেই কামসূত্রের প্রথম অধিকরণস্থা প্রকরণের উদ্দেশ বা তলিকা এই;–
শাস্ত্র-সংগ্রহ, ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি, বিধ্যার গ্রাহ্যতা নির্ণয় ও নামত উল্লেখ, নাগরিকবৃত্ত বা সুরসিক চরিত্র এবং নায়কের সহায়কারিণী দূতির কর্তব্যকর্মের ন্যায্যানায্যত্ব বিবেচনা। এই সাধারণ প্রথম অধিকরণ। এই অধিকরণে পাঁচটি অধ্যায় ও পাঁচটি প্রকরণ আছে’।।১৩।।

‘তারপর কন্যাসম্প্রযুক্তক দ্বিতীয় অধিকরণ। তাতে বরণবিধান, সম্বন্ধ নির্ণয়, কন্যাবিস্রম্ভণ, বালায়া উপক্রম, ইঙ্গিতাকার সূচন, এক পুরুষাবভিযোগ, প্রযোজ্যের উপাবর্তন, অভিযোগত কন্যার প্রতিপত্তি ও বিবাহ যোগ নামক প্রকরণ ইয়ক্ত হয়েছে। এ দ্বারাই কন্যাসম্পযুক্তক অধিকরণ পর্য্যবসন্ন। তাতে অধ্যায় পাঁচটি ও প্রকরণ নয়টি’।।১৪।।

‘তারপর ভার্যাধিকারিক অধিকরণ। তাতে একচারিণীবৃত্ত, প্রবাসচর্যা, সপত্নীর মধ্য জ্যেষ্ঠাবৃত্ত, পুনর্ভূবৃত্ত, দুর্ভগাবৃত্ত, আন্তঃপুরিক ও পুরুষের বহু স্ত্রীতে প্রতিপত্তি নামক প্রকরণ কথিত হয়েছে। তদ্দ্বারাই ভার্যাধিকারিক নামক তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত হয়েছে। তাতে অধ্যায় দুইটি এবং প্রকরণ আটটি’।।১৫।।

‘তারপর, বৈশিক নামক চতুর্থ অধিকরণ। তাতে গম্যচিন্তা, গমনাকারণ, উপাবর্ত্তন বিধি, কান্তানুবর্ত্তন, অর্থাগমোপায়, বিরক্তলিঙ্গ, বিরক্তপ্রতিপত্তি, নিষ্কাসন প্রকার, বিশীর্ণপ্রতিসন্ধান, লাভবিশেষ, অর্থানর্থানুবদ্ধ, সংশয়বিচার ও বেশ্যাবিশেষ নামক প্রকরণ কথিত হয়েছে। তদ্দ্বারাই অধিকরণার্থ পর্যবসন্ন হয়েছে। তাতে অধ্যায় ছয়টি ও প্রকরণ দ্বাদশটি মাত্র’।।১৬।।

‘তৎপরে, পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ। তাতে স্ত্রী-পুরুষ লীলাবস্থাপন, ব্যাবর্তন কারণ, স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষ, অযত্নসাধ্য স্ত্রী, পরিচয় কারণ, অভিযোগ, ভাবপরীক্ষা, দূতীকর্ম, ঈশ্বরকামিত ও আন্তপুরিক দাররক্ষিতক নামক প্রকরণ কীর্তিত হয়েছে। তদ্দ্বারাই পারদারিক অধিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাতে অধ্যায় ছয়টি ও প্রকরণ দশটি মাত্র আছে’।।১৭।।

‘ষষ্ঠ অধিকরণে প্রমাণ, কাল ও ভাব দেখে রতাবস্থাপন, প্রীতি বিশেষ, আলিঙ্গন বিচার, চুম্বনবিকল্প, নখরদনজাতি, দশনচ্ছেদ্যবিধি, বেশ্য উপচার, সম্বেশনপ্রকার, চিত্ররত প্রহণন যোগ, তদ্‌যুক্ত সীৎকৃতোপক্রম, পুরুষায়িতা পুরুষোপসৃপ্ত, ঔপরিষ্টক, সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ পর্যাবসন্ন। তন্মধ্যে অধ্যায় দশটি ও প্রকরণ সপ্তদশটি’||১৮।।

তারপরে, ঔপনিষদিক নামক সপ্তম অধিকরণ। তাতে সুভঙ্গকরণ, বশীকরণ, বৃষ্যযোগ, নষ্টরাগ-প্রত্যনয়ন, বৃদ্ধিবিধি ও চিত্তযোগ নামক প্রকরণ কথিত হয়েছে। তদ্দ্বারাই অধিকরণার্থ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাতে অধ্যায় দুইটি ও প্রকরণ ছয়টি মাত্র আছে’||১৯।।

‘এইরূপে সম্পূর্ণ কামসূত্রে ষটত্রিংশৎটি অধ্যায়, চতুঃষষ্টিটি প্রকরণ, অধিকরণ সাতটি ও সমুদয় শ্লোক-সংখ্যা সপাদ এক সহস্র মাত্র’||২০।।

–‘সেই কামসূত্রে’র ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা স্বকীয় শাস্ত্রের অবয়বার্থ বলেছেন। এই’–শব্দের অর্থ, পরে যে গ্রন্থ বলা যাচ্ছে। প্রক্রান্ত করা যায়,–অর্থাত বিষয়গুলি যাতে প্রস্তাব করা যায়,–এই অর্থে প্রকরণ-পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে;–সুতরাং কতকগুলি বিষয়ের প্রস্তাব যাতে করা যায়, তাকে প্রকরণ বলে। পূর্বে বলা হয়েছে,–অনেক-প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয় যাতে অধিকৃত হয়, তাকে অধিকরণ বলা যায়। সেই সকল অধিকরণের সমুদ্দেশ, অর্থাৎ সংক্ষেপে করে অভিধান বা নাম করা। যেমন–শাস্ত্রের সংগ্রহ, ত্রিবর্গ প্রতিপত্তি ইত্যাদি, সেই সকল প্রকরণের বিষয়; সুতরাং সেই সকল বিষয় প্রস্তাবিত হয়েছে বলে প্রকরণগুলিরও সেই সেই নাম হয়েছে। যেমন, কংসবধের প্রস্তাব যে গ্রন্থে আছে,–সেই গ্রন্থই কংসবধ কাব্য। সেইরূপ যে গ্রন্থে শাস্ত্রসংগ্রহের প্রস্তাব হয়েছে, সেই গ্রন্থকেও শাস্ত্রসংগ্রহ প্রকরণ নামে নামকরণ করা গেছে,–ইত্যাদি। এই শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত,–তন্ত্র ও আবাপ। তার মধ্যে, যা দ্বারা রতিকে তন্ত্রিত করা যায়,–অর্থাত উদ্বোধিত করা যাত, তাকে তন্ত্র বলে,–যেমন আলিঙ্গনাদি। সেই আলিঙ্গনাদি যে গ্রন্থভাগে উপবিষ্ট হয়েছে তাকেও তন্ত্র শব্দে অভিধান করা যায়; সুতরাং ‘সাম্প্রয়োগিক’ অধিকরণ তন্ত্র গ্রন্থ। আর যদ্দ্বারা সম্যকরূপে রতির জন্য স্ত্রী ও পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাকে আবাপ বলে। আবাপ শব্দে সমাগমের বা সঙ্গমের উপায় বুঝায়। সেই আবাব যে গ্রন্থে ভাগে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাকেও আবাব বলা যায় –যেমন ‘কন্যাসম্প্রযুক্তকাদি’ অধিকরণ চতুষ্টয়,–আবার গ্রন্থ। এইক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত তন্ত্র ও আবাবের অনুষ্ঠান ঘটে উঠে না, এইজন্য প্রথমেই সাধারণ অধিকরণ কথিত হয়েছে। আরও এক কথা, শাত্রের যা কিছু সংগৃহীতব্য বিষয় তাও সেই সাধারণ নামক অধিকরণে কথিত হয়েছে,–যেমন,–নায়ক, নায়িকা, কলাবিদ্যা ও দূতীকর্ম ইত্যাদি। এগুলি ছেড়ে তন্ত্র বা আবাব

কোন গ্রন্থভাগই স্বাধীনভাবে প্রচারিত হতে পারে না। অতএব সাধারণ অধিকরণকে প্রথমেই নির্ণেয় বলে স্থিত করতে হয়েছে। তন্ত্র ও আবার দ্বারা বিষয়টি অসিদ্ধ, সেই বিষয়টি পাবার জন্য ঔপনিষদিক উপায়ের শরনাপন্ন হতে হয়; সুতরাং ঔপনিষদিক অধিকরণ পরে বলবেন। আবার সেই সাধারণ ও ঔপনিষদিক অধিকরণ ঐ তন্ত্র ও আবাপেরই অন্তর্গত; কারণ, কামশাস্ত্রে কামই প্রধান বলে অন্যগুলি তার অঙ্গীভূত। অতএব সাধারণ ও ঔপনিষদিক অধিকরণে কথিত উপায় ও উপেয়গুলি তন্ত্র ও আবাপেরই অন্তর্গত বলতে হবে। অন্মধ্যে সাধারণ অধিকরণের প্রথমেই যে 'শাস্ত্র সংগ্রহ' নামক প্রকরণ কথিত হয়েছে, তার কারণ এই যে,–শাস্ত্রেরে সমস্ত বিষয়গুলি একস্থানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, প্রথমে সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি পাঠ করলে, পরে সেই সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করদ্দটবোধ হয়না।

–'এইরূপ সম্পূর্ণ কামসূত্র ষট্‌ত্রিংশৎটি অধ্যায়' ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা স্বকীয় শাস্ত্রের অবয়ব ও সমূদয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে অধ্যায়সংখ্যা বলার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব-শাস্ত্র অপেক্ষা এই গ্রন্থ অতীব অল্প,–ইহাই দেখানো হয়েছে। শিষ্যের চিত্তাকর্ষক করে দেয়ার উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবেই প্রকরণ সংখ্যা ও অধিকরণ সংখ্যা দেখিয়েছেন,–এই গ্রন্থে অন্যের যোগ, অর্থাৎ অন্য বিষয় যোগ বা ইহার কিয়ংদশের বিয়োগও কেহ করতে পার;–সেই জন্য শ্লোক সংখ্যা স্থির করে দিয়েছেন; সুতরাং গণনা করলেই ধরা পড়তে পারবে যে, এতে কিছু যুক্ত, কিংবা এর কিয়ংদশ বিযুক্ত করা হয়েছে কি না?' ১৩-২০

ইতি শাস্ত্র সংগ্রহ প্রকরণ।।১।।

'এইরূপে শাস্ত্রের অর্থনিচয় বলে পরে ইহার বিস্তার বলব। কারণ, লোকে পাণ্ডিত্যের নিকট সংক্ষেপে ও বিস্তারে বলাই অধিকতর প্রিয় হয়'||২১।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে সাধারণ প্রথমাধিকরণে শাস্ত্রসংগ্রহ নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।।১।।

---

[১] ঘুণ কাঠ কেটে আহার করার সময় কাঠে অক্ষর কাটব বলে চেষ্টা করে না; কিন্তু কোন কোন স্থানে হঠাত অক্ষরের মত হয়ে যায়, সেরূপ মনস্থ না করলেও যা হঠাত ঘটে যায় তাকে 'ঘুণাক্ষর' বলে।

[২] তিলকপ্রিয় স্বামী–তিলকস্বামী = কার্তিকেয়।

[৩] বিবাহের পর শ্বশুর-শ্যালকাদি স্ত্রীপক্ষীয়দের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ বর ঐ নুতন একটি পক্ষ প্রাপ্ত হয়।

[৪] হরিবংশপর্ব–২৬শ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ–৪ অং, ৬অং, ২০-২৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[৫] মনুষের এক বছরে দেবতাদের একদিন ও একরাত্রি হয়। তার ৩৬৫ দিনে একবর্ষ হয়ে থাকে। তার সহস্রবর্ষ।

[৬] মহাভারতে প্রথমেই এবং ছান্দোগ্যোপনিষদেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।

[৭] প্রস্থান–অর্থে পথ বুঝায়। কামশাস্ত্রে আরোহণ বা অভিনিবেশ করতে হলে, কামশাস্ত্রের যা পথ, সেই পথ অবলম্বন করে উঠতে হবে। কামশাস্ত্রের পথ–সাতটি; কারণ ইহার বিষয়ও প্রতিপাদ্যরূপে সাতটি অধিকরণ কথিত হয়েছে। সেই সাতটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবলম্বন বা ধারণা করতে পারলে, অনায়াসেই কামশাস্ত্রে উঠতে পারা যাবে, অর্থাৎ কামশাস্ত্র-বিশারদ হতে পারা যায়।

প্রথম ভাগ-দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ (জীবনের তিন লক্ষ্য)

'পুরুষের পরমায়ু কাল শতবর্ষ মাত্র। -শ্রুতি এর প্রতিপাদন করে থাকেন। অতএব পুরুষ শতায়ু বলে আয়ুকালের বিভাগ করে অনোন্যানুবদ্ধ অথবা পরস্পরসম্বন্ধ এবং পরস্পরের অনুপঘাতক ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করবে'||১।।

'বাল্যকালে বিদ্যাগ্রহণাদি অর্থের সেবা করবে'||২।।

'এইরূপ,-যৌবনে কামের সেবা'||৩।।

'স্থবিরকালে ধর্ম ও মোক্ষের'||৪।।

'অথবা, আয়ুর 'বাঁধাবাঁধি' নিয়ম না থাকায়, যা উপপন্ন (উচিত) বলে মনে করবে, তারই সেবা করবে'||৫।।

'বিদ্যাগ্রহণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের সেবা করতেই হবে'||৬।।

'যজ্ঞাদি কর্ম লোকে অপ্রসিদ্ধ এবং তার ফলও প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলে পূর্বে প্রবর্তিত হয়নি, শাস্ত্রানুশাসনে যে তার প্রবর্তন এবং মাংস ভক্ষণাদি লোক প্রসিদ্ধ ও তার ফলও প্রত্যক্ষযোগ্য বলে পূর্বে প্রবর্তিত হয়ে আছে, শাস্ত্রানুশাসন প্রভাবে যে তার নিবারণ,-তাইই ধর্ম'||৭।।

'শ্রুতি হতে বা ধর্মজ্ঞ সমবায় হতে তার অবরোধ করবে'||৮।।

'বিদ্যা, ভূমি, হিরণ্য, পশ্ ধান্য, ভাণ্ডোপস্কর এবং মিত্রাদির অর্জন ও অর্জিতের বিবর্ধন—অর্থ'||৯।।

'অধ্যক্ষপ্রচার বার্ত্তাশাস্ত্র হতে, বার্ত্তাশাস্ত্রের সঙ্কেতাভিজ্ঞগনের নিকটে এবং বনিকগণের সমীপে তার উপদেশ লয়ে জানবে'||১০।।

'আত্মসংযুক্ত মন দ্বারা অবষ্ঠিত শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণের স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলভাবে প্রবৃত্তি—কাম'||১১।।

‘বিশেষ কাম দ্বিবিধ;–প্রধান ও অপ্রধান। তদুভয়ই দেখাচ্ছেন,–স্ত্রী বা পুরুষের স্পর্শবিশেষকে লক্ষ্য করে অভিমানিক সুখে অনুবিদ্ধ, ফলবান, বিষয়বোধই প্রধান কাম’||১২।।

‘কামসূত্রের অধ্যয়ন বা নাগরিকজনের সমবায় (বৈঠক বা সভা) হতে সেই কামের বিষয় জেনে নেবে’||১৩।।

‘এদের সন্নিপাত উপস্থিত হলে পূর্ব পূর্বকে গুরুতর বলে মনে করবে’||১৪।।

সকলের পক্ষেই যে এই বিষির বিষয়তা খাটবে, এমন নয়,–
‘রাজার পক্ষে অর্থই গরীয়ান সেহেতু লোকযাত্রা অর্থমূলক। আর বেশ্যার পক্ষেও অর্থই গরীয়ান। ত্রিবর্গ-প্রতিপত্তি-প্রকরণের এই স্থানেই পরিসমাপ্তি’||১৫।।

‘ধর্ম যখন লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু নয়, তখন তার প্রাপ্তি বিষয়ে যে কিছু উপায় আছে, তৎ সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা করা শাস্ত্রের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কোন বিষয়ের অভীষ্ট ফললাভ করতে হলে, তার প্রকৃষ্টতম উপায়ের অবলম্বন করা আবশ্যক। সে উপায় শাস্ত্র হতে জানতে পারা যায়। অর্থসিদ্ধিও উপায় দ্বারা হয়ে থাকে এবং সেই উপায় শাস্ত্রেই কথিত হয়েছে; সুতরাং শাস্ত্র হতে সে উপায় জানতে হয়’||১৬।।

‘আচার্যগন বলে থাকেন,–তির্যগ্‌যোনিতেও কাম স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয় এবং তা আত্মার একটি নিত্যসিদ্ধ কর্ম; সুতরাং কামাববোধার্থ শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই’||১৭।।

স্বীয়মত দেখাবার জন্য যুক্তি ও তর্ক দেখাচ্ছেন,–
‘কাম স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রয়োগাধীন বলে উপায়কে অপেক্ষা করে’||১৮।।

‘সেই উপায়জ্ঞান কামসূত্র হতে হবে, এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন’||১৯।।

তবে গবাদি পশুতে কিরূপে কামের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়?–
‘তির্যকযোনিতে স্ত্রীজাতির আবরণ না থাকায় এবং ঋতুকালে যতদূর আবশ্যক, ততদূর প্রবৃত্তি হয়, তাও অজ্ঞানপূর্বক হয় বলে উপায় ব্যতীতও প্রবৃত্তি বা সম্প্রয়োগ হতে পারে’||২০।।

ধর্ম বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি দেখাচ্ছেন,–
‘ধর্মাচরণ করার প্রয়োজন নাই;–কারণ তার ফল ইহজন্মে পাওয়া যায় না এবং যজ্ঞাদি সাধিত হলেও ফল হবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে’||২১।।

উক্ত হেতুদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটিতে লোকপ্রসিদ্ধি দেখান হয়েছে,–
'মূর্খ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি হস্তগত দ্রব্যকে পরগত করে?'।।২২।।

'আগামী কল্যকার ময়ূর লাভ অপেক্ষা অদ্যকার পারাবত লাভ মন্দের মধ্যে ভাল'।।২৩।।

'সংশয়সঙ্কুল হেমশত লাভ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এক কার্যাপণ লাভও মন্দের ভাল।–একই কথা নাস্তিকেরা বলে থাকে'।।২৪।।

'শাস্ত্রের উপর আশঙ্কাপ্রকাশ করতে পারা যায় না, অভিচার ও শান্তিকপৌষ্টিকাদির ফল কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায়, লোকের শুভাশুভ প্রদর্শনার্থই যেন বুদ্ধিপূর্বক লক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহচক্রের প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়, লোকযাত্রা বর্ণাশ্রমাচারঘটিত এবং ভবিষ্যত শস্যলাভার্থ বীজ হস্তগত হলেও ভূমিতে বপন করা হয় দেখতে পাওয়া যায়।–এই হেতু ধর্মাচরণ করবে,–এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন'।।২৫।।

অর্থবিষয়ে বিরুদ্ধবাদীর মত দেখাচ্ছেন,–
'অর্থের আচরণ করার প্রয়োজন নাই; কারণ যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও কদাচিত অর্থসিদ্ধি হয় না, আর যত্ন না করলেও কদাচিত আপনা-আপনি হয়'।।২৬।।

ভাল, অকস্মাত যে উপস্থিত হয়, তা কে করে দেয়?—এই কথার উত্তরে বলেছেন,–
'সে সব কালে করে দেয়। ইহাই সিদ্ধান্ত'।।২৭।।

তাই দেখিয়ে বলেছেন,–
'কালই পুরুষের অর্থ ও অনর্থের, জয় ও পরাজয়ের এবং সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থাপন করে থাকনে'।।২৮।।

এবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি দেখাচ্ছেন,–
'কালকে যারা কারণ বলে মানেন, তার বলেন,–কাল বলিকে ইন্দ্র করেছিলেন, কালই বিপরিবর্তিত হয়ে বলিকে ইন্দ্রপদ হতে অপসারিত করে পাতালে পাঠিয়েছিলেন। আবার কালই একে ইন্দ্র করবেন'।।২৯।।

এবিষয়ে সম্প্রতিপত্তি দেখিয়েছেন,–
'অর্থসিদ্ধির প্রতি উপায়ই কারণ,–যেহেতু সমস্ত প্রবৃত্তিও পূর্বে পুরুষকার দেখতে পাওয়া যায়'।।৩০।।

যেহেতু,–
'কোনও বিষয় অবশ্যম্ভাবী হলেও উপায়ের অবলম্বন করেই তা লাভ করতে হয়, তাই নিষ্কর্মার ভদ্র নাই,–এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন'।।৩১।।

কাম বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীর মত দেখাচ্ছেন,–
'কামের সেবা করবে না; যেহেতু ধর্ম ও অর্থ হতে কামের উৎপত্তি বলে ধর্মার্থই প্রধান। কামের সেবা করলে কাম সেই প্রধানের (বিরোধী) শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য মতেরও বিরোধী হয়। এরা অনর্থ জনের সহিত সম্পর্ক, অসদ্ব্যবসায়, অশৌচ ও অপ্রভাবকে জন্মায়'।।৩২।।

'সেইরূপ—শরীরের উপঘাত, মানের লাঘব, অবিশ্বাস ও হেয়তাকেও জন্মায়'।।৩৩।।

'অনেকে কামবশগত হয়ে সগণেই বিনষ্ট হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়'।।৩৪।।

ইহা দৃঢ় করার জন্য আখ্যান বলছেন,–
'যেমন দাণ্ডক্য নামে ভোজবংশে জাত এক রাজা কামবশত ব্রাহ্মণকন্যায় আসক্ত হয়ে বন্ধু ও রাষ্ট্রের সহিত বিনষ্ট হয়েছিল'।।৩৫।।

'দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যায়, অতিবল কীচক দৌপদীকে, রাবণ সীতায় এবং আরও আরও অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, কামবশগত হয়ে বিনষ্ট হয়।–এই কথা অর্থচিন্তকেরাও বলে থাকেন'।।৩৬।।

এ বিষয়ে সম্প্রপত্তি দেখাচ্ছেন,–
'শরীরের স্থিতিহেতু বলে কাম আহারাদির সমানধর্মা এবং ধর্ম ও অর্থের ফল যে কাম'।।৩৭।।

এইরূপ যদি হয়, তবে তো দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত,–
'অজীর্ণাদিদোষে যেমন বুঝে আহারাদি করতে হয়, সেইরূপ বুঝতে হবে। ভিক্ষুকগন আছে বলে হাঁড়ী চড়াবে না, এরূপ নহে। অথবা মৃগগন আছে বলে যব বপন করবে না, এরূপও নহে।– বাতস্যায়ন এই কথা বলেন'।।৩৮।।

অনুষ্ঠানলক্ষণ প্রতিপত্তির ফল বলছেন,–
'এ বিষয়ে অনেকগুলি শ্লোক আছে—
এইরূপে অর্থ, কাম ও ধর্মের সেবা করে মানব ইহকাল ও পরকালে বাধাহীন অত্যন্ত সুখভোগ করতে পারে'।।৩৯।।

‘পরস্পরের অনুপঘাতক ও অন্যোন্যনুবদ্ধ, এই কথা ইতপূর্বে বলে হয়েছে। তারই সংগ্রাহক শ্লোক- যে কার্যে পরকালে কি হবে, এই আশঙ্কা না জন্মায়, অর্থের হানি না করে এবং সুখও হয়, ত্রিবর্গবিত্‌ শিষ্টগন তাদৃশ সুখকর কার্যেই নির্ভর করেন। যে কার্য ত্রিবর্গের, দ্বিবর্গের বা একবর্গেরও সাধক, তারা সেবা করবে; কিন্তু যে কার্য দ্বিবর্গের বাধক ও একবর্গের সাধক, সেরূপ কর্ম করবে না’।।৪০।।

ইতি শ্রীমদ্‌-বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে সাধারণনামক প্রথমাধিকারণে ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।।২।।

প্রথম ভাগ-তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাসমৃদ্দেশঃ (জ্ঞান লাভ)

'পুরুষ ধর্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও অঙ্গবিদ্যার কাল ক্ষেপণ না করে কামসূত্র ও তার অঙ্গবিদ্যার অধ্যয়ন করবে'।।১।।

'স্ত্রী যৌবনের পূর্বে কামশাস্ত্রের গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বিবাহিত যদি হয়, তবে স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে। যোষিদগণের শাস্ত্রগ্রহণে অধিকার নাই বলে এ-শাস্ত্রে স্ত্রী-শাসন অনর্থক, এই কথা আচার্যগণ বলে থাকেন'।।২।।

'প্রয়োগ গ্রহন তো এদের আছে। প্রয়োগ জানতে হলে, শাস্ত্রের আবশ্যক--বাৎস্যায়ন এই রূপ মনে করেন'।।৩।।

'প্রয়োগ গ্রহণ যে কেবল এই শাস্ত্রেই, তা নয়। ইহলোকে সর্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কতিপয় মাত্র, প্রয়োগ তো সর্বজন-বিদিত বিষয়'।।৪।।

'শাস্ত্র, বহু দূরস্থ হলেও প্রয়োগ-জ্ঞানের প্রতি হেতু'।।৫।।

'ব্যাকরণ আছে, এই জন্য যারা ব্যাকরণ পাঠ না করেছে, অথচ যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তারা যজ্ঞেতে তো ঊহ করে থাকে'।।৬।।

–'জ্যোতিশাস্ত্র আছে, তন্মতে এদিন অতিশয় পবিত্র, ইহা জেনে যারা অজ্যোতিষিক, তারা সেই দিনে কর্ম করে থাকে'।।৭।।

'সেইরূপ শাস্ত্রপাঠ না করেও অশ্বারোহ (অশ্বারোহী) ও গজারোহ ব্যক্তি অশ্ব ও গজের শিক্ষা বিধান করে থাকে'।।৮।।

'সেইরূপ রাজা আছেন, এইজন্য দূরস্থ হলেও শাসনমর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারে না। সেইরূপই ইহা'।।৯।।

অথবা শাস্ত্রগ্রহণ কারো কারো আছে, এই কথা বলছেন–
'আছেই তো, শাস্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ-বুদ্ধি গণিকাগণ,১ রাজপুত্রীগণ এবং মহামাত্রকন্যাগণ'।।১০।।

‘অতএব স্ত্রী নির্জন প্রদেশে বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তির নিকটে প্রয়োগ ও শাস্ত্র বা তার একদেশে গ্রহণ করবে’।।১১।।

‘অভ্যাস ও প্রয়োগের যোগ্য চাতুঃষষ্টিকযোগ কন্যা নির্জন প্রদেশে একাকিনী বসে নিজে নিজেই অভ্যাস করবে’।।১২।।

‘কন্যাগণের আচার্য হবে, যে স্ত্রী পুরুষসম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং যার সহিত একত্র সে বর্ধিত হয়েছে, সেই ধাত্রী কন্যা প্রথমা। অথবা যে পূর্বে পুরুষসম্প্রোয়োগে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং যার সহিত নির্দোষ সম্ভাষণ করা যায়, তাদৃশ সখী দ্বিতীয়া। পূর্বে পুরুষসম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত তুল্য বয়স্কা মাতৃস্বসা (মাসী) তৃতীয়া। মাসী স্থানীয়া বিশ্বস্তা বৃদ্ধদাসী চতুর্থী। পূর্বে যার সহিত প্রীতি জন্মিয়াছে, তাদৃশ ভিক্ষুকী পঞ্চমী। বিশ্বাসের আস্পদ বলে ভগিনীও ষষ্ঠী’।।১৩।।

তারমধ্যে আবার উপায়লভ্য চতুঃষষ্টি (৬৪) প্রকার কলার কথা বলেছেন—
‘গীত, বাদ্য, নৃত্য, আলেখ্য বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন, বসন ও অঙ্গরাগ, মণিভূমিকাকর্ম, শয়নবচন, উদকবাদ্য, উদকাঘাত, চিত্রযোগ, যোজন, ইন্দ্রজাল, কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, বিচিত্রশাকযুভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরস, রসাসবযোজন, সূচীবানকর্ম, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুবাদ্য, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বাচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটকাখ্যায়িকাদর্শন, কাব্যসমস্যাপূরণ, পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, তক্ষকর্ম (তর্কুকর্ম), তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, মেষকুক্কুট-লাবকযুদ্ধবিধি, শুকসারিকাপ্রলাপন, উৎসাদনে পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজ্ঞান, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্য, মানসী, কাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষ, ছন্দোজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প, ছলিতকযোগ, বস্ত্রগোপন, দ্যুতিবিশেষ, আকর্ষক্রিয়া, বালক্রীড়নক, বৈনয়িকী, বৈজয়িকী ও বৈয়ামিকী বিদ্যাবিজ্ঞান, এই চতুঃষষ্টিপ্রকার অঙ্গবিদ্যা কামসূত্রের অবয়বী’।।১৪।।

‘অন্য চতুঃষষ্টিপ্রকার পাঞ্চালিকীকলা আছে। তার প্রয়োগ অম্ববেক্ষণ করে সাম্প্রয়োগিক অধ্যায় বলব। যেহেতু, কামও সেই চতুঃষষ্টি প্রকার’।।১৫।।

কলাগ্রহণের ফল কি, তা বলছেন—
‘বেশ্যা এই সকল কলার ব্যবহার উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হয়ে সুন্দরস্বভাব, সুন্দররূপ ও গুণ-যুক্ত হলে গণিকানাম এবং গুণগ্রাহি জনগনের সভায় স্থানলাভ করতে সমর্থ হয়। রাজা তার পূজা করেন। গুণবানগণ তার গুণের অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। সে সকলের প্রার্থণীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যবস্তু হয়। গীতাদির প্রয়োগজ্ঞানসম্পন্না রাজপুত্রী বা মহামাত্রের কন্যা সহস্রস্ত্রীর মধ্যে অভিরমণকারী

পতিকে নিজের বশে আনতে পারে। পতিবিয়োগ হলে, দারুণব্যসন প্রাপ্ত হলে বা দেশান্তরে পতি থাকলে অথবা ঘটনাক্রমে নিজেই দেশান্তরস্থ হলে কিংবা স্বকীয় দ"শেই দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা ব্যসনপ্রাপ্ত হলে এই বিদ্যার সাহায্যে সে স্ত্রী-সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে'।।১৬।।

পুরুষের সম্বন্ধে কথিত হয়েছে—
'নর কলাপ্রয়োগে কুশল হলে বক্তা, চাটুকথায় পটু বা প্রিয়কারী হয়ে নারীগণের অপরিচিত হলেও অতিসত্বর তাদের চিত্তহরণ করতে পারে। কলাগ্রহণ করলেই সৌভাগ্য জন্মায়; কিন্তু কাল ও দেশের অপেক্ষা করে কলার প্রয়োগ কশ্চিৎ নাও সম্ভব হতে পারে'।।১৭।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে সাধারণনামক প্রথমাধিকারণে বিদ্যাসমুদ্দেশনামক তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।।৩।।

———————————————————————————

১ 'গণিকা'--মেধাতিথি বলেন, যে কামিনীগণ কেবল সম্ভোগ লিপ্সায় বহুপুরুষে অনুরক্তা হয়, তাদেরকে পুংশ্চলী বলে এবং যারা সাজ-পোশাক করে হাব-ভাবে যুবক মাতিয়ে বেশ্যাবেশে বাস করে। বাস্তবিক তাদের হৃদয়ে সম্ভোগ-লিপ্সা বা প্রেম কখনও স্থান পায় না, অর্থ দিতে পারলে সকলের প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করে থাকে। সেই বেশ্যাদের গণিকা বলে। (মনু ৪।২১১ মেধাতিথি।) মনুর মতে এদের অন্ন খেলে কোনরূপ সদ্গতি হতে পারে না।

প্রথম ভাগ-চতুর্থ অধ্যায়

নাগরকবৃত্তম্ (সুনাগরিকের আচরণ)

শাস্ত্রকারই প্রকরণের সম্বন্ধে বলছেন-
'বিদ্যাগ্রহণ করে গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় বিজয়, বৈশ্য ক্রয় ও শুদ্র নির্ব্বেশ (ভৃতি চাকরী) দ্বারা অধিগত অর্থে বা পিতৃপিতামহগত উপায় ও পূর্বকথিত উপায়, এই উভয়বিধ উপায় দ্বারা অর্জিত অর্থে নাগরকবৃত্তের অনুবর্ত্তন করবে'।।১।।

যেখানে তার বৃত্তি, সেখানেই তার স্থিতি এই কথাটি সাধারণভাবে দেখাচ্ছেন-
'নগরে, পত্তনে (রাজধানীতে), খর্ব্বটে (দুইশত ক্ষুদ্রগ্রাম যে স্থানে অবস্থান করে), অথবা মহৎ সজ্জনাশ্রয় যেখানে, সেখানে অবস্থান করবে। কিংবা যেখানে থাকলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়'।।২।।

'যে স্থানে গ্রহ করবে, নিকটে জল থাকবে। যে দিকে জল থাকবে, সেস্থানে বৃক্ষবাটিকা থাকা আবশ্যক। গৃহের কর্মানুসারে এক একটি কক্ষ বিভাগ করবে। বাস-গৃহদ্বয় করবে, বা করাবে'।।৩।।

বাইরের বাসগৃহেও অতি সুন্দরদুটি বালিশ ও তার মধ্যে অতি শুভ্র চাদর পাতা শয্যা থাকবে। আর তার নিকটে সেইরূপই কিঞ্চিত ক্ষুদ্রাকার আর একটি শয্যা থাকবে। তার শিরোভাগে তৈলচিত্র যুক্ত কুর্চাসন (ব্রাকেট) স্থাপন কর্তব্য এবং তার পাদদেশে একটি বেদিকা কাষ্ঠময়ী (টেবিল) থাকবে। সেখানে রাত্রের উপভোগযোগ্য অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক (মোম দ্বারা বিধৃত পেঁটরা), সৌগন্ধিকপুটিকা (গন্ধের কৌটা, শিশি ইত্যাদি রাখার পেঁটরা), মাতুলুঙ্গত্বক্ (দাড়িম্ব বা টেবা বা নারিঙ্গ নেবুর ছাল) এবং পান থাকবে। ভূমি প্রদেশে পতদ্গ্রহ (পিক্দানী), হস্তিদন্তাবসক্ত বীণা, চিত্র ফলক, বর্ত্তিকাসমুদ্গক (চিত্র কর্মোপযোগী তুলিকা রঙ্গ প্রভৃতি), যে কোন পুস্তক, কুরণ্টক (পীটঝাঁটি ফুল) মালা, শয্যার নিকটেই ভূমিতে সমস্তক বৃত্তাস্তরণ (চেয়ার) আকর্ষফলক ও দ্যুতফলক (খেলার ছক), তার বাইরে ক্রীড়াপক্ষীর পঞ্জর সকল (খেলার পাখীর খাঁচা সকল), একটি নির্জন প্রদেশে নৃত্যগীতাদীর স্থান করবে এবং তথায় অন্যান্য স্ত্রীর ক্রীড়ার স্থানও হবে। ভালরূপে আস্তরণ পাতা (চিত্রবিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত) সুরভি ছায়াসম্পন্ন প্রেঙ্খাদোলা (দোলা খাইবার দোলা) বৃক্ষ বাটিকার মধ্যেই করতে হবে। সেই গৃহোদ্যান মধ্যেই কুসুমিতলতামন্ডপের

নিম্নে চত্বর (চৌতারা) যুক্ত স্থণ্ডিলময়ী—পরিষ্কৃত ভূমিতে পীঠিকা (বেদিকা) একটি করতে হবে। এইরূপে ভবনে আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিন্যাস করতে হবে'।।৪।।

'নায়ক প্রাতঃকালে উঠে নিত্যক্রিয়া করবে। পরে দন্তাধাবন পূর্বক কিছু অনুলেপন, ধূপ ও মাল্য গ্রহণ করে, (ওষ্ঠে) অলক্তক দিয়ে, পান খেয়ে, সিক্থক দিয়ে, আদর্শে (আয়নায়) মুখ দেখে, মুখবাস ও তাম্বুলপাত্র গ্রহণ করে কার্যানুষ্ঠান করবে'।।৫।।

'প্রত্যহ স্নান, দ্বিতীয়দিনে উৎসাদন-উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ তৈলচন্দনাদি দ্বারা পরিষ্করণ, তৃতীয়দিনে ফেনক অর্থাৎ ফেনকারী স্নেহময় দ্রব্য (সাবান) দ্বারা গাত্রঘর্ষণ, চতুর্থক আয়ুষ্য ঘৌরীকর্ম, পঞ্চমক ও দশমক প্রত্যায়ুষ্য; স্নানাদিপঞ্চক তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। সর্বদার জন্য সংবৃত (গুপ্ত) গৃহে ধর্মোপনোদন কর্তব্য। পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ভোজন করবে। চারায়ণের মতে পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন কর্তব্য। পূর্বাহ্নে ভোজনান্তর শুকসারিকাকে পড়ান ব্যাপার, লাবক, কুক্কুট ও মেষের যুদ্ধ, আর সেই সেই কলাক্রীড়া এবং পীঠমর্দ্দ বিট বিদুষকাদির সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি ও দিবাশয়ন কার্য। নিদ্রা হতে গত্রোত্থান করে কেশপ্রসাধন-পূর্বক বৈকালবেল্য বিহারবেশে গোষ্ঠীতে--সভাসমিতিতে বিহার। সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত, সঙ্গীতের পর বাহিরের বাসগৃহ পুষ্পাদি দ্বারা প্রসাধিত হলে এবং সুরভি ধূপদ্বারা সুবাসিত হলে সহায়ের (সহচরের) সহিত শয্যায় অভিসারিকার প্রতীক্ষা করবে। না আসলে দূতী পাঠাবে। মান করে না আসলে স্বয়ং যাবে। আসলে পরে মনোহর আলাপ ও মনোহর উপচার দ্বারা সহায়কারীগণের সহিত মনতুষ্টি করতে উপক্রম করবে। দুর্দিনে–অর্থাত মেঘাচ্ছন্ন দিনে অভিসারিকারিণীর বৃষ্টিপাত দ্বারা বেশভুষার বিপর্যয় ঘটলে স্বয়ংই আবার সেইরূপ বেশভূষা করে দিবে। অথবা পরিচারক দ্বারা পরিচরণ করাবে। এই অহোরাত্র সাধ্য ব্যাপার'।।৬।।

নৈমিত্তিক বৃত্ত বলছেন–
'যাত্রার ব্যবস্থাপন, গোষ্ঠীতে সমবায়, সকলে মিলে পান ব্যবস্থা, উদ্যানে গমন, সমস্যা ক্রীড়াও প্রবর্তিত করবে। পক্ষে বা মাসে কোন একটি বিজ্ঞাত দিনে সরস্বতীগৃহে নিযুক্তগনের নিত্য সমাজ। আগন্তুক নট-নর্তক-নর্তকীরা তাদের নৃত্যগীতকলা প্রদর্শন করাবে। দ্বিতীয় দিনে তাদের নিকটে নিয়ত পূজা লাভ করবে। তার পর শ্রদ্ধা থাকলে এদের নৃত্যাদি দর্শন করতে পারে বা বিদায় দিতে পারে। কোনরূপ ব্যসন, ব্যাধি বা শোকাদি উপস্থিত হলে বা উৎসব প্রবৃত্ত হলে এদের এককার্যকারিতা থাকা আবশ্যক। যে সকল আগন্তুকের সে স্থলে মিলন হবে, তাদের পূজা ও ব্যসনের সময় উপকারাদি দ্বারা সাহায্য করবে। এই হল গনধর্ম। এই দ্বারা সেই সেই দেবতা বিশেষের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করা হবে, তার ব্যবস্থা করার কথাও ব্যাখ্যাত বা কথিত হল'।।৭।।

গোষ্ঠীসমবায় কি? তা বলছেন–

'বেশ্যার বাড়িতে বা সভায় অথবা অন্যতম নাগরকের বাড়িতে বেশ্যাদের সহিত সমানবিদ্যা, সমানবুদ্ধি, সমস্বভাব, সমধন ও সমবয়স্কগণের অনুরূপ আলাপের সহযোগে যে একাসনে অবস্থান, তার নাম গোষ্ঠী। সেখানে এদের কার্য কাব্যচর্চা বা কোন কলার চর্চা। সেই গোষ্ঠীতে লোকমনহরা কলার নাগরকের পূজা কর্তব্য এবং প্রীতির অনুরূপ তাদের পরিচারিকা দ্বারা সেবা শূশ্রূষাও কার্য'।।৮।।

সমাপন কি? তা বলছেন–

'পরস্পরের বাড়িতে আপানক কার্য'।।৯।।

আপানক বিষয়ে বিধান করছেন–

'তাতে মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব এবং বিবিধ লবণ, ফল, হরিত, শাক, তিক্ত, কটু অম্ল ও উপদংশ, বেশ্যাদের পান করাবে এবং পরে পান করবে। ইহা দ্বারা উদ্যানগমন ব্যাখ্যাত হল'।।১০।।

উদ্যানগমন বিষয়ে কিছু বিশেষত্ব আছে, তা বলছেন–

'পূর্বাহ্ণেই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হয়ে ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে বেশ্যাদের সহিত পরিচারকগণকে সঙ্গে লয়ে যাবে। সেখানে দৈনিক যাত্রার উপভোগ করে কুক্কুট যুদ্ধ ও দ্যুত (দাবাখেলা প্রভৃতি) ক্রীড়া ও নটনর্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করে যার যেমন চেষ্টা, সেইরূপ চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করে অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন (পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করে সেইরূপেই চলে আসবে। ইহা দ্বারা কুম্ভীরাদিরহিত রচিত জলাশয়ে (দীর্ঘিকাব্যাপী পুষ্করিণী আদিতে) গ্রীষ্মকালে জলক্রীড়াগমন ব্যাখ্যাত হলো'।। ১১।।

সমস্যাক্রীড়া কি? তা বলা যাচ্ছে–

'যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর (কোজাগর) ও সুবসন্তক'।।১২।।

দেশ্যা কি? তা বলা যাচ্ছে–

'সংহার ভঞ্জিকা, অভ্যুষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষেড়িকা পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, কদম্বযুদ্ধ সর্ব্দেশব্যাপী ও প্রদেশমাত্রব্যাপী সেই সেই ক্রীড়া সকল জনসাধারণের উদ্দেশে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত করবে। একেই সম্ভূয় ক্রীড়া কহে'।।১৩।।

নাগরক না হয়েও এ জাতীয় ক্রীড়া করতে পারে–
'ইহা দ্বারা যে একচারী, সে নিজের ধনবল অনুসারে গনিকা ও নায়িকার স্থানে সখী ও নাগরকের সহিত এই রূপ ব্যবহার করতে পারে, ইহা ব্যাখ্যাত হইল।।'১৪।।

লক্ষণ দ্বারা উপনাগরকগণের চরিত কীর্তন করা যাচ্ছে–
'যার কিছু মাত্র বিভব নাই ও পুত্রকলত্রাদিও নাই, শরীর মাত্র সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কষায়মাত্র, পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ হতে আগত ও কলায় কুশল, সে ব্যক্তি নাগরক-গোষ্ঠীতে কলার উপদেশ করে বেশ্যাজনোতিচ বৃত্তে আপনাকে সিদ্ধ করবে। ইহাকে পীঠমদ্দ বলে।।'১৫।।

'যে সমস্ত বিভব ভোগ করে (খুইয়ে) বসেছে, গুণবান্ এবং দারপরিজনসমম্বিত। বেশ্যাজনোচিত বেশে ও গোষ্ঠীতে (নাগরকগণের) বহুমত প্রকাশ করতে সমর্থ এবং বেশ্যাজনও নাগরকজনকে অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ করতে ইচ্ছুক, তাকে বিট বলা যায়।।'১৬।।

'গীতাদির প্রদেশাভিজ্ঞ, ক্রীড়ানক এবং বিশ্বাসভূমি ব্যক্তিই বিদূষক বা বৈহাসিক নামে অভিহিত হয়।–এগুলি বেশ্যা ও নাগরকগণের সন্ধি ও বিগ্রহকাজে নিযুক্ত মন্ত্রিস্থানীয়।।'১৭।।

'তা দ্বারাই কলাপ্রয়োগে পণ্ডিতা তিক্ষুকী, নাপিতিনী, বন্ধকী ও বৃদ্ধাবেশ্যাও কথিত হল।।'১৮।।

যাত্রাবশত গ্রামবাসীর বৃত্ত (কর্তব্য) কথিত হচ্ছে —
'গ্রামবাসী ব্যক্তি সজাতীয় বিচক্ষণ কৌতুহলপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রোৎসাহিত করে নাগরক জনের বৃত্ত বর্ণনা করে শ্রদ্ধা জন্মিয়ে তার অনুকরণ করবে। গোষ্ঠীর প্রবৃত্তি করবে। সঙ্গতি থাকলে জনের অনুরঞ্জন করবে। প্রত্যেক কর্মে সাহায্য করে অনুগৃহীত করবে। যথাসম্ভব উপকারও করবে। — এই নাগরকবৃত্ত কথিত হল।।'১৯।।

সেখানে ইহাদের কাব্যসমস্যা ও কলাসমস্যা থাকবে– এই কথা কথিত হয়েছে। তার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে, তৎসম্বন্ধে কথিত হচ্ছে–
এ বিষয়ে শ্লোক আছে–
'কেবল সংস্কৃত বা কেবল দেশভাষার সাহায্য লয়ে গোষ্ঠীতে কথা না বললে লোকে বহুমত হবে। যে গোষ্ঠীর উপর লোকের বিদ্বেষ আছে বা যেটি স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত বা যথায় কেবল পরহিংসা পরচর্চাই হয়ে থাকে, বুধব্যক্তি তাদৃশ্য গোষ্টীর অবতারণা করবে না। লোকের চিন্তানুবর্তিণী লোক-চিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রীড়ামাত্রাই যার একটি মুখ্য কাজ, তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হলে বিদ্বান লোকে–সংসার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হয়।।'২০।।

শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে সাধারণ নামক অধিকরণে
নাগরকবৃত্তনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৪।।

প্রথম ভাগ-পঞ্চম অধ্যায়

নায়কসহায়দুতকর্মবিমর্শঃ (নায়কের সহায়তায় দৌত্যকর্ম সংক্রান্ত অধ্যায়)

গার্হস্থ্ধর্ম অবলম্বন করে, সহায়ের সহিত উপক্রম করবে, দূতের প্রেরণ করবে, ইত্যাদি কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তার মধ্যে কোন্ নায়ক কীদৃশ নায়িকার সহিত গার্হস্থ্ধর্ম অধিগত হয়ে নাগরবৃত্তের সদ্ব্যবহার করবে? তার সহায়ই বা কে হবে? আর যে দূত প্রেরণের কথা হয়েছে, তারই বা কর্ম কী? এই অধ্যায়ে এই সকলের নিরূপণ করা হবে; এই জন্য এই অধ্যায়ের নাম 'নায়কসহায়দূতকর্ম্ম-বিমশ'। নায়ক ও নায়িকার, দূতী ও দূত কর্ম; এরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে।

তারমধ্যে বহু বক্তব্য আছে বলে, প্রথমত নায়িকার বিষয় বিমর্শ করা যাচ্ছে; কারণ, এটি ফলভূত ও প্রথম এর নিরূপণে অন্যবিধ কারণও বর্তমান আছে–

'চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের অনন্যপূর্বা স্ত্রীতে শাস্ত্রানুসারে প্রবর্তমান সংযোগ ঔরস পুত্রের নিমিত্র ও যশের নিমিত্র হয়; ইহা লোক বহির্ভূত অসাধু ব্যবহার নহে, পরন্তু লৌকিক '।।১।।

–সমান বর্ণের –ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, শুদ্র শুদ্রায়। শাস্ত্রানুসারে–বরণাদি বিধির পালন পূর্বক। অনন্যপূর্বা, যে ভার্যারূপে অন্যের অধিগত নহে।
–সংযোগ কামশব্দের বাচ্য না হলেও স্ত্রীপুরুষের যোগ ব্যতীত কামের আত্মলাভ হয় না বলে উপচার করে কামনামে ব্যবহার করা হয়েছে। এটিও নাম।

'উত্তমবর্ণাতে প্রবর্তমান সংযোগ তার বিপরীত। সেই রূপে অন্যের বিবাহিতা সবর্ণাতেও প্রবর্তমান সংযোগ তার বিপরীত। সংযোগ পুত্রের নিমিত্ত ও যশের নিমিত্ত হয় না এবং তা লৌকিক ব্যবহার্য্যের বহির্ভূত হয়। ইহা সুখের জন্যও হয় না। তদ্রুপ অসবর্ণাতেও তন্মধ্যে যার পাতিত, সে সকল স্ত্রীতে সংযোগ একান্ত প্রতিষিদ্ধ। বেশ্যা ও পুনর্ভূ বিধবাতে সংযোগ শিষ্ট অনুশাসনবিধান ও প্রতিষেধের বিষয় নয়। তাতে সংযোগ সুখের নিমিত্তই হয়ে থাকে '।।২।।

'তার মধ্যে নায়িকা তিনটি–কন্যা, পুনর্ভূ এবং বেশ্যা '।।৩।।

'গোনিকাপুত্র বলেন— পুত্র ও সুখ এতদুভয়বিধ কারণ হতে অন্যবিধ কারণবশত পরপরগৃহীতা স্ত্রীও পক্ষে প্রাপ্ত চতুর্থী নায়িকা '।।৪।।

'সে নায়ক যখন মনে করবে, তখনই তাতে রমন করতে পারবে। কারণ, এ স্বৈরিণী স্বাধীনা '।।৫।।

'অন্যান্য পুরুষের নিকট বহুবার আপনার সত্যশীলতাকে খণ্ডিত করেছে, সুতরাং এ স্ত্রী উত্তমবর্ণা হলেও বেশ্যাতে অভিগমন যেমন ধর্মপীড়া করে না, সেইরূপ তাতে অভিগমন করাও ধর্মপীড়া উৎপাদন করবে না। কারণ, এ যে পুনর্ভূ স্ত্রী '।।৬।।

এ পুনর্ভূ কেন, তা বলছেন–

'পূর্বে অন্য পুরুষ এর অধিগন্তা ছিল। এ স্ত্রী নায়কের অবরোধে আসলে যে পরস্পরের সংযোগ হবে, সে সংযোগের অধর্মার্জনের কিছু মাত্র আশঙ্কা নেই '।।৭।।

কারণ কি, তা বলছেন–
'এর পতি একজন মহৎলোক ও ঐশ্বর্যশালী বা আমার শত্রুর সাথে এর পতি একজন মহৎলোক ও ঐশ্বর্যশালী হয়েও মিলিত হয়েছে। এ স্ত্রীটি প্রভূত্ব প্রকাশ করে এর পতিকে দাবিয়ে রেখে ব্যবহার করছে। এখন সে যদি আমার সংসর্গে আসে, তবে আমার সংযোগে তার স্নেহ বৃত্তি হবে ও সে স্নেহ বশে সে তার পতিকে আমার শত্রুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারবে '।।৮।।

' আমার উপর বিরক্ত, অথচ আমি তার কিছুই প্রতিবিধান করতে পারিনা। সে কবে আমাকে অপমান করতে পারবে, সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে। তার স্ত্রী তাকে দাবিয়া ব্যবহার করে থাকে। সে যদি আমার সংসর্গে আসে, তবে সে আমার স্নেহে অভিপ্লুত হয়ে, সেই স্নেহ বশে তার স্বামীকে পূর্বাবস্থায় আনতে পারবে'।।৯।।

'অথবা, সেই প্রভূত্বপ্রকাশকারিণী আমার সংসর্গে এসে স্নেহবশে তার পতিকে আমার মিত্র করে দেবে। তখন তা দ্বারা মিত্রের কাজ, অমিত শত্রুর প্রতিঘাত (শরীর রক্ষার্থ), আরও যা কিছু দুষ্প্রতিপাদক দুঃসাধক কাজ, তাও সাধিক করে নিতে পারব '।।১০।।

' আমরা, সেই প্রভূত্বপ্রকাশকারিণীর সাথে সংসর্গ করে তার পতিকে মেরে আমার প্রাপ্য ঐশ্বর্যজাত এভাবে অধিগত হতে পারব'।।১১।।

'এর অধিগম্য দোষশূন্য ও অর্থানুবদ্ধ, কারণ, এ স্ত্রী ধনাঢ্যা। আমি নিঃসার বলে জীবিকার উপায় কৃষ্যাদি রহিত; সুতরাং আমি যখন এতাদৃশ্য, তখন আমি এই উপায়ে অতিমহৎ সেই ধন অনায়াসে অধিগত হতে পারব। অন্যথা সে নায়িকা আমার মর্ম বুঝে আমাকে দৃঢ়তরভাব অনুরক্ত হয়েও যদি

তার সাধন করতে আমাকে অনিচ্ছুক দেখে, তবে আমাকে আমার দোষ লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করে আমাকে দূষিত করবে '||১২।।

' মিথ্যাভূত পরের শ্রেদ্ধেয় আমার দুষ্পরিহার দোষ হতে আমাকে নিক্ষেপ করবে যা দিয়ে আমার বিনাশ নয়'||১৩।।

'অথবা প্রভাবশালী বশীভূত পতিকে আমার পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন করে শত্রুর পক্ষে যোগ দেয়াবে '||১৪।।

'অথবা নিজেই তাদের সাথে মিশে যাবে। অথবা, এর পতি আমার দারের দোষোৎপাদন করেছ; সুতরাং আমিও এর দারকে দূষিত করে প্রতিকার করব'||১৫।।

' অথবা রাজার আদেশ বশতঃ লুকানো শত্রুকে বের করার জন্য এর স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করতে হবে '||১৬।।

' অথবা, আমি অন্য আর যাকে কামনা করি, সে এর বশগত। এর সাথে সংসর্গ করলে এ স্ত্রী স্নেহবশতঃ তাকে আমার সাথে মিলিয়ে দেবে। অথবা, আমাকে দিয়ে লাভের অযোগ্য অর্থ ও রূপবতী কন্যা এর অধীন হয়ে আছে। আমি এর সাথে সংসৃষ্ট হলে সে কন্যাকে আমার সাথে মিলিত করবে। অথবা, আমার শত্রু এর পতির সাথে একাকীভাবপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি এর সাথে সংসৃষ্ট হতে পারলে, একে দিয়ে খাবারে কালান্তর প্রাণহারী বিষের প্রয়োগ করে দিতে পারব। — ইত্যাদি কারণে পরস্ত্রীতে অভিগমন কর্তব্য'||১৭।।

' এর প্রকার সাহসিক কর্ম কেবল অনুরাগবশতঃ কর্তব্য নয়। এগুলি পরস্ত্রী গমনের কারণ'||১৮।।

'চারায়ণ বলেন— এই সকল কারণে মহামাত্র (সামন্ত) সম্বন্ধযুক্ত স্ত্রী বা রাজা কুলের একদেশচারিণী স্ত্রী, বা অন্য কোন রাজকার্যসম্পাদনকারিণী স্ত্রী এবং বিধবা স্ত্রী পঞ্চমী নায়িকা হতে পারে। সুবর্ণনাভ বলেন-এগুলি ও বিধবা সন্নাসিনীও ষষ্ঠী নায়িকা হবার উপযুক্ত। ঘোটকমুখ বলেন—গণিকারক্কন্যা বা অন্য পুরুষের অসংসৃষ্টা পরিচারিকা (চাকরাণী) সপ্তমী নায়িকা হতে পারে। গোনর্দীয় বলেন—তদ্ভিন্ন কুলকন্যাই বিবাহিত হয়ে কালে বালিকাভাব অতিক্রম করেছে যে কুলযুবতী, সে উপচারভেদে অষ্টমী নায়িকা হতে পারে, কিন্তু এদের যখন স্বতন্ত্র কাজ আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, তখন পূর্বে কথিত চতুর্বিধ নায়িকার মধ্যেই এদের অন্তর্ভাব করতে পারা

যায়। অতএব চার প্রকারি নায়িকা, এ কথা বাৎস্যায়ন বলেন। কেন কেহ বলেন, ভিন্ন প্রকৃতি বলে নপুংসকও পঞ্চমী নায়িকা হতে পারে, কিন্তু তা অসম্ভব '||১৯।।

এইক্ষণে নায়ক নিরুপণ করছেন–

' নায়ক একই, এ সকলেই জানে। তদ্ভিন্ন প্রচ্ছন্ন নায়ক দ্বিতীয়। সে পরদার-গমনে সুখব্যতীত কার্যবিশেষ পাবার জন্য গোপনে প্রবর্তিত হয়। এদের গুণাগুণভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপে তিন প্রকার বিভাগ আছে জানিবে। নায়ক ও নায়িকা উভয়েই গুণাগুণ বৈশিক অধিকরণে বলিব'||২০।।

–কন্যাদির বিশেষত্ব কিছুই বলা হলো না, সুতরাং গম্যাগম্য-ভেদে গ্রাহ্যাগ্রাহ্যত্ব নিরূপণ করছেন–
' এগুলি অগম্যাই—কুষ্ঠরোগযুক্তা, উন্মত্তা, পতিতা, গোপ্যপ্রকাশকারিণী, যে যার-তার সামনে সম্ভোগ প্রার্থনা করে, যার যৌবন গতপ্রায়, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণা, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা, গুহ্যে ও বক্ত্রে দুর্গন্ধবিশিষ্টা, ভ্রাতার পুত্রের বা ভগিনীর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বধিনী, ভার্যাবয়স্যা সখী, সন্নাসিনী, বিদ্যাসম্বন্ধে বা রাজসম্বন্ধে যার সম্বন্ধ তাদের স্ত্রী (শিষ্যভার্যা, ভ্রাতৃভার্যা ইত্যাদি ধর্মব্যতিকরকারিণী স্ত্রী), সখিদার—মিত্রস্ত্রী, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণস্ত্রী এবং রাজপত্নী ও চতুর্বিধ আশ্রমের গুরুর ভার্যা। এগুলি নিতান্তই অগম্যা জানিবে'||২১।।

–বাভ্রব্যের মত বলছেন–
'বাভ্রব্যের মতানুসারীরা বলে থাকেন–নিজপতি ভিন্ন যার নিকট পাঁচটি পুরুষকে যেতে দেখা যায়, সে কাহারও অগম্যা নয়'||২২।।

–তার মধ্যে গোণিকাপুত্র বিশেষ করে বলেছেন–
' সম্বন্ধি, সখি, শ্রোত্রিয় ও রাজার দারা ব্যতীত সকলই গম্যা'||২৩।।

তিন প্রকারে সহায় নিরূপণ হয়, স্নেহত, গুণত এবং জাতিত। তন্মধ্যে আদ্য সহায় বলছেন–
'মিত্র নয় প্রকার। সহপাংশুক্রীড়িত (ধূলি খেলার সাথী), উপকারসম্বন্ধ–অর্থ বা জীবনরক্ষা দ্বারা, সমানশীল ও সমান ব্যসন, সহাধ্যায়ী, তার মর্ম রহস্য যে জানে, সে যার মর্ম রহস্য জানে, ধাত্রীর সন্তান এবং একত্র একসঙ্গে সম্বর্দ্ধিত ব্যক্তি মিত্র-পদবাচ্য '||২৪।।

গুণত মিত্র নিরূপণ করা যাচ্ছে–
'পিতার পিতামহ হতে যেখানে মিত্রতা চলে আসছে, যার বাক্য ও কর্ম যেমন শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখতে পাওয়া যায়, কুত্রাপি বিসম্বাদ পাওয়া যায় না; যার কোন কর্ম কোন সময়ে বিকৃত

দেখতে পাওয়া যায় না, বশীভূত, কখন পরিত্যাগ করে না, লোভনীয় নয়, পরে বাধ্য করতে পারে না এবং কখনও মন্ত্রণা প্রকাশ করে না। ইহাই মিত্রসম্পত্তি। এই গুণেই সকলে মিত্র হতে পারে। এর ব্যভিচারে মিত্রও অমিত্রপদে বসতে বাধ্য হন '||২৫।।

–ধর্মদ্বারা মিত্রগুণ কি কি তা বলা হল। এখন জাতি অনুসারে কে কে মিত্র হতে পারে, তা নির্ণয় করছেন–
'রজক, নাপিত, মালাকার, গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা, সৌরিক (শুঁড়ী), ভিক্ষুক, গোপালক, তাম্বুলিক (তাম্‌লি বা বারুই), সৌবর্ণিক (সোনার বেনে), পীঠমর্দ (কুপিতা স্ত্রীর প্রসন্নতা সম্পাদন-করার ক্ষমতাশালী ব্যক্তি), বিট (কামতন্ত্র-কলায় জ্ঞানবান) এবং বিদূষকাদিরাই মিত্র। নাগরকগণ তাদের স্ত্রীদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করবে। তদ্দ্বারাই নাগরক নিজের ইষ্টসিদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এ কথা বাৎস্যায়ন বলেন '||২৬।।

দূতের যা কর্ম, তা করতে কথিত হলেও, কোথায় কিরূপ করতে হবে তা বলা হয় নাই; এখন বলছেন–
' যে মিত্র নায়ক ও নায়িকার নিকটে উভয়ত্রই মিত্রকাজ করে সাধারণভাবে নিজের কাজ দেখিয়ে এসেছে। বিশেষত নায়িকার নিকটে অত্যন্ত বিশ্বস্ত আছে। সেই মিত্রেই দূতকর্ম করার ভার দিবে'||২৭।।

–সে সব মিত্রের মধ্যে যার দৌত্যকর্ম করার উপযুক্ত গুণ আছে, তাকেই দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করতে হবে। নতুবা কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। অতএব দূতের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তা বলছেন–
' বাক-পটুতা (বুদ্ধিপূর্বক কথাবার্তা বলার উপযুক্ত ক্ষমতা), ধৃষ্টতা (প্রাগল্‌ভ্য) অপরাধী হলেও শঙ্কিত না হয়ে, তিরস্কৃত হলেও লজ্জা বোধ না করা। এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও সে দোষ স্বীকার না করা–অর্থাত্‌ কোন বিষয়ে সঙ্কোচ না করা, ইঙ্গিত ও আকার (বদন ও নয়নগত বিকার) দেখে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা, প্রতারণা করার উপযুক্ত অবসর জানা, সন্দেহ স্থলে নির্ণয় করার উপযুক্ত বুদ্ধি থাকা এবং কাজ নির্ণয় করে উপায়াবলম্বন পূর্বক অতি সত্বর তার অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা। এ গুলি দূতের গুণ।'||২৮।।

–ঈদৃশ গুণযুক্ত দূতই কার্যসিদ্ধির পক্ষে একান্ত অনুকূল; সুতরাং দূত নিয়োগের পূর্বে একবার প্রত্যেক বিষয় পরীক্ষা করে দেখা উচিত ও সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, তবে তাকে দৌত্যে প্রেরণ করা বিধেয়। অনুপযুক্ত-দূত-প্রেরণে কার্য-সিদ্ধি লাভের আশা করা যায় না। কথিত গুণের মধ্যে

কোনটির অভাব থাকলে, তার জন্য নায়ককে পরিণামে তাপিত হতে হয় বলে পূর্বেই দূতের গুণসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে কাজে প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত।।২৮।।

এই অধিকরণপ্রতিপাদ্যবিষয়ের অনুষ্ঠানে যে ফললাভ করতে পারা যায়, তা বলছেন–
'নিজের নিজের মত করে মিত্রকে সহায় পেলে, নাগরকবৃত্তানুসারে নিজের কর্তব্য কর্মে আস্থাবান থাকলে, নায়ক ও নায়িকার নিরূপণ দ্বারা তাদের স্বরূপ জানতে পারলে এবং দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে, মানব লাভের অযোগ্য স্ত্রীকেও বিনা আয়াসেই লাভ করতে সমর্থ হয় '||২৯।।
–এরকম ব্যক্তিই স্ত্রীসাধনের যোগ্য; সুতরাং এরকম ব্যক্তির পক্ষেই স্ত্রীসাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত। নতুবা জীবনহানি ও সৌভাগ্যবিলোপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব স্ত্রীসাধন করতে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে প্রথমে আপনাকে একবার পরীক্ষা করে দেখবে। নিজে নিজের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, তারপর মিত্রকে পরীক্ষা করে দেখবে। মিত্রকেও সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখলে, তারপর নায়িকার বিষয় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। এটি বড়ই গুরুতর বিষয়। এস্থলে অনুমানেরই সাহায্য নিতে হবে। নায়িকার হবা-ভাব প্রভৃতি এবং চাল-চলন প্রভৃতি দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করবে। তারপর, কালের ও দেশের উপযুক্ত বিচার করে তবে নিঃসংশয়চিত্তে সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। এবিষয়ে পদঙ্খলন নিতান্তই অমার্জনীয় অপরাধ মনে রাখতে হবে।।২৯।।

শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে সাধারণ নামক অধিকরণে
নায়কসহায়দুতকর্মবিমর্শঃ পঞ্চম অধ্যায়
এবং পঞ্চুম প্রকরণত্ত সমাপ্ত।। ৫।।
প্রথম সাধারণ অধিকরণ সমাপ্ত ।।১।।

দ্বিতীয় ভাগ

কন্যাসম্প্রযুক্তক

দ্বিতীয় ভাগ – প্রথম অধ্যায়

বরণবিধানম্ ও সম্বন্ধনিশ্চয়ঃ (বিবাহের ধরন)

চৌষট্টিকলায় বিচক্ষণব্যক্তি কন্যাগনকর্তৃক অনুরাগত বীক্ষমান* হলেসমাগম ব্যতীত সম্প্রয়োগ হয় না; এজন্য তার সমাগমোপায়–আবাপ বলা হচ্ছে। যে উপায় অবলম্বন করলে স্ত্রীসমাগম লাভ করা যায়, তাকে আবাপ বলে। তার মধ্যে কন্যার প্রাধান্যহেতু কন্যাসম্প্রযুক্তনামক অধিকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে। তার মধ্যে উদ্বাপ (সমাগম লাভের শ্রুয়মান বৈধ ও অবৈধ উপায়) আটটি বিবাহ– ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আর্য, গান্ধর্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস। তার প্রথম চারটি ধর্ম, আর পরে চারটি অধর্ম, সুতরাং আগে চারটি করনার্থ বরণসম্বিধান নামক প্রকরণ প্রথমে বলা হচ্ছে।
'সমানবর্ণজাতা, মনোবাক্কর্ম দ্বারা অন্যে অপ্রদত্তা ও শাস্ত্রানুসারে স্বীকৃত স্ত্রীতে ধর্ম, অর্থ, পুত্র, সম্বন্ধ, পক্ষবৃদ্ধি এবং অকৃত্রিম রতিলাভ করতে পারা যায়।।'১।।

–পত্নীপ্রয়োগাখ্য ধর্ম এবং রত্যাদিপ্রবর্তন। যৌতুকলাভে ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে অর্থ। পুত্র দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। সম্বন্ধ সহৈকভোজনাদি (এক পঙ্‌ক্তিতে একত্র বসে ভোজন করা) করার কারণ। স্বপক্ষের বৃদ্ধি, পক্ষান্তর লাভে। অকৃত্রিম রতি–অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়ায়।।১।।

যেহেতু এরূপ হয়–
'সেহেতু অতিজনোপেতা, মাতাপিতৃমতী, নিজ-বয়স অপেক্ষা অন্যুন তিন বছরের ন্যুনবয়স্কা, শ্লাঘ্য আচার, ধন ও পক্ষবত্, সম্বন্ধপ্রিয়, সম্বন্ধিজনসমাকুল কুলে প্রসুত এবং যার মাতাপিতৃকুলে পক্ষ প্রভূত পরিমানে আছে, রূপ, শীল, ও লক্ষণসম্পন্না, যার নখ, দন্ত, কর্ণ, কেশ, চক্ষু এবং স্তন–ন্যুন, অধিক বা বিনষ্ট নয়, যার শরীর রোগপ্রকৃতিসম্পন্ন নয়, তাদৃশ কন্যাকে তাদৃশ শ্রুতবান্ পুরুষ মনে মনে সমাধান করবে।।'২।।

'ঘোটকমুখ বলেন- যাকে গ্রহণ করে পুরুষ নিজেকে কৃতী বলে মনে করবে ও সমান জনগনের নিকট নিন্দাভাগী হবে না। তাতেই প্রবর্তিত হওয়া উচিত।।'৩।।

বরণ দ্বিবিধ–পৌরুষ ও দৈব বিধান দ্বারা সম্পন্ন। তার মধ্যে প্রথমবিধ বরণকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে–

‘তার বরণের জন্যে মাতা-পিতা এবং সম্বন্ধিগন প্রযত্ন করবে। যাদের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, তাদৃশ উভয়ত্র সম্বন্ধযুক্ত মিত্রগনও প্রযত্ন করতে পারেন।।’৪।।

‘অন্য বরণকারীর প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও সামুদ্রিকশাস্ত্রোক্ত দোষ সকল সেই কন্যার মিত্রজনকে শোনাবে এবং এ-নায়কের কুল-শীল, সৌন্দর্য ও দানশৌণ্ডীর্য্যাদি, * পুরুষকার-নিষ্পন্নশাস্ত্রকলাগ্রহনাদি এবং যে সকল গুণের কীর্তন করলে কন্যাদানের অভিপ্রায় বর্ধিত হয়, সে সকল গুণ তার পিতা-মাতাকে শ্রবণ করাবে। আর বিশেষত যে সকল গুণ কন্যার মাতার অনুকূল, তা তাদেরকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শুভসম্পত্তিযুক্ত করে দেখাবে।।’৫।।

‘দৈবচিন্তকরূপে শকুন, নিমিত্ত, গ্রহলগ্নবল ও লক্ষণাদি দেখিয়ে নায়কের ভবিষ্যত অর্থ-সম্বন্ধে কল্যাণকর বিষয়ের অনুবর্ণনা করবে।।’৬।।

–শান্তাদিকে শব্দকারী কাকাদি শকুন। নিমিত্ত তজ্জাতাদি। শুভগ্রহ লগ্ন হতে উপচয় স্থানে স্থিত বলে, দিক কাল ও স্বভাব দ্বারা যে বল, তাই। আর লক্ষণ শঙ্খ-চক্রাদি। ভবিষ্যত-অর্থ-সম্বন্ধ সৈনাপত্যাধ্যক্ষ এবং পত্তানাদিলাভ।।৬।।

‘অপর দিক্ হতে অন্য দৈবচিন্তককল্প ব্যক্তিবর্গ নায়ক কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এসে বিশিষ্টকন্যালাভ শ্রবণ করিয়ে কন্যার মাতাকে উন্মাদ করে তুলবে।।’৭।।

–অমুক সেনাপতির কন্যা যেমন রূপবতী, তেমনই ধনবতী; সেই সেনাপতি তার কন্যা ঐ (পূর্বোক্ত) বরকে দেয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে আমাদেরকে বিগত কল্য লক্ষণসংযোগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তা আমরা দেখলাম, সে বরের পক্ষে সে কন্যা নিতান্ত অনুপযুক্ত হবে না–ইত্যাদি বাক্যে কন্যার মাতাকে অনুরঞ্জিত করবে, সে কথায় অনুরক্ত হয়ে তার মাতা তার দুহিতাকে দান করতে অনুরাগ প্রকাশ করে।।৭।।

‘দৈব, নিমিত্ত, শকুন ও উপশ্রুতির আনুকূল্য জেনে কন্যাকে বরণ করবে। কন্যাপক্ষও দান করবে।।’৮।।

–পূর্বজন্মকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম দৈবশব্দবাচ্য। তার অতিব্যঞ্জক বলে লক্ষত্রগ্রহাদিও দৈব। তার আনুকূল্য ষট্কাষ্টকাদিযোগ (মিত্রষড়ষ্টক, অরিষড়ষ্টক প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ যোগবিশেষ) না থাকা। একে বিয়ে করলে মঙ্গল হবে কিনা? এরূপ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত এবং শকুনপৃচ্ছাও (শাকুনশাস্ত্রোক্ত) করবে। নিশীথ কালে উঠে, তে-মাথা বা চারি-মাথা পথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন করবে, তার উত্তরে যে উপশ্রুতি পাবে (তৎকৃত প্রশ্নের উত্তরপ্রায় ধ্বনিবিশেষ) তাও গ্রাহ্য।

এই সকলের আনুকূল্য জানতে পারলে, সেই বরকে দেয়ার জন্য ইচ্ছা করবে এবং দান করবে।।৮।।
‘কেবল মানুষের আনুকূল্যে বা নিজের যদৃচ্ছাক্রমে কন্যাদানের ইচ্ছা করবে না। ঘোটকমুখ এ কথা বলেন।।’৯।।

–অন্যের ইচ্ছায় বরণ বা দান করবে না। এটি পরমত হলেও নিজের অভিপ্রেত; সেহেতু প্রতিষেধ করেন নাই।
(নিজের মত পূর্বে দেখিয়ে তারই পুষ্টির জন্য ঘোটকমুখ মত দেখিয়েছেন। এটা আচার্যের অভিপ্রেত মত নয়। আচার্য মানুষের ইচ্ছাও প্রযোজ্য বলে স্বীকার করেছেন)।।৯।।

বরণকালে কন্যাকে দেখে নিমিত্ত জানতে পারবে। এটাই দেখাচ্ছেন–
‘বরণকালে বরয়িতা, অর্থাৎ বিবাহ জন্য বর উপস্থিত হলে, সে সময়ে কন্যাকে সুপ্ত দেখলে, আর তাকে বরণ করবে না; কারণ, শয়ন আল্পায়ুর সূচনা করে। সেরূপ রোদনকারিনী দুঃখভাগিনী হয়; গৃহ হতে নিষ্ক্রমকারিণী গৃহত্যাগিনী হয়; সুতরাং ত্যাজ্যা। আর যার নাম অপ্রশস্ত- যেমন ভঙ্গিকা, বিত্রাটিকা, মাতঙ্গিনী ইত্যাদি; গুপ্তা–অপ্রদর্শিত হলে দোষের আশঙ্কা থাকে; দত্তা–অন্যকে দেয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতা; ঘোনা,–কপিলা, পতিঘ্নী; পৃযতা–শুক্লবিন্দুযুক্তা, অর্থহানিকরী ও পতিঘ্নী; ঋষভা–পুরুষাকৃতিসম্পন্না, দুঃখভাগিনী; বিমুক্তা–বৃহন্নলাটা, পতিঘ্নী শুচিদুষিতা–যে পিতার মুখে সৎকারার্থ অগ্নি দিয়েছে; সাঙ্করিকী–পরপুরুষদুষিতা; রাকা–যে রজোদর্শন করেছে; ফলিনী–মূকা; মিত্রা–মিত্র বলে যার গ্রহণ পূর্বে করা হয়েছে; স্বনুজা–নিজবয়স অপেক্ষা যার বয়স তিন বছরেরও ন্যূন–দুই বা এক বছরের ছোট এবং বর্ষকরী–যার হাত-পা ঘামে, সে পতিঘ্নী। এরা অবশ্যপরিহার্যা।।’১০।।

‘নক্ষত্রনামী–যেমন শ্রবণা, বিশাখা, অশ্বিনী ইত্যাদি; নদীনাম্নী–গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি; বৃক্ষনাম্নী–জম্বু, পিয়ঙ্গু, মালতী, মল্লিকা, কেতকী, গোলাপ ইত্যাদি এবং লকার ও রেফ যে নামের উপান্ত্য বর্ণ, শেষ স্বরবর্ণের পূর্ববর্ণ। যেমন কমলু, বিমলু, চারু, তারু, হারু ইত্যাদি। সেই সকল কন্যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বরণবিষয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।।’১১।।

‘কেউ কেউ বলেন–যাকে দেখলে মন ও চক্ষুর প্রীতি হয়, সেই কন্যাকে বরণ করলে ও পত্নী বলে পরিগ্রহ করলে ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্তি অবশ্য হয়। অন্য কন্যা যদি লক্ষণযুক্ত হয়, অথচ মন ও চক্ষুর প্রীতিকরী না হয়, তবে তাকে আদর করবে না।। ’১২।।
-দোষ থাকলে তার গুরুলাঘব বিবেচনা করে যাতে মন ও চক্ষুর প্রীতি থাকবে, তাকেই আদর করবে।।১২।।

‘সেই জন্য প্রদান সময় কন্যাপক্ষ কন্যাকে তার বেশভূষা করে সামনে আনবে। আর অন্য সময়ে, অপরাহ্নকাল কর্তব্য নিত্য কেশাদিপ্রসাধন এবং সখীদের সাথে ক্রীড়া করান কর্তব্য। যজ্ঞ ও বিবাহাদি স্থলে যখন জনসজ্ঘের সম্মিলন হয়, তখন সেখানে প্রযত্ন সহকারে সাজিয়ে দর্শন করান উচিত। তথা উৎসবকালেও; কারণ, কন্যা পণ্যসমানধর্মা- অর্থাৎ বিক্রেতব্যতুল্য। প্রসাধিত হলে আদর করেই দর্শন করে থাকে।।’১৩।।

‘বরনার্থ পূর্বোক্তি সম্বন্ধিসঙ্গত ভদ্রদর্শন (সভ্য-ভব্য) অনুকূলকথামুখে উপগত পুরুষদেরকে দধ্যক্ষতাদিমঙ্গল দ্রব্যের উপহার দিয়ে প্রতিগৃহীত করবে। কন্যাকে বেশ-ভূষায় সজ্জিত করে অন্যচ্ছলে তাদেরকে দেখাবে। যতক্ষণ দৈব ও পরীক্ষণ ব্যাপার সমাহিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কন্যাকে সম্মুখে রাখিবে। এই ব্যাপার যত দিন প্রদান বিষয়ে স্থির না হয়, ততদিন পর্যন্ত অবশ্য পালনীয়।।’১৪।।

‘বরপক্ষরা কন্যাপক্ষ কর্তৃক স্নানাদিবিষয়ে অনুরুদ্ধ হলে, ‘সবই হবে,’ এই বলে সেই দিনই স্নানাহারাদি করতে সম্মত হবে না।।’১৫।।
-প্রজাপতি অনুকূল হলে সবই হবে। অভ্যুপগম অঙ্গীকার। স্বীকার করবে না।।১৫।।

‘যে দেশের যেরূপ প্রবৃত্তি, সেদেশে সে প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্ম, দৈব, প্রজাপত্য ও আর্য বিধির অন্যতম বিধি অনুসারে যথাশাস্ত্র পরিণয় করবে। ইহা হল বরণ-বিধান।।’১৬।।
–শাস্ত্রোক্ত—স্বগৃহ্যোক্ত বিধান।১৬।।

আভিজন বর্গ পরিশীলন করে সম্বন্ধ নিশ্চিত না করতে পারলে, বরন করা হবে না; সুতরাং সম্বন্ধ নিশ্চয় বলা যাইতেছে—
১। এ বিষয়ে শ্লোক আছে-
‘সমস্যা আদি, সহক্রীড়া, বিবাহ ও সঙ্গম সমান ব্যক্তি সহিত কর্তব্য। উত্তমের বা অধমের সহিত কখনই বিধেয় নহে।।’১৭।।
২। ‘যেখানে নায়ক কন্যাকে গ্রহণ করিয়া ভৃত্যের ন্যায় বর্তিত হয়, সেখানে সে সম্বন্ধকে উচ্চ সম্বন্ধ কহে। মনস্বিগন তাহার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।।’১৮।।
৩। ‘সেখানে স্বীয় বান্ধব, শ্বশুর, শ্যালকাদি কর্তৃক পুরুস্কৃত হইয়া স্বামীর ন্যায় নায়ক বিচরণ করে; সে সম্বন্ধ শ্লাঘ্য নহে বলিয়া হীন সম্বন্ধ। সাধুগন সে সম্বন্ধো নিন্দনীয় মনে করেন।।’১৯।।
৪। ‘সেখানে পরস্পর পরস্পরের সুখের অনুভব করিয়া আনন্দক্রীড়ায় নিমগ্ন হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানে সেই সম্বন্ধই প্রশস্ত।।’২০।।

৫। 'বৈবাহিকসূত্রে উচ্চ সম্বন্ধ করিয়াও পরে জ্ঞাতিগন মধ্যে যদি নত হইয়া থাকিতে হয়, তবে সে সম্বন্ধও পরিত্যাজ্য নহে; কিন্তু হীনসম্বন্ধ কখনই করিবে না, সাধুগন তাহার ভূয়ো-ভুয়ো নিষেধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধ অতীব নিন্দনীয়।।'২১।।

–জ্ঞাতি গৃহে স্বয়ং যাইয়া নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিবে; কিন্তু শ্বশুরগৃহে যাইয়া কখনই নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিবে না; কারণ পত্নী যদি কখনও স্বামীকে নীচ বলিয়া মনে করে, তবে তাহার গর্ভে সে সন্তান হইবে, সে সন্তান দ্বারা নিজকূলের কখনই উৎকর্ষসাধন সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং নিজের ন্যূনতা স্বীকার শ্বশুরালয়ে কখনই কর্তব্য নহে।।২১।।

———————————

* কোনও স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল যে নিপূণতাসহকারে বিশেষ দর্শন, তাকে বীক্ষণ বলে।

দ্বিতীয় ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

কন্যাবিস্রম্ভণম্ (পত্নীকে শান্ত করণ)

এইরূপে কন্যালাভ করিতে পারিলেও তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া দিতে না পারিলে প্রয়োগের যোগ্য হইবে না। অতএব কন্যাবিস্রম্ভণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ করা যাইতেছে। তাহার মধ্যে বিবাহানন্তর কর্তব্য মঙ্গলাচার বলা যাইতেছে—

'পরিণয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই ত্রিরাত্র পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া ক্ষারলবন বর্জিত আহার করিয়া অধঃ শয্যায় শয়ন করিবে। সেইরূপ এক সপ্তাহ পর্যন্ত গীতবাদ্যের সহিত মঙ্গলস্নান, প্রসাধন, একস্থানে সহভোজন, প্রেক্ষা (নাট্যাদিদর্শন) এবং সম্বন্ধিগনের দর্শন ও সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা পূজা কর্তব্য। ইহা সার্ববর্ণিক বিধি'।।১।।

'সেই দশ রাত্রিতে (দশম দিনের রাত্রে) বিজনস্থানে মৃদু মৃদু উপচার দ্বারা ইহার অভিগমার্থ উপক্রম করিবে।।'২।।

–সংসর্গযোগ্য হইলে। অন্যথা লজ্জাভয়াপগমার্থ। মৃদু, অর্থাৎ অনুদ্বেগকর উপচার (সম্মান) দ্বারা।।২।।

উপক্রম করিবার কারণ?

'বাভ্যব্যের মতাবলম্বীরা বলেন, তিনরাত্র কথা না বলিয়া থাকায় নায়ককে স্তম্ভের ন্যায় দেখিয়া কন্যা 'আমি মূক গ্রাম্যজনকর্তৃক বিব্যহিত হইয়াছি' ভাবিয়ে দ্বেষ করিতে পারে এবং ক্লীবের ন্যায় দেখিয়ে তিরস্কার বুদ্ধিও করিতে পারে'।।৩।।

'উপক্রম করিবে, বিশ্বাস করাইবে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য স্খলন করিবে না। বাৎস্যায়ন এই কথা বলেন।।'৪।।

'উপক্রম করিয়া বলাৎকারে কিছু প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে না।।'৫।।

'কামিনীকূল কুসুমসুকুমার; সুতরাং তাহাদিগের উপর যে উপক্রম করা যাইবে, তাহাও সুকুমার হওয়া আবশ্যক। যদি তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া বলাৎকারে উপক্রম করা যায়, তবে তাহা সম্প্রযোগদ্বেষিণী হয়। অতএব সাম্যনীতি অনুসারে উপচার প্রয়োগ কর্তব্য।।'৬।।

–অলব্ধপ্রসর ব্যক্তির উপচার প্রয়োগ সম্ভবে না বলিয়া উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন—
'তৎকালোচিত কোনও যুক্তি অনুসারে যে উপায় দ্বারা নিজের অবকাশ বুঝিবে, সেই উপায়েই অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিবে।।'৭।।

–লব্ধপ্রসর হইলে প্রথমে আলিঙ্গন দ্বারা উপক্রম করিবে, ইহা বলিতেছেন–
'তাহার প্রিয় যে আলিঙ্গন, তাহার আচরণ দ্বারা কন্যার উপক্রম করিবে। সেটি অধিক কালের জন্য যেন না হয়; কারণ, তাহা তাহার অপ্রিয়।।'৮।।

'শরীরের ঊর্ধভাগ দ্বারা প্রথম আলিঙ্গন করিবে। তাহাই তাহার সহনীয়।।'৯।।

'পূর্বসংস্তুতা ও বিগাঢ়-যৌবনার আলিঙ্গন দীপালোকে করিতে পারে; কিন্তু পূর্বে আপ্রাপ্তালিঙ্গনা বালার আলিঙ্গন অন্ধকারেই প্রশস্ত।।'১০।।
–বিগাঢ়যৌবনার বিবাহ হইতে পারে, যদি অন্যান্য শুভলক্ষণ থাকে। এজন্য তাহার কথা এখানে বলা হইয়াছে।।১০।।

'আলিঙ্গন স্বীকার করিয়া লইলে, তখন মুখে করিয়া তাম্বুল দান করিবে। যদি তাহা লইতে না স্বীকার করে, তবে সান্ত্বনাকর বাক্যে, শপথদ্বারা প্রতিযাচিত দ্বারা (আচ্ছা, তুমিই আমাকে গালের পান দাও) এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা, কিংবা, কিংবা পাদপতক দ্বারা গ্রহণ করাইবে। লজ্জাযুক্তই হউক, আর অত্যন্ত ক্রোধপরিভুতাই হউক, কামিনী কখনই পাদপতনকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা সর্বত্রই প্রযোজ্য; (সকল বিষয়েই এইরূপ দেখা যায়) সুতরাং পাদপতনই চরম উপায় জানিবে।।'১১।।

'সেই তাম্বুলদান প্রসঙ্গে মৃদু (গ্রহণ না করিয়া), বিশদ (সুখস্পর্শকর) এবং অকালহ (বিনাশব্দে) কন্যার অধরে চুম্বন করিবে। কন্যা যদি চুম্বনে সিদ্ধা হয়, তবে তাহাকে আলাপে আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। সে সময় যাহা কিছু দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহারই উত্তর শুনিবার জন্য ছোট কথায়, যেন সেটি জানে না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাতে তূষ্ণীভাবের অবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখিলে উদ্বিগ্ন না করিয়া চাটুযুক্ত বহুরূপ প্রশ্ন করিবে। তাহাতেও উত্তর না পাইলে নির্বন্ধ (জেদ) করিবে।।'১২।।

নির্বন্ধ বিরাগ জন্মিতে পারে; এজন্য বলিতেছেন—
'সমস্ত কন্যাই পুরুষের প্রযুজ্যমান বাক্য বিষহ্য করে; কিন্তু কামের আবির্ভাব হইলেও লজ্জাহেতুক কতিপয়াক্ষর অন্যার্থশ্লিষ্ট কথাও বলে না। ঘোটকমুখ এই কথা বলেন।।'১৩।।

–কথা বলিতে ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জায় বলিতে পারে না। পুরুষের কথায় কন্যার বিরাগ কোন ক্রমেই হইতে পারে না।।১৩।।

কন্যাকে আলাপ করিবার উপায় কীর্তন করা হইতেছে—
'উক্ত কথার উত্তর পাইবার জন্য পুরুষ নির্বন্ধাতিশয় করিতে থাকিলে, শিরঃকম্প দ্বারা (মাথা নাড়িয়া) প্রতিবচনের যোগ (উত্তর) করিবে। কলহ হইলে শিরঃকম্প দ্বারা উত্তর কথা বিধেয় নহে। দোষ খ্যাপন করাই বিধেয়।।'১৪।।
–'না' ও 'হ্যা' দুইরূপ শিরশ্চালন আছে দ্রষ্টব্য। কথা না বলিয়া যদি কোনরূপ কলহ হইয়া থাকে, তবে সে সময় আর শিরশ্চালনা দ্বারা উত্তর দেওয়া বিহিত নহে।।১৪।।

কলহ যদি না হয়, অথচ স্নেহপূর্বক জিজ্ঞাসা করে, তবে কি প্রকারে আলাপ করিবে, তাহার উপায় বলিতেছেন—
'তুমি আমাকে চাও, কি চাও না, আমাকে বিবাহ করিতে তোমার রুচি ছিল, কি রুচি ছিল না, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, বহুক্ষম তুষ্ণী থাকিয়ে যখন নিরতিশয় নির্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন সেই প্রশ্নের অনুকূলভাবে শিরশ্চালনা করিবে। নায়ক যদি প্রতারণার জন্য বাগ্‌জাল প্রসারিত করে, তবে বিবাদ বাধাইয়া দিবে। শিরশ্চালনা দ্বারা যখন বলিবে 'রুচি ছিল কি না'; তখন বলিবে 'না', যখন বলিবে 'ইচ্ছা কর, কি না', তখনও বলিবে 'না'||'১৫।।

আর যদি পূর্বের পরিচয় থাকে, তবে তাহার আলাপযোজনের বিধি বলিতেছেন—
'যদি সংস্তুতা হয়, তবে যে সখী অনুকূলা ও উভয়ের বিশ্বস্তা, তাহাকে মধ্যে রাখিয়ে কথা আরম্ভ করিবে। সখী তাহার উত্তর করিলে নায়িকা অধোমুখী হইয়া হাসিবে। সে যদি বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া অতিরিক্ত কিছু বলে, তবে সে সখীকে খুব তিরস্কার করিবে এবং তাহার সহিত কলহ বাধাইয়া দিবে। সখী পরিহাসের জন্য, যাহা নায়িকা না বলিবে, তাহাও রচিয়া রচিয়া বলিবে। সেই কথার সত্যতা জানিবার জন্য সখীকে ছাড়িয়ে নায়িকার নিকট উত্তর পাইবার জন্য অভ্যর্থনা করিলে, তূষ্ণীভাবে থাকিবে। অতিশয় নির্বন্ধ প্রকাশ করিলে, 'আমি বলিব না'- এই প্রকার অস্পষ্ট ভাষায় বুঝিতে পারা যায় বা না যায়, এমনভাবে বাক্য বলিবে। কখন কখন থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে নায়ককে অবহাস করিয়া কটাক্ষ পেক্ষণ করিবে। ইহাই আলাপ যোজন।।'১৬।।

'এইরূপে পরিচয় হইলে 'গ্রহণ কর' না বলিয়া প্রার্থত তাম্বুল বিলেপন ও মাল্য তাহার নিকটে লইয়া দিবে। অথবা নায়কের উত্তরীয়ে (উড়ানিতে) বাঁধিয়া দিবে। সেইরূপে উপযোগপ্রাপ্ত নায়িকার স্তনমুকুলের উপরি আচ্ছুরিতক* বিধানে স্পর্শ করিবে। নিষেধ করিলে 'তুমিও আমাকে আলিঙ্গল

কর, তাহা হইলে আর এমনটি করিব না', এই কথা বলিয়া আলিঙ্গন-বিধানানুসারে আলিঙ্গন করিবে। নিজের হাত প্রায় লাভি পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া আবার ফিরাইয়া লইবে। ক্রমশ ইহাকে (নায়িকাকে) নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া অধিক অধিক উপক্রম করিবে। নখ-দশন-ক্ষতাদি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভয় দেখাইতেও প্রবৃত্ত হইবে।।'১৭।।

কি প্রকার ভয় দেখাইবে?

'আমি তোমার অধরে, দন্তপদ ও স্তনপৃষ্ঠে নখচ্ছেদ্য করিয়া দিব এবং নিজের গাত্রে সেইরূপ দাগ করিয়া তোমার সখীজনের নিকটে বলিব, তুমি করিয়া দিয়াছ। তুমি তাহাকে কি বলিবে? এই প্রকার বালভয়প্রদ বালপ্রত্যায়ন বাক্যে ধীরে ধীরে ইহাকে (নায়িকাকে) প্রতারিত করিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রে কৃতবিশ্বাস নায়িকার বক্ষোরুজঘনমূলে কিছু অধিক পরিমাণে হস্ত যোগ করিবে।।'১৮।।

হস্তযোগের উপায় নির্দেশ করিতেছেন—

'সর্বাঙ্গিক চুম্বন করিবার উপক্রম করিবে।।'১৯।।

হস্তযোজনবিধি কহিতেছেন—

'ঊরুর উপরে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া সম্বাহনক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ক্রমে ঊরুমূলেও সম্বাহন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। সম্বাহন করিতে নিবারন করিলে 'দোষ কি' বলিয়া ইহাকে (নায়িকাকে) পর্যাকূল করিবে। তাহা সরাইয়া লইবে। পরে, তাহা সহ্য হইলে তাহার (নায়িকার) গুহ্যদেশ স্পর্শ করিবে, রশনা (মেখলা) খুলিয়া দিবে, নীবি খুলিয়া দিবে, বসন পরিবর্তন করিয়া দিবে এবং ঊরুমূল সম্বাহন করিবে। এগুলি নায়ক অন্যচ্ছলে করিবে। ত্রিরাত্রের পর অন্যের অপদেশ কর্তব্য। চতর্থী হোমের পর যন্ত্রযোগ করিয়া রঞ্জিত করিবে; কিন্তু অকালে ব্রত খণ্ডন করিবে না এবং তাহার শিক্ষা না দিয়া চতুঃষষ্টিকলার শিক্ষা দিবে। ইঙ্গিত ও আকার দ্বারা নিজের অনুরাগ দেখাইবে। পূর্বকালীন অনুরাগকর মনোরথ অনুবর্ণনা করিবে। ভবিষ্যত কর্তব্য বিষয়ে অনুরুদ্ধ হইলে অনুকূল প্রবৃত্তি করিবে এবং তাহার প্রতিজ্ঞা করিবে। সপত্নীদিগের ভয় বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। কালক্রমে কন্যাভাব পরিত্যাগ করিলে তাহাকে উদ্বিগ্ন না করিয়াই উপক্রম করিবে। কন্যাবিস্রম্ভণ প্রকরণ এই পর্যন্ত।।'২০।।

উক্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—

এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—

‘এই উপায়ে বালিকার অভিপ্রায়ানুসারে প্রসাধন, অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে। তাহা হইলে (বালিকা অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে) অনুরক্তা হইয়া পড়িবে।।’২১।।

তাহার বিশেষ এই—
‘অত্যন্ত আনুকূল্যে বা অত্যন্ত প্রাতিকূল্যে প্রবর্তিত হইলে কন্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অতএব মধ্যরীতি অনুসারে কন্যার প্রসাধন করিবে।।’২২।।

বিস্রম্ভণের ফল কি?
‘নিজের প্রীতিকর, কন্যার মানবর্দ্ধন এই কন্যাবিস্রম্ভণ (পরিচয় ও বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রণয়াভিমুখীকরণ) যে জানে, সে তাহাদিগের প্রিয় হয়।।’২৩।।

‘অত্যন্ত লজ্জাবশে যে ব্যক্তি কন্যাকে উপেক্ষা করিবে, সে অভিপ্রায়জ্ঞ নহে বলিয়া পশুর ন্যায় ঘৃণাস্পদ হয়।।’২৪।।

‘যে ব্যক্তির কন্যার অভিপ্রায় না জানিয়া হঠাত উপক্রম করে, তাহার নিকট কন্যা ভয়, বিক্রম, উদ্বেগ ও দ্বেষ তৎক্ষনাৎই প্রাপ্ত হয়। সে কন্যা প্রীতিযোগ না পাইয়া সেইরূপে উদ্বেগ-দূষিতা হইয়া হয় পুরুষদ্বিষিণী হয়, না হয়, তাহার উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া তদ্ভিন্নপুরুষগামিনী হয়।।’২৫।।

——————————————

* আচ্ছুরিত নখবিলেখনপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় ভাগ – তৃতীয় অধ্যায়

বালোপক্রমা ও ইঙ্গিতাকারসুচনম্ (পত্নীলাভ)

বরণসম্বিধান পূর্বক অধিগত কন্যায় বিস্রম্ভণ কথিত হইয়াছে, কিন্তু যদি বরণের যোগ্যা কন্যা না পাওয়া যায়, তবে সেখানে গান্ধর্বাদি চারিটি বিবাহ বিধান করা হইতেছে। সে স্থলে অলাভের কারণ যতগুলি হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন—

'ধনহীন যে ব্যক্তি, সে অভিজনাদিগুণযুক্ত হইলেও দরিদ্র বলিয়া কন্যালাভ করিতে পারে না। মধ্যস্থগুণ—রূপ ও শীলাদি আছে, কিন্তু অভিজনাদিগুণ প্রধান না থাকায় হীন বলিয়া ব্যপদেশ হওয়ায় কন্যালাভ করিতে সমর্থ হয় না। সধন হইলেও নিজের বাটীর নিকটে বাস করে বলিয়া সীমাদি লইয়া কহল হওয়ায় ধনগর্বেই লাভ করিতে পারে না; মাতা, পিতা ও ভ্রাতা থাকিলে তদধীন থাকায় অন্যপ্রধান বলিয়া সধন হইলেও লাভে অসমর্থ। যাহার আচরণ বালকের ন্যায়, সে গৃহাদিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেও তাহার উপর বালকাচার বলিয়া ঘৃণিত হওয়ায় কন্যাকে সে বরণ করিতে পারে না, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে অনুরক্ত করিবে। দেখিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণাপথে (দাক্ষিনাত্যপ্রদেশে) মাতাপিতৃহীন বালক মাতুলকূলে বাস করিয়া ঘৃণিতপ্রায় হইয়াও সেই উপায়ে ধনের প্রাচুর্যেও অলভ্যা মাতুলকন্যাকে বা অন্যের সহিত বাগদানে আবদ্ধা কন্যাকে সাধন (আয়ত্ত) করিয়া থাকে। বিবাহের যোগ্য অন্য বালিকাকেও স্পৃহাযুক্ত করিতে পারে। এইরূপ হইলে, বালিকাকে ধর্মত লাভ সম্ভব হইতে পারে ও তথায় এই বশীকরণ সুতরাং শ্লাঘনীয়। এই কথা ঘোটকমুখ বলেন।।'১।।

উপক্রমকারী ব্যক্তি দ্বিবিধ; বালক ও যুবা। তাহার মধ্যে বালককে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—'তাহার (সেই নায়িকার) সহিত পুষ্পচয়ন, মাল্যগ্রথন, গৃহস্থালীর উপযুক্ত পুত্র-কন্যাদি (কাষ্ঠময় বা মৃন্ময়) লইয়া ক্রীড়াযোজন এবং ভাত ও পানীয় (ধূলিখেলা) প্রস্তুত করিবে। পরিচয় ও বয়সের অনুরূপ ব্যবহার করিবে। পাশকক্রীড়া, পট্টিকাগ্রথন (ক্রীড়া), মুষ্টিদ্যুত (পরমুট্‌খেলা) ও খুল্লকদ্যুত, মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ, ষট্‌পাষাণকাদি (ঘুঁটি খেলা—ছয়টি গুটি লইয়া প্রথমে একটি তুলিয়া ভুমিস্থ, আর একটি কুড়াইয়া লইয়া তৎক্ষনাত পতমান, সে গুঁটিকে হাতের পৃষ্ঠে ধরা এবং ক্রমে ছয়টিই শূণ্যে তুলিয়া এক সহযোগে ধরা, আবার একটি দুইটি করিয়া মাটিতে রাখা। ইহা আভ্যাসিক-ক্রীড়া,

এতদ্ভিন্ন আরও স্ত্রীপরম্পরা যাবতীয় খেলা।) সেই সেই দেশে প্রসিদ্ধ যে সকল খেলা আছে, সেগুলো তত্তদ্দেশবাসিজনগনের আয়ত্ত বলিয়া যে-সকল দাস ও দাসী থাকিবে, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিবে। তারপর অবসর মতে কন্যার সঙ্গেও খেলা করিবে। যে-সকল খেলায় অঙ্গের ব্যায়াম হয়, যেমন, সুনিমীলিতকা (চোর-চোর বা পলাপলিখেলা), আরব্ধিকা (কৃষ্ণফল ক্রীড়া), লবণবীথিকা (লবণহট নামে খ্যাত পশ্চিমদেশ) অনিলতাড়িকা (পক্ষীর ন্যায় বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া চক্রের ন্যায় ভ্রমণ), গোধূমপুঞ্জিকা, (পাঁচজনের মধ্যে একজন, পাঁচজনের কাছে পয়সা, টাকা, সিকি বা দুয়ানী লইয়া, ধান্যাদির সহিত মিলাইয়া, পাঁচভাগ করিয়া রাখিবে, পরে যে যেটি ইচ্ছা ডাকিয়া লইবে। তাহাতে যাহার ভাগে পয়সা আদি কিছুই নাই, সে সেই অংশ পরিমান পয়সা আদি মূল ব্যক্তিকে দিবে। (প্রমারাখেলা, তেতাসখেলা, কূপনখেলা ইত্যাদি তাহারই প্রতিরূপ।) অঙ্গুলিতাড়িতকা, (একজনের চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার কপালে বা মস্তকে অঙ্গুলি প্রহার করিয়া 'কে মারিল?' এই প্রশ্ন করিয়া হাস্য করা) এইরূপ দেশপ্রচলিত নানাবিধ ক্রীড়া তাহার সখীগণের সহিত করিবে।।'২।।

যুবকেরা প্রায়শ যে সকলে ক্রীড়া করে, তাহার কথা বলিতেছেন—
'কন্যার নিকট যে স্ত্রী বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন প্রীতি করিবে, সে যে তাহার কার্য করিতে প্রস্তুত আছেম তাহা বুঝিয়া করিবে। কন্যার ধাত্রীর দুহিতাকে তৎকালে সুখকর এবং পরিণামহিতকর ব্যাপার দ্বারা অধিকভাবে আবদ্ধ করিবে। ধাত্রীর কন্যা নায়কের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও নায়ককে প্রত্যাখ্যাত না করিয়া নায়িকার সহিত মিলিত করিয়া দিতে পারে। তুমি এই কামযাগের আচার্যকর্ম কর, একথা না বলিলেও অভিপ্রায় অনুভব করিয়া করিতে পারে। নায়কের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিলেও নায়িকাকে তাহার গুণের বর্ণনা করিয়া, নায়িকাকে নায়কের প্রতি অনুরাগিণী করিতে পারে; অনুরক্ত হইলে ইহা তাহার শক্তির অতীত নহে। প্রযোজ্য নায়িকার যে যে বিষয়ে অভিলাষ, তাহা জানিয়া সম্পাদিত করিবে। ক্রীড়নক দ্রব্য, যাহা অপূর্ব ও অন্য নায়িকার অতি বিরলই আছে, তাহা ইহাকে অনায়াসে উপহার দিবে। সেই উপহারে নানাপ্রকার চিত্রে চিত্রিত বহুপরিমাণে অনেক সময়ে অন্য অন্য আকারের কন্দুক সন্দর্শন করাইবে। সেইরূপ সূত্রময়ী, কাষ্ঠময়ী, শৃঙ্গময়ী, গজদন্তময়ী পুত্তলিকা, মধুচ্ছিষ্টময়ী (মোমের), পিষ্টকময়ী ও মৃন্ময়ী পুত্তলিকাও সন্দর্শন করাইবে। ভক্তপাকের জন্য মহানসিকদ্রব্যাদি (হাঁড়ি, কলসী, মালসা, বেড়ি) প্রভৃতির সন্দর্শন করাইবে। কাষ্ঠময় স্ত্রী ও পুরুষ সম্প্রযুক্তভাবে বিনির্মিত করিয়া এবং কাষ্ঠময় দেবকুল ও দেবগৃহ প্রস্তুত করিয়া সন্দর্শন করাইবে। মৃত্তিকা, বংশবিদল ও দারু নির্মিত শুক, পারাবত, মদনসারিকা, লাবক, কুক্কুট এবং তিত্তিরি পক্ষিযুক্ত পিঞ্জর প্রস্তুত করাইয়া এবং

বিচিত্রাকৃতিসংযুত জলপাত্রসকল, নানাবিধ যন্ত্র, ক্ষুদ্রবীণা, হিন্দোলিকাসকল দেখাইবে। অলক্তক, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুর এবং শ্যামবর্ণক (চিত্রের জন্য রাজাবর্তচূর্ণ)। আর চন্দন ও কুঙ্কুম, পান ও সুপারি, যে সময়ে যেরূপ উপযোগী তাহাও দেখাইবে। আর শক্তি থাকিলে নায়িকাকে প্রচ্ছন্নভাবে দানও কর্তব্য। তদ্ভিন্ন যে-সকল দ্রব্য প্রকাশ করিবার যোগ্য, তাহা প্রকাশ্যভাবেই দিবে। তাহা হইলে সকলেরই অভিপ্রায় বর্ধণকারী বলিয়া এই নায়ককে সকলে মনে করে, তাহা যত্নসহকারে কর্তব্য। এইরূপে প্রচ্ছন্নদেশে একবার দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিবে। প্রচ্ছন্নদেশে পাইলে প্রচ্ছন্নভাবে কথা কহিবার চেষ্টা করিবে। গোপনে দান করিবার কারণ নিজে গুরুজনের (তাহার পিতার মাতার) ভয় করিয়া থাকে, ইহাই বলিবে। যাহা দিবে, তাহা যেন আরও অন্যে পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল ও করিয়া পায় নাই, ইহাও বলিবে। যে সমস্ত গল্পে নায়িকার বেশ অনুরাগ আছে জানিবে, অনুকূল মনোহারী সুন্দর সুন্দর সেই সকল গল্প করিবে। তাহাতে অনুরাগ বর্ধণ করা হইবে। কোনও বিস্ময়কর বিষয়ে প্রসক্তি আছে জানিলে, ইন্দ্রজাল প্রয়োগ দ্বারা বিস্মিত করিবে। কলার কৌশলে অনুরাগিনী হইলে, তৎকৌশল প্রদর্শন এবং গীতপ্রিয় হইলে, শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত দ্বারা মনোরঞ্জন করিবে। কোজাগরদিনে, অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে, কৌমুদীদিনে, উৎসবে, যাত্রায়, গ্রহণে এবং গৃহাচারে আচারগতা নায়িকার বিচিত্র আপীড় ও সিক্‌থক নির্মিত কর্ণপত্রভঙ্গ, বস্ত্র, অঙ্গুলীয়ক ও ভূষণাদিদান করিয়াও মনোরঞ্জন করিবে। যদি তাহাতে কোনও দোষ হইবে মনে না করে, তাবেই ইহা করিতে পারে। ধাত্রেয়িকা যদি মনে করে যে, তদ্দ্বারা তাহার বিশেষরূপ অনিষ্ট হইবে, তবে তাহা করিবে না। অন্য পুরুষ অপেক্ষা এটি বিশেষ, এইরূপ জানিয়া সেই ধাত্রেয়িকা সেই নায়িকার সেই পুরুষে প্রবৃত্তি বিষয়ে উপযোগকর চতুঃষষ্টি কলার গ্রহণ করাইবে। সেই সকল কলার গ্রহণ বিষয়ে উপদেশ দ্বারা নিজের রতিকৌশলাভিজ্ঞতার বিষয় প্রযোজ্যার নিকট প্রকাশিত করা হইবে। নিজে উদারবেশ গ্রহণ করিবে, যেন নিজেকে দেখিতে কোনপ্রকারে অসৌষ্ঠব প্রকাশ না পায়। নায়কের বেশভূষা দেখিয়া নায়িকা অনুরাগ প্রকাশ করিলে তাহা তাহার ইঙ্গিত ও আকার দ্বারা বুঝিয়া লইবে। যুবতীগণ পরিচিত হইলে প্রথমে সর্বদা দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তাদৃশ কামনা করিলেও লজ্জাবশত অভিযোগ করিতে পারে না। ইহা প্রায়িক।।'৩।।

এই পর্যন্তই বালাতে উপক্রম নামক প্রকরণ।

নায়িকা ভাব করিলে ইঙ্গিত ও আকার দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইবে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই ইঙ্গিতাকারের বিষয় বলিবেন—
'সেই সকল ইঙ্গিত ও আকার কি প্রকার, তাহা বলিব।।'৪।।

–তাহার মধ্যে ইঙ্গিত, অন্যথাবৃত্তি; শারীরিক ও মানসিক ভেদে তাহা দ্বিবিধ। শারীরিক ইঙ্গিত কটাক্ষপাতাদি এবং মানসিক ইঙ্গিত শ্লিষ্টবাক্যপ্রয়োগাদি। ইহাকে বাচনিক ইঙ্গিতও বলাইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলেন, মুখনয়নারাগ আকার।।৪।।

'সম্মুখভাবে তাহাকে দেখে না। দৃষ্টা হইলে লজ্জা দেখায়। রুচিকর নিজের অঙ্গ প্রাবরণের অপদেশে প্রকাশিত করে। নায়ক অনবহিত বা একাকী থাকিলে কিংবা দূরগত হইলে দেখে। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটু মিচ্‌কে-হাসি হাসিয়া অস্ফুটভাবে অর্থহীনপ্রায় কথা অধোমুখী হইয়া ধীরে ধীরে বলে। নায়কের নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে ভালোবাসে। দূরে থাকিয়া 'আমাকে একটু দেখুক' মনে করিয়া বদনবিকারের সহিত পরিজনের নিকট কথা বলিতে থাকে। সে স্থান ছাড়ে না। যাহা কিছু একটা দেখিয়া বিশেষ হাস্য করে। অবস্থানের জন্য সে বিষয়ের কথা পাড়িয়া দেয়। ক্রোড়স্থিত বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। নায়ককে দেখিয়া পরিচারিকার তিলক রচনা করিয়া দেয়। পরিজনকে আশ্রয় করিয়া সেই সেই লীলা দেখায়। নায়কের পরিচারকের সহিত প্রীতিকর সঙ্কথা (গল্পাদি) ও দ্যুতক্রীড়াদিও করে। নিজের কর্মেও প্রভূর ন্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করে। তাহারা নায়কের সঙ্কথা অন্যের নিকট বলিতে থাকিলে তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করে। ধাত্রয়িকা বলিলে নায়কের গৃহে প্রবেশ করে। ধাত্রয়িকাকে মধ্যে রাখিয়ে নায়কের সহিত দ্যুতক্রীড়া ও আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। অলঙ্কৃত না থাকিলে নয়নপথ পরিত্যাগ করে। কর্ণপত্র, অঙ্গুলিয়ক, বা মাল্য নায়ক প্রার্থনা করিলে খুব ধীরে গাত্র হইতে খুলিয়া সখীর হস্তে দেয়। নায়ক যাহা দিয়াছে, তাহা প্রত্যহই ধারণ করে। অন্যবরের সঙ্কথা উপস্থিত হইলে, বিষন্ন হয়। অন্যবরপক্ষের সহিত সংসৃষ্ট হইতে চাহে না।।'৫।।

প্রকরণদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন—
'এই বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে,
কন্যার সেই সেই ভাব সংযুক্ত আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়া সম্প্রয়োগের জন্য সেই সেই প্রয়োগের চিন্তা করিবে।।'৬।।

'বালক্রীড়ানক দ্বারা বালাকে, কলাদ্বারা যৌবনস্থিতা তরুণীকে এবং পৌঢ়াকে তাহার বিশ্বাস্যলোকের সংগ্রহ করিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে।।'৭।।

ইতি ইঙ্গিতাকার সূচনামক প্রকরণ।

দ্বিতীয় ভাগ – চতুর্থ অধ্যায়

একপুরুষাভিযোগঃ অভিযোগতশ্চ ও কন্যায়প্রতিপত্তিঃ (একক ব্যবস্থাপন)

শাস্ত্রকারই প্রকরনের সম্বন্ধ বলিতেছেন—

'যে কন্যা ইঙ্গিত ও আকার দর্শিত করিবে, উপায়ানুসারে তাহার অভিযোগ করিবে।।'১।।

অভিযোগ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তর। তন্মধ্যে বাহ্য অভিযোগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন—

'দ্যুত ও ক্রীড়নকে বাক্যকলহ বাধাইয়া (দাম্পত্যভাবব্যঞ্জক) আকারের সহিত নায়িকার পাণিগ্রহণ করিবে।।'২।।

–যাহা হইলে নায়িকা বুঝিতে পারে যে, আমি ইহার বিবাহিতা।।২।।

'অবসর বুঝিয়া স্পৃষ্টাকাদি আলিঙ্গনবিধির বিধান করিবে।।'৩।।

'পত্রচ্ছেদ্যক্রিয়ায় নিজের অভিপ্রায়সূচক হংসাদিমিথুন নায়িকার নিকট দেখাইবে।।'৪।।

'এইরূপ অন্যান্য সাকারতিলকাদি বিরল প্রদর্শন করিবে।।'৫।।

'জলক্রীড়াকালে তাহার দূরে জলে নিমগ্ন হইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া সেইখানেই উঠিবে।।'৬।।

'নবপত্রিকাদি দেশ্যক্রীড়াকালে নিজের সবিশেষভাব নিবেদন।।'৭।।

–নবপত্রিকাদি দৈশিকক্রীড়ার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই ক্রীড়ার সময়ে নবপল্লকে নিজের মনোগত ভাব বুঝাইবার জন্য বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিবে। তদ্দ্বারা নিজের মনোগত ইচ্ছার বিষয় বুঝিতে পারিবে।।৭।।

'নির্বিঘ্নভাবে নিজের দুঃখ কীর্তন করা।।'৮।।

'অন্য কথাচ্ছলে ভাবযুক্তভাবে স্বপ্নের কীর্তন করিবে।।'৯।।

'প্রেক্ষণক (যাত্রা নাচ গান ইত্যাদিতে) স্থলে বা স্বজন সমাজে নায়িকার সম্মুখে বসিবে। সেখানে অন্যের অপদেশে নায়িকাকে স্পর্শ করিবে।।'১০।।

‘তাহার অঙ্গে নিজের অঙ্গ স্থাপন করিয়া রাখিবার জন্য চরণদ্বারা নায়িকার চরণ পীড়িত করিবে।।’১১।।

‘তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ধীরে ধীরে এক-একটি অঙ্গুলির অভিস্পর্শ করিবে।।’১২।।

‘পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নখাগ্র ঘট্টিত করিবে।।’১৩।।

‘তাহাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, সে-স্থান ছাড়িয়া অন্যস্থান ও সে-স্থান ছাড়িয়া তদুর্দ্ধ স্থান অভিস্পর্শ করিতে আকাঙ্খা করিবে।।’১৪।।

‘সহ্য করাইবার জন্য পূর্বাভ্যস্থরূপে আবার অভিস্পর্শ করিবে।।’১৫।।

‘যদি পাদধাবন করিয়া দেয়, তবে পাদাঙ্গুলি সন্দংশ দ্বারা তাহার পাদাঙ্গুলি পীড়ন করিবে।।’১৬।।

‘কোনও দ্রব্যের সমর্পণে বা গ্রহণে তদ্গত বিকার কার্য।।’১৭।।
‘তদ্গত বিকার, সনখস্পর্শ অর্পণ বা গ্রহন।।’১৭।।

‘যদি আচমনের জল দেয়, তবে আচমনের অবসানে জলচুলকদ্বারা আসেক করিবে।।’১৮।।
আসেক—জল ছিটাইয়া দেওয়া।।১৮।।

‘বিজনে বা অন্ধকারে দুইজনে বসিয়া সহ্য করাইবে। সমানদেশ শয্যাতে বসিয়া নখস্পর্শাদি সহ্য করানো যায়।।’১৯।।

‘সেখানে বসিয়া নায়িকাকে উদ্বিগ্ন করিয়া, আকার দ্বারা যথার্থ ভাব নিবেদন করিবে।।’২০।।

‘নির্জনে কিছু বলিবার আছে’—এই কথা বলিয়া বচনবিন্যাসে নায়িকার নির্বাচন ও ভাব, যেমন পারদারিকে বলিব, সেই অনুসারে উপলক্ষিত করিবে।।’২১।।

ভাব জানিতে পারিলে আভ্যন্তর অভিযোগ করিতে হইবে।
‘ভাব জানিতে পারিয়া ব্যাধির ছল করিয়া সংবাদ লইবার জন্য নিজের গৃহে তাহাকে (নায়িকাকে) আনাইবে।।’২২।।

‘আসিলে ‘মাথা কামড়াইতেছে, মাথা টেপ’ বলিয়া শিরঃপীড়নে নিয়োগ করিবে। তাহার হাত লইয়া আকারের সহিত নয়নদ্বয়ে ও ললাটে নিধান করিবে।।’২৩।।

‘ঔষধের অপদেশার্থে নায়িকার কর্মই ঔষধ বলিবে।।’২৪।।
–যাহা হইলে জানিতে পারে যে তাহার জন্যই ইহার এই অবস্থা।।২৪।।

‘এ তোমার করিতে হইবে। এ তোমা ভিন্ন অন্যের কার্য নহে। যখন নায়িকা গমন করিবে, তখন আবার আসিবার জন্য সানুবন্ধে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিবে।’২৫।।

‘এই প্রকার যোগ তিন রাত্রি ও তিন সন্ধ্যা প্রযুক্ত করিবে।।’২৬।।

‘নায়িকা আসিলে বহুক্ষণ দর্শনের জন্য কলা বা আখ্যায়িকার গোষ্ঠী (সমিতি) বর্দ্ধিত করিবে।’২৭।।

‘নায়িকার বিশ্বাসণের জন্য অন্যান্য স্ত্রীরও সহিত অধিক অধিক অভিযোগ করিবে; কিন্তু বাক্যে কিছুই নির্বাচন করিবে না।।’২৮।।

‘অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিলেও কন্যাসমূহের নিকট নির্বাচনে কিছুই সিদ্ধ হয় না। ঘোটকমুখ এই কথা বলেন।।’২৯।।
–কন্যাগণ বহু বহু অভিযোগের অপেক্ষা করে।।২৯।।

‘বহু অভিযোগ করিয়া যখন বুঝিবে, কন্যা কার্যে উন্মুখী হইয়াছে, তখনই উপক্রম করিবে।।’৩০।।

‘সন্ধ্যাকালে, রাত্রে ও অন্ধকারে, স্ত্রীলোকেরা তত ভয় করে না। সেই সেই সময়ে তাহারা সুরতব্যবসায়িনী ও রাগবতী হয়। তখন পুরুষকে পাইলে প্রত্যাখ্যান করে না; সুতরাং সেই সময়ে প্রয়োগ করা উচিত।।’৩১।।
–ইহাই প্রায়িক জানিবে।।৩১।।

‘এক পুরুষাভিযোগের সম্ভব না হইলে, নায়ক নায়িকাকে নিকটে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এইরূপ জ্ঞানসম্পন্না নায়িকার উপর প্রভাবশালিনী ধাত্রেয়িকা বা সখী সে-কথা না বলিয়া অন্যব্যপদেশে, অর্থাৎ অন্য প্রকারে ছল করিয়া, নায়িকাকে নায়কের পার্শ্বে আনিয়া দিবে ও দ্যুতক্রীড়াদিতে বাক্‌কলহ বাধাইয়া তাহার পর যথোক্ত অভিযোগ প্রয়োগ করিবে।।’৩২।।

‘অথবা নিজের পরিচারিকাকে নায়িকার সখীত্বে বরণ করিবে।।’৩৩।।

‘যজ্ঞস্থলে, বিবাহে, যাত্রায়, উৎসবে, ব্যসনে,* বা প্রেক্ষণকব্যাপৃত জনসঙ্ঘস্থলে, সেই সেই স্থলে যে ইঙ্গিতাকার দেখাইয়াছে এবং যাহার ভাব পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাকে যদি একাকিনী অবস্থায় উপক্রম করা যায়, তবে সে নিশ্চয়ই অঙ্কশায়িনী হইবে। দেশ ও কাল অনুসারে দৃষ্টভাবা স্ত্রীগণ প্রযুজ্যমান হইলে কখনই ব্যাবর্ত্তিত হয় না। বাৎস্যায়ন এই কথা বলেন। এই পর্যন্ত একপুরুষাভিযোগপ্রকরণ।।’৩৪।।

যেমন ধনহীনত্বাদি প্রযুক্ত কন্যালাভ করিতে না পারিয়া কন্যার অনুরঞ্জন করিবে; সেইরূপ কন্যাকে দিবার যদি কেহই না থাকে বা অন্যকারণে দানের যোগ্য না হয়, তবে কন্যা স্বয়ংই উপাবর্তন করিবে। সেরূপ স্থলে কন্যার প্রযোজ্য নিকটে অভিমুখীকরণ সম্বন্ধে কিছু কথিত হইতেছে—
কন্যা বরণের অযোগ্য কেন?
'কন্য যদি হীনাভিজনা হয়, কিংবা গুণবতী হইলেও যদি কেহ প্রদান করিতে না চায়, অথবা কুলীন হইলেও ধনহীনা বলিয়া সমানব্যক্তি বরণ করিতে না চায়, মাতৃপিতৃহীনা বলিয়া জ্ঞাতিকূলে পালিতা; কিন্তু প্রদত্তা হয় নাই। সে অবস্থায় কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পাণিগ্রহণ স্বয়ং করিতে ইচ্ছা করিবে।।'৩৫।।

সুদৃশ্য বর লাভের উপায় বলিতেছেন—
'সেই কন্যা নায়কগুণযুক্ত, যুদ্ধাদিতে সক্ষম, সুদর্শন পুরুষকে বাল্যক্রীড়াকালে যাহার উপর অধিক প্রীতি ছিল, তাদৃশ প্রীতির সাহায্যে অভিযুক্ত করিবে।।'৩৬।।

গুণান্তরের কথা বলিতেছেন—
'অথবা যাহাকে মনে করিবে যে, এ ব্যক্তি মাতাপিতার মত না লইয়াও ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যবশত নিজেই আমাতে প্রবর্তিত হইবে; তাহাকে প্রিয় ও হিতকর উপচারে ও বারংবার সন্দর্শন করিয়া নিজের অভিমুখ করিবে।।'৩৭।।

'ইহার মাতা ইহাকে সখী ও ধাত্রেয়িকার সহিত তাহার (নায়কের) অভিমুখকরণ করিবে।।'৩৮।।
–মাতা ত মরিয়া গিয়াছে, তবে কৃতক মাতা এরূপ করিবে।।৩৮।।

বাহ্য ও অভ্যন্তর উপচার দ্বারা কর্তব্য। তন্মধ্যে বাহ্যোপচারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—
'পুষ্প, গন্ধ ও তাম্বুল হস্তে লইয়া বিজনে এবং বিকালে নায়কসমীপে গমন। কলাকৌশল প্রকাশনে, সংবাহনে বা শিরঃপীড়নে যথোচিত প্রদর্শন করা কর্তব্য করিবে। প্রযোজ্য নায়কের অভিপ্রায়ানুযায়ী কথাযোগ কর্তব্য। বালাতে নায়কের উপক্রম বিষয়ে যেরূপ কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবে।।'৩৯।।
–ঔচিত্য দর্শন করিবে; কিন্তু হঠাত প্রতিজানতী হইবে না। তবে যদি নায়ক অত্যধিক অনুবন্ধ করে, তবে অনুকরণ করিবে মাত্র।।৩৯।।

'নায়িকা কামপরবশা হইলেও পুরুষ ব্যতীত নিজে কখনই অভিযোগ করিবে না। নিজে অভযোগিনী যুবতী নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। এই কথা আচার্যগন বলিয়াছেন।।'৪০।।

–তবে নায়ক যদি সেই প্রকার অভিযোগ করে, তবে তাহা প্রতিগ্রহ করিবে। তাহাতে গ্রহণে নিশ্চয়ই করিবে না।।৪০।।

‘কিন্তু নায়ক যেসকল অভিযোগ প্রযুক্ত করিবে, তাহা নায়িকা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবে। আলিঙ্গিত হইলে কিছুমাত্র বিকারভাগিনী হইবে না। নায়ক কোনরূপ মধুর আকার আবিষ্কার করিলে, তাহা অজানতীর ন্যায় অস্ফুটভাবে প্রতিগৃহীত করিবে। বদনগ্রহণকালে এমনটি করিবে, যাহাতে নায়কের বলাৎকার করিতে হয়। রতিভাবনায় অভ্যর্থ্যমানা হইলে, অতিকষ্টে নায়কের গুহ্যদেশ স্পর্শ করিবে।’৪১।।
–রতিভাবনা—সে যখন নায়ককর্তৃক নিজগুহ্যে তাহার পাণিন্যাসদ্বারা নিজের ব্যুৎপত্তি বিজ্ঞাপনার্থ অভ্যর্থ্যমান হইবে, তখন অতিকষ্টে নায়কগুহ্য স্পর্শ করিবে।।৪১।।

তাহার মধ্যেও বিশেষ কিছু আছে, তাহা বলিতেছেন—
‘নায়িকা অভ্যর্থিতা হইলে ভাব, অঙ্গ ও প্রতঙ্গ দর্শনদ্বারা অত্যন্ত বিনতা হইবে না; কারণ, যদি তখনও নিজগ্রহণে নিশ্চয় না হইয়া থাকে কিন্তু যখন মনে করিবে যে, এ-ব্যক্তি আমার অনুরুক্ত হইয়াছে, আর ফিরিবে না; তখন এ-ব্যক্তি অভিযোগ করিলে, বালভাবমোচনের জন্য (গান্ধর্ববিধিপূর্বক কৌমাহরণের জন্য) ত্বরাবতী হইবে এবং কন্যাভাব বিমুক্ত হইলে বিশ্বাস্য সখী ধাত্রেয়িকাদির নিকট প্রকাশ করিবে। বলিবে, গন্ধর্ববিধি অনুসারে আমি বিবাহিত হইয়াছি। ইতি প্রযোজ্যের উপাবর্তননামক প্রকরণ।।’৪২।।

‘এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে–’
কন্যা অভিযুজ্যমানা হইয়া যাহাকে সুখকর এবং আশ্রয়যোগ্য মনে করিবে এবং দেখিবে অনুকূল ও বশ্য; তাহাকেই পরিগ্রহ করিবে।।’৪৩।।

‘যেখানে গুণের বা উচিতভাবে এবং রূপের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ধনের লোভে বহু সপত্নী থাকা সত্বেও পতি গ্রহণ করিবে, সেখানে কন্যা স্বয়ং সগুণ সমর্থ এবং একান্তত অর্থিজনকে উপায়পূর্বক অভিযোগ করিলেও প্রতিলোভিত করিবে না, পরিহার করিবে।।’৪৪।।
–যেখানে দেখিবে, ধনবান, বহুপত্নীক এবং গুণবানও বটে, সেখানে তাহাকে প্রতিলোভিত করিবে না, পরিহার করিবে।।৪৪।।

‘বরং বশ্য নির্গুণ, দরিদ্র এবং আত্মধারণক্ষম (কুটুম্বমাত্র পোষাক) পতিও ভাল; কিন্তু বহু-সাধারণ (বহুপরিবারান্তরভুক্ত সেও একজন) এইরূপ পতি গুণযুক্ত হইলেও তত প্রিয়কর হইবে না।।’৪৫।।

যে বশ্য নহে, তাহার দোষ আছে—

‘প্রায়শ ধনীগণের দারগণ বহু হয় এবং তাহারা নিরঙ্কুশই (স্বেচ্ছাচারী) হইয়া থাকে। তাহাদিগের বাহ্য বসনাসনাদি উপভোগ প্রচুর থাকায় সেইসকল দারগণ বহিঃসুখসম্পন্ন বলিয়া, রতিরসের নিতান্ত উপভোগপাত্র হইতে পারে না।।’৪৬।।

–আন্তর সুখের আশায় তাহাদিগকে বিশ্বাস করা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।।৪৬।।

‘যদি কোন নীচ জাতি বা বৃদ্ধ কিংবা চিরপ্রবাসী পুরুষ অভিযোগ করে, তবে সে কখনই রতিসংযোগ লাভ করিতে উপযুক্ত নহে।।’৪৭।।

‘যে ব্যক্তি যাদুচ্ছিক অভিযোগশীল বা ব্যাজবহুল (কপটতাকারী), কিংবা দম্ভ ও দ্যুতে নিতান্ত আসক্ত, সপত্নীক বা সাপত্য, অথবা একতরবান্, সে কখনই রতিসংযোগ পাইবার অধিকারী নহে।।’৪৮।।

যদি বশ্য হয়, তবে তাদৃশ ব্যক্তিও যোগ্য—

‘অভিযোগকারীগণের উক্ত গুণ সমানই হইলে, তন্মধ্যে একজন প্রার্থয়িতা নিশ্চয়ই বর হইতে পারিবে। তাহাদিগের যদ্যপি গুণ সমানই থাকে, তথাপি যে অভিযোক্তা সাধুকারী, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহার অনুরাগ অতীব পরিস্ফুট।।’৪৯।।

ইতি অভিযোগত কন্যাপ্রতিপ্রত্তিনামক প্রকরণ।

———————————————

* ব্যসন—কামজ দশ প্রকার, যথা মৃগয়া, দ্যুত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, বেশ্যাসক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, যথাভ্রমণ, মদ্যপান।

দ্বিতীয় ভাগ – পঞ্চম অধ্যায়

বিবাহযোগঃ (বিবাহ দ্বারা সম্মিলন)

এইভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া স্বয়ংবরে প্রবৃত্তা নায়িকাকে গান্ধর্ববিধানযোগ করিবে। আর তদ্বিপরীতাকে আসুরাধিবিধানযোগ করিবে। এই জন্য বিবাহযোগ কথিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে গান্ধর্ববিধানই প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহার সহায়সাধ্য বিধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

'যদি কন্যার দর্শন প্রচুরপরিমানে না পাওয়া যায়, তবে প্রিয়কর ও হিতপ্রায় উপচার দ্বারা পুরুষপ্রবৃত্তা ধাত্রেয়িকাকে হস্তগত করিয়া তাহার নিকট প্রেষিত করিবে।।'১।।

'সেই ধাত্রেয়িকা কন্যার বিদিত না হইয়া নায়কের পক্ষ হইয়া নায়কের গুণদ্বারা নায়িকাকে অতিরঞ্জিত করিবে। যাহা নায়িকার অত্যন্ত রুচিকর, সেইসকল নায়কগুণ তাহার নিকট ভুয়িষ্ঠভাবে উপবর্ণিত করিবে। আর অন্যান্য বরয়িতার যে-সকল দোষ নায়িকার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিবে, সে সকল দোষ নায়িকার নিকট সতত প্রতিপন্ন করিবে। মাতা ও পিতার গুণাগুণাভিজ্ঞতা, অর্থে লোভ এবং বান্ধবগণের চপলতা প্রতিপন্ন করিবে। আর যে-সকল সমানজাতীয় শকুন্তলা প্রভৃতি কন্যাগণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রয়োগ করিয়া, পরে গুরুজনের নিকট অনুমোদিত হইয়াছিল, সেইসকল কন্যা ইহাকে নিদর্শনস্থায়ীয় করিয়া দেখাইবে। আরও বলিবে, মাতাপিতা হয়ত মহাকূলে দান করিতে পারেন; কিন্তু তথায় সপত্নীগণ অত্যন্ত পীড়া দেয়, স্বামীর বিদ্বিষ্ট করিয়া সুখ দেয় ও পরিশেষে পরিত্যাগ পর্যন্ত করাইয়া থাকে, ইহা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র পত্নী হইলে তাহার পরিণাম বর্ণনা করিবে। একচারিতায় অনুপহত সুখ ও নায়িকার প্রতি অনুরাগ বর্ণনা করিবে। যখন বুঝিবে নায়িকার মনে অনুরাগ জমিয়াছে, কিন্তু মরিবার ভয় ও লজ্জার জন্য স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না দেখিয়া, উপায় দ্বারা সে ভয় ও লজ্জার অবচ্ছেদ করিয়া দিবে। সমস্তই দ্যুতির ন্যায় আচরণ করিবে। বলিবে, তুমি অজানতীর ন্যায় থাকিবে, অথচ নায়কই তোমাকে বলাৎ গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে ত সুন্দরভাবে পরিগৃহীত হইবে; ইত্যাদি বলিয়া যোজিত করিবে।।'২।।

'নায়িকা স্বীকার করিলে, নায়ক কোনও একটি নিভৃত স্থানে তাহাকে লইয়া গিয়া কোনও শ্রোত্রিয়ের বাটি হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনাইয়া কুশ পাতাইয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধানানুসারে হোম করিয়া অগ্নিকে

তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। নায়িকাকে তিনবারই পরিভ্রমিত করিবে। তারপর মাতাকে ও পিতাকে জানাইবে। অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ আর নিবর্তিত হয় না, ইহা আর্যাচার জানিবে।।'৩।।
–নিবর্তিত হয় না–তাহাকে আর অন্যের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় না। অগ্নিসন্নিধান ধর্মবিবাহে কর্তব্য।।৩।।

'কেবল যে উদ্বাহমাত্র করিয়া প্রকাশ করিবে, তাহা ননে। কন্যাকে অভিগমন-দোষে দূষিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহার স্বজন বর্গের নিকট প্রকাশ করিবে। আর যাহা হইলে নায়িকার বান্ধবগণ কুলের দোষ পরিহারার্থ এবং দণ্ডের ভয়ের জন্য তাহাকেই ইহাকে দেয় সেইরূপ যোগাযোগ করিবে। তারপর প্রীতিপুর্বক উপহার প্রদান ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া নায়িকার বান্ধবদিগকে প্রীত করিবে। অথবা গান্ধর্ববিধানানুসারেই বিবাহের চেষ্টা করিবে।।'৪।।

'স্বয়ং পাণিগ্রহণ করিতে নায়িকা যদি অস্বীকুর্খতী হয়, তবে কোন অন্তরঙ্গ কুলস্ত্রীকে বা নায়কের পূর্বসংসৃষ্ট প্রীয়মাণ স্ত্রীকে দ্রব্য দ্বারা স্বীকৃত করিয়া, তদ্দ্বারা নায়িকাকে অন্য কার্যের ছলে গমনীয় সময়ে আনাইবে। তারপর শ্রোত্রিয়ের বাটি হইতে অগ্নি আনাইয়া পূর্বের ন্যায় বিবাহ করিয়া ফেলিবে।।'৫।।

'অথবা কোনও প্রাতিবেশ্যা আসন্ন বিবাহে নায়িকার মাতাকে নায়িকার অভিমত দোষগুলি এক-একটি করিয়া বলিয়া নায়িকা যাহাকে মনঃস্থ করিয়াছে, তাহার অনুমোদনার্থ অভিপ্রায় লওয়াইবে। তারপর মাতার অভিপ্রায় লইলে, রাত্রে সেই প্রতিবেশ্যার বাটিতে নায়ককে আনাইয়া শ্রোত্রিয়বাটি হইতে অগ্নি আনাইয়া পূর্বের ন্যায় বিবাহ সম্পাদন করাইবে।।'৬।।
–প্রতিবেশবাসিনী অবশ্য নায়কের দ্রব্যোপহারে সন্তুষ্ট হইয়াই এরূপ কার্যে ব্রতী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এটি দ্বিতীয় কল্প জানিবে।।৬।।

'অথবা সমানবয়স্ক বেশ্যা বা পরস্ত্রীতে প্রসক্ত নায়িকার মাতাকে দুঃসাধ্য স্ত্রী সম্পাদনাদি দ্বারা বা প্রিয়কর দ্রব্যোপহার দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিতান্ত অনুরঞ্জিত করিবে। পরে তাহাকে নিজের অভিপ্রায় গ্রহণ করাইবে। প্রায়ই যুবকগণ সমানশীল, সমানব্যসন ও সমানবয়স বয়স্যিদিগের কোনও বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। তারপর তদ্বারাই অন্যকার্যের ছলে নায়িকাকে আনাইবে এবং গমনীয় সময়ে শ্রোত্রিয়বাটি হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনাইয়া বিবাহকার্য সমাধা করিবে।।'৭।।
প্রিয়োপগ্রহ—যে বস্তু যাহার প্রিয়, তাহাই তাহাকে আপাতত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া।
সাম—নীতিবিশেষ, আপাতত যে নীতি অবলম্বন দ্বারা মনোমালিন্য-বিবাদাদির নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

দান—ইহাও নীতিবিশেষ, আপাতত অর্থাদি দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করা, বা অন্য উপায় দ্বারা। অভিপ্রায় গ্রহণ—তোমার ভগিনীকে পরিণয় করিতে ইচ্ছা করি, এইরূপ অভিপ্রায় গ্রহণ করাইয়া। ইহা তৃতীয় কল্প।।৭।।

সুপ্ত বা প্রমত্তনায়িকার উপগম করিয়া যে তাহাকে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ কহে। ‘ধাত্রয়িকা অষ্টমীচন্দ্রিকাদিদিবসে, (অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী, অষ্টমীচনদ্রিকা) সেইদিন দিবসে উপবাস করিয়া পূজাপূর্বক রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয়। মদনীয় সুরাদি নায়িকাকে পান করাইয়া নিজের কিছু কার্যের উদ্দেশ্য করিয়া নায়কের গমনীয় দেশে নায়িকাকে আনিবে। সেইস্থলে নায়িকা আসিয়া মদ্যপানাদি দ্বারা সংজ্ঞাহীন হইলে অভিগম দ্বারা দূষিত করিয়া, পরে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে বিবাহ করিবে।। ’৮।।
–দূষিত করিয়া তাহার বান্ধবের নিকট ক্রমশ প্রকাশ করিবে এবং যাহা হইলে নিজে পায়, তাহার যোগাযোগ করিবে।।৮।।
এই এক প্রকার।।৮।।

‘ধাত্রেয়িকার নিকট শায়িনী আছে, কিন্তু নিকটে আর কেহই নাই, সেই অবস্থায় ধাত্রেয়িকাকে প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অভিগমন দ্বারা দূষিত করিয়া পূর্বের ন্যায় বিবাহ করিবে।।’৯।।
–ইহা দ্বিতীয় প্রকার। ইহাতে অগ্ন্যাহরণাদি নাই। কারণ, এই বিবাহ অধর্ম।।৯।।

প্রসহ্যাহরণে (বলাৎকারে) রাক্ষস বিবাহ—
‘গ্রামান্তরে বা উদ্যানে নায়িকা গমন করিয়াছে জানিয়া, বহুসহায়ের সহিত সুসংনদ্ধ—বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়া নায়ক তখন রক্ষকগণকে বিত্রস্ত করিয়া বা মারিয়া ফেলিয়া কন্যাকে হরণ করিবে।’ ইতি বিবাহযোগ।।১০।।

আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোন্‌টির অপেক্ষা কাহার প্রাধান্য, তাহা কীর্তন করিতেছেন—
‘আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পূর্ব পূর্ব বিবাহ প্রধান; কারণ ধর্মত সেই বিবাহ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব বিবাহ করিতে অক্ষম হইলেই, তবে উত্তর উত্তর করিতে প্রবর্তিত হইবে।।’১১।।

‘কৃত বিবাহের ফল অনুরাগ। এই অনুরাগাত্মক গান্ধর্ব বিবাহ মধ্যম হইলেও সুতরাং পূজনীয়।।’১২।।

গান্ধর্বের প্রধান্য হইবার কারণ যাহা, তাহা একই শ্লোকে প্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন—
‘গান্ধর্ব বিবাহ সুখের হেতু, ইহাতে প্রায়শই তত ক্লেশভোগ করিতে হয় না, ইহাতে বরণ-সম্বিধানও নাই এবং এটি অনুরাগাত্মক। এই সমস্ত কারণে গান্ধর্ব বিবাহই আট প্রকারের মধ্যে প্রবর, এইরূপ আচার্যেরা মনে করেন।।’১৩।।

ইতি বিবাহযোগপ্রকরণ।

তৃতীয় ভাগ

ভার্যাধিকারিক

তৃতীয় ভাগ – প্রথম অধ্যায়

একচারিণীবৃত্তম্ ও প্রবাসচর্য্যা (এক পত্নী সংক্রান্ত)

কন্যা পুরুষের সহিত সম্প্রবৃত্ত হইবে, ইহা কথিত হইয়াছে; কিন্তু কিরূপে পুরুষের সহিত ব্যবহার করিবে, তাহা বলা হয় নাই। অতএব এখন ভার্যাধিকারিক অধিকরণ বলা যাইতেছে। সেটী কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণেরই অঙ্গভুত। নতুবা ততোহধিক বা ততোহপি বিশেষ অনুষ্ঠান হওয়ায় সংযুক্তা হইয়া অসম্প্রযুক্তাই হইয়া যাইবে।
ভার্যা দ্বিবিধ—একচারিণী ও সপত্নীকা। তাহার মধ্যে প্রধানত প্রথমে একচারিণীবৃত্ত নামক প্রকরণের আরম্ভ করা হইতেছে—

'একচারিণী ভার্যা গূঢ়বিশ্বাসসম্পন্না হইয়া পতিকে দেবতার ন্যায় চিন্তা করিয়া তাহার চিত্তের অনুবিধান করিয়াই নিজ শরীরের স্থিতি বিষয়ে চেষ্টিতবতী হইবে।।'১।।

বৃত্তের সূচনা করিতেছেন—
'পতির মতানুসারেই পত্নী গৃহচিন্তা আত্মাধীন করিবে।।'২।।

'একচারিণী নারী গৃহগুলি সর্বদা পবিত্র রাখিবে। সর্বদা গৃহের সকল স্থানগুলিই সুশোভিত করিবে। স্থানে স্থানে বিধিধকুসুম বিপ্রকীর্ণ করিয়া দিবে। ভূতল স্থানসকল মসৃণ করিবে। স্থানগুলি হৃদ্যদর্শন হইবে। ত্রিসন্ধায় বলিকর্ম আচরিত হইবে এবং দেবতায়নগুলি পূজিত হইবে।।'৩।।

'গোনর্দীয় বলেন, ইহা ভিন্ন গৃহস্থের পক্ষে চিত্তগ্রাহক আর কিছুই নাই।।'৪।।

'শ্বশুরাদিগুরুজনে, ভৃত্যবর্গে, নায়কভগিনী-ননান্দাসকলে এবং তাহাদিগের স্বামীর নিকট যেমন যাহার প্রতিপত্তি তাহার নিকট সেইরূপ প্রতিপত্তির বাক্ ও কার্যের দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া রক্ষা করিবে।।'৫।।

'গৃহের শোধন হইলে হরিত (ধান্যক ও আদ্রকাদি), শাক (পালঙ্ক্য আদি), ইত্যাদি ক্ষেত্র নির্মাণ করিবে এবং ইক্ষুর গাছ, জীরক, সর্ষপ, অজমোদ, শতপুষ্পা, তমাললতার ক্ষেত্র পরিপাটি করিবে।।'৬।।

‘বৃক্ষবাটিকায় কুজ্জক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরণ্টক, নবমালিকা, তগর, নন্দাবর্ত ও জপার গাছ এবং তদ্ভিন্ন আরও যে সকল গাছ বহুপুষ্প হয়, তাহাও রোপন করিবে, বালক ও উশীর (বেলা) ক্ষেত্র নির্মাণ করিবে। আর মধ্যে মধ্যে মনোজ্ঞ স্থণ্ডিলসকল (অবপর্দিক) নির্মাণ করাইবে।।’৭।।

‘মধ্যে একটি কূপ, বাপী বা দীর্ঘিকা খনন করাইবে।।’৮।।

‘ভিক্ষুকী, শ্রমণা, ক্ষপণা, কুলটা কুহকেক্ষণিকা এবং মুলকারিকাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না।।’৯।।
ভিক্ষুকী—ভিক্ষণশীলা; শ্রমণা ও ক্ষপণা—রক্তপট্টধারিণী সন্ন্যাসিনী; কুলটা—গোপনে খণ্ডিতচরিত্রা; কুহকা—কৌতুকদর্শণকারিণী; ঈক্ষণিকা—বিপ্রশ্নিকা; মূলকারিকা—বশীকরণমূলক কর্মকারিণী।।৯।।

‘ভোজনবিষয়ে—নায়কের এটি রুচিকর, এট দ্বেয্য, এটি পথ্য, এটি অপথ্য—ইহা বিলক্ষণরূপে জানিবে।।’১০।।
–ইহাই জ্ঞানে নায়কের অভিলাষিত সম্পাদন করা হইবে।।১০।।

‘বাহিরে নায়কের স্বর শুনিয়া ঘরে আসিতেছেন বুঝিয়ে, ‘কি করিতে হইবে বা কি চাই’—বলিতে বলিতে সাবধান সহকারে আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইবে।।’১১।।

‘পরিচারককে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে।।’১২।।

‘বিজনপ্রদেশে নায়কের দর্শনপথে বিমুক্তভূষণ হইয়া দাঁড়াইবে না।।’১৩।।

‘নায়ক অতিব্যয় বা অসদ্ব্যয় করিতে থাকিলে নির্জন স্থানে বুঝাইবে।।’১৪।।

‘আবাহে (বরগৃহে, বিবাহে), বাসরে, যজ্ঞে বা সখীদিগের সহিত কোন গোষ্ঠীতে বা দেবতায়তনে গমন করিতে হইলে, নায়কের অনুজ্ঞা লইয়া যাইবে।।’১৫।।

‘যক্ষরাত্রি প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই নায়কের আনুকূল্য করিয়া প্রবর্তিত হইবে।।’১৬।।

‘নায়ক শয়ন করিলে শয়ন করিবে, নায়ক না উঠিতেই উঠিবে। দিনে যতক্ষণ নিদ্রাভগ্ন না হয়, ততক্ষণ উঠিবে না।।’১৭।।

‘মহানস (পাকশালা) সুগুপ্ত হইবে, যাহাতে কোন উপরিক প্রবিষ্ট না হইতে পারে এবং দর্শনীয় হইবে, অন্ধকারাদি থাকিবে না, পরিষ্কার হইবে, সাজান থাকিবে, দ্রব্যাদি বিপ্রকীর্ণ থাকিবে না।।’১৮।।

‘নায়কের অপরাধ হইলে, কলুষিত হইয়া অত্যান্ত কিছুই বলিবে না।।’১৯।।

‘কিছু যদি তিরস্কারই করিতে হয়, তবে একাকী পাইয়া বা মিত্রজনমধ্যস্থ পাইয়া সাধিক্ষেপ বাক্যে তিরস্কার করিবে। কখনও মূলকারিকা—বশীকরণ জন্য মূল কর্ম করিবে না।।’২০।।

‘এই বশীকরণ কর্মাপেক্ষা অন্য যে কিছু অবিশ্বাসের কারণ আছে, ইহা গোনর্দীয় স্বীকার করেন না।।’২১।।

‘দুর্বাহৃত (দুর্বচন), দুর্নিরীক্ষিত (অস্নিগ্ধবীক্ষণ), বক্রমুখী হইয়া কথা বলা। এ তিনটি বৈরাগ্যজনক। দ্বারদেশে অবস্থান, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে থাকিয়া দর্শন। এতদুভয় অযত্নসাধ্য হইলেও অকর্তব্য। গৃহবাটিকার মধ্যে যাইয়া কোন স্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করা, নির্জন গৃহপ্রদেশে যাইয়া অনেক কাল অবস্থান করা। এ দুইটি অস্নিগ্ধতাজনক; সুতরাং বর্জন করিবে।।’২২।।

‘স্বেদ (ঘর্ম), দন্তমল ও দুর্গন্ধ বুঝিবে; কারণ, ইহা ভর্তার বৈরাগ্যের কারণ।।’২৩।।

‘বহুভূষণ ধারন, বিবিধকুসুম ও অনুলেপন গ্রহণ এবং বিবিধপ্রকার অঙ্গরাগে সমুজ্জ্বল বসন পরিধান নায়কের অভিগমনকে লক্ষ্য করিয়াই করিবে; কারণ, ইহা আভিগমিক বেশ। প্রতনু (খুব মিহি), শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ ও খাপি), অল্প দুকূলতা (দুইখান মাত্র কাপড় পরা), পরিমিত আভরণ (গ্রীবা ও কর্ণে) এবং সুগন্ধিতা (গোলাপ আতর প্রভৃতি মাখা), অতিরিক্ত অনুলেপন নহে এবং অন্য শুক্ল পুষ্পসকল ধারণ করা বৈবাহিক বেশ। বিহার ভ্রমণকালীন বেশ এই প্রকারের করিতে হইবে।।’২৪।।

‘নায়কের ব্রত ও উপবাসে স্বয়ংও করিয়া অনুবর্তিত হইবে। বারণ করিলে ‘এবিষয়ে তুমি আমার কিছু নির্বন্ধ করিও না’—বলিয়া নায়কের কথা ফিরাইয়া দিবে।।’২৫।।

‘উপযুক্তকালে মৃদুভাণ্ড, বিদলভাণ্ড (পেটরাদি), কাষ্ঠভাণ্ডপীঠখট্টাদি, চর্মভাণ্ড মশকাদি, লৌহভাণ্ড চাটুকাদি, তাম্রভাণ্ড ঘটি প্রভৃতি, পিত্তলভাণ্ড বহুগুণা (বেক্‌নো) প্রভৃতি সমান মূল্যে ক্রয় করিবে। পরে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা করিয়া সুবিধা সময়ে ক্রয় করিবে।।’২৬।।

‘সৈন্ধবাদি লবন, সর্ষপরণাদি তৈল, তগরাদি গন্ধদ্রব্য, কটুকভাণ্ড তুম্বী আদি, দ্বিপঞ্চ মুলাদি ঔষধ, যাহা কিছু দুর্লভ মনে করিবে; তাহা গৃহমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবে। অন্যথা সময়ে পাওয়া যাইতে নাও পারে।।’২৭।।

‘মূলক, আলুক (গোলালু ও মাটির আলু), পালঙ্কী (পালংশাক), দমনক (দোনাগাছ), আম্রতক (আমড়া), এর্বারুক (কাঁকুড়), ত্রপুস (শাকবিশেষ), বার্তাক, বেগুন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু (লাউ), সূরণ

(ওল), শুকনাসা (শীম), স্বয়ংগুপ্তা (কপি, কচ্ছু), তিলপর্ণিকা (কাশ্মীর), অগ্নিমন্থ, লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত ঔষধির যথাকালে বীজগ্রহণ ও বীজবপন করিবে।।'২৮।।
–অন্যথা অসময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও পাওয়া নাও যাইতে পারে।।২৮।।

'নিজের সারদ্রব্যের (ধনের) এবং ভর্তা যাহা মন্ত্রণার কথা বলিবেন, তাহা পরকে বলিবে না।।'২৯।।

'সমান স্ত্রীকে কৌশল প্রদর্শন করিয়া নিজের উজ্জ্বলতা বিকাশ করিয়া পাকদ্বারা ও মনস্বিতা দ্বারা আর নানাবিধ উপচার দ্বারা ভর্তার নিকট হীন বলিয়া প্রখ্যাপন করিতে চেষ্টা করিবে।।'৩০।।

'সংবৎরিক আয় নির্ধারণ করিয়া তদনুরূপ ব্যয় করিবে।।'৩১।।

'ভোজনাবিশিষ্ট দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুতকরণ ও আবশ্যক সর্ষপ ও ইক্ষুকাণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে তৈল এবং গুড় প্রস্তুত করিবে। কার্পাসের সূত্র কর্তন এবং সূত্রের বাণ (আচ্ছাদনার্থ বসন) প্রস্তুত করিবে এবং শিক্য (ভাণ্ড স্থাপনার্থ), রজ্জু (জলোদ্ধারনার্থ), প্যশ (পশুবন্ধনার্থ), বল্কল (রজ্জাদি নির্মাণ করিবার জন্য) সংগ্রহ করিবে। (ধান্যের) কুট্টন ও কণ্ডন (তণ্ডুলের) পরীক্ষা করিবে। আচাম, মণ্ড, তুষ, কণ, কুটি (কুঁড়ো) ও অঙ্গারের উপযোগ করিবে, অর্থাৎ আচার ও মণ্ড গবাদিকে তুষ রন্ধন লেপন দিবে, কণ কুক্কুটাদিকে, কুটি গোমেষাদিকে, অঙ্গার যাহা মহানসে উৎপন্ন হইবে, তাহা লোহভাণ্ডকরণাদিতে উপযোগ করিবে। তাহাদিগের বেতন ও ভরণ যেরূপ দেশকাল কর্মানুসারে দাতব্য ও কর্তব্য, তাহা ভাল করিয়া জানিবে। কর্ষণ, বাপন, রোপনাদি, পশুপালনচিন্তা ও বাহন বিধান সুন্দররূপে প্রত্যবেক্ষণ করিবে। মেষ, কুক্কুট্টি, লাবক, শুক, শারিকা, কোকিল, ময়ুর, বানর ও মৃগগনকে অববেক্ষণ করিবে। এতড্ভিন্ন দৈবসিক আয় ও দৈনিক ব্যয় পিণ্ডীকরণ (একত্র) করিয়া দেখিবে। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম।।'৩২।।

'নায়কোপভুক্ত জীর্ণ বসনের সঞ্চয় ও সঞ্চিত বিবিধরাগে রঞ্জিত বা শুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া যাহার কর্ম করিয়াছে বা করিতেছে, সেইসকল পরিচারকগণকে মানার্থে-অনুগ্রহস্বরূপ দান বা দীপবর্তি, কন্থা বা ঔপরিক (ওয়াড়) প্রস্তুতাদি করিবে।।'৩৩।।

'সুরাকুম্ভী ও আসবকুম্ভীর প্রচ্ছন্নভাবে স্থাপন ও তাহার প্রয়োজনানুসারে উপযোগ এবং ক্রয়বিক্রয় ও আয়ব্যয় আবেক্ষণ করিবে।।'৩৪।।

'যাহারা নায়কের মিত্র, ন্যায়ানুসারে মাল্য, অনুলেপন ও তাম্বুল দান করিয়া তাহাদিগের পূজা করিবে। শ্বশ্রূ বা শ্বশুরের পরিচর্যা করিবে। তাঁহাদিগের অধীন হইয়া, কথায় কথায় উত্তর না দিয়া,

পরিমিত ও অপ্রচণ্ডভাবে আলাপ করা এবং অনুচ্চভাবে হাস্য করা কর্তব্য। আর তাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয়ে নিজের প্রিয় ও অপ্রিয়ে যেরূপ আচরণ করা যায়, সেইরূপ করা। ভোগে গর্বপ্রকাশ না করা। পরিজনে দাক্ষিণ্য (সরলতা) প্রকাশ করা। নায়ককে না বলিয়া কাহাকেও দান না দেওয়া। নিজের কর্মে ভৃত্যজনের নিয়োগ করা। উৎসবাদিতে তাহাদিগের পান-ভোজনাদি দিয়া পূজা করা। ইহাই একচারিণী নায়িকার বৃত্ত জানিবে।।'৩৫।।

ইতি একচারিণীবৃত্তনামক প্রকরণ।।

নায়ক সন্নিহিত থাকিলে একচারিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া হইল। এখন নায়ক প্রোষিত (বিদেশস্থ) হইলে নায়িকার কি কি কর্তব্য তাহার উপদেশ করা যাইতেছে—

এখন প্রবাসচর্যাপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে—

১। 'নায়ক প্রবাসে অবস্থান করিলে, কেবলমাত্র মঙ্গলকর আভরণ (লোহা ও খাড়ু মাত্র) ধারণ করিয়া দেবতার প্রীত্যর্থ উপবাসপরায়ণা হইবে। আর নায়কের সংবাদ অন্বেষণে যত্নপর হইয়া গৃহকর্ম অবেক্ষণ করিবে।।'৩৬।।

২। 'শ্বশুরপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে শয্যা করিয়া শয়ন করিবে। গুরুজনের অভিমতানুসারে কর্যানুষ্ঠান করিবে। নায়কের অভিমত অর্থের উপর্জনে ও যাহা তাঁহার অভিমত ছিল, কিন্তু উপার্জন করিতে না পারিয়াই প্রবাসে যাইতে হইয়াছে, সে-সকল অর্থের উপার্জনার্থ প্রতিসংস্কার করিতে প্রযত্ন করিবে।।'৩৭।।

৩। 'নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মে উচিত ব্যয় ও নায়কের আরব্ধ কর্মগুলির সমাপনে মতি করিবে।।'৩৮।।

৪। 'নায়কের জ্ঞাতিকুলে অভিগমন, ব্যসন ও উৎসব ব্যতীত করিবে না। ব্যসনে বা উৎসবে নায়কের পরিজনদ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া যাইবে; কিন্তু অধিককাল অবস্থান করিবে না। প্রবাসবেশ পরিবর্তন করিবে না।।'৩৯।।

৫। 'গুরুজনের অভিমতানুসারে উপবাস করিবে। অদৃষ্টদোষ আজ্ঞাধিষ্ঠিত পরিচারক দ্বারা অনুমত ক্রয়বিক্রয় কর্ম দ্বারা ধনের অভিবর্ধন ও শক্তি অনুসারে ব্যয়ের সংক্ষেপ করিতে যত্নপ্রকাশ করিবে।।'৪০।।

৬। 'নায়ক প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে প্রথমত প্রবাসবেশেই সাক্ষাৎ করিয়া দর্শন করিবে। পরিজনের সহিত দেবতাপূজা ও উপযাচিতক উপহারগনের দেবতার উদ্দেশে দান করিবে। ইতি প্রবাসচর্যা।।'৪১।।

ইতি প্রবাসচর্যানামক প্রকরণ।।

'এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—
কুলস্ত্রী, পুনর্ভু, বেশ্যা, একচারিণী সকলেই নায়কের হিত ইচ্ছা করিয়া সদ্বৃত্তের অনুবর্তন করিবে। নারীগণ সদ্বৃত্ত অবলম্বন করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, স্থান এবং নিঃসপত্ন ভর্তা লাভ করিতে পারে।।'৪২।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাস্যায়নীয় কামসূত্রে ভার্যাধিকারিকনামক তৃতীয় অধিকরণে একচারিণীবৃত্ত ও প্রবাসচর্যানামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।।১।।

তৃতীয় ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

সপত্মীষু জেষ্ঠাবৃত্তম্ কনিষ্ঠাবৃত্তম্, পুনর্ভূবৃত্তম্, দুর্ভগাবৃত্তম্, আন্তঃপুরিকম্ ও পুরুষস্যবহ্বীভি প্রতিপত্তিঃ (প্রধানা পত্নী ও অন্যান্য পত্নী সংক্রান্ত)

সেই নায়িকা যখন সপত্নীগণপরিবৃত হইবে, তখন কিরূপে আচরণ করিবে? এইজন্য সপত্নীগণমধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত কীর্তন করিতেছেন।

কিরূপে সপত্নী হয়? তাহা বলিতেছেন;
'জাড্য (শাঠ্য), দৌঃশীল্য (চরিত্রখণ্ডন), দৌর্ভাগ্য ও সন্তানের অনুৎপাদন (বন্ধ্যাত্ব), নিরবধি কন্যাজনন এবং নায়কের চপলতা-দোষে সপত্নীর অধিবেদন সম্ভব।।'১।।

'সুতরাং প্রথম হইতেই ভক্তিদ্বারা জাড্য, শীলদ্বারা দৌঃশীল্য ও বৈগন্ধ্যখ্যাপনদ্বারা দৌর্ভাগ্য ও নায়কচপল পরিহার করিতে ইচ্ছা করিবে। যদি সন্তানোৎপত্তি না হয়, তবে নিজেই নায়ককে 'বিবাহ কর' বলিয়া প্রেরণ করিবে।।'২।।

'নায়িকা সপত্নীযুক্ত হইলে নিজের যে পরিমান শক্তি, সেই অনুসারে সপত্নীগণের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠতাখ্যাপন করিবার জন্য মার্যাদাব্যবস্থাপন করাইবে।।'৩।।

'সপত্নী আসিলে তাহাকে ভগিনীর ন্যায় দর্শন করিবে। নায়ক যাহাতে জানিতে পারে, এরূপভাবে সপত্নীর রজনীকর্তব্য সংস্কারবিধি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিচারিকা দ্বারা করাইবে। তাহার সৌভাগ্যজনিক বিকার (সাহঙ্কার বাক্য) বা গর্বাদি চিত্তবিকারের আদর করিবে না।।'৪।।

'যদি ভর্তার উপর কোনরূপ প্রমাদ করিয়া বসে, তবে তাহা উপেক্ষা করিবে না। তবে যখন বুঝিবে যে, এ স্বয়ংই প্রমাদ বুঝিতে পারিয়া সংশধন করিতে পারিবে, সেইখানেই আদর করিয়া শিক্ষা দিবে—দেখ! এরূপ আর করিও না।।'৫।।

'নায়কের কর্ণগোচর হইলে, তখন নির্জন প্রদেশে নায়কের আদর্শিত কলাবিশেষ দেখাইবে।।'৬।।

‘তাহার পুত্র হইলে অবিশেষভাব প্রদর্শন করিবে। পরিজনবর্গে অধিক দয়া প্রকাশ করিবে। মিত্রবর্গে অধিক প্রীতিদর্শন করিবে। নিজ জ্ঞাতিবর্গে অত্যান্ত আদর করিবে না। নায়কের জ্ঞাতিবর্গে অতিরিক্ত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবে।।’৭।।

‘সপত্নী বহু হইলে, যে তাহার অব্যবহিত পরে বিবাহিত হইয়াছে, তাহারই সহিত সংসর্গ করিবে।।’৮।।

‘নায়ক যাহাকে অধিক ভালবাসিবে, তাহার সহিত ভূতপুর্বসুভগার প্রোৎসাহ দিয়া কলহ বাধাইয়া দিবে।।’৯।।

‘কলহিতা হইলে গোপনে (আরও কলহ বাধাইবার জন্য) সমাশ্বাসিত করিয়া দয়া করিবে।।’ ১০।।

‘তাহাদিগের মধ্যে নায়ক যাহাকে বড় ভালবাসে, অন্যাদিগের সহিত তাহার কলহ ঘটাইয়া দিয়া নিজে মধ্যস্থরূপে অবিষদমান থাকিয়া তাহাকে নায়ক সমীপে দুর্জন বলিয়া প্রখ্যাত করিবে।।’১১।।

‘কলহিতা সেই নায়িকা নায়ককর্তৃক পক্ষপাতালম্বন দ্বারা গুণে উপেক্ষণীয় হইলে, সমাশ্বস্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যুত্তর দেওয়াইয়া কলহের বৃদ্ধিই করিবে।।’১২।।১৩।।
–অবশ্য নায়কের সহিত নায়িকার কলহ যাহাতে বর্ধিত হয়, তাহাই করিবে; কারণ, যত্ন করা সেইজন্যই।।১৩।।

‘কলহটা মন্দ হইতেছে দেখিয়া, কলহ যাহাতে বর্ধিত হয়, নিজেই তাহার চেষ্টা করিবে।।’১৪।।

‘যদি নায়ক তথাপি তখনও তাহার উপর ভালবাসা অনুনয়ের সহিত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে মনে করে, তবে তখন নিজেই উভয়ের সন্ধি করিতে প্রযত্ন করিবে। এই পর্যন্ত জ্যোষ্ঠবৃত্তনামক প্রকরণ।।’১৫।।

ইতি জ্যোষ্ঠবৃত্তনামক প্রকরণ।।

অথ কনিষ্ঠাবৃত্ত প্রকরণ।।
কনিষ্ঠা নায়িকা কিরূপে আচরণ করিবে, তাহা বলিতেছেন–
১। ‘কনিষ্ঠা নায়িকা জ্যেষ্ঠা পত্নীকে মাতৃবৎ দর্শন করিবে।।’১৬।।
২। ‘বাপের বাড়ির ধন, অলঙ্কারাদি যাহাতে জ্যেষ্ঠার অনবগত না থাকে, সেইরূপে ব্যবহার করিবে।।’১৭।।
৩। ‘নিজের যাহা কিছু কর্তব্য ব্যবহার, তাহা জ্যেষ্ঠার অভিমত লইয়াই করিবে।।’১৮।।

৪। 'জ্যেষ্ঠার অনুজ্ঞা লইয়া পতির নিকট শয়ন করিতে যাইবে।।'১৯।।

৫। 'জ্যেষ্ঠার ভালো-মন্দ কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।।'২০।।

৬। 'জ্যেষ্ঠার অপত্যদিগকে নিজের অপত্য অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে।।'২১।।

৭। 'নির্জনে পতিকে অন্যা অপেক্ষা অধিক উপচারে পরিচর্যা করিবে।।'২২।।

৮। 'নিজের সপত্নীবিকারজদুঃখ পতির নিকট একেবারেই উত্থাপন করিবে না।।'২৩।।

৯। 'পতির নিকটে অন্যার অপেক্ষা অধিক অপকট মান লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে।।'২৪।।

১০। 'এই শম্বলভূত পথ্যদান—দানযোগ্য মূলধনস্বরূপ লইয়া আমি জীবন কাটাইব, এই কথাই বলিবে।।'২৫।।

–সবিশেষ মানদানই শম্বল (পুঁজি) করিয়া।।২৫।।

১১। 'সেই মানের কথা শ্লাঘার সহিত সপত্নীক্রোধে যে কোন লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না।।'২৬।।

১২। 'রহস্যপ্রকাশ করিলে ভর্তার অবজ্ঞার পাত্রী হইবে।।'২৭।।

১৩। 'গোনর্দীয় বলেন, জ্যেষ্ঠার ভয়ে নিগুঢ় সম্মানার্থিনী হইবে। অন্যথা অনর্থ হইবে।।'২৮।।

১৪। 'জ্যেষ্ঠা দুর্ভাগা বা অপত্যহীনা হইলে নিজে অনুকম্পা করিবে ও নায়কদ্বারা অনুকম্পা করাইবে।।'২৯।।

–সম্ভাবনাদি—যাহাতে অনুগ্রহাদি করে, তাহাই করাইবে।।২৯।।

১৫। 'সেই জ্যেষ্ঠাকে অতিক্রম করাইয়া পতিকে আত্মবশে লইয়া একাচারিণী-ব্রত অনুষ্ঠান করিবে।।'৩০।।

ইতি কনিষ্ঠাবৃত্তনামক প্রকরণ।।

অথপুনর্ভূবৃত্ত প্রকরণ।

যেমন কন্যা ভার্যা হইবে, সেইরূপ পুনর্ভূও ভার্যা হইতে পারে; সুতরাং পুনর্ভূবৃত্ত প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। তার মধ্যে পুনর্ভূও দ্বিবিধ—ক্ষতযোনি ও অক্ষতযোনি। তন্মধ্যে অক্ষতযোনি সংস্কারার্হ বলিয়া কন্যার মধ্যেই অন্তর্ভূতা। এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার ইহা বলিয়াছেন –অক্ষতযোনি বলিয়া সে আবার যথাবিধি বিবাহ করিতে পারে। দ্বিতীয়ার আর সংস্কার নাই, কেবল স্বাধীন। লোকে তাহাকে অপরুদ্ধিকা বলে। এবংবিধা সেই অপরুদ্ধিকা শাস্ত্রে অনুজ্ঞাতা হইয়াছে। বশিষ্ট বলিয়াছেন—'মনোদত্তা, বচোদত্তা, কৃতকৌতূকমঙ্গলা (মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি আদান-প্রদান দ্বারা নিষ্পাদিতা, উদরস্পর্শিকা, পাণিগৃহীতিকা এবং অগ্নিপরিগতা আর ক্ষতযোনি পচূমর্ভূ।' ইহার পূর্ব ছয়টি

অক্ষতযোনি এবং পুনর্ভূ ক্ষতযোনি। সেই ক্ষতযোনি পুনর্ভূকে অধিকার করিয়া তাহার কর্তব্য কি, তাহাই বলিতেছেন—

'যে বিধবা ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যবশত কামার্ত হইয়া ভোগী গুণসম্মন্ন পুরুষকে দ্বিতীয়বার পতিত্বে বরণ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।।'৩১।।

'যখন বিধবা স্বেচ্ছাক্রমে ভর্তৃগৃহান্তর হইতে এ ব্যক্তি নায়কগুণসম্পন্ন নহে'—ইহা মনে করিয়া নিষ্ক্রামণ করিবে, তখন আবার অন্য ব্যক্তিকে পতিভাবে আকাঙ্খা করিবে। বাভ্রব্যের মতাবলম্বিগণ এই কথা বলেন।।'৩২।।

'সৌখ্যার্থিনী সে নায়িকা আবার অন্যকে বিবাহ করিতে পারিবে।।'৩৩।।

'সুরত পরিভোগের সহিত নায়কগুণ বিদ্যমান থাকিলে তবে সকল সুখলাভ সম্ভবপর হয়; সুতরাং নির্গুণভোগী অপেক্ষা গুণবান্ ভোগীই শ্রেষ্ঠ। গোনর্দীয় এই কথা বলেন।।'৩৪।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—নিজের চিত্তের আনুকূল্য অনুসারে নায়কের বিশেষত্ব নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।।'৩৫।।

'সেই পরিণয়েচ্ছু বিধবা নিজ বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক নায়কের নিকট আপানক (মদ্যগোষ্ঠী) উদ্যানক্রীড়া, শ্রদ্ধাদান ও মিত্রপূজা আদি ব্যয়সহনশীল কর্ম লাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে।।'৩৬।।
–কেবল গ্রাসাচ্ছদন মাত্র নহে। ইহা উত্তম প্রকৃতির লিপ্সা।।৩৬।।

'অথবা নিজের ধনবত্তানুসারে পর্যাপ্তরূপে তদীয় ও আত্মীয়জনগণকে ভরণ করিবে।।'৩৭।।
–মধ্যমা ও অধমা সাবধান হইয়া পোষণের ব্যবস্থা করিবে।।৩৭।।

'প্রীতিপূর্বক যাহা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তাহা ব্যয় করিয়া ভরণপোষণ করিবার কিছুই নিয়ম হইতে পারে না।।'৩৮।।

'নায়িকা স্বেচ্ছাক্রমে যখন গৃহ হইতে নির্গত হইবে, তখন তাহার প্রীতিদায় (প্রেমানুরাগ জন্য যৌতুকাদির ন্যায় দান) হইতে অন্য যাহা কিছু নায়কদত্ত, তাহাও দিতে হইবে; কিন্তু যদি নিকাস্যমানা—দূরীভূত করা হয়, তবে কিছুই দিবে না।।'৩৯।।

'সেই জিগমুষু নায়িকা স্বামিনীর ন্যায় নায়কগৃহ স্বীকার করিবে।।'৪০।।

'নায়কের ধর্মোঢ়াগণের সহিত স্নেহপূর্বক ব্যবহার করিলে কাল কাটাইবে।।'৪১।।

‘পরিজনবর্গে দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ, সকল মিত্রেই সপরিহাস ব্যবহার ও কলায় কৌশল বিধান এবং অধিক কলার জ্ঞান লাভ করিবে।।’৪২।।

‘উপচিতচ্ছেদ (সঞ্চিত বস্তুর অপব্যয়), স্বৈরিণীসংসর্গ, দ্বিরাত্রাগমন (দ্বিরাত্র অন্যত্রে যাপনের পরে আগমন) ও বাসক হইতে নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি কলহস্থানে নায়ককে স্বয়ংই তিরস্কার করিবে।।’৪৩।।

‘নির্জন প্রদেশে চতুঃষষ্টি কলার অনুবর্তন করিবে। সপত্নীগণের উপকার স্বয়ংই করিবে। তাহাদিগের সন্তানগণকে আভরণ দিবে। তাহাদিগের উপর স্বামীর ন্যায় উপচার করিবে। পুষ্পানুলেপনাদি মণ্ডনক (ভূষণক) ও বেশধারণ আদরপূর্বক করিবে। পরিজন ও মিত্রবর্গে অধিক মাত্রায় দান করিবে। গোষ্ঠীশীলতা, আপানশীলতা, উদারবিহারশীলতা এবং যাত্রাশীলতার যত্ন করিবে। ইহাই পুনর্ভূবৃত্ত।।’৪৪।।

ইতি পুনর্ভূবৃত্তনামক প্রকরণ।।

অথ দুর্ভগাবৃত্তনামক প্রকরণ।।

ইহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কেহ না কেহ দুর্ভগাও হইতে পারে; সুতরাং তাহার কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য, তাহা বলা যাইতেছে—

‘যে দুর্ভগা সাপত্নকপীড়িতা হইবে, সে তাহাদিগের মধ্যে যে পতির নিকট অধিক মাত্রায় উপচার প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার আশ্রিত হইবে। প্রকাশ্যভাবে কলার বিজ্ঞান পত্রচ্ছেদ্যাদি প্রদর্শন করিবে; কারণ, দৌর্ভাগ্যবশত রহস্যভাবে কলাপ্রদর্শন তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।।’৪৫।।
–বৈদগ্ধ্য (রসিকতা) প্রখ্যাপন দৌর্ভাগ্য নিবৃত্তির একমাত্র কারণ।।৪৫।।

‘নায়কের অপত্যগুলির ধাত্রেয়িককর্ম অভ্যঞ্জন (তৈলাদি দ্বারা অঙ্গ মর্দন), উদ্বর্তন (গন্ধাদি দ্বারা বিলেপন), স্নপনাদি (স্নানাদি) করিবে।।’৪৬।।

‘নায়কের মিত্রগণের প্রিয় ও হিতকর কর্ম করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা নিজের ভক্তি প্রকাশ করিবে।।’৪৭।।

‘ধর্মকৃত শ্রাদ্ধাদিতে পুরশ্চারিণী প্রারম্ভিকা (প্রথমোদ্যোগিনী) হইবে এবং ব্রতউপবাসাদিতে তৎপরা হইবে।।’৪৮।।

‘নায়কের পরিজনবর্গে দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিবে। সপত্নী ও পরিজনের নিকট নিজের আধিক্য দর্শন করিবে না।।’৪৯।।

–এগুলো বাহ্য উপায়। আভ্যন্তর উপায় বলিতেছেন—

‘শয়নে নায়কের আনুকূল্য নিজের অনুরাগ প্রত্যানয়ন করিবে।।
‘নায়ক যেরূপ অভিযোগ করিবে, তাহা নিজের অনীপ্সিত হইলেও যাবত তৃপ্তি না হয়, তাবত অনুরাগ প্রদর্শন কর্তব্য।।’৫০।।

‘আমি তোমার অপ্রিয়া—একথা বলিয়া তিরস্কার এবং অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া প্র্যতিকূল্য প্রদর্শন করিবে না।।’৫১।।

‘স্বামী যাহার সহিত কলহিত হইবেন, প্রবোধাদি দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া অভিলাষপূর্বক প্রত্যাবর্তন করাইবে।।’৫২।।

‘স্বামী যাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে কামনা করে, তাহার সহিত স্বামীর সঙ্গম করিয়া দিবে ও গোপন করিয়া রাখিবে।।’৫৩।।

‘প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পরস্ত্রীকে যদি স্বামী কামনা করে, তবে দূতীকর্মদ্বারা তাহাকে স্বামীর সহিত সঙ্গত করিবে।।’৫৪।।

‘যাহা হইলে পতিব্রতাত্ব ও অশাঠ্য নায়ক মনে করে, সেইভাবে প্রতিবিধান করিবে। ইহাই দুর্ভগার কর্তব্য।।’৫৪।।

ইতি দুর্ভগাবৃত্তনামক প্রকরণ।।

যেমন ভার্যার অধিকার, সেইরূপ সপ্তমীসমাস করিলে ভার্যাতে অধিকার হওয়ায় নায়কেরও ভার্যার কিছু অধিকার আছে। অন্যথা নায়ক সঙ্গমের চেষ্টা করিলেও নায়িকা অনুবর্তিত না হইয়া সম্প্রযুক্ত নাও হইতে পারে, সুতরাং উভয়েরই অধিকার উভয়ের উপর অব্যাহত ভাবেই আছে বলিতে হইবে।
নায়ক দ্বিবিধ—রাজন্যক ও জানপদ। তাহার মধ্যে রাজন্যক নায়ককে অধিকার করিয়া আন্তঃপুরিকপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে।
যেমন রাজার অন্তঃপুরে কর্তব্য কিছু আছে, সেইরূপ অন্যেরও কিছু-না-কিছু থাকিতে পারে। সুতরাং তাহাও ত বক্তব্য। অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন—

‘অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণের কর্তব্য এইসকল প্রকরণমধ্যেই লক্ষ্য করিবে।।’৫৫।।
–অন্তঃপুরেও একচারিণী ও জ্যেষ্ঠাদি আছে, তাহা পৃথক করিয়া আর বলিবার আবশ্যক নাই। তবে রাজার পক্ষে একটু বিশেষ থাকায়, তাহাই বলা যাইতেছে।।৫৫।।

‘কঞ্চুকীয়গণ বা মহত্তারিকগণ, রাজার অন্তঃপুরস্থস্ত্রীগণের নিকট হইতে মাল্য, অনুলেপন ও বস্ত্রাদি লইয়া আসিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিবে, দেবীরা ইহা পাঠাইয়াছেন। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার নির্মাল্য সেই সকল স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগের দ্বারা পাঠাইবেন। নিজে অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত অন্তঃপুরচারিণীগণকে একই প্রকারে দর্শণ করিবে।।’৫৭।।
–রাজার পরিণীতা স্ত্রীগণ এইরূপ সম্মান পাইবে বা রাজা পরিণীতা স্ত্রীগণের উপর এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবেন।।৫৭।।

‘পরিণীতা স্ত্রী দর্শনানন্তর সেইভাবেই ও সেইরূপেই পুনর্ভয় স্ত্রীগণকে দর্শন করিবেন।।’৫৮।।
–নিয়োগ ও পূজার অনুবর্তন করিবে।।৫৮।।

‘তারপর বেশ্যা, অন্তঃপুরিকা ও নাটকব্যবসায়িনী স্ত্রীগণের নিয়োগ ও পূজা সেইভাবে ও সেইরূপেই করিবে।।’৫৯।।

‘তাহাদিগের কক্ষও সেইরূপভাবে নিরূপণ করিবে।।’৬০।।
–প্রথমে দেবীর, তারপর পুনর্ভূর, তার বাহিরে বেশ্যার ও তাহারও বাহিরে আন্তঃপুরুক নাটকীয়স্ত্রীগণের আবাসভূমির ব্যবস্থা করিবে।।৬০।।

‘সম্প্রতি যাহার বাসক (নির্দিষ্টবাসের সময়) অতীত হইয়াছে এবং যাহার ঋতুকাল উপস্থিত, তাহাদিগের পরিচারিকার সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের প্রহিত (প্রেরিত) অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিচিহ্ন, অনুলেপন ও ঋতুকাল এবং বাসককথা দিনের বেলা শয্যোত্থিত রাজার নিকট বিজ্ঞাপিত করবে।।’৬১।।

‘তাহার মধ্যে রাজা যেটি গ্রহণ করিবেন, তাহারই সেই দিন বাসক আজ্ঞাপিত করিবে।।’৬২।।

‘উৎসবে ও সঙ্গীতদর্শনে সকলেরই অনুরূপ পূজা ও আপানক ব্যবস্থা কর্তব্য।।’৬৩।।

‘অন্তঃপুরচারিণীগণের বাহিরে নিষ্ক্রমণ ও বাহ্যস্ত্রীগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য শুচি থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থা। অশুচি হইলে ইহার অন্যথাও কর্তব্য। রজোপচারে নিশ্চয়ই কদর্থিত হইবে না।।’৬৪।।

ইতি আন্তঃপুরিকনামক প্রকরণ।।

অথ বহ্বীপ্রতিপত্তিনামক প্রকরণ।।

যেমন রাজার বহু স্ত্রী হয়, সেইরূপ জানপদ ব্যক্তিরও বহু স্ত্রী হইতে পারে, সুতরাং সেই পুরুষের বহু স্ত্রীতে প্রতিপত্তির বিষয় কীর্তন করা যাইতেছে। অন্মধ্যে সামান্যত কিছু বলা যাইতেছে—
এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—

'পুরুষ বহুদার গ্রহণ করিয়া সকলের নিকট সমানভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদিগের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। তাহা বলিয়া তাহাদিগের অপরাধ সহ্য করিবে না।।'৬৫।।
–অন্যথা ক্ষমা করিলে আবার করিবে।।৬৭।।

'একের সহিত মিলিত হইলে যে রতিক্রীড়া, শরীরজ বিকার বা প্রণয়কলহবশত যে তিরস্কারাদি হইবে, তাহা অন্যের নিকট বলিবে না।।'৬৬।।
–কারণ তাহা অন্যের বৈরাগ্যহেতু হইতে পারে।।৬৬।।

'সপত্নীর সহিত বিবাদ হইলে যদি একজন অভিযোগ উপস্থাপিত করে, তবে তাহাকে প্রশ্রয় দিবে না। বলিবে, ইহাতে দোষ তোমারই দেখিতেছি—এরূপ বলিয়া তাহাকেই তিরস্কার করিবে।।'৬৭।।

'যে লজ্জাবতী, তাহাকে বিশ্বাসদ্বারা; যে সপত্নীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকলের সমক্ষে পূজা করিয়া এবং যে মনস্বিনী, তাহাকে গৌরব প্রকাশ করিয়া—এইরূপে সকল স্ত্রীরই রঞ্জন করিবে।।'৬৮।।

'যে উদ্যানগমনশীলা, তাহাকে উদ্যানগমন দ্বারা; যে পরিভোগলালসাসম্পন্না, তাহাকে ভোগদ্বারা; যে জ্ঞাতিপ্রিয়া, তাহাকে তজ্জ্ঞাতিপূজা দ্বারা, যে রতিপ্রিয়া, তাহাকে রতি প্রদান করিয়া অনুরক্ত করিবে।।'৬৯।।

'যদি কোন যুবতী ক্রোধের জয় করিয়া যথাশাস্ত্র প্রবর্তিত হয়, তবে ভর্তাকে বশ করিতে ও সপত্নীগণের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে।।'৭০।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে ভার্য্যাধিকারিকনামক তৃতীয় অধিকরণে সপত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত, কনিষ্ঠাবৃত্ত, পুনর্ভূবৃত্ত, দুর্ভগাবৃত্ত, আন্তঃপুরিক, পুরুষের বহ্বীপ্রতিপত্তিনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।২।।

ইতি ভার্য্যাধিকারিকনামক তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত।।৩।।

চতুর্থ ভাগ

চতুর্থ ভাগ – প্রথম অধ্যায়

সহায়গম্যাগম্যচিন্তাগমনকরণম্ ও গম্যাপাবর্ত্তনম্ (প্রণয়ী নির্বাচন সংক্রান্ত উপদেশ)

পূর্ব পূর্ব অধিকরণ দ্বারা নায়িকাত্রয়ের সমাগমোপায় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি বেশ্যাদিগের সহিত সমাগমোপায় বলিবার জন্য বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। সহায়াদি নিরূপণ ব্যাপার সংসাধিত হইলে, তবে সমাগমব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে; সুতরাং সহায়গম্যাগম্যগমনকারণচিন্তানামক প্রকরণ প্রবর্তিত হইতেছে—

পুরুষ ও বেশ্যা, উভয়েরই যদ্যপি রতিফল সমান; তথাপি বেশ্যা হইতেছে প্রয়োগকর্ত্রী; সুতরাং তাহাতে তাহারই অধিকার, পুরুষের নহে। আরও তাহার জীবিকাই তদধীন।

'সৃষ্টির স্বাভাবানুসারে বুঝিতে পারা যায়—পুরুষের প্রাপ্তি হইলে, বেশ্যার রতি ও জীবিকালাভ হইতে পারে। তন্মধ্যে রতির জন্য প্রবৃত্তি স্বাভাবিক; কিন্তু অর্থের জন্য প্রবৃত্তি কৃত্রিম। তাহা হইলেও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় রূপিত (অনুকরণ) করিবে; কারণ কামপরা স্ত্রীতেই পুরুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। পুরুষের নিদর্শনার্থ একেবারে লোভ প্রকাশ করিবে না। পরিণামমঙ্গলের জন্য উপায় ব্যতীত অর্থসাধন করিবে না। উপায় কি, পরে বলা যাইতেছে। প্রত্যহ অলঙ্কারভূষিত হইয়া সাধারণে যাহাতে দেখিতে পায়, এরূপভাবে বসিয়া রাজপথ অবলোকন করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া অতিপ্রকাশিত হইয়া বসিবে না; কারণ বেশ্যা বিক্রেতব্য পণ্যের ন্যায়। অনেকটা প্রকাশিত থাকিবে, অথচ তাহার মধ্যে কথঞ্চিত অপ্রকাশিতও থাকিবে। তাহাতে সাধারণের দর্শণলালসা প্রবর্দ্ধিত হইবে।।'১।।

এইগুলি সহায়—

'যাহারা নায়কগণকে জুটাইয়া আনিতে পারিবে, অন্য বেশ্যার নিকট যাইতে দিবে না, নিজের অনর্থের প্রতীকার করিবে, অর্থসিদ্ধি করাইয়া দিতে পারিবে, গমনীয় পুরুষের দ্বারা পরিভব উৎপাদন বা অনাদর করিবে না, তাহাদিগকে সহায় করিবে। সেইসকল আরক্ষক পুরুষগণ ধর্মবিধকরণস্থা দৈবজ্ঞ, বিশেষবিক্রমশালী, শূর, সমানবিদ্যা, কলাগ্রহী, পীঠমর্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক, শৌণ্ডিল, রজক, নাপিত এবং ভিক্ষুকগণ, সেই সেই কর্মে অধিকৃত হইতে

পারিবে; কারণ তাহারা পরগৃহে যাইয়া থাকে ও তাহারা নায়িকাকে উৎসাহ দিয়া আনিতেও পারে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিও সেরূপ করিতে পারে।।'২।।

এইগুলি গম্য—
'কেবলমাত্র অর্থসিদ্ধিকর এইসকল পুরুষ গম্য—স্বাধীন, প্রথম বয়সে বর্তমান হুবক, ধনবান্, যাহার বৃত্তি সকলেরই প্রত্যক্ষগোচরে অবস্থিত, অর্থাধিকারে অধিকৃত, যাহার ধন কষ্ট করিয়া উপার্জন করিতে হয় নাই, যে স্পর্ধাবান্, যাহার আয় নিরবধি আছে, যে দুর্ভাগ্য হইয়াও নিজেকে সুভগ বলিয়া মনে করে, যে নিজের শ্লাঘা করা ভালবাসে, তাহাকে পুরুষ বলিয়া খ্যাপন করিতে নপুংসক ভালবাসে, সে সমানস্পর্ধী—অর্থাৎ কুল, বিদ্যা, ধন ও বয়সের যে কোন একটিএ স্পর্ধা করিয়া থাকে, স্বভাবতই দানশীল, রাজা ও মহামাত্রের নিকট যে গ্রাহ্যবচন—অর্থাৎ যাহার কথা রাজা ও মহামাত্রবর্গ শুনিয়া থাকে, দৈবপ্রমাণ—অর্থাৎ যে মনে করে ভাগ্যক্ষয়েই ধন ক্ষয় হয়, উপভোগে নহে, যে ধনের মমতা করে না, যে গুরুগণের শাসসাতিক্রান্ত, সজাত দায়াদবর্গের লক্ষ্যভূত ধনবানের একমাত্র পুত্র, প্রচ্ছন্নকাম সন্নাসী, ধনবান শূর এবং বৈদ্য, যাহার চিকিৎসায় আরোগ্যের আশা করা যায়, সে যদি ধনবান্ নাও হয় তথাপি গমা; কারণ সে চিকিৎসাদান করিবে।।'৩।।

'যেসকল গুণবানের নিকট প্রীতি ও যশ লাভ করিতে পারা যায়, সেসকল গুণবান্ গম্য।।'৪।।
প্রীতি ও যশের জন্য গুণবান্ গমনীয়।।৪।।

'মহাকুলজাত, মহাকুলসম্মপন্ন; অম্বিক্ষিকী-আদি-শাস্ত্রাভিজ্ঞ বিদ্বান্; পাষণ্ডাদি সকল সময় (লম্পটাদির আচার-ব্যবহার নীতি) পরিজ্ঞানকুশল, কবি, আখ্যানকুশল, বাগ্মী, প্রতিভামান, লেখ্যাদিবিবিধশিল্পজ্ঞ, বিদ্যাবয়োবৃদ্ধের উপাসক, স্থূললক্ষ্য (মহাশয়), মহোৎসাহ (শৌর্য, অমর্ষতা, শীঘ্রতা, দক্ষতা প্রভৃতি উৎসাহের গুণ) তদ্বান্, দৃঢ়ভক্তি, অনসূয়ক, ত্যাগশীল, মিত্রবৎসল, ঘটা, গোষ্ঠী, প্রেক্ষণক (নটাদিব্যাপার), সমাজ, সমস্যা ও ক্রীড়ানশীল, নীরোগ অব্যঙ্গ-শরীর, বলবান্, অমদ্যপায়ী, ব্যাবায়ক্ষম, করুণাবান্, স্ত্রীগণের উপদেশ দ্বারা সমুচাদারে (প্রচলিত বৈধাচারে) স্থাপন, প্রণয় ও শরীর রক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত যে বিকলতাদি, তাহার সম্বরণ—লালন করিতে যে সক্ষম। তাহাকেই নায়ক বলা যায়—অর্থাৎ এতাদৃশগুণবান্ পুরুষই নায়কপদবাচ্য। সে-নায়ক স্ত্রীর বশগ নহে, স্বাধীনবৃত্তি হইবে, নিষ্ঠুর হইবে না, ঈর্ষালু হইবে না, নিঃশঙ্কভাবে যে কোন ক্রিয়া আরম্ভ করিবে। এই সকল নায়কের গুণ কথিত হইল।।'৫।।
পূর্বে বলা হইয়াছিল নায়কগুণ বৈশিকে বলিব। এখন তাহা কথিত হইল।।৫।।

'এক্ষণে নায়িকার গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—রূপ, যৌবন, লক্ষণ, মাধুর্য, গুণে অনুরাগ, অর্থে তাদৃশ রাগ নহে, প্রীতিসংযোগ, মতিস্থৈর্য, একজাতি (একপ্রকারা অর্থাৎ মায়াবিনী না হওয়া), বিশেষার্থিতা (যে কোন বস্তুতে রুচিপ্রকাশ না করা), নিয়ত অকদর্যবৃত্তি ও গোষ্ঠী-কালানুরাগ। যাহার এ সকল গুণ আছে, সেই নায়িকা হইতে পারে।।'৬।।

উভয়সাধারণ কি?—
'নায়ক ও নায়িকার বুদ্ধি, শীল, আচার, ঋজুতা, কৃতজ্ঞতা, দীর্ঘদর্শিতা ও দূরদর্শিতা (বিচক্ষণতা), অবিসম্বাদিতা (অকলহপ্রিয়তা), দেশ ও কালের জ্ঞান, নাগরকবৃত্তের অনুষ্ঠান, যাচ্ঞা, অতিহাস (খলখলহাস বা অট্টঅট্টহাস), পরস্পর সম্ভেদন (পরস্পর মিলিতে পারা), পরদোষের উদাহরণ (কথন), ক্রোধ ও লোভের স্তম্ভন, অধৈর্যবর্জন, স্মিতপূর্বাভিভাষণ, কামসূত্রে কৌশল এবং তাহার অঙ্গবিদ্যায়ও কৌশলজ্ঞান থাকা। এইসকল সাধারণগুণ। ইহার বিপরীত হইলেই দোষ জানিবে।। '৭।।

এক্ষণে অগম্যচিন্তা করা যাইতেছে—
'রাজযক্ষ্মা রোগ যাহার আছে, কুষ্ঠরোগ যাহার আছে; আর একপ্রকার বিষ্টামক্ষিকা আছে, সে যে ব্রণে বিষ্ঠাত্যাগ করে, সেই ব্রণেই কৃমি হয়, সেইরূপ যাহার শুক্রসংসর্গ মাত্রেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়, সেও কৃমিশকৃৎপদবাচ্য, দুর্গন্ধমুখ বা যে কোন স্ত্রীতে গমনকারী (শুচি ও অশুচি অভেদে কাক যেমন মুখ প্রদান করে, সেই রূপ), যে নিজস্ত্রীকে ভালবাসে, যাহার বাক্য অতীব কঠোর, কদর্য, নির্ঘৃণ, অর্থাৎ নির্দয়—গুরুজনপরিত্যক্ত চোর, দম্ভশীল, মূলকর্মে (মারণ, বশীকরণাদিতে) প্রসক্ত, মান ও অপমানের অপেক্ষা করে না, যে দ্বেষ্য লোকদ্বারাও অর্থহার্য, অর্থাৎ অর্থের লোভ দেখাইয়া আহরণ করিতে পারে এবং লজ্জাহীন।-এই সকল ব্যক্তি কখনও গম্য হইতে পারে না।।'৮।।

যে সকল কারণে অভিগমন হইতে পারে, তাহার চিন্তা করা যাইতেছে—
'স্বাভাবিক অনুরাগ, ব্যাপাদন, (মারণ) ভয়, ভুম্যাদিলাভ, অর্থ, সংঘর্ষ বা স্পর্ধা, (যেমন দেবদত্তার সহিত অনঙ্গসেনার কলাজ্ঞানবিষয়ে স্পর্ধা ছিল, পরে অবসর পাইয়া দেবদত্তা অনঙ্গসেনার কলাবিদ্যার সাহায্য সমাকর্ষণ করিয়া স্পর্ধাদ্বারা মূলদেবকে কামিত করিয়াছিলেন)। বৈরনির্য্যাতন, এ ব্যক্তি বিদগ্ধ বা রসজ্ঞ বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; সেটি ঠিক কিনা? এই জিজ্ঞাসা, আশ্রয়, পরিশ্রম, (সম্প্রয়োগ এক প্রকার জীবিকা। যদি তাহাতে পরিশ্রম না থাকে, তবে হঠাৎ কোন কোন স্থানে প্রবর্তিত হইলেও বিমর্দ (রতিধর্ষণ) সহ্য করিতে পারে না), ধর্ম—(অকিঞ্চন বিদ্বদ্‌বিপ্র অভিগমনপ্রার্থী হইলে, তাহার মনোরথ পূরণ করিলে ধর্ম হইয়া থাকে), যশঃ (কোনও এক তিথিতে

কামসত্র প্রদান করিলে, বিশেষ যশ হইয়া থাকে), অনুকম্পা, (তুমি যদি আমাকে কামনা না কর, তবে আমি মরিব, এই কথা যে বলে, তাহার উপর দয়া করা), সুহৃদবাক্য—(আমার একজন প্রণয়ী আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত আজ শয়ন করিতে হইবে), লজ্জা, (যে গুরুস্থানীয়, সে লজ্জায় অভিগমন করিয়া থাকে)। প্রিয়সাদৃশ্য, ধন্যতা, এ ব্যক্তি পূণ্যবান্। কারণ রূপবান্ ও ধনবান্; সুতরাং ইহার সংযোগে আমিও ধন্য হইব; রাগাপনয়—(হঠাৎ কামোদ্রেক হইলে, উদ্রিক্ত শুক্রধাতুর, যে কোনও ব্যক্তির অভিগমন দ্বারা অপনয়ন করা); বিপ্রতিপন্না কুলকামিনীরু অভিগমন কারণ—'এ আমার স্বজাতি'—এই জ্ঞান, 'এ আমার প্রতিবেশী', এই জ্ঞান, সর্বদা একস্থানে থাকা, আয়তি—প্রভাব, (প্রভাবশালীর অভিগমন করিলে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি হয়)—এইগুলি গমনের কারণ হইতে পারে। এই কথা আচার্যগণ বলিয়া থাকেন।
বাৎস্যায়ন বলেন—অর্থলাভ, অনর্থপ্রতীঘাত এবং প্রীতিই অভিগমনের কারণ। প্রীতি দ্বারা অর্থের বাধ হইতে পারে না; কারণ অর্থেরই প্রাধান্য। ভয়াদিতে গুরুলাঘব পরীক্ষা করা উচিত।।'৯।।

ইতি সহায়গম্যাগম্যগমনকারণচিন্তানামক প্রকরণ।

এইরূপে সহায় নিরূপন করিয়া গমনীয় ব্যক্তিকে নিজের আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। এজন্য গম্যোপাবর্তননামক প্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে—

'গম্যনায়ক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উপমন্ত্রণ (প্রার্থনা) করিলেও সহসা গমনে সম্মত হইবে না; কারণ পুরুষগণ সুলভে সম্মান করে না। নায়কের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়া পরিচারকশ্রেষ্টদিগকে, সম্বাহক, গায়ন ও বিদূষকদিগকে বা গম্যের সেবাপর ব্যক্তিদিগকে গম্যের নিকট নিযুক্ত করিবে। যদি তাহাদিগের সাহায্য না পায়, তবে পীঠমর্দাদিকে নিযুক্ত করিবে। তাহাদিগের নিকটে নায়কের শৌচাশৌচ, রাগপরাগ, সক্তাসক্ততা ও দানাদানের বিষয়ে জানিবে। সম্ভাবিতের সহিত (বড়লোকের সহিত জীর্ণনাগরকবৃত্ত (রমণদূত বা কোটনা) দ্বারা প্রীতিযোগ ঘটাইবে।।'১০।।

প্রীতিযোগের বিধি বলিতেছেন—
'লাবক কুক্কুট ও মেষযুদ্ধ, শুকসারিকাপ্রলাপন, প্রেক্ষণক ও কলাব্যপদেশে পীঠমর্দ নায়ককে নায়িকার গৃহে আনয়ন করিবে, কিংবা নায়িকাকে নায়কের গৃহে লইয়া যাইবে। আগত নায়কের প্রীতি ও অভিলাষ জন্মাইবে ও কোন কোন বিশেষ বিশেষ দ্রব্য 'ইহা সাধারণের উপভোগ্য নহে,'—বলিয়া তাহাকে স্বয়ং দিবে। ইহা প্রীতিদায়। কাব্যগোষ্ঠী বা কলাগোষ্ঠী, যে কোন গোষ্ঠীতে নায়ক

অত্যন্ত আসক্ত, সেই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করিয়া এবং তদুপযুক্ত উপচার স্রক্-তাম্বুলাদি দ্বারা নায়ককে অনুরঞ্জিত করিবে।।’১১।।

প্রত্যবচ্ছেদনের (বশীভূত করিবার) বিধি কথিত হইতেছে—
‘নায়ক বাটিতে উপস্থিত হইলে, পরিহাসের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াকর প্রকৃষ্ট আলাপকারিণী পরিচারিকাকে মুহর্মুহুঃ উপায়নের সহিত প্রেষিত করিবে। কোনও কারণের ছলে পীঠমর্দের সহিত নায়িকাও স্বয়ং তথায় যাইবে।।’১২।।

‘এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—
তাম্বুলসমূহ, মালাসকল ও সুসংস্কৃত অনুলেপন, আগত নায়কের প্রীতি আকর্ষণার্থ প্রীতিপূর্বক তথায় আহরণ করিবে ও কলাগোষ্ঠীর যোজনা করিবে।
প্রীতি ও কৌতুককর দ্রব্যসকল প্রণয়ের নিমিত্ত দান করিবে। যদি প্রণয়ের ব্যবস্থাপন হয়, তবে উত্তরীয়বস্ত্র বা অঙ্গুলীয়কের বিনিময় করিবে। যদি প্রণয় উৎপন্ন নাও হয়, তবে কপট প্রণয়-খ্যাপনার্থ প্রীতিকর ও কৌতুকপ্রদ দ্রব্যের দান ও প্রণয়সূচক উত্তরীয়বসনের বা অঙ্গলীয়কের বিনিময় করিতে ত্রুটি করিবে না। পরে সম্প্রয়োগের সঙ্কেত নিজেই করিবে। তাহার প্রয়োগ অন্যদ্বারা করাইবে না।
প্রীতিদায়, পীঠমর্দাদিকৃত উপন্যাস, (অর্থাৎ আর রাত্রে কষ্ট করিয়া বাড়ী গিয়া কী হইবে? এইখানেই কেন শয়ন করিয়া থাকুন না। আবার কষ্ট করিয়া যাওয়া কি সহিবে?—ইত্যাদি বাক্যের উপন্যাস) এবং উপচার কেবল সম্প্রয়োগের সূচক, সেই-সকল উপচার দ্বারা গম্যের সহিত সম্প্রযুক্তা হইয়া, পরে অধিকমাত্রায় তাহাকে রঞ্জিত করিবে।।’১৩।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকরণে সহায়গম্যাগম্যচিন্তা, গমনকারণ ও গম্যোপাবর্তননামক প্রথম অধ্যায়।।১।।

চতুর্থ ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

কান্তানুবৃত্তম্ (স্থায়ী প্রণয়িনীর অনুসন্ধান)

পূর্বাধ্যায়ে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য; সুতরাং কান্তানুবৃত্তনামক প্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে—

'নায়কের সহিত সংযুক্ত হইয়া নায়িকা নায়কের রঞ্জনার্থ (যদি একচারিণী হয়, তবে) একচারিণীবৃত্ত অনুষ্ঠান করিবে। যদি একচারিণী না হয়, তবে কান্তের মনোহনুকূল ব্যবহার করিয়া অনুরঞ্জন করিবে; কিন্তু তাহার প্রতি আসক্ত হইবে না। আসক্তের ন্যায় সমস্ত চেষ্টাই প্রকাশ করিবে। ইহা সংক্ষেপে বলা গেল। মাতার শীল (স্বভাব) অতীবক্রূরভাবাপন্ন হইবে এবং মাতা অর্থপর হইবে; নায়িকাও মাতার আয়ত্তা হইবে। মাতা না থাকিলে, কৃত্রিম মাতাকে (পাতান মাকে) তাদৃশ করিয়া তাহার আয়ত্ত হইবে। সেই মাতাও গম্য নায়ক দ্বারা অতীব প্রীত হইবে না। মধ্যে মধ্যে সেই মাতা যাইয়া বলপূর্বক দুহিতাকে (নায়িকাকে) আনয়ন করিবে—অর্থাৎ একটি গম্যনায়ককে নিরাশ করিয়া অন্য গম্যনায়কের অভিমুখে পরিচালিত করিবে। তারপর, সেই ব্যাপার লইয়া নায়িকার নিরবধি রম্যবস্তুতে অরতি নির্বেদ (বৈরাগ্য), ব্রীড়া (আমি কি করিয়া আর মুখ দেখাইব বলিয়া লজ্জা) ও ভয় (না জানি আমাকে কি করিবে বলিয়া) হইবে; কিন্তু মাতার শাসনের অতিক্রম করিবে না। একটি অকারণ-জনিত, অনিন্দনীয়, চক্ষুর্গ্রাহ্য না হয়, বহুকালস্থায়ী নহে, এরূপ ব্যাধির কথা প্রকাশ করিবে। কারণ থাকিলে, তাহার চ্ছলে নায়কের অভিগমন করিবে না; কিন্তু নায়কোপভুক্ত মাল্যাদির নির্মাল্য পরিবার জন্য, কিংবা কিছু তাম্বুল পাইবার জন্য নায়িকাই চেটিকাকে নায়কের নিকট পাঠাইবে—অর্থাৎ পীড়ায়-ত যাই, আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় কিনা সন্দেহ; তবে যে থাকিতে পারি না, তাই চেড়ী পাঠাইতেছি। কিছু কিছু নির্মাল্য দিলে, তাহাই আমার তাপ নিবারণ করিবে। কি করিব?—ইত্যাদি কথার প্রেরণ-চ্ছলে উক্ত প্রার্থনা করিয়া পাঠাইবে।।'১।।

'নায়ক সম্প্রয়োগ করিলে ও সম্প্রয়োগের উপচার সরক (মদ্যবিশেষ) ও তাম্বুলাদি প্রদান করিলে, তাহার বর্ণনায় বিস্ময় প্রকাশ করিবে। পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টি কলায় নায়কের শিষ্য হইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। নায়ক যেসকল কলার উপদেশ করিবে, বারংবার তাহার অনুশীলনার্থ নায়ককে তাহারই অনুযোগ করিবে। যাহা হইলে নায়কের সুখ হয়, নির্জনে তাহারই অনুবৃত্তি

করিবে। তারপর, নিজ মনোরথ—'আমার মনের ভাব এই ছিল যে, কবে যে তোমার সহিত সুদীর্ঘ রজনীতে সপরিহাস সম্প্রয়োগ করিতে পারিব। তাহা এখন-ত পূর্ণপ্রায়। এখন বাঁচি আর মরি। তাহাতে আক্ষেপ নাই'—ইত্যাদির আখ্যান করিবে। গুহ্য, কক্ষ, ঊরু ও জঘন প্রদেশে যাহা কিছু বৈরূপ্য—দেখিতে বিকটতা, তাহার প্রচ্ছাদন করিতে যত্ন করিবে। নায়ক পরাবৃত্ত হইয়া শয়ন করিলে, নায়কের অভিমুখেই শয়ন করিবে এবং অনুদর্শন করিবে। নায়ক গুহ্যদেশ স্পর্শ করিতে প্রস্তুত হইলে, তাহার অনুকূলতাই করিবে। নায়ক নিদ্রিত হইলে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে যত্ন পাইবে।।'২।।

'নায়ক যখন অন্যচিত্ত হইয়া কিছু দর্শন করিবে, সেই সময়ে নায়ককে একদৃষ্টিতে প্রেক্ষণ করিবে। প্রাসাদস্থ নায়িকা নায়ককে দর্শন করতেছে, যদি ইহা নায়ক পথ হইতে দেখিতে পায়, তবে অত্যন্ত লজ্জা পাইবে। তাহার যেটি দ্বেষ্য, তাহার উপর দ্বেষ ও তাহার যেটি প্রিয়, তাহার উপর প্রেম করিবে। তাহার পক্ষে রমণীয় যেটি, তাহার উপর অনুরাগ প্রকাশিত করিবে। সে হর্ষ বা শোক পাইলে, হর্ষ বা শোক পাইবে। অন্যস্ত্রীতে নায়ক আসক্ত কিনা? তাহা জানিবার জন্য গুপ্তচরাদি দ্বারা অনুসন্ধানের ইচ্ছা করিবে। কোপ করিবে; কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায় না হয়। নিজেরক-নখ-দর্শন-পদচিহ্ন করিয়াও অন্যা স্ত্রী করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিবে।।'৩।।

'নায়িকা যে নায়কের প্রতি বিশেষ অনুরাগ করিয়া থাকে, তাহা কথায় প্রকাশ করিবে না; কিন্তু তাহা আকারেই দেখাইবে।-অর্থাৎ আমি তোমার উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছি, আমাকে কামনা কর—এরূপ বলিবে না। লজ্জাপরিহারার্থ কামাতুরা হইয়া থাকিবে। যদি তাহাতেও নায়ক বুঝিতে না পারে, তবে মত্ততাকালে বা স্বপ্নাদিতে 'তোমার সম্ভোগ না করিতে পারিয়াই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি'—এই কথা প্রকাশ করিবে। নায়ক যে সমস্ত শ্লাঘাকর দেবগৃহ তড়াগাদি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিবে। নায়ক কোনও কথা বলিতে থাকিলে, সে বাক্যার্থগ্রহণে যত্নবতী হইবে। যদি কোনরূপে অবজ্ঞা প্রকাশের আবশ্যক হয়, তবে অবজ্ঞা প্রকাশ ক্রিবে। আর যদি তাহার অবধারন করিয়া প্রশংসার আবশ্যক বোধ করে, তবে নায়কের প্রশংসা করিবে। 'তাই-ত ভাল বলিয়াছ। এ তোমার মতো লোকেরই কথা। এরূপ না বলিলে কি মনুষত্ব থাকে'? ইত্যাদি। নায়কের যে বিষয়ে রুচি, তাহার অনুষ্ঠান করিবে। নিজের বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যখ্যাপনার্থ নায়ক সে সকল কথা বলিবে, তাহার উত্তর যথাশ্রুত করিতে প্রয়াস পাইবে। বিশেষতঃ যদি নায়ক স্নেহবান্ হয়, তবে অবশ্যাবশ্য কথার প্রত্যুত্তর করিতে হইবে। নায়ক কথা বলিতে থাকিলে, তাহার অনুবর্তন করিবে—অর্থাৎ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা ও মধ্যে মধ্যে হুঁ দেওয়ার চেষ্টা করিবে। অন্যথা সে কথায় অবজ্ঞা করা হইবে।- কিন্তু যদি সপত্নীর কথা উঠিয়া থাকে, তবে তাহার উত্তর বা শ্রবণ না করিলেও ক্ষতি নাই, বরং

ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করিবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলে—বিজৃম্ভণ (হাঁই) করিলে, কোনও দ্রব্য ভুলিয়া গেলে বা পড়িয়া যাইলে 'এখন কোন অসুখ না হইলেই বাঁচি',-এই কথা বলিবে। ক্ষুত (হাঁচি), বাহৃত (স্খলিতবাক্), বিস্মিত (বিস্ময়প্রাপ্ত) হইলে 'জীব শত সহস্র', বলিবে। যদি দৌর্মনস্যভাবে নায়ক অবস্থান করে, তবে পীড়া ও দৌহৃদ্য কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। অন্যের গুণ অবলম্বন করিয়া তাহার বর্ণনা করিবে না। নায়কের সহিত তুল্যদোষ যে ব্যক্তি, তাহারও নিন্দা করিবে না। যাহা দিবে তাহাই ধারণ করিবে। নায়ক যখনই জানিতে পারিবে, নায়িকা অপরাধ করিয়াছে, তখনই সে অপরাধের ক্ষালনার্থ খেদ, অভ্যঙ্গ ও উপবাসাদি দ্বারা শরীরপীড়া দেখাইবে, কিংবা নায়কের পুত্রভ্রাতাদির নাশে বা ব্যাধিতে অলঙ্কারাদির ধারণ করিবে না। তদুপযুক্ত বিলাপ করিবে। নায়কের সহিত সে দেশ ছাড়িতেও প্রস্তুত আছে জানাইবে। অর্থাৎ বলিবে,-'আমার মাতার যেরূপ বিষমস্বভাব, তা তুমি আমাকে চুরি করিয়া অন্যদেশে লইয়া যদি যাইতে পার, তবে ভাল হয়। আর যদি রাজার সাহায্যে, আমি পলায়িত হইলেও আমার মাতা আমাকে আনিতে চেষ্টা করে, তবে রাজার নিকট আমাকে ক্রয় করিয়া লইও। তাহা হইলে আর কোনও গণ্ডগোল হইবে না।' নায়ককে প্রাপ্ত হইলেই আয়ুর সামর্থ্য প্রকাশ করিবে।-অর্থাৎ 'যাহা প্রায়শঃ পাওয়া যায় না, তাহা পাইলে যে আয়ু বৃদ্ধি হয়, তাহা তোমার প্রাপ্তি হইতেই বুঝিতে পারিতেছি'—এইরূপ বলিবে। নায়কের অর্থাধিগম হইলে, অভিপ্রেতসিদ্ধি হইলে, শরীরের পুষ্টি সম্পাদিত হইলে, বলিবে—'আমি ইহার জন্য কতই না ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থণা করিয়াছি। আজ আমার যিনি প্রার্থণা পূরণ করিয়াছেন, এখন তাঁহার পূজা দিব মানস পূর্ণ করিব।' প্রত্যহ অলঙ্কার পরিধান করিবে। পরিমিত ভোজন করিবে। বহুভক্ষণ স্তনাদিপাতের কারণ। তাহার মধ্যে আবার স্নিগ্ধ-ভোজন করিবে। রুক্ষ জ্বরকারী। গীতে নাম ও গোত্র গ্রহণ করিবে।-অর্থাৎ ভণিতার ছলে নায়কের নাম ও গোত্রাদির পরিচয় করিবে। নায়কের গ্লানি উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে ও ললাটে, হস্ত দ্বারা নায়কের হস্ত গ্রহণ করিয়া দিবে। নায়কের হস্তস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া নিদ্রালাভ করিবে। নায়কের ক্রোড়ে উপবেশন ও স্বপন (নিদ্রা করিবে)। গৃহ বা দেবতা দেখিতে নায়ক যাইতে থাকিলে তাহার অনুগমন করিবে। 'আমি এখন ঋতুমতী হইয়াছি। এখন অন্যত্র শয়ন করিব না'—এই কথার ছলে নায়কের নিকট পুত্রার্থিনী হইবে। নায়ক অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে না।।'৪।।

'নায়কের অভিজ্ঞাত কোনও বিষয় নির্জনে কাহারও সহিত প্রকাশ করিবে বা বলিবে না। নায়কের কোনও ব্রত বা উপবাস নিজেই করিবে। 'ইহা করিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করিবে,'—এই বলিয়া অশক্তি প্রকাশ করিলে নায়িকাও নিজে তদ্রুপা হইবে। অর্থাৎ 'আমাতেও দোষ স্পর্শ করিবে। আমিও ইহা করিতে পারিব না।' এই বলিয়া নায়কের ন্যায় অবস্থান করিবে। কোনও একটি বস্তু

লইয়া বিপ্রতিপত্তির উপস্থিতি হইলে, সে তাহা পারে না, এই কথাই প্রকাশ করিবে। নায়কের বা নিজের কোনও দ্রব্য সমানভাবে দর্শন করিবে। নায়ক ব্যতীত কোনও গোষ্ঠীতে গমন করিবে না। নায়কের নির্মাল্য ও উচ্ছিষ্ট ভোজনে শ্লাঘা করিবে। পরের উচ্ছিষ্ট ও মাল্য বিষবৎ প্রদর্শন করিবে। নায়কের কুল উত্তম, শীল শোভন, শিল্প প্রকৃষ্ট, জাতি বিশুদ্ধা, ইহাই আন্বীক্ষিকী আদি বিদ্যা নির্মল্য, কনকপিঞ্জর স্বর্গ, ইহার ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জিত, ইহার দেশ পূজ্য, মিত্রগণ গুণবান্ গুণগুলি, শোভন, বয়স এই প্রথম, বাক্য মধুর, এইরূপে পূজা করিবে। গীতাদিতে যে অভিজ্ঞ, তাহাকেই নিযুক্ত করিবে। ভয়, শীত, উষ্ণ ও বর্ষার অপেক্ষা না করিয়া অনুগমন করিবে। যখন জন্মান্তরের কথা উঠিবে, তখন বলিবে 'সেই যেন আমার প্রিয় হয়।' নায়কের ইষ্ট রস, ভাব, শীলাদিতে অনুবর্তন করিবে—অর্থাৎ নিজেও তাহা ভালবাসিবে। 'কে যেন বশীকরণ করিতেছে যে, আমি যেন তোমার নিতান্ত অপ্রিয়া হই'—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিবে। 'আমি নায়কের অনুগমন করিব, তুমি কেন আমাকে ধরিয়া রাখিবে?'—এই কথা বলিয়া মাতার সহিত কৃত্রিম কলহ করিবে। যদি মাতা বলাৎকারে অন্যত্র নিয়া যায়, তবে 'আমি বিষপানে মরিব। অনশনে দেহ ত্যাগ করিব। গলায় ছুরি দিব। গলায় রজ্জু দিব।'—এইরূপ বারংবার উচ্চৈঃস্বরে কামনা করিবে। তাহাদ্বারা নায়কের প্রত্যায়ন করিবে। অথবা নিজেই বলিবে যে, 'বেশ্যার কি কুৎসিত জীবিকা। আমি যাহাকে ভালবাসি, যে আমাকে ভালবাসে, অর্থতৃষ্ণায় মাতা তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ধিক্ আমার বেশ্যাজীবনে।' অর্থের জন্য কখনও বিবাদ করিবে না। মাতার অনুমতি ব্যতীত কিছুই করতে চেষ্টা করিবে না।।'৫।।

'নায়ক প্রবাসে যাইতে উদ্যত হইলে 'যদি শীঘ্র না আইস, তবে আমার মাথা খাও।' এইরূপ শাপ প্রদান করিবে। নায়ক প্রোষিত হইলে শরীরসংস্কার ও অলঙ্কারধারণ প্রতিষিদ্ধ। শঙ্খ-বলয়াদি মঙ্গলাভরণ অবশ্যধার্য। অথবা একটি শঙ্খ ও একগাছি বলয় ধারণ করিবে। অতীতোপভোগের স্মরণ করিবে। যাহারা প্রশ্ন গণনা করিতে পারে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিবে এবং নিশীথকালে শুভাশুভপরিজ্ঞানার্থ প্রথম বাক্য গ্রহণ করিতে রথ্যা ও চত্বরাদিতে গমন করিবে। এই নক্ষত্র, এই চন্দ্র, এই সূর্য, এই তারা, নায়ক দেখিয়া প্রীত হইতেন। আহা, কি প্রীতিদর্শন এগুলি!—এইরূপ করিয়া স্পৃহা প্রকাশ করিবে। রাত্রে শুভস্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে নায়কের কোনও লোকের নিকটে তাহার আমূল বর্ণনা করিয়া শেষে বলিবে, 'আর কিছু হউক আর নাই হউক, ইনি এখন আসিলে, তাহার মুখ দেখিয়া বাঁচি'—এইরূপে সমাগম প্রার্থনা করিবে। নায়কের কোনও অনিষ্টকর সংবাদ পাইলে উদ্বেগ ও শান্তিকর্ম করিবে। নায়ক প্রত্যাগত হইলে কামপূজা করিবে। দেবতাদিগের উপহার দিবে, আর বলিবে, 'আমার ইহা মানসিক ছিল।' 'ইষ্টবুদ্ধিতে স্বজনের নিকট হইতে যে

উত্তরীয় বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাকে পূর্ণপাত্র বলে।' সুখীগণ দ্বারা তাহার আনয়ন করিবে। 'বল্লভ আসিলে তোকে যে পিণ্ড একটি দিব বলিয়াছিলাম, তাহা এই নে'—এই বলিয়া বায়সপূজা করিবে। নায়কের সহিত যে প্রথম সমাগম, তাহার পর সমাগমে এই কামপূজাদি কর্তব্য। 'যে আমাকে এত ভালবাসে, যে এত সক্ত, সে মরিলে আমি কিছুতেই বাঁচিতে পারি না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে মরিব।'—এই কথা বলিবে।।'৬।।

কে সক্ত, তাহা বলা যাইতেছে—
'যে সকল প্রকারে বিশ্বস্ত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে যে সমানভাবাপন্ন, যে নায়িকার প্রয়োজন জানিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করে; যে তাহার নিকটে যাইতে কোন কিছুর আশঙ্কা করে না এবং যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের অপেক্ষাই রাখে না, সেই ব্যক্তিই সক্ত বলিয়া কথিত।।'৭।।

'ইহা দত্তকের প্রণীত শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া কেবল নিদর্শনার্থ আমি প্রদর্শন করিলাম। আর যাহা অনুক্ত রহিল, তাহা পরের উপাসনা-কুশল ব্যক্তির নিকট হইতে ও পুরুষপ্রকৃতির পর্যালোচনা করিয়া গ্রহণ করিবে ও তদ্দ্বারা ব্যবহার করিবে।।'৮।।

'এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে—
স্ত্রীগণের ইচ্ছালক্ষণ কাম স্বরূপতঃ নিতান্ত দুর্বচনীয়—অর্থাৎ স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায় না; কারণ কাম চিত্তের ধর্ম; তাহা-ত অতীন্দ্রিয়; সুতরাং অন্যন্ত সূক্ষ্ম। ক্রিয়া দ্বারাও তাহার সুজ্ঞান সম্ভবপর নহে; কারণ, লুব্ধা স্ত্রী স্বাভাবিক কামের ন্যায় রূপিত (অনুকরণ) করে; সুতরাং প্রবৃত্তিদ্বারা জানিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ কামপন্না স্ত্রীতে পুরুষগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতএব তাহাদিগের স্বভাবতই রাগাচরণ সম্ভব; এইজন্য জানিতে পারা যায় না। তারপর, তাহাদিগের রাগের পরিজ্ঞানকর অভিযোগ দ্বারাও এটা স্বাভাবিক কি কৃত্রিম, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা কামনা করে, আবার কৃত্রিম কেলিবশে তার পরক্ষণেই বিরাগ প্রাপ্ত হয়। আবার কৃত্রিম কেলিবশে নায়ককে রঞ্জিত করে। আবার কিছুদিন পরেই সেই নায়ককে ত্যাগ করে; সুতরাং তাহারা—অর্থাৎ সেই সকল স্ত্রীগণ সকলপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াও সর্বথা জ্ঞায়মান হয় না। অতএব তাহাগিদের উপর কিছুতেই আসক্তি করিবে না।।'৯।।

ইতি কান্তানুবৃত্তনামক প্রকরণ।।
ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকারণে কান্তানুবৃত্তনামক দ্বিতীয় অধ্যায়।।২।।

চতুর্থ ভাগ – তৃতীয় অধ্যায়

অর্থাগমোপায়াঃ বিরক্তিলিঙ্গানি, বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ ও নিষ্কাসনক্রমাঃ (অর্থোপার্জন)

এইভাবে অনুবর্ত্তিত কান্তের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তাহাও উপায়ানুসারে গ্রহণ করিবে, অনুপায়ে নহে; ইহা কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থাগমোপায়নামক প্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে।–সেই গ্রহণ দ্বিবিধ; স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে—

'পূর্বে যে সক্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে স্বাভাবিকভাবে ধন গ্রহণ করিবে। আর যে সক্ত নয়, তাহার নিকট হইতে প্রাযত্নিকভাবে ধন গ্রহণ করিবে। আচার্যগণ বলেন—তন্মধ্যে স্বাভাবিক বা সঙ্কল্প হইতে সমধিক ধন লাভ করিতে পারিলে, আর উপায় প্রয়োগ করিবে না। বাৎস্যায়ন বলেন—স্বাভাবিকই হউই, আর প্রাযত্নিকই হউক, সঙ্কল্পিতই হউই, আর অসঙ্কল্পিতই হউই, যদি উপায় পরিষ্কৃত হয়—অর্থাৎ উপায়ের সহিত স্বভাব ও প্রযত্ন মিলিত হইয়া অর্থাগমের জন্য প্রযুক্ত হয়, তবে দ্বিগুণ ধনই দিবে।।'১।।

যে উপায় অবলম্বন করিয়া ধনগ্রহণ করিলেও অর্থলোলুপতা প্রকাশ পাইবে না, সেই সকল উপায় প্রদর্শন করা যাইতেছে—

'অলঙ্কার, লাড্ডুকাদি ভক্ষ্য, অন্নাদি ভোজ্য, পেয় সুরাদি, বস্ত্র চতুর্বিধ, ত্বগ্‌জ, ফলজ, কৃমিজ ও লোমজ; গন্ধ কুঙ্কুমাদি, মাল্য, তাম্বুল, সুপারি, পশু ও ভাণ্ডোপকরণ আদি দ্রব্যের বিক্রেতাদিগের নিকটে তাহার পরিশোধার্থ কোনও একটি কালের নিয়ম শুনাইলে মূল্য প্রতিদান করাইবে। তাহার সমক্ষে তাহার ধনের প্রশংসা করিবে। ব্রত, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, উদ্যান, দেবগৃহারাম্ভ ও প্রতিষ্ঠা, তড়াগ, উদ্যানোৎসব ও প্রীতিদায়ের ছল করিবে। তাহার অভিগমনার্থ আগমন করায় দণ্ডপাশিকরক্ষিগণ ও চৌরকর্তৃক ধৃত হওয়ায় অলঙ্কার হারাইয়াছে—বলিবে। গৃহদাহ, কুড্যচ্ছেদ (সিঁদ কাটা) বা মাতার অসাবধানতায় গৃহ হইতেই অর্থনাশের কথা বলিবে। প্রার্থনা করিয়া আনা ও নায়কদত্ত অলঙ্কারের নায়কের অভিগমনার্থ আমোদ-প্রমোদের ব্যয় করার জন্য ব্যয় করা হইয়াছে, ইহা চার (দূত) দ্বারা জানাইবে। নায়কের জন্য ঋণ গ্রহণ করিবে। নায়কের ব্যয় জন্য জননীর সহিত বিবাদ বাধাইবে। কোনও সুহৃদের বাটিতে উৎসবাদি উপস্থিত হইলে, উপহার দিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া যাইতে না চাওয়া। পূর্বেই যেন শুনাইয়া রাখে যে, তাহারা আমার বাটিতে যখন উৎসব হইয়াছিল, তখন প্রচুর

পরিমাণে উপহার লইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং আমি এখন কি রিক্তহস্তে যাইতে পারি?—ইহা বলিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দিবে। যদি না দেয়, তবে অবশ্যই যাইবে না। উচিত-ক্রিয়ার, অর্থাৎ শরীর রক্ষার্থ প্রাত্যহিক ব্যয়ের সংক্ষেপ করিবে এবং তাহা শুনাইবে। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই দিবে। নায়কের জন্য শিল্পীর নিকট কোনও কার্যের আদেশ করিবে। আর বলিবে, এ শিল্পী কার্য অতি সুচারু করে, কিন্তু অধিক (কারণক) পারিশ্রমিক বা বাণী লাইয়া থাকে। আমার ত সে যোগ্যতা নাই, তবে তুমি যদি দাও, তাহা হইলে আমি তোমার এইটি করাইয়া দিই। তুমি না দিলে যে কোন উপায়েই হউক, আমি নিশ্চয় করাইয়া দিব। তাহাতে আমার কাছে সে আরও অধিক লইবে। তা কি করিব, ইত্যাদি বলিবে! কার্যোদ্ধারের জন্য বৈদ্য ও মহামাত্রের উপকার করিবে। তাহারা ঔষধের ছলে এবং বলপূর্বকও ধনদান করিতে অস্বীকৃত হইলেও দেওয়াইবে। নায়কের সম্বন্ধীয় উপকারে মিত্রগণের পীড়াদি ব্যসন উপস্থিত হইলে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। তাহারা পীড়াদি ব্যসনে উপকৃত হইয়া, সময়ে বলিয়া নায়ক দ্বারা ধন দেওয়াইবে। কোনও গৃহকর্ম, অর্থাৎ ছাদন বা ইষ্টকাদি করাইবে। সখীর পুত্রের ও নিজের পুত্রের উৎসঞ্জন, অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষণ ও আচ্ছাদনাদি করাইবে। যেমন অন্নপ্রাশনেরকালে বা চূড়াকরণাদিকালে তদুপযুক্ত ব্যয় করাইতে সচেষ্ট হইবে, অথবা সখীর অভিলাষ বা ব্যাধি প্রতিকর্তব্য বুঝাইবে। কিংবা মিত্রের দুঃখাপনয়ন কারয়িতব্য, ইত্যাদি গৃহকর্মের ছল করিয়া ব্যয়ের উপদেশ করিবে। নায়কের জন্য নিজের কোনও একটি অলঙ্কারের এক টুকরা বিক্রয়, নায়কের সমক্ষেই করিবে। নায়ক যে অলঙ্কার বা ভাণ্ডোপকরণ (ঘটি বাটি ইত্যাদি) দিয়াছে, সেই সকল নায়কের সমক্ষে কৃতসঙ্কেত (যাহার সহিত পূর্বে বলিয়া স্থির করা আছে) বণিকের নিকট ব্যয়ার্থ বিক্রয়ের জন্য দেখাইবে। একটি-আধটি বা বিক্রয়ই করিবে। কোনও কার্যোপলক্ষে অন্য বেশ্যার বাটি হইতে আনীত দ্রব্যের অন্যদ্রব্যের সহিত পরিবর্তিত হইয়া যাইলে, তাহা লইয়া একটু বেশ গণ্ডগোল পাকাইয়া নায়কের সমক্ষে যাওয়া ও তাহার প্রতিশিষ্ট দ্রব্যের জন্য নায়ককে ধরা। পূর্বোপকারের বিস্মরণ না হওয়া এবং সেই প্রসঙ্গে তাহার অনুকীর্তন করা। চারদ্বারা অন্যান্য প্রতিযোগিনী গণিকাদিগণের লাভাতিশয় শ্রবণ করাইবে। তাহাদিগের নিকট নায়কের সমক্ষে নিজের অত্যন্ত অধিক লাভ যাহা হইয়াছে ও হইবার অসম্ভব নাই এবং সম্ভব হইয়াছে, তাহা লজ্জাসহকারে বর্ণনা করিবে। কোনও ব্যক্তিরা নায়কের নিকট পূর্বে প্রচুর পাইয়াছিল, আবার তাহারা সেই আশায় নায়ককে চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে নিষেধ করিবে। নায়ককে অবলম্বন করিয়া যাহার স্পর্ধা করে, সেই সকল ত্যাগশীল লোকের নিদর্শন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত প্রদান করিবে। বালককে চালিত করিয়া (টোয়াইয়া) দিয়া 'তুমি আর আসিবে না; আমাকে দিয়া যাও।' এই বলিয়া প্রার্থনা করাইবে এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই বা

প্রার্থনা করিবে।।'২।।
–দেশ, কাল ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই প্রয়োগের ব্যবহার করিবে।।২।।

ইতি অর্থোগমোপায়নামক প্রকরণ।

অথ বিরক্তপ্রতিপত্তিনামক প্রকরণ।

উপায়ানুসারে সক্তের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। ইহা কথিত হইল; কিন্তু যে বিরক্ত, তাহার নিকট হইতে কিরূপে ধনগ্রহণ করিবে, তাহা নির্ণয় করার জন্য এখন বিরক্তপ্রতিপত্তিনামক প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। বিরক্তির লক্ষণ কি?
'স্বভাবের বিকার উপলব্ধি করিয়া এবং মুখের বর্ণবৈকৃতি দ্বারা সে যে নিশ্চয় বিরক্ত, তাহা বেশ জানিতে পারিবে।।'৩।।

স্বভাবের অন্যথাবৃত্তি কি প্রকার; তাহা বলা যাইতেছে—
'যাহা দেওয়া উচিত, তদপেক্ষা অল্প ও অতিরিক্ত দেয়। নায়িকার বিপক্ষগণের সহিত প্রীতি করে। একটি বিষয়ের ছলে অন্যবিষয়ের অনুষ্ঠান করে। প্রত্যহ দীয়মান ধন দেয় না। ইহা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের প্রার্থনা করিলে বিস্মৃত হয়। অথবা অস্বীকার করে, 'আমি ত ইহা দিব বলিয়া স্বীকার করি নাই' বলে। মিত্রাদির সহিত সঙ্কেত কথোপকথন করে। মিত্রকার্যের ছলে অন্য নায়িকার স্থানে যাইয়া শয়ন করে। পূর্বসংসৃষ্ট নায়িকার পরিজনবর্গের সহিত নির্জনে কথোকথন করে। তাহাকে বিরক্ত বলিয়া জানিবে।।'৪।।

বিরক্তের পরিচয় হইলে, তাহার পক্ষে অনুষ্ঠান কি, তাহা বলা হইতেছে—
'নায়ক যতদিন জানিতে না পারে যে, আমি ইহার উপর বিরক্ত, ইহা এ নায়িকা জানিয়ে পারিয়াছে; তন্মধ্যে কোনও একটা ছল করিয়া নায়কের কোনও একটা ভাল দ্রব্য হস্তগত করিবে। পরে কৃতসঙ্কেত উত্তমর্ণ (যাহার নিকট পূর্বে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাদৃশ ঋণদাতা) সেই দ্রব্যটি বা দ্রব্যগুলি নায়কের হস্ত হইতে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবে। যখন উত্তমর্ণ সেই দ্রব্য লইয়া যাইবে, তখন অবশ্যই নায়ক তাহার সহিত বিবাদ করিতে উপস্থিত হইবে। বিবাদ করিলে প্রাড়্বিবাকের (হাকিমের) স্থলে উপস্থিত করিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের (আইনের) অধীন করাইবে। যদি বিবাদ নাই করে, তবে কার্যসিদ্ধিই হইল।।'৫।।

ইতি বিরক্তপ্রতিপত্তিনামক প্রকরণ।

অথ নিষ্কাসনক্রম প্রকরণ।

বিরক্ত ব্যক্তি আপনা হইতেই নিষ্কাসিত হয়; সুতরাং তাহার নিষ্কাসন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে সক্ত স্বয়ং নিষ্কাসিত হয় না, তাহার নিষ্কাসনক্রম বলা যাইতেছে—

'সক্ত যদ্যপি পূর্বে বহু উপকার করিয়া থাকে, তথাপি বর্তমানে অল্প দান করে বলিয়া মিথ্যাপরাধে অপরাধী করিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ পূর্বে বহু উপকার করিলেও সম্প্রতি অল্প ফল লাভ হয় বলিয়া আর যদি অন্য নায়িকাকে সে কামনা করিতে থাকে, তবে তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিবে, যাহাতে সে নিজেকে তথায় অনুপস্থেয় (আসিবার অযোগ্য) বলিয়া মনে করে। আর যদি অসার, অর্থাৎ দ্রব্যহীন হইয়া পড়ে, তাহার নিকট আর কিছুই লাভের আশা না থাকে, তবে তাহাকে বলিয়াই নিষ্কাসিত করিবে। যখন তাহাকে নিষ্কাসিত করিবে, তখন অবশ্য আর একজনকে অবলম্বন করিয়া, তবে তাহাকে নিষ্কাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইবে।।'৬।।

নিষ্কাসনের উপায় প্রকাশ্যভাবে ও গুপ্তভাবে অবলম্বন করিবে। তন্মধ্যে প্রকাশ্যভাবের উপায় বলা যাইতেছে—

'নায়কের অনিষ্টকর বিষয়ের সেবা করিবে। নিন্দিত যে তৃণচ্ছেদন ও লোষ্ট্র মর্দনাদি) নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন ও অঙ্গুল মটকান ইত্যাদি), তাহার বারংবার কারণ; অবশ্য তাহার সমক্ষেই করিবে। তাহাকে দেখিয়াই নিজের ওষ্ঠ কামড়াইয়া ভয়মুদ্রা দর্শন করাইবে। ভুমিতে পদাঘাত করিবে। নায়ক যাহার বিন্দুবিসর্গ না জানে, তাদৃশ লজ্জাকর বিষয় অবলম্বন করিয়া লোকমধ্যে গল্প করিবে। যাহা জানে, তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ না করা ও কুৎসা করার চেষ্টা করিবে। অন্যকে উৎসাহিত করিয়া তাহার সর্বনাশ করিয়া দিবে। অধিক লোকের সহিত থাকিবে। কোনও বিষয়ের অপেক্ষা করিবে না। দোষ সমান হইলেও নিন্দা করিবে। নির্জনে অবস্থান করিবে।।'৭।।

যদিই বা কদাচিৎ রতব্যাপারে লিপ্ত হয়, তবে কি প্রকারের আচরণ করিবে, তাহা বলা যাইতেছে— 'রতের জন্য সরকতাম্বুলাদি উপচার প্রদান করিতে যাইতে উদ্বেগ প্রকাশ করিবে। চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে মুখদান করিবে না। জঘনরক্ষার চেষ্টা করিবে। নখদশনক্ষতের সহন করিবে না। আলিঙ্গন করিতে উদ্যত আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, ভুজময়ী সূচী দ্বারা ব্যবধান করিবে। গাত্রের স্তব্ধতা করিবে, যাহাতে আকর্ষণ করিতে না পারে। যন্ত্রযোগ নিবারনার্থ ঊরুদ্বয় দৃঢ়রূপে ব্যত্যস্ত করিবে (পায়ে পায়ে আঁকুড়ী দিয়ে)। অতিরিক্ত নিদ্রাপর হইবে। যখন দেখিবে অন্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছে, তখনই প্রেরণ করিবে, বলিবে 'আইস এখন দেখি।' না সমর্থ হইলে উপহাস করিবে 'এতই বীরের ক্ষমতা।' সমর্থ হইলে অভিনন্দন করিবে না। দিনের বেলাও। এমনও কোন কামগর্দভ আছ, যে দিনেও মদবিহ্বল হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভাবে উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া

কোনও মহাজনের (উৎকৃষ্টজনের) অভিগমন করিবে। তাহাতে তাহার (কামোৎকণ্ঠিত নায়কের) ইচ্ছা ব্যাহত হইবে।।'৮।।

সঙ্কথার অধিকার করিয়া কথিত হইতেছে—

'কথা বলিলেই ছল গ্রহণ করিবে। ক্রীড়া না করিলেও কথার উপর অকারণ উপহাস করিবে। ক্রীড়া আরব্ধ হইলে নায়ক কথা বলিতে থাকিলে হাস্য করিবে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছল করিয়া বা পরিজনকে কটাক্ষ দ্বারা প্রেক্ষণ করিবে এবং সেই প্রসঙ্গে হস্ত দ্বারা তাড়ন করিবে। মারিয়া নায়কের কথা উপেক্ষা করিয়া অন্য কথা বলিবে। নায়কের অপরাধ ও দ্যুতাদির অনুষ্ঠান নিতান্তই যে অপরিহার্য, তাহা বারংবার কীর্তন করিবে। মর্মস্পর্শী যে সকল বিষয়, তাহার কীর্তন চেড়ী দ্বারা করাইবে। যখন যখন আসিবে, তখন তখন নিজের দর্শন দিবে না। যাহা যাঞ্চা করিবার নহে, তাহারই প্রার্থনা করিবে। তাহাতে যদি পরিত্যাগ না করে, তবে নিজেই পরিত্যাগ করিবে।।'৯।।

'বেশ্যা কর্তৃক গম্যের যে পরিগ্রহ, তাহার বিধান এইমাত্র দত্তক বলিয়াছেন। আমি বলিলাম নহে। তিনি গণিকার নিয়োগে সংক্ষেপে বলিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

পরীক্ষা করিয়া গম্যের সহিত সংযোগ করিবে। সংযোগ হইলে তাহার অনুরঞ্জন করিবে। অনুরক্ত হইলে তাহার নিকটে অর্থগ্রহণ করিবে। যখন অর্থ নিঃশেষিত হইবে, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে এই কল্পের অবলম্বন করিলে বেশ্যা নায়কপরিগ্রহে অবস্থান করিয়া গম্যের সহিত অতিরিক্ত সম্বন্ধ করিবে না ও প্রচুর ধনোপার্জন করিতে সমর্থ হইবে।।'১০।।

ইতি নিষ্কাসনক্রমনামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকারণে অর্থাগমোপায়, বিরক্তলিঙ্গ, বিরক্তপ্রতিপত্তি ও নিষ্কাসনক্রমনামক তৃতীয় অধ্যায়।।৩।।

চতুর্থ ভাগ – চতুর্থ অধ্যায়

বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্ (পুরাতন প্রণয়ীর সহিত পুনরায় বন্ধুত্বকরণ)

'বর্তমানে যাহার ধনশোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পূর্বসংসসৃষ্ট কোন ধনবানের সহিত আবার সন্ধিস্থাপন করিবে।।'১।।

'সে যদি ধনদান করিবে বলিয়া বোধ হয়, ধনবান্ হয় এবং সানুরাগ হয়; তবেই তাহার সহিত সন্ধি করিবে।।'২।।

'সে যদি অন্যত্র গমন করিয়া থাকে; তবে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। সেই বিশীর্ণ-নায়ক ষড়্বিধ। তাহার কার্যযোগ যেহেতু ষড়্বিধ।।'৩।।

কর্মযোগ কি, তাহা কথিত হইতেছে–
'এখান হইতে নিজেই চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতেও নিজেই অপসৃত হইয়াছে।১। এখান ও সেখান হইতে নিষ্কসিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে।২। এখন হইতে স্বয়ং অপসৃত; কিন্তু সেখান হইতে নিষ্কাশিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে।৩। এখান হইতে অপসৃত; কিন্তু সেখানে অবস্থান করিতেছে।৪। এখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত; কিন্তু সেখান হইতে স্বয়ং অপসৃত হইয়াছে।৫। এবং এখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে, সেখানে অবস্থান করিতেছে।৬।।'৪।।

ইহাগিদের মধ্যে সন্ধেয় ও অসন্ধেয় কে, তাহার বিচার করা যাইতেছে–
'এখান ও সেখান হইতে নিজেই অপসৃত হইয়া যদি পীঠমর্দাদি দ্বারা আবার সম্বানার্থ চেষ্টা করে, অথচ উভয়েরই গুণের কোন অপেক্ষা না করে; তবে সে চঞ্চলবুদ্ধি নায়ক কখনই আর সন্ধেয় হইতে পারে না।।'৫।।

'এখান ও সেখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে, কিন্তু নিজে অপসৃত হয় নাই বলিয়া স্থিরবুদ্ধি। সে যদি অন্য বহুলাভকারিণী নায়িকা দ্বারা নিষ্কাসিত হইয়া থাকে; তবে সেই সসার নায়কের তাহার রোষ উৎপাদন করিয়া অমর্ষ (বিরাগ) জন্মাইয়া দিতে পারিলে আমার পক্ষে বহুপ্রদ হইতে পারে; এরূপ বুঝিলে সে সন্ধেয়।।'৬।।

‘এখান হইতে স্বয়ং অপসৃত; কিন্তু সেখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত হইয়াছে। সে যদি পূর্বদান অপেক্ষা বহুধন দান করে; তবে সে গ্রাহ্য।।’৮।।

‘এখান হইতে নিজে অপসৃত হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু পীঠমর্দাদি দ্বারা আবার সন্ধানার্থ চেষ্টা করিতেছে। এরূপস্থলে, তাহার নির্ণয় করিতে হইবে, ঠিক কিনা।।’৯।।

এস্থলে সন্ধেয় পক্ষ কি, তাহা বলিতেছেন—
‘তাহার নিকট বিশেষ গুণলাভ করিতে সমর্থ হইবে ভাবিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ দেখিতে না পাইয়া আসিতে চাহিতেছে। অথবা সেখান হইতে আসিবার জন্য আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে যে, আমি আবার তাহাকে লইতে ইচ্ছা করি কিনা। সেখানে কোন বিশেষ গুণ দেখিতে না পাইয়া এবং আমার বিশেষ গুণ দেখিতে পাইয়া, আমার উপর সানুরাগভাবে আসক্ত হইয়া, এবার বহুদান করিতে পারে। যদি এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তবে তাহাকে সন্ধান করা উচিত। অথবা তাহার গুণ দেখিয়া তাহার নিকট নিজেই অপসৃত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমার অপেক্ষা তাহার বিশেষ কোনও গুণ নাই, অধিকন্তু তাহার দোষ দেখিয়া এখন আমার যে বহুগুণ আছে, তাহা জানিতে পারিয়াছে ও ভূয়িষ্ঠ (প্রচুরতর) গুণ দেখিতেছে। এরূপ হইলে, সেই গুণদর্শী নিশ্চয়ই ভূয়িষ্ঠধন দান করিবে, সুতরাং সে সন্ধেয়।।’১০।।

অসন্ধেয় পক্ষ কি, তাহা বলিতেছেন—
‘নায়ক বালকধর্মাবলম্বী, অথবা একত্র দৃষ্টিপ্রদানকারী নহে, কিংবা অত্যন্ত সন্ধান কখনই করে না, বা হরিদ্রার রাগের ন্যায় যাহার রাগ চিরস্থায়ী নহে, অথবা যে যাহা তাহা করিয়া থাকে, কিংবা আসিয়া সন্ধান করিবে কিনা, সন্দেহ। যদি এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তবে তাহার চেষ্টা করা উচিত নহে।।’১১।।

‘এখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়া অপসৃত এবং সেখান হইতেও অপসৃত। এখন আবার পীঠমর্দাদি দ্বারা সন্ধানার্থ চেষ্টা করিতেছে। সে নায়ক তর্কণীয়। আর এরূপ অবস্থায় সে যদি অনুরাগ বশত আসিতে চাহে, তবে সে নিশ্চয় বহুদান করিবে। আর যে নায়ক আমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া আর অন্য নায়িকার রতিলাভ করিতে পারে না, সেও নিশ্চয়ই সন্ধেয়।।’১২।।
পারিতেছে না বলিয়া সে সেখান হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছে, সে নিশ্চয় অনুগাহ্য।।১২।।

‘পূর্বে আমি যাহাকে অন্যায়পূর্বক নিষ্কাসিত করিয়াছি, সে আমার নিকট আবার আসিয়া যদি সেই বৈরনির্যাতন করিতে ইচ্ছা করে, অথবা আমি অভিযোগ বশত তাহার ধন অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু সম্প্রয়োগ খুব অল্পই করিয়াছি; এখন সে যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়াই আমার নিকট হইতে সেই

ধন অপহরণের ইচ্ছা করিয়া থাকে; কিংবা ভৃতুভাবে থাকিয়া সেই ধন লইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে; অথবা এখন আমি যাহার সহিত আছি, তাহার ভেদ ঘটাইয়া সে আবার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে থাকে; তবে সে সে ব্যক্তি কখনই মঙ্গলবুদ্ধিসম্পন্ন নহে; সুতরাং কখনই তাহারা সন্ধেয় নহে।।'১৩।।

'যে অন্যথাবুদ্ধি, এখন অনুরাগ আছে, ধন দান করিতে সম্মত; কিন্তু পরে আর অনুরাগ থাকিবে না, ধনও দিবে না—যে এরূপ, সে সেইকালেই নিষ্কাস্য।।'১৪।।

অনেকগুলি কারণ বলিতেছেন—
'দুঃখ দিবার জন্য আমি তাহাকে নিষ্কাসিত করিয়াছি; সুতরাং সে অন্যত্র গমন করিয়াছে; কিন্তু আমার উপর তাহার অনুরাগ কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই। যদি এরূপ হয়, তবে তাহাকে যত্ন করিয়া আনয়ন করিবে।।'১৬।।
(ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেন—নায়ক অন্য নায়িকার নিকট অভিগমন করার অপরাধে যদি আমি কিছু বলি, এই ভয়ে সে যদি আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়া থাকে, তবে তাহাকে যত্নপূর্বক আনয়ন করিতে হইবে।)

'অথবা এখান হইতে লোক যাইয়া, তাহার সহিত কথোপকথন করায়, যদি সে সেখানে আর শান্তি না পায়; তবে সে সন্ধেয়। অবশ্য যত্নপূর্বক আনেতব্য, কিংবা তাহার নিকট সম্প্রতি থাকায়, সে তাহার যদি সমস্ত অর্থ বিনষ্ট করিয়া দেয়, এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তবে সে নায়ক তাহার নিকট হইতে যত্নপূর্বক আনেতব্য; অথবা তাহার এখন যেরূপ অবস্থা পড়িতেছে, তাহাতে এখন প্রচুর অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাকে যত্নপূর্বক আনয়ন করা উচিত। কিংবা সে এখন আরও অনেকগুলি সম্পত্তি ক্রয় বা চুক্তি করিয়া লইয়াছে; সুতরাং এখন তাহার আনয়ন করা উচিত। যদি বা সে এখন অধিকরণ (অধ্যক্ষতার স্থান) লাভ করিয়া থাকে, তবে সে এখন আনেতব্য। অথবা এখন তাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে, এখন আর বহুধন ব্যয়ে তাহার বাধা নাই; সুতরাং তাহাকে আনয়ন করা উচিত। অথবা এখন তাহার পরতন্ত্রতা ঘুচিয়াছে, যদি এরূপ হয়, তবে সে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই করিতে পারিবে। কিংবা পিতা বা ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং স্বাধীন হইয়াছে, যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে। কিংবা ইহার সহিত অমুক ধনীর অতিরিক্ত বন্ধুত্ব আছে—যদি আমি ইহাকে হস্তগত করিতে পারি, তবে সেই ধনী নায়ককে পাইতে পারিব। অথবা ইহাকে এখন ইহার ভার্যা অবমান করিয়াছে; এখন আমি যদি ইহাকে হস্তগত করিতে পারি, তবে ইহাকে ইহার ভার্যার নিকট বিক্রম প্রকাশ করাইতে পারিব। অথবা ইহার মিত্র আমার দ্বেষকারিণী

একটি সপত্নীকে কামনা করিতেছে, এখন যদি আমি ইহাকে সন্ধিত (কৌশলে হস্তগত) পারি, তবে তাহাকে তাহার সহিত ভিন্ন করিয়া দিতে পারিব। এব্যক্তি বড়ই চঞ্চল; আচ্ছ! আমিও একবার ইহাকে গ্রহণ করিয়া ইহার চাপল্য আরও খানিক বাড়াইয়া দেই না কেন, এই ভাবিয়া বা গ্রহণ করিতে পারি।।'১৭।।

বিশীর্ণের সন্ধান কিরূপে করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে—
'পীঠমর্দাদিবর্গ তাহার নিকট নায়িকার মাতার দৌঃশীল্য, নায়িকার অনুরাগ, পরাধীনতা অ তজ্জন্যই নিষ্কাসনের বর্ণনা করিবে। বর্তমান নায়িকের সহিত সংসর্গ ও বিদ্বেষও বর্ণনীয়। নায়িকার অভিজ্ঞানের সহিত পূর্বানুরাগ দ্বারা নায়কের প্রত্যয় জন্মাইয়া দিবে। নায়ককৃত উপকারসূচক অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার অর্থ বা অনর্থ প্রতিকার যাহাতে হয়।।'১৮।।

ইতি বিশীর্ণপ্রতিসন্ধান প্রকরণ।

'অপূর্ব ও পূর্বসংশ্লিষ্ট নায়কের মধ্যে পূর্বসংশ্লিষ্ট নায়কের প্রশস্ততর। আচার্যগণ বলেন—যে ব্যক্তি শীল বিদিত হইয়াছে, রাগ বুঝিতে পারা গিয়াছে, সুন্দর উপচার প্রয়োগে সে সমর্থ; ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়া তাহারই সন্ধান ভাল। যদি সর্বতোভাবে পূর্বসংসৃষ্ট নায়ক নিষ্পীড়িতার্থ হইয়া থাকে, তবে সে আর অত্যন্ত ধন দান করিতে পারে না এবং তাহাকে বিশ্বাস করাইতেও বহু দুঃখ পাইতে হয়। যে অপূর্ব (যাহার সহিত কখনও সম্বন্ধ হয় নাই) সে অনায়াসেই নিজে অনুরাগপূর্বক আসিতে চাহে; সুতরাং সেই প্রশস্যতর—আচার্য বাৎস্যায়ন এই কথা বলেন। তাহার মধ্যেও পুরুষস্বভাব অনির্ণেয় বলিয়া অনেক বিষয় আছে। তাহা কার্যক্ষেত্রে দেখিয়া-বুঝিয়া তবে সন্ধান করিবে।।'১৯।।

অবিষয়ে অনেকগুলি শ্লোক আছে—
'গম্য নায়কের নিকট হইতে অন্য নায়িকাকে ভেদ করিয়া দিতে বা অন্য নায়িকার নিকট হইতে গম্য নায়কের ভেদ ঘটাইয়া দিতে, কিংবা অন্য নায়িকার নিকটে অবস্থিত নায়কের উপঘাত (ব্যয় দ্বারা নষ্ট) করিবার জন্য, আবার সেই সেই নায়কের সহিত সন্ধান অবশ্য কর্তব্য।
নায়ক যে সংস্থানে থাকিয়া অতিরিক্ত সংসক্ত হইয়াছে এবং সে সংসক্ততার জন্য অন্য নায়কের সংযোগকে অত্যন্ত ভয় করে ও নায়িকার অপরাধ দর্শনই করে না। তদ্ভিন্ন পরিত্যাগভয়ে বহুদান করিয়া থাকে, তাদৃশ নায়ক কখনই উপেক্ষণীয় নহে।
নায়িকা কখনও অসক্তের অভিনন্দন ও কখন বা সক্তের পরিভব করিবে। অন্য নায়কের দূত আসিয়াছে দেখিয়া, যে নায়ক তখন অতিরিক্ত ধনদান করে, নায়িকা তাহাকে তখন কোনওক্রমে অসন্তুষ্ট করিবে না; তবে পূর্বের সেই সংসৃষ্ট বা অসংসৃষ্ট কিংবা বিশীর্ণকে কালে (অবসরমতে)

সম্প্রযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। বিশীর্ণ নায়কের সহিত সন্ধান করিবে; কিন্তু সক্তের অনুরাগ বর্ধন করিবে।

প্রথমে পরিণাম দেখিবে, লাভ ও অধিকপ্রীতিও দেখিবে। তারপর সৌহৃদ্য দেখিয়া বিচক্ষণা গণিকা বিশীর্ণব্যক্তিকে প্রতিসন্নিহিত করিবে।।'২০।।

ইতি বিশীর্ণপ্রতিসন্ধাননামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থঅধিকারণে বিশীর্ণপ্রতিসন্ধাননামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪।।

চতুর্থ ভাগ – পঞ্চম অধ্যায়

লাভবিশেষঃ (লাভ বিশেষ)

বেশ্যা ত্রিবিধ;–একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা ও অপরিগ্রহা। তার মধ্যে একপরিগ্রহা লাভের কথা কথিত হইয়াছে। অনেকপরিগ্রহা লাভের কথা পরে বলা যাইবে। এখন অপরিগ্রহার পরিগ্রহ ব্যতীতও অনেকের নিকট হইতে লাভ হইতে পারে; সুতরাং তাহারই লাভ বিশেষ বলা যাইতেছে। অতএব এ প্রকরণ লাভবিশেষ নামেই বিদিত হইবে।।

অপরিগ্রহের কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে—
'গমনীয় নায়কের বাহুল্য ঘটিলে যদি নায়িকা বহুপরিমাণে প্রতিদিন লাভ করতে পারে, তবে কোনও একজনকে পরিগ্রহ করিয়া বসিয়া থাকিবে না।।'১।।

'দেশ সম্পন্ন কিনা, কাল উদ্ভূতশক্তিক কিনা, দেশপ্রবৃত্তি বিপরীত কিনা, নিজের গুণ, রূপ ও বৈদগ্ধ্যাদি সৎ কি অসৎ, এবং সৌভাগ্য অন্য বেশ্যা হইতে ন্যূন কি অতিরিক্ত দেখিয়া বিবেচনানুসারে তদনুরূপ অর্থ স্থাপন করিবে।।'২।।

'গম্যের নিকট দূতদিগকে প্রযোজিত করিবে। আর যাহারা গম্যের সহিত কোনও সম্বন্ধে সম্বন্ধ, অথচ নিজের আত্মীয় ও অভিপ্রায়জ্ঞানবান্, তাহাদিগকে নিজেই পাঠাইবে।।'৩।।

'দুই, তিন, চারিদিন পর্যন্ত একজনের নিকট অধিকমাত্রায় লাভ করিবার জন্য গমন করিবে (সম্প্রয়োগ করিবে), এবং সেই সেই দিনের জন্য পরিগ্রহও আচরণ (অন্যকে আর অপেক্ষা না করিয়া) করিবে।।'৪।।

'আচার্যগন বলিয়া থাকেন—যদি বহুগমনীয় নায়ক একই সময়ে উপস্থিত হয় ও কেহ বা সুবর্ণ, অন্য কেহ বা তত্তুল্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে; নায়িকা যে দ্রব্যের লাভে সন্তুষ্ট হইবে, সেই দ্রব্যের দাতার নিকট লাভবিশেষ প্রত্যক্ষ করিবে।।'৫।।

'আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—যখন একই কালে সমস্ত কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারা যায়, তখন একই কার্যের জন্য ত প্রস্তুত নিশ্চয় হইতে হইবে। তার মধ্যে যখন সুবর্ণমূল্যের অনুরূপ দ্রব্যও কার্যমূল, তখন প্রথমকল্পীয় সুবর্ণদানকারীর অঙ্কে শয়নই যুক্তিসিদ্ধ।।'৬।।

'সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, লৌহ, ও তন্নির্মিত ভাণ্ডোপকরণ, আস্তরণ (গাল্চে, চুল্চে ইত্যাদি), প্রাবরণ (শাল, জামিয়ার, রুমাল, চাদর ইত্যাদি), বস্ত্রবিশেষ (কৌষেয়, কার্পাসীয়, লোমীয়, ইত্যাদি), গন্ধদ্রব্য (চন্দন, অগুরু, গোলাপ, আতর, মতিয়া প্রভৃতি), কটুক (মরীচাদি), ভাণ্ড (ঘটিঘটাদি), ঘৃত, তৈল, ধান্য ও পশুজাতি, ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্ব দ্রব্যই বিশেষ। ইহার মধ্যে একাধিক দ্রব্য উপস্থিত হইলে, তুলনা করিয়া যেটি প্রবল হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। সমান হইলে মিত্রের বাক্য যে পক্ষে, বা উভয়ত্র উভয়মিত্রের অনুরোধ থাকিলে, যাহার নিকট আবার পাইবার আশা করা যাইতে পারে, তাহার পক্ষের, কিংবা উভয়ত্রই সে আশা থাকিলে, যাহার গ্রহণে নিজের কিছু প্রভাব হইবার সম্ভব বুঝিবে, অথবা উভয়ত্রই প্রভাব লাভের সম্ভবনা থাকিলে, গম্যের গুণ যে পক্ষের অধিক বুঝিবে, সেই পক্ষের, তদ্বারা উভয়ত্রই যদি গুণসম্ভাবনা থাকে, তবে যাহার উপর নায়িকার প্রীতি অধিক হইবে, সেই পক্ষেরই মূল্যগ্রহণ করিয়া কার্যে ব্যবস্থিত হইবে।।'৭।।

'আচার্যগণ বলেন—অনুরাগী ও ত্যাগীর মধ্যে দানশীলই বিশেষ প্রত্যক্ষ।।'৮।।

'অনুরাগবান বা দানশীল না হইলেও যদি অনুরক্ত হয়, তবে দান করিবে পারে; কিন্তু দানশীল সর্বদাই ধন দান করিয়া থাকে। অতএব দানশীলই শ্রেষ্ঠ।।'৯।।

'অনুরক্ত ব্যক্তি ধনগৃধ্ন হইলেও অনুরাগবশে ধন দান করে; কিন্তু ত্যাগীকে প্রয়াস স্বীকার করিয়াও অনুরক্ত করিতেই পারা যায় না, দুরাস্তাং তজ্জন্য দানপ্রত্যাশা; সুতরাং অনুরক্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ—ইহা বাৎস্যায়ন বলেন।।'১০।।

'তন্মধ্যে আবার ধনবান্ ও নির্ধনের মধ্যে ধনবান্ বিশেষ, ত্যাগী ও নায়িকার প্রয়োজনকর্তার মধ্যে প্রয়োজনকর্তাই বিশেষ প্রত্যক্ষীকৃত। ইহা আচার্যগণ বলেন।।'১১।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—নায়িকার প্রয়োজনকর্তা একবারমাত্র কার্য সম্পাদন করিয়া আপনাকে কৃতী বলিয়া মনে করে; কিন্তু ত্যাগী পূর্বে যাহা দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা আর কিছুই মনে করে না, সে স্বভাবতই যখন-তখন দান করে, কারণ দান করাই তাহার স্বভাব।।'১২।।

'তাহার মধ্যেও আবার যখন নায়িকার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহার পূরণকৃত বিশেষ দেখিতে হইবে। আচার্যগণ আরও বলেন—কৃতজ্ঞ ও ত্যাগীর মধ্যে ত্যাগীর নিকট কিছু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কৃতজ্ঞে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।।'১৩।।

'আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—ত্যাগী পুরুষ বহুকাল ধরিয়া আরাধিত হইলেও একটি অপরাধ দেখিয়া বা ক্ষুদ্রগণিকার দোষে মিথ্যাদোষ গ্রাহিত হইলে সর্বদা সেই অপরাধ ধরিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু

অতীত আরাধনক্লেশের কিছু অপেক্ষা রাখে না। আর ত্যাগিগণ প্রায়শ তেজস্বী, সরলস্বভাব এবং অনাদরপরায়ণ হইয়া থাকে; সুতরাং তেজস্বীদোষে সামান্য অপরাধও সহ্য করে না! সরলস্বভাব বলিয়া মিথ্যাদোষ গ্রহণ করিয়া বসিয়া থাকে, এবং অনাদরপরায়ণ বলিয়া পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে না; সুতরাং ত্যাগীর নিকট সর্বদা আদর পাইবার সম্ভাবনা নাই। কৃতজ্ঞ পুরুষ কিন্তু কৃতপূর্ব পরিশ্রমের অপেক্ষা ছাড়িতে পারে না বা সহসা বিরক্ত হইতেও পারে না! আরও কৃতজ্ঞ পুরুষ দোষগুণের পরীক্ষণস্বভাব হইয়া থাকে। অতএব মিথ্যাদোষ উপস্থাপিত হইলেও পরীক্ষা করিয়া তবে সে দোষ গ্রহণ করে। অপরীক্ষিত দোষগ্রহণ কখনই করে না; সুতরাং ত্যাগী ও কৃতজ্ঞের মধ্যে কৃতজ্ঞ পুরুষই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।।'১৪।।

'তাহার মধ্যে আয়তির (গৌরব লাভের) সম্ভাবনা সেখানে, সেই পুরুষেরই বিশেষত্ব জানিবে।।'১৫।।
–কৃতজ্ঞদ্বয়ের সন্নিপাতে আয়তি লইয়া বিচার করিতে হইবে।।
১৫।।

'আচার্যগণ বলেন—মিত্রের বাক্য ও অর্থাগম, এই উভয়ের সন্নিপাতে যথার্থ অর্থাগম হইবার সম্ভব, সেই স্থানেই কিছু বিশেষত্ব আছে স্বীকার করিতে হইবে।।'১৬।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—সেটি ঠিক নহে; কারণ, অর্থাগম পরেও হইতে পারে; কিন্তু মিত্রবাক্য একবারমাত্র উপেক্ষা করিলে, মিত্র ত তখনই অসন্তুষ্ট হইয়া উপেক্ষা করিতে পারে; সুতরাং মিত্রবাক্য ও অর্থাগমের সন্নিপাতে মিত্রবাক্য উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।।'১৭।।

'তাহার মধ্যেও দেখিবে যে, তখন অর্থ উপেক্ষিত হইলেও পরে আবার সে অর্থ আসিবে—যদি এরূপ হয়, তবে কথঞ্চিত বিশেষ।।'১৮।।

তাহাতে মিত্র কলুষিত হইতে পারে না; কারণ, সেখানে পরে আর অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই। এখন যে চলিয়া গেল, সে আর তাহার নিকট কখনই আসিবে না ও তত ধনও দিবে না, এইরূপ ভাবিয়া মিত্রের কথা রক্ষা না করিয়াও ত সে ধন তাহাকে লইতে হইবে। এই জন্য বলিতেছেন—

'সেরূপস্থলে মিত্রকে একটি মহৎ কার্য সন্দর্শন করাইয়া বলিবে, আজ ক্ষমা করুন, আমার এই কার্যটি শেষ হইয়া যাক; কাল আপনার কথা আমি নিশ্চয় রক্ষা করিব। এইরূপ বলিয়া অনুনয় করিয়া মিত্রকে সম্মত করিবে ও যে অর্থের অভিপাত হইবে বলিয়া বুঝিবে, তাহার প্রতিগ্রহ করিবে।।'১৯।।

‘আচার্যগণ বলেন, অর্থাগম ও অনর্থপ্রতিঘাতের মধ্যে অর্থাগমের বিশেষত্ব প্রতীত বিষয়।।’২০।।

‘আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—অর্থের পরিমান নিতান্ত অল্প; কিন্তু অনর্থের পরিমান করিতে পারা যায় না। তারপর অনর্থ যদি একবার প্রবৃত্ত হন, তবে জানিতে পারা যায় না, কোথায় কিরূপে কিভাবে আছে ও কিরূপে কিভাবে আবারও উপস্থিত হইবে। হয়ত সমূলনাশ করিবার জন্যও অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং অর্থাগম অপেক্ষা অনর্থপ্রতীকারই শ্রেষ্ঠ।।’২১।।

‘তাহার মধ্যে আবার গুরুলাঘবকৃত আছে।।’২২।।
–অর্থাৎ ইহা যদি নিশ্চয় হয় যে, অনর্থটি গুরু নহে; কিন্তু অর্থটিই গুরু; তবে অর্থাগমে বাধা দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু যদি বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থ লঘু—অনর্থ গুরু; তবে কখনই সেরূপ স্থলে অর্থাগমের চেষ্টাও করা উচিত নহে।।২২।।

‘ইহা দ্বারা সংশয়িত গুরু অর্থ অপেক্ষা নিঃসন্দিগ্ধ অনর্থ প্রতিকার বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল।।’২৩।।

বেশ্যা বিবিধ প্রকারের হইয়া থাকে।–গনিকা; রূপাজীবা ও কুম্ভদাসী। তাহাদিগের সঙ্গেও আবার প্রত্যেকেই উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। তাহাদিগের মধ্যে যে উত্তমা গণিকা, তাহার লাভাতিশয়ের কথা কথিত হইতেছে—
‘দেবতায়ন ও দেবগৃহ প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা, তড়াগ, আরাম (উপবন) প্রভৃতি প্রস্তুতীকরণ, নিম্নপ্রদেশে লোকের গমনাগমের সুবিধার জন্য সেতু, গ্রামের বাহিরে মৃন্ময় গৃহ নির্মাণ করিয়া রস, গন্ধ, ব্রীহি ও রত্নাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে ও প্রখরসৌরকর-তাপিত এবং জাড্যজড়িত পথিকের শ্রান্তি ও জড়িমা দূর করিবার জন্য দানের ব্যবস্থা করিবে। বহুসহস্র গো অন্য ব্যক্তির হস্তে দিয়া ব্রাহ্মণগনকে দান করিবে। দেবতার (স্থাপিত) পূজা ও উপহার প্রবর্তন করিবে। এসকল ব্যয় যে সহিতে পারে, তাহার নিকট হইতে সেই ব্যয়সহিষ্ণুধনের আদায়ার্থ চেষ্টা করিবে। ইহাই হইল উত্তম গণিকা লাভের আতিশয্য।।’২৪।।

‘সর্বাঙ্গের অলঙ্কার করাইবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ নির্মাণ করাইবে। মহামূল্য ভাণ্ডোপস্কর (ঘটি ইত্যাদি) ও পরিচারক দ্বারা গৃহ পরিচ্ছদের উজ্জ্বলতা করাইয়া লইবে। এই হইল রূপাজীবা বেশ্যার লাভাতিশয়।।’২৫।।
–তদ্ব্যয়সহিষ্ণুধনের গ্রহণ করিবে। রূপাজীবা বেশ্যার মধ্যে যে নায়িকাগুণ ও কলাদিতে অন্বিত উত্তমা, তাহারই এপ্রকার লাভাতিশয়। আর যে মধ্যমা, তাহার অর্ধলাভ ও যে অধমা, তাহার পাদলাভ উন্নেয়।

‘সর্বদা শুক্ল আচ্ছাদন বসন ও প্রবরণীয় বসন, সর্বদা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিকারক অন্ন ও পান সুগন্ধি তাম্বুলযোগ এবং সুবর্ণলেশযুক্ত অলঙ্কার—এইসকল কুম্ভদাসী বেশ্যার যে প্রধান, তাহার লাভাতিশয়।।’২৬।।
–কর্মকরী বেশ্যার মধ্যে যে উত্তম, তাহাই এই লাভাতিশয় যোগ। যাহারা মধ্যম ও অধম, তাহাদের অর্ধ ও পাদলাভ উন্নেয়।।২৬।।

‘আচার্যগণ বলেন—ইহাদ্বারা সকল মধ্যমা ও অধমার লাভাতিশয়যোগ যোজনীয়।।’২৭।।

‘আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—দেশ, কাল, বিভব, সামর্থ, অনুরাগ ও লোকপ্রবৃত্তিবশত লাভের অনিয়ততা হেতু ইহার নিশ্চয় বুদ্ধি নহে। কদাচিৎ ন্যূনও হইতে পারে, অধিকও হইতে পারে।।’২৮।।

ইহার ব্যভিচার প্রদর্শিত হইতেছে—
‘গমনীয় নায়ককে অন্যার নিকট যাইতে না দিবার জন্য, অন্যার উপর আসক্ত নায়ককে অপহরণ করিবার জন্য, অন্যাকে লাভ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, গম্যনায়কের সংসর্গে নিজের স্থান, বুদ্ধি, গৌরব ও অভিগম্যতালাভ করিবার জন্য, অনর্থ প্রতিকারের জন্য, তাহার সাহায্য পাইবার জন্য, কোন আসক্তের অপরাধ নির্ণয় করিবার জন্য বা পূর্বোপকার অকৃতের ন্যায় দেখিয়া কেবল প্রীত পাইবার জন্য কল্যাণবুদ্ধি নায়কের নিকট অল্পমাত্র লাভেরও প্রতিগ্রহ করিবে।।’২৯।।

‘কিন্তু যদি গৌরবপ্রার্থিনী হয়, অথবা তাহাকে আশ্রয় করিয়া অনর্থপ্রতিকারে ইচ্ছা করে, তবে প্রতিগ্রহই করিবে না।।’৩০।।

‘ইহাকে ত্যাগ করিব, অন্যার নিকট সন্ধান করিয়া দিব, এখান হইতে যাইবে, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে, নিজের অনর্থনাশ করিবে, ইহার দমনকারী উপরিতনলোক স্বামী বা পিতা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অথবা ইহার স্থানভ্রংশ হইবে বা এ চঞ্চলচিত্ত, যদি ইহা মনে করে, তবে তৎকালের জন্য তাহার নিকট হইতে লাভ হইতে ইচ্ছা করিবে।।’৩১।।

‘নিজে ঈশ্বর হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; সুতরাং প্রতিগ্রহ লাভ করা যাইবে, কোনও আধিপত্যলাভের অধিকরণ বা স্থান পাইবে, অথবা ইহার বৃত্তি পাইবার কাল এই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার বাহন বা স্থলপত্রও আসিবে, নিজরাষ্ট্রের শস্য পাকিবে, ইহার করলে তাহা নষ্ট হইবার নহে, অথবা নিত্যই অবিসম্বাদক (যাহা প্রতিজ্ঞা করে, তাহাই দেয়), ইহা বুঝিলে পরিণামে লাভের ইচ্ছা করিবে। অথবা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিবে।।’৩২।।

এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—

'যাহার নিকট ধনলাভ করিতে কষ্ট পাইতে হয় এবং যে রাজার প্রিয় ও নিষ্ঠুর, তাহাকে তখনকার জন্য ত পরিত্যাগ করিবে, আয়তির চেষ্টাই করিবে না। যাহাদিগের বর্জনে অনর্থ হয় এবং গমনে মঙ্গল আছে, তাহাদিগকে যত্নপূর্বক গ্রহণ করিয়া ছলে আনিয়া অভিগমন করিবে।।'৩৩।।

'যাহার প্রসন্ন হইয়া স্বল্প উপকারে অগণিত ধন দান করিয়া থাকে এবং স্থূললক্ষ্য ও মহোৎসাহ; নিজের ধন ব্যয় করিয়াও তাহাদিগের অভিগমন কামনা করিবে।।'৩৪।।

ইতি লাভবিশেষনামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থঅধিকারণে লাভবিশেষনামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।।৫।।

চতুর্থ ভাগ – ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারাঃ ও বেশ্যাবিশেষাঃ (লাভ ও ক্ষতি)

'অপরিগ্রহা বেশ্যা, অর্থোপার্জন করিতে থাকিলে, তাহার সহিত অনর্থ, অনুবদ্ধ ও সংশয়ও উপস্থিত হইয়া থাকে।।'১।।

'বুদ্ধিদৌর্বল্যহেতু, অতিরিক্ত অনুরাগবশত, অভিমানপ্রযুক্ত, অতিরিক্ত দম্ভের জন্য, অত্যন্ত সরলতার জন্য, অতিশয় বিশ্বাসবশত, অতিরিক্ত ক্রোধের জন্য, অনবধানতার জন্য, অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ও দৈবযোগবশত সেই অনর্থ, অনুবন্ধ ও সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।।'২।।

'সেইসকল কারণের উপস্থিতিতে এইসকল ফললাভ করিতে হয়;–যে ধন সঞ্চয় করা গিয়াছে, তাহার ব্যয় ও কৃতব্যয়ের নিষ্ফলতা, প্রভাবহানি, আগমিষ্যমাণ অর্থের নিবৃত্তি প্রাপ্তধনের নিষ্ক্রমণ, নিষ্ঠুরতাপ্রাপ্তি, গম্যতা (সাধারণ্যে পরচয়), শরীরের বিনাশ, কেশচ্ছেদন, বন্ধ ও তাড়ন ও কর্ণনাসাচ্ছেদাদি অঙ্গবৈকল্য, সুতরাং সেইসকল কারণের প্রথমতই পরিহারের ইচ্ছা করিবে ও তাহাতে যদি প্রচুর অর্থলাভের আশা থাকে, তবে তাহার পরিত্যাগ করিবে, উপেক্ষা করিবে।।'৩।।

এইক্ষণ নিরনুবন্ধ অর্থের বিচার করিতেছেন—

'অর্থ, ধর্ম ও কাম—এই হল অর্থত্রিবর্গ। অনর্থ, অধর্ম ও দ্বেষ, এই হল অনর্থত্রিবর্গ। তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা অর্জন করিতে হইলেই অন্য একটির নিষ্পত্তি হয়, সেই নিষ্পদ্যমান অন্যতমকে অনুবন্ধ বলা যায়।

ফলপ্রাপ্তি সন্দিগ্ধ হইলে, হইবে কি না, এইরূপ যে সন্দেহ তাহা শুদ্ধ।

ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও ধর্ম হইবে কি অধর্ম হইবে ইত্যাদি সন্দেহ সঙ্কীর্ণ।

একটি ক্রিয়মান হইলে, যে কার্যদ্বয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উভয়তোযোগ বলা যায়।

আর যে কোনও একটি কার্য করিলে, যদি সকলগুলিই উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে সমন্ততোযোগ বলা যায়।

এসকলের উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।।'৪।।

‘ত্রিবর্গ দ্বিবিধ—পূর্বে যেরূপ বিচার করিয়া নির্ণয় করা গিয়াছে, সেইরূপ অর্থত্রিবর্গ ও অনর্থত্রিবর্গ তাহারই বিপরীত।।’৫।।

‘যে উত্তম নায়কের অভিগমন করিলে, প্রত্যক্ষত অর্থ লাভ হয়, লোকের নিকট উপাদেয় হওয়া যায়, গৌরব বৃদ্ধি হয়, তৎকালীন ব্যক্তির আগম হয় ও গম্যের প্রার্থনীয় হওয়া যায়, সেই অর্থই অর্থানুবন্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে।।’৬।।

‘কেবল তৎকালীন লাভের জন্য যে, যে কোনও গম্যের অভিগমন করা যায়, সে অর্থ নিরনুবন্ধ।।’৭।।

‘যদি কোনও সক্ত নিঃসার অন্য ধন অপহরণ করিয়া আনিয়া দেয়, তবে সেই অর্থের গ্রহণ করিলে, প্রভাবহানি ও পূর্বসঞ্চিত অর্থের নিষ্ক্রমণ করাইয়া থাকে। অথবা লোকবিদ্বিষ্ট নীচজাতির অভিগমন প্রভাবহানিকর বলিয়া সে অর্থ অনর্থানুবন্ধ।।’৮।।

‘নিজের ব্যয়ে শূর বা প্রভাবশালী মহামাত্রের অথবা লুব্ধের নিকট অভিগমন নিষ্ফল হইলেও ব্যসনপ্রতীকারের জন্য ও মহান্ অর্থঘ্ন নিমিত্তের প্রকাশনকর বা প্রভাববৃদ্ধিকর বলিয়া সে অনর্থ অর্থানুবন্ধ।।’৯।।

‘সেইরূপ নিজব্যয়ে কদর্য্য, সুভগাভিমানী, কৃতঘ্ন বা ছলে সন্ধানপর ব্যক্তির আরাধন অন্তে নিষ্ফল বলিয়া সে অনর্থ নিরনুবন্ধ।।’১০।।

‘সেইরূপ নিজব্যয়ে সেইসকল রাজবল্লভ বা অধিকক্রূর প্রভাবশালী ব্যক্তির আরাধান অন্তে নিষ্ফল বলিয়া নিষ্কাসন দোষকর; সুতরাং সে অনর্থ যে অনর্থানুবন্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।।’১১।।

‘এইরূপে ধর্ম্ম ও কামের অনুবন্ধযোগ করিবে।।’১২।।

‘বিরুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সহিত সঙ্কীর্ণ করিবে। এইরূপে চতুর্বিংশতি প্রকার সঙ্কীর্ণানুবন্ধ হইবে।।’১৩।।

শুদ্ধ সংশয়ের বিষয় বলা যাইতেছে—
‘পরিতোষিত হইলেও দিবে কিনা, এইরূপ অর্থসংশয়। অর্থশোধন যাইতেছে না, সুতরাং ইহার গমন বিরাগকর হইবে কিনা, এরূপ সন্দেহকে বিদ্বেষসংশয় বলা যাইতে পারে।।’১৪।।

'এইক্ষণ সঙ্কীর্ণ সংশয়ের নির্ণয় করা যাইতেছে।।'১৫।।
–পূর্বে যে বলা হইয়াছিল,–এটি হইবে, কি এটি হইবে, সেখানে এইরূপ সংশয় হয়; সেই খানেই সঙ্কীর্ণ সংশয় ব্যাখ্যাত। এখন তাহার উদাহরণ দ্বারা নির্ণয় করা যাইতেছে।।১৫।।

'কোনও একটি আগন্তুক আসিয়াছে, কিন্তু সে অজ্ঞাতকুলশীল, কোনও প্রভবিষ্ণু বল্লভের আশ্রিত বা নিজেই প্রভাবশালী ব্যক্তি সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহার অভিগমন বা আরাধন অর্থকর, কি অনর্থকর, এইরূপ সংশয়। শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী, দীক্ষিত, ব্রতী, বা সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়াছে, বা মিত্রের কথানুসারে মুমূর্ষুর অনুকূলতাবিধানার্থ অভিগমন, ধর্মের জন্য, কি অধর্মক্ এইরূপ সংশয়। এ ব্যক্তি গুণবান্ কিনা, তাহা নিজে না দেখিয়া বা নির্ণয় না করিয়া, কেবল অনিশ্চিত লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, গুণবান্ বলিয়া ধরিয়া লইলে অভিগমন করিলে কামলাভ করা যাইবে, বা দ্বেষ উৎপাদন করা হইবে কি না হইবে?—এইরূপ সংশয়।
ইহাও আবার সংকীর্ণ হইতে পারে। অতএব পরস্পরকে পরস্পরের সহিত সঙ্কীর্ণ করিবে।।'১৬।।
–ইহা বিরুদ্ধসঙ্কীর্ণত্রয় কথিত হইল।।১৬।।

ইতি সঙ্কীর্ণসংশয়।

'যে স্থলে পরের অভিগমনে অর্থ ও স্পর্ধ্যমান অনুরক্ত সক্তের নিকটে অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে সেটি উভয়তো অর্থ। যে স্থলে নিজ ব্যয়ে নিষ্ফল অভিগমন ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে কোনও ক্রমে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা যায়, সেইটি উভয়তো অনর্থ। যে অভিগমনে অর্থ হইবে কিনা, এইরূপ আশঙ্কা এবং সক্ত ব্যক্তিও স্পর্ধ্যমান হইয়া ধন দিবে কিনা, সে সন্দেহ স্থলে সেটি উভয়তো অর্থসংশয়। যে স্থলে ব্যয় করিয়া অভিগমন করিলে পূর্ব নায়ক ক্রোধে বিরুদ্ধ হইয়া অপকার করিবে কিনা, সন্দেহ এবং সক্ত ব্যক্তিও কোনক্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্বদত্ত ধন প্রত্যাদান করিবে কিনা সন্দেহ; সে স্থলে সেটি উভয়তো অনর্থসংশয়। ঔদ্দালাকি এইরূপ উভয়তোযোগ সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন।।'১৭।।

'বাভ্রব্যের মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন,–যে স্থলে অন্যের অভিগমনে অর্থ ও অভিগমন না করিলেও সক্তের নিকট অর্থলাভ করা যায়, সে স্থলে সে অর্থ উভয়তো অর্থ। যে অভিগমনে নিষ্ফল ব্যয় ও অনভিগমনে প্রতীকারের অযোগ্য অনর্থ উপস্থিত হয়, সেস্থলে সেটি উভয়তো অনর্থ। যে অভিগমনে ব্যয় নাই, অথচ দিবে কিনা, এইরূপ সংশয় ও অনভিগমনে সক্ত ব্যক্তি দিবে কিনা সন্দেহ, সেস্থানে উভয়তো অর্থ সংশয়। যে অভিগমনে ব্যয় আছে; কিন্তু পূর্ব্ব নায়ক প্রভাববান্ বিরুদ্ধ হইবে কিনা

সন্দেহ এবং অভিগমন না করিলে এ ব্যক্তি হয়ত ক্রোধে অপকার করিতে পারে, নাও করিতে পারে, এইরূপ সংশয়, সেটি উভয়তো অনর্থ সংশয়। এইরূপ কথিত হয়।।'১৮।।

'ইহাদিগের পরস্পর ব্যতিকরে (সম্মিশ্রণে) একতো অর্থ, অন্যতো অনর্থ; একতো অর্থ ও অন্যতো অনর্থসংশয়; অন্যতো অর্থ, এবং অন্যতো অনর্থ সংশয়,–এইরূপে ছয় প্রকার সঙ্কীর্ণভাব হইয়া থাকে।।'১৯।।

'সেই সকল শুদ্ধ ও সংকীর্ণ মধ্যে পূর্বোক্ত সহায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যে স্থলে প্রচুর অর্থ, অর্থ সংশয় বা গুরুতর অনর্থ প্রশম হইবে, সেই স্থলেই প্রবর্তিত হইবে।।'২০।।

'এইরূপে ধর্ম ও কামেরও যুক্তি দিয়ে উদাহরণ দিবে। পরস্পর সংকীর্ণ করিবে ও ব্যতিষক্ত (মিলিত) করিয়া প্রকরণনির্ণয়ও করিবে। ইহা উভয়তযোগ।।'২১।।
সমুদায়ে ষন্নবতি (৯৬) প্রকার হইবে।।২১।।

শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও ব্যতিষক্ত কথিত হইল। এইক্ষণ সমন্ততোযোগ বলা যাইতেছে—
'বিটগন মিলিত হইয়া একটি বেশ্যাকে পরিগৃহীত করিবে;–ইহাকে গোষ্ঠীপরিগ্রহ বলে। সেই বেশ্যা তাহাদিগের মধ্যে এক, দুই বা বহুর সহিত সংসর্গ করিয়া, প্রত্যেককে স্পর্দ্ধিত করিবে ও প্রত্যেককের নিকট হইতে অর্থ লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। মাতা দ্বারা বলাইবে, সুবসন্তাদি সময়ে বা বিশেষ কোন যোগের সময় যে আমার এই বা ঐ বিষয় সম্পাদন করিবে, আমার দুহিতা আজ তাহার নিকট গমন করিবে। তাহাদিগের মধ্যে অভিগমের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লাভালাভ বিবেচনা করিবে।–এক প্রকারে অর্থ, কি সর্বপ্রকারের অর্থ, এক প্রকারের অনর্থ, কি সর্বপ্রকারের অনর্থ; অর্থরূপে অর্থ, কি সর্বরূপে অর্থ? অর্থরূপে অনর্থ কি সর্বরূপে অনর্থ উপস্থিত। যেটি বেশী দেখিবে, হয় সেটি গ্রহণ করিবে, না হয় পরিত্যাগ করিবে।।'২২।।

ইতি সমন্ততোযোগ।

'পূর্বের ন্যায় অর্থসংশয় ও অনর্থসংশয়েরও যোজনা করিবে। সেইরূপ ধর্ম ও কামের সংকীর্ণভাবও ঘটাইবে।।'২৩।।

ইতি অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারনামক প্রকরণ।

বেশ্যাবিশেষ প্রকরণ।

'কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটি, শিল্পকারিকা, প্রকাশবিনষ্টা, রূপজীবা এবং গনিকা—এই কয়টি বেশ্যা বিশেষ।।'২৪।।

'কুম্ভদাসী—সামান্যকর্মচারী। পরিচারিকা—প্রভুর পরিচর্য্যাকারিণী। কুলটা—পতিভয়ে গৃহান্তরে যাইয়া যে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। স্বৈরিণী—যে পতিকে তিরস্কার স্বগৃহে বা অন্যগৃহে যাইয়া অন্য ব্যক্তির অভিগমন করে। নটি—রঙ্গযোষিত। শিল্পকারিকা—রজক, তন্তুবায়ভার্য্যা ইত্যাদি। প্রকাশবিনষ্টা—পতি মৃত বা জীবিত থাকেতেই সংগ্রহণধর্ম গৃহীত হইয়া কামাচার প্রবৃত্তিতে চলিয়া থাকে। এই ছয়টি রূপজীবার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। তদ্ভিন্ন কুম্ভদাসী ও গনিকা, এই দুই প্রকারই বেশ্যা জানিবে।।'২৪।।

'সকল বেশ্যাই অনুরূপ গম্য নায়ক, অনুরূপ সহায়, তাহার উপরঞ্জন, অর্থাগমোপায়, নিষ্কাসন ও পুনঃসন্ধান, লাভবিশেষানুবন্ধ এবং অর্থানর্থানুবন্ধ, সংশয়বিচারও অনুরূপ আছে।।'২৫।।

ইতি বৈশিক অধিকরণ।।

'এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—
যে প্রকারে রতি প্রয়োজনের অনুভব করিয়া থাকে এবং যে প্রকারে যে স্ত্রী প্রয়োজন বোধ করে; এই শাস্ত্র অর্থ প্রধান বলিয়া সেই পুরুষের সহিত সেই স্ত্রীর যোগই কর্তব্য। অনেক স্ত্রী আছে, যাহারা কেবল অনুরাগ ভালবাসে এবং আরোও অনেক স্ত্রী আছে যাহারা কেবল অর্থই ভালবাসে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা রাগ ভালবাসে, তাহাদিগের পক্ষে অর্থপ্রাপ্তিকর বেশ্যাযোগ বৈশিক অধিকরণে বর্ণিত হইল। সেই অনুসারে অর্থযোগ সাধিত করিবে।।'২৬।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকারণে অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচার ও বেশ্যাবিশেষনামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।।৬।।

চতুর্থ বৈশিক অধিকরণ সমাপ্ত।।৪।।

পঞ্চম ভাগ

পারদারিক

পঞ্চম ভাগ – প্রথম অধ্যায়

স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপনম্ ব্যাবর্তনকারণানি স্ত্রীষুসিদ্ধাপুরুষাঃ ও অযত্নসাধায়যোষিতঃ (স্ত্রী ও পুরুষের আচরণ)

কন্যা ও পুনর্ভূর সহিত নায়কের সমাগমোপায় বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। তারপর, এখন বেশ্যা অপেক্ষা পরদারের কাম, অর্থ ও কামকর। এইজন্য তাহার সমাগমের উপায় প্রদর্শন করা বৈশিক অধিকরণের পরেই উচিত। অতএব পারদারিক অধিকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। তারমধ্যে প্রথমে স্ত্রীপুরুষের শীল ব্যবস্থাপিত না হইলে, উত্তর ব্যাপার প্রদর্শন করা অসমম্ভব বলিয়া, প্রথমে স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপননামক প্রকরণের প্রারম্ভ করা যাইতেছে—

'পরপরিগ্রহগমন যে যে কারণে কর্তব্য, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।।'১।।
–সুখ ও পুত্র ব্যতিরেকে যে যে কারণ থাকিলে পরদারগমন করিতে পারা যায়, তাহা বিশুদ্ধভাবে নায়িকাবিমর্শপ্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে তাহার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।।১।।

'পরদারে গমন করিতে হইলে প্রথম এইগুলির পরীক্ষা করিবে—সাধনের যোগ্য কিনা, নিরাপদ কিনা, সেটি আয়তিকর কিনা এবং তাহাদ্বারা বৃত্তিলাভ সম্ভবপর কিনা।।'২।।

পরদারগমনের মূখ্যকারণ আত্মরক্ষা। যদি দেখিতে পায় যে, তাহার গমনে নিজেকে বাঁচাইতে পারিবে; তবে নিশ্চয়ই গন্তব্য—
'যখন কোন একটি স্ত্রীকে দেখিয়া কাম উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রমেই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থান্তরকে প্রাপ্ত হইতেছে দেখিবে; তখন নিজ শরীরকে উপঘাত হইতে রক্ষার জন্য, সেই পরদারে অভিগমন করিবে।।'৩।।

কামের অবস্থা কয়টি?
'কামের অবস্থা দশটি।।'৪।।

'পরস্ত্রীদর্শনের পর, সংযোগেচ্ছারূপে কামোদয়ের পর তাহার নয়নদ্বয় স্নিগ্ধভাব ধারণ করে। ইহাকে চক্ষুপ্রীতি কহে। তারপর, বিষয়প্রাপ্তি না হইলে, মনঃসঙ্গ—মনে মনে আসক্তি জন্মে। তাহার পর 'কি করিয়া পাইব' এইরূপ ভাবেও পাইলে এইরূপ করিতে হইবে,–এই প্রকারে সঙ্কল্পোৎপত্তি

হয়। সেই সঙ্কল্পে নিদ্রাচ্ছেদ হইতে থাকে। নিদ্রাচ্ছেদ হওয়ার ক্রমশঃ শরীরের কৃশতা হইতে আরম্ভ হয়। তার পর, আর বিষয় ব্যবহার ভালই লাগে না; সুতরাং বিষয়ব্যাবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সর্বদা তদ্গতচিত্ত হইয়া কামিনীবিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্য বিষয় বিতৃষ্ণাকর হইয়া যায়। বিষয়ে ব্যাবৃত্তি হইলে, ক্রমশঃ লজ্জাপ্রণাশ উপস্থিত হয়। তখন এই ব্যক্তি নির্লজ্জ হইয়া পড়ে; পরে সে আর গুরুজনের ভয়মাত্রও করে না। লজ্জা ও ভয় না থাকায়, ক্রমশ উন্মাদবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর, অস্বাস্থ্যরূপে মূর্ছাভাব হইতে থাকে। ইহার পরেই প্রাণত্যাগ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠে। এই গুলি তাহার চিহ্নস্বরূপ জানিবে।।'৫।।*

'আচার্যগণ বলিয়া থাকেন,-রাগ বশতঃ অভিগমনবিষয়ে যুবতীর আকৃতি ও লক্ষণানুসারে শীল, সত্য (যথার্থবাদিতা), শৌচ (চরিত্রবিশুদ্ধি) এবং সাধ্যতা ও চণ্ডবেগতা লক্ষ্য করিবে।।'৬।।

'বাৎস্যায়ন বলেন,-আকৃতি ও লক্ষণের কদাচিৎ ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং যুবতীর ইঙ্গিত ও আকার দ্বারাই প্রবৃত্তি বুঝিতে পারা যায়। অতএব তদ্দ্বারাই বুঝিবে।।'৭।।

কাহার কি শীল?—
'গোণিকাপুত্র বলেন—বর্ণ ও বেশ দ্বারা যে-কোন স্বকীয় বা পরকীয় পুরুষ দেখিয়া স্ত্রী কামনা করে। সেইরূপ আবার স্ত্রীকে দেখিয়া পুরুষও কামনা করে; কিন্তু কোন কার্যের অপেক্ষায় প্রবর্তিত হয় না।।'৮।।

'তাহার মধ্যে স্ত্রীর কিছু বিশেষত্ব আছে।।'৯।।

'স্ত্রী ধর্ম ও অধর্মের অপেক্ষা রাখে না, কেবল প্রবর্তিতই হয়। কোন কার্যের অপেক্ষায় অভিযোগ করে না। স্বভাবতই পুরুষ দ্বারা অভিযুজ্যমান হইয়া সম্প্রয়োগের ইচ্ছা করিয়াও নায়কের অভিযোগ হইতে ব্যাবর্তিত হয়। বারংবার অভিযুক্ত হইয়া কার্যে সিদ্ধ হয়। কিন্তু পুরুষ কাময়মান হইলে ধর্মের মর্যাদা ও আর্যাচারের অপেক্ষা করিয়া ব্যাবর্তিত হয়। যাহার তাদৃশ বৃদ্ধি; সে অভিযুজ্যমান হইলেও কার্যে সিদ্ধ হয় না। নিষ্কারণে অভিযোগ করে। একবার অভিযোগ করিয়া আবার অভিযোগ করে না। স্ত্রী তাহাতে সিদ্ধা হইলে মধ্যস্থতা অবলম্বন করে। ইহা প্রায়শঃ বলিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।।'১০।।

ইতি স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থপননামক প্রকরণ।

ব্যাবর্তনকারণনামক প্রকরণ।

'তাহার মধ্যে ব্যাবর্তনের কারণ গুলি কীর্তন করা যাইতেছে—স্বামীতে অনুরাগ; স্তন্যপায়ী শিশুর অপেক্ষা; বয়সের অতিক্রম; দুঃখের অভাব; বিরহে অনুপলব্ধি; অনাদরপূর্বক অভিযোগ করিতেছে, এই ভাবিয়া যদি তাহার ক্রোধের উদয় হয়; দুঃখগ্রস্ত চিত্ত বলিয়া সঙ্কল্পবর্জন, সত্বরই চলিয়া যাইবে, ভবিষ্যত কালের আশা করিতে পারা যায় না; তৎকালে অন্যত্র বিষয়ে মনের আসক্তি থাকাল আকার সম্বরণ করিতে না পারিয়া লোকের নিকট আমার গান করিয়া বেড়াইবে, এই জন্যে উদ্বেগ; মিত্রবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়েই রাখা; ইহার অভিযোগ শুষ্ক, এই ভাবিয়া আশঙ্কা করা; স্বামী তেজস্বী, জানিতে পারিলে ভয়ঙ্কর অনর্থ করিবে, এই ভাবিয়া ভয় করা; মৃদুবেগা মৃগীর ভয় যে, পাছে এ চণ্ডবেগ বা সমর্থ অশ্বজাতীয়ই হইবে, এব্যক্তি নাগরক কলায় বিচক্ষণ, এই ভাবিয়া নায়িকার লজ্জা হয়, সে লজ্জা অথবা সখীরূপে এ পূর্বে উপচার দিয়াছে, এই জন্য লজ্জা; এ ব্যক্তি দেশ বা কাল বুঝে না, এজন্য নায়কের গুণ থাকিলেও দোষ দর্শন; নীচজাতীয় নায়কের সহবাসে সখীগণের নিকট গৌরবের হানি; আকারপ্রদর্শন করিলেও বুঝিতে পারে না, এজন্য অবজ্ঞা, হস্তিনীর পক্ষে মন্দবেশ শশ, আমার জন্য ইহার শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি না হয়, এই ভাবিয়া অনুকম্পা; নিজ শরীরে দৌর্গন্ধ্যাদি দর্শনে বৈরাগ্য; জানিতে পারিলে স্বজনেরা আমাকে বহিস্কৃত করিয়া দিবে, এই ভয়; এ ব্যক্তি পলিত বৃদ্ধ, এইজন্য অনাদর, স্ত্রী পতিব্রতা কিনা পরীক্ষার জন্য পতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে বোধ হয়, এই সন্দেহ; এবং ধর্মের অপেক্ষা।–এই সকল কারণে স্ত্রী পুরুষকে ব্যাবর্তিত করিয়া থাকে। ইহা বিশেষ করিয়া জ্ঞাতব্য।।'১১।।

প্রতিবিধান বলিতেছেন—
'সেই সকল কারণের মধ্যে যে কারণ নিজের উপর লক্ষ্য করিবে, তাহা অগ্রে পরিবর্জন করিবে।।'১২।।

–নিজের উপর কোন কারণ লক্ষ্য করিতে পারিলে, বা স্ত্রীর উপর কোন তাদৃশ কারণ লক্ষ্য করিতে পারিলে, উপায় দ্বারা তাহার বর্জন করিবার চেষ্টা করিবে—
'স্বামীতে অনুরাগ, অপত্যের অপেক্ষা, অতিক্রান্তবয়স্ত্ব, দুঃখাভিভব, ধর্মাপেক্ষা, এই সকল স্ত্রীগত আর্য্যত্বপ্রযুক্ত কারণের পরিহারার্থ অনুরাগবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে—অর্থাত যাহাতে নায়িকার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় কর্তব্য। অশক্তিজনিত কারণ গুলির উপায় প্রদর্শন দ্বারা শক্তিপ্রকাশ করিয়া উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে। গৌরবকৃত যে সকল কারণ, তাহার উচ্ছেদ অত্যন্তপরিচয়প্রদর্শন করিয়া করিবে। অতি পরিচয় কমিলে তাহার উপর মান গলিয়া যাইতে থাকে। নায়িকার পরিভবকৃত কারণ—শুষ্কাভিযোগী, আদেশকালজ্ঞ, পরিভবস্থান, আকারিত হইলেও বুঝিতে পারে না এবং পলিত,

এই প্রকার যাহা আত্মনিষ্ঠ কারণ, পরিভব প্রক্ষালন দ্বারা তাহার ব্যত্যয় করিতে চেষ্টিত হইবে। আর তজ্জন্য শাস্ত্রকলার প্রকাশও করা উচিত। অবজ্ঞা করিয়া অভিযোগ করিতেছে, অসম্বৃতাকার ও মিত্রাবিসৃষ্টভাব, এই সকল আত্মগত কারণ প্রণতি দ্বারা, নিজের কোমলত্বপ্রখ্যাপন দ্বারা খণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিবে। তেজস্বী, চণ্ডবেগ, সমর্থ, শশ, মন্দবেগ, বিদিত হইলে বহিষ্কৃত হইব, ইত্যাদি আত্মগত ভয়প্রযুক্ত কারণ গুলিতে আশ্বাস দিয়া খণ্ডনের জন্য প্রযত্ন করিবে—অর্থাৎ যাহা হইলে আর নায়িকার ভয় না হয়, তাহার প্রতিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে।।'১৩।।

ইতি ব্যাবৃত্তিকারণনামক প্রকরণ।

স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষনির্দেশ প্রকরণ।

এইরূপে শীলের অবধারণ করিয়া নিজের সিদ্ধতার বিষয়ে চিন্তা করিবে। তদ্ভিন্ন অভিযোগের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষ কে কে, তাহার নির্ণয় করিবার জন্য স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষনির্দেশপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে—

'এই পুরুষগুলি প্রায়শই স্ত্রীর নিকট সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত।-কামসূত্রজ্ঞ, কথাখ্যানকুশল, বাল্যকাল হইতেই সংসৃষ্ট, প্রবৃদ্ধযৌবন, ক্রীড়ন কর্মাদি দ্বারা প্রাপ্তবিশ্বাস, যে যাহার কথা ভৃত্যের ন্যায় পরিপালন করিয়া থাকে, উচিতসম্ভাষণ, (যাহার সহিত হাস্য পরিহাস আদি অনায়াসে করিতে পারা যায়), যে যাহার অভিলাষসম্পাদন করে, অন্যের ভূতপূর্ব দূত, মর্মজ্ঞ, উত্তমা স্ত্রীকর্তৃক প্রার্থিত, প্রচ্ছন্নভাবে সখীর সহিত যে সংসৃষ্ট, সৌভাগ্য ও খ্যাতির বিনাশ না করিয়া যে ব্যবহার পরিচালন করিতে সক্ষম, যে যাহার সহিত একযোগে লালিত ও পালিত হইয়াছে, যে প্রতিবেশী কামশীল, যে পরিচারক কামশীল হইবে, ধাত্রেয়িকা যাহাকে পতিরূপে পরিগ্রহ করিয়াছে, যে গৃহে জামাতা নূতন হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃষ বলিয়া সিদ্ধপ্রতাপ ও ব্যবায়ী (লম্পট) বলিয়াও লব্ধপ্রতাপ, যে সাহসিক, যে শূর অকুতোভয়, যে গণিকার ভর্তা অপেক্ষা বিদ্যা, রূপ ও গুণে অতিশায়িত এবং যাহার বেশ ও উপাচার (ভোগ্যদ্রব্যাদি) মহার্হ, সে যদি কামশীল হয়, তবে যে কোন স্ত্রীর নিকট সিদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হয় ও অতি অল্পসময়েই স্ত্রীকে করায়ত্ত করিতে পারে।।'১৪।।

ইতি স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষনির্দেশ প্রকরণ।।

অযত্নসাধ্যস্ত্রীপ্রকরণ।।

'যেমন নিজের সিদ্ধতা দর্শন করিবে, সেইরূপ কাহিনীর সিদ্ধতাও দর্শন করিবে। (ক) অর্থাৎ কোন্ স্ত্রী কি ভাবে অযত্নসাধ্যা, তাহাও বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিবে। (ক)

‘যে সকল স্ত্রী অভিযোগেই সিদ্ধ হয়, তাহাদিগকে অযত্নসাধ্যা স্ত্রী কহে। তাহাদিগের ভাবভঙ্গি কীর্তন করা যাইতেছে;
যে স্ত্রী দ্বারদেশে অবস্থান করে, যে প্রাসাদে আরোহন করিয়া পুরুষদিদৃক্ষার বশবর্তিনী হইয়া রাজমার্গে অবলোকন করে, সতরুণ পুরুষগণ যে প্রতিবেশ্যার গৃহে গোষ্টী করিয়া থাকে, সেই স্থানস্থ স্ত্রীগণের গোষ্ঠীযোগ করিতে যে ভালবাসে, যে স্ত্রী বাবাকে সততই পিতৃজ্ঞ প্রেক্ষণ করে, নায়ক কর্তৃক দীক্ষিতা হইলে, যে স্ত্রী পার্শ্বে বিকোলন করে, অর্থাৎ আর কেহ দেখিতে পাইয়াছে কি না, এই ভাবিয়া পার্শ্ব বিলোকন করে, যে স্ত্রী দৌঃশীল্যাদি দোষ না থাকিলেও সপত্নী আসিয়া উপস্থিত হয়, যে স্ত্রী ভর্ত্তা গুণবান্ হইলেও তাহার সহবাস ইচ্ছা করে না, যে স্ত্রী ভর্তাকে দেখিলেই দ্বেষ প্রকাশ করে, পরিহার্য্য বিষয়ে পরিহার যে করিতে ভালবাসে না ও করে না, অপত্যহীনা যে, যে সর্বদা জ্ঞাতিগৃহে অবস্থান করে, যাহার অপত্য হইয়া বিপন্ন হয়, যে নিজগৃহে যা সখীগৃহে গোষ্ঠীতে যোগদান করে, ও স্ত্রী যাহার সহিত প্রীতি সংস্থাপন করে, নটনর্তকাদির ভার্য্যা, যে বালিকার পতি বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেই বালবিধবা; দরিদ্রা যদি বহু উপভোগ পায়, জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার বহু দেবর থাকে, যে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে, এবং স্বামীকে হীনগৌরব বলিয়া মনে করে, নিজেকে কলাবতী বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু ভর্ত্তার কলাবিষয়ে মূর্খতার জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে সে তৎকুশল পুরুষেরই অন্বেষণ করিতে থাকে। যে নিজে অলুব্ধা; কিন্তু স্বামী অতিরিক্ত লোভশীল বলিয়া অন্যের আয়ত্তীকৃত হইতে ইচ্ছা করে, (বাস্তবিক ভাষ্যকার এইটি ভুলই করিয়াছেন। এখানে বলা যাইতেছে—যাহার ভর্ত্তা ও প্রার্থী উভয়ই একগুণাবলম্বী হইলেও প্রার্থীজন বিশেষ লোভ দেখাইতেছে, অথচ সে স্ত্রীও লোভের বশবর্ত্তিনী, সে ক্ষেত্রে সে স্ত্রী, সে প্রার্থীর অঙ্কশায়িনী অতি অল্প আয়াসেই হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?) যে স্ত্রী কন্যাকালে যে নায়ক কর্তৃক যত্নপূর্বক বৃতি হইয়াছিল; কিন্তু কোনও অলক্ষিত কারণে অন্যের বিবাহিতা হইয়াছে; এখন যদি সে স্ত্রী, সে নায়কের অভিযোগ প্রাপ্ত হয়, তবে সে বুদ্ধি, শীল, মেধা, প্রতিপত্তি ও আচার ব্যবহার আদি সমান থাকায় নিশ্চয়ই অল্পায়াসে সে নায়কের অঙ্ক শায়িনী হইবে। স্বভাবতই যে নায়কের প্রতি যাহার পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়, বিনা অপরাধে যে স্ত্রী ভর্ত্তার নিকট অবমানিত হয়, তুল্যরূপ পত্নী দ্বারা যে ধিক্কৃতা, যাহার পতি চিরপ্রবাসী, যে অকারণে স্ত্রীকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে, যাহার শরীরের সংস্করণ কখনই সাধিত হয় না—তাহার স্ত্রী, চোক্ষ নামক জাতিবিশেষের ভার্য্যা, নপুংসক পত্নী, দীর্ঘসূত্রের (আলস্যপরায়ণের) স্ত্রী, কাপুরুষের ভার্য্যা, কুব্জের স্ত্রী, বামনের পত্নী, বিরূপাকারের স্ত্রী, মণিকারের পত্নী, গ্রাম্য স্ত্রী, যাহার দেহে উৎকট দুর্গন্ধ তাহার ভার্য্যা, যে চিররোগী, তাহার পত্নী এবং যে বৃদ্ধ,

তাহার স্ত্রী; এই সকল স্ত্রীরা সামান্য অভিযোগেই নায়কের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে; সুতরাং ইহারা অযত্নসাধ্যা।।'১৫।।

'এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—
স্বভাবতঃ যে কোন উজ্জ্বল পুরুষকে দেখিলেই স্ত্রীর ইচ্ছা আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে। সে ইচ্ছাকে ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ধিত করিতে হইবে। সেই বর্ধিত ইচ্ছাকে আবার প্রজ্ঞাদ্বারা সংশোধিত করিয়া সম্প্রয়োগের উপায়গুলির আদর্শে উদ্বেগের সহিত (সাঙ্কেতিক বুদ্ধি) মিলাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে, সে ইচ্ছার পূরণার্থে উপায় দেখাইয়া দিলে, তখন স্থিরভাব প্রাপ্ত সে ইচ্ছা কিছুতেই বিনাশমুখে ধাবিত হইবে না। তারপর, নিজের সিদ্ধতা (আমি ইহার পক্ষে সিদ্ধ কিনা) এবং কামিনীর ইচ্ছাসূচক ইঙ্গিতাকার চিহ্ন সকল জানিয়া ও উন্নয়ন বা অনুমান করিয়া যে রাগবর্দ্ধনাদি দ্বারা ব্যাবৃত্তিকারণের অর্থাৎ বাধাবিঘ্নের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে; সে ব্যক্তি কামিনীগণের নিকট সিদ্ধ আখ্যাত ও পরিগৃহীত হয়।।'১৬।।

ইতি অযত্নাসাধ্যা স্ত্রী নামক প্রকরণ।

ইতি বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে পারদারিকনামক পঞ্চম অধিকারণে স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপন, ব্যাবর্তনকারণ, স্ত্রীর নিকট সিদ্ধপুরুষনির্দেশ ও অযত্নাসাধ্যা স্ত্রী নামক প্রকরণের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।।১।।

——————————

*প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক কারণ প্রযুক্ত বিবাহিত স্ত্রীর অপ্রাপ্তিতে এই দশা গুলি পতিরও ঘটিয়া থাকে।

পঞ্চম ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচয়কারণানি ও অভিযোগাঃ (পরিচিত হওয়া)

সঞ্জাত ইচ্ছাকে ক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্ধিত করিতে হইবে, এই কথা কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সকল ক্রিয়া কি, তাহাই এখন বলা যাইতেছে। তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, নিশ্চয়ই প্রথমে পরিচয়কারণ প্রদর্শণ করা আবশ্যক, এজন্য প্রথমে পরিচয়কারণ প্রদর্শন করা যাইতেছে—

'আচার্যগণ বলেন—কন্যাগণ যেমন নিজের অভিযোগসাধ্য, সেরূপ দূতী দ্বারা সাধ্য নহে, কিন্তু প্রবৃত্তসংযোগ পরস্ত্রীগণ সূক্ষ্মভাব পোষণ করে বলিয়া, তাহারাই যাদৃশ দূতীসাধ্য, তাদৃশ আত্মসাধ্য নহে।।'১।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—যোগ্যতায় কুলাইলে সর্বত্রই নিজের সাধন উপপন্নতর। তবে যেখানে নিতান্ত দুরুপপাদ, অর্থাৎ যেখানে নিজে সাধন করিতে অক্ষম, সেইখানেই তাহার পক্ষে দূতী প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত।।'২।।

'যাহারা প্রথমে সাহস করিয়াছে, চরিত্রখণ্ডনে এবং কথাবার্তা করিলে যাহাদিগের সহিত কোনই প্রতিবন্ধকতাই নিয়া। নিজেরই তাহাদিগকে প্রতারিত করা উচিত। যাহারা তাহার বিপরীতভাবা, তাহাদিগকে দূতী দ্বারা প্রতারিত করিবে। ইহা প্রায়িকব্যবহারসিদ্ধ দেখা যায়।।'৩।।

'যেখানে নিজেকেই অভিযোগ করিতে হইবে, সেখানে প্রথমেই পরিচয় করিবে।।'৪।।

পরিচয় বা সন্দর্শন দ্বিবিধ, ইহা কথিত হইতেছে—

'নায়িকার পরিচয়কর সন্দর্শন স্বাভাবিক ও প্রাযত্নিকভেদে দ্বিবিধ।–তন্মধ্যে স্বাভাবিক সন্দর্শন যদি নিজের বাটীর নিকটে ক্বচিৎ আগমন করে, তবেই ঘটিবে; তদ্ভিন্ন মিত্র, জ্ঞাতি, মহামাত্র, বৈদ্য ইত্যাদির বাটীতে আসিলে বা বিবাহ, যজ্ঞ, উৎসব, ব্যসন ও উদ্যান গমনাদি কালে সন্দর্শন প্রযত্নকৃত হইবে।।'৫।।

উক্ত দ্বিবিধ সন্দর্শনে পরিচয়কারণও দ্বিবিধ; বাহ্য অ আভ্যন্তর। তন্মধ্যে বাহ্যপরিচয়কারণের লক্ষ্য করিয়া কোন বিধান করা যাইতেছে—

'নায়িকাকে দেখিতে পাইলে সকল সময়েই সাকার (ভাবসূচক নুখনয়নগত আকারের সহিত) প্রেক্ষণ করিবে। মাথার চুল খুলিয়া ফেলিয়া আবার বন্ধন করিবে। সেইরূপে, নিজেরই অঙ্গে নখের দ্বারা 'আচ্ছুরিতক' প্রয়োগ করিবে। আভরন গুলির প্রহ্লাদন (শব্দ), অঙ্গুষ্ঠসম্পুট দ্বারা অধরোষ্ঠ যুগলের বিমর্দন বা পরিঘর্ষণ, বয়স্যের সহিত গুণসম্বর্ধনপ্রধান সেই সেই কথা, নায়িকা ফিরিয়া দর্শন করিতে থাকিলে, নায়িকাকে ছলে বুঝাইবার জন্য অন্যকে লক্ষ্য করিয়া নায়িকাসম্বন্ধীয় কথা, দাতৃত্বভোগিত্বখ্যাপনার্থ ত্যাগ ও ভোগের প্রকাশন, কোন সখার ক্রোড়ে নিষণ্ণ অর্থাৎ শায়িত বা উপবিষ্ট হইয়া অঙ্গস্ফোটনের সহিত জৃম্ভণ, সেই নিষণ্ণ অবস্থাতেই একভ্রূক্ষেপণ, সগদ্গদভাষণ, তাহার কথা শ্রবণ, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া গর্ভরূপ বালক বা অন্যের সহিত অন্য সুহৃদের উপদিষ্ট দ্ব্যর্থঘটিত কথা কথন, (যে কথায় বালক বা অন্যকে ও নায়িকাকেও বুঝাইতে পারে)। সেই কথায় নিজের মনোগত ভাবের অভিব্যক্তীকরণ, ('দেখ ভাই! আমার মনোরথ বড়ই দুর্ঘট! জানি না, কি হইবে, না হইবে?' আচ্ছা একবার বিশ্বাস করিয়াই দেখ না, আমি-ত আর অপাত্র নহি।' 'দেখ ঠিক ব'লো, তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ?' 'আমি কিন্তু তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, তবু তোমার মন পাই না।'—ইতাদি প্রপঞ্চ), নায়িকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোনও বালককে চুম্বন, আলিঙ্গন, জিহ্বা দ্বারা তাম্বুল দান, তর্জনী দ্বারা হনুদেশের ঘট্টন, (চোয়াল বা চক্ষুর নিম্নে, গণ্ডোস্থলের উচ্চে অস্থিখণ্ডস্থ স্থান, তৎপরে কপোল বা টেয়ো, তার নিম্নে হনুস্থল), এই সমস্ত যেমন যোজন করিতে পারে ও যেমন অবকাশ পাইবে, সেই ভাবে ও সেই অনুসারে প্রয়োগ করিবে। নায়িকার ক্রোড়স্থিত বালকের লালন, তাহাকে বালক্রীড়নক দান, গ্রহণ, তাহার সন্নিকট হইয়া কথা বলা, তাহার সহিত যে সম্ভাষণক্ষম, তাহার সহিত প্রীতিসংস্থাপন করিয়া কার্যের প্রয়োগ ও সেই কার্যের সিদ্ধির জন্য গমনাগম যোজন এবং যেখানে থাকিয়ে সে নায়িকা শুনিতে পায়, সেই স্থানে থাকিয়া অন্যের সহিত নায়িকাকে না দেখিয়া, বিজ্ঞত্বখ্যাপনার্থ কামসূত্রের আলাপ ও চর্চা করিবে।।'৬।।

অন্যথা নায়কের বিজ্ঞতাহানি ও বিদগ্ধতার অর্থাৎ নৈপুণ্য বা রসিকতার বিলোপ ঘটিবে।।৬।।

এখন আভ্যন্তরপরিচয়কারণ নির্ণয় করিতেছেন—

'এইরূপে সর্বথা পরিচয় জন্মিলে, তাহার হস্তে চিরকালগ্রাহ্য ন্যাস ও অল্পকালগ্রাহ্য নিক্ষেপ স্থাপন করিবে। (ঐ সকল প্রত্যহ দিবে ও প্রত্যহই লইবে।)—যাহা নিক্ষেপ স্থাপন করিবে, তাহা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অল্প অল্প করিয়া লইবে। সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ, পান, সুপারি, এলাইচ ইত্যাদি। সেই নায়িকাকে নিজের পত্নীর সহিত নির্জন প্রদেশে বিশ্বাসকর গোষ্ঠীতে আপানকার্য মিলিত করিয়া দিবে। তদ্দ্বারা প্রত্যহ তাহার দর্শনেও ক্রমশঃ তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। সে নায়িকা যদি সুবর্ণকার,

মণিকার, বৈকটিক (রত্নপরিশোধক), নীলীরঞ্জক, কুসুম্ভরঞ্জক ও ত্বষ্ট্-কাংস্যাকারাদির নিকট কিছু প্রয়োজন বোধ করে, তবে নিজের বশীভূত সেই সকল লোকদিগকে আনাইয়া তাহার সেই কল্পনাপূরণার্থ নিজে প্রযত্ন করিবে। তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণের বিদিতভাবে দীর্ঘকাল নায়িকার সন্দর্শনযোগ ঘটাইতে পারিবে। সেই কর্মের অনুষ্ঠান শেষ হইবে হইবে হইলে, আবার অন্যান্য কর্মের সাধন করিবে। নায়িকা যে কর্মের, যে দ্রব্যের ও যে কৌশলের প্রার্থনী হইবে, তাহার প্রয়োগ, উৎপত্তি, আগম, উপায় ও বিজ্ঞান আত্মায়ত্ত দেখাইবে। পূর্বপ্রবৃত্ত লোক পরিচিত বা দ্রব্যগুণ-পরীক্ষার বিষয় লইয়া তাহার ও তাহার পরিজনের সহিত বিবাদ উপস্থাপিত করিবে। তাহাতে যে পণ নির্দিষ্ট হইবে, তাহা তাহাদিগের মধ্যে ইহাকেই প্রশ্নার্থ নির্ণেত্রী নিরূপণ করিয়া প্রদান করিবে। যখন নায়িকার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইবে, তখন বলিবে,–বাহবা! বড়ই অদ্ভুত কথা-ত! ঠিক বলিয়াছ, ঠিক বলিয়াছ।।'৭।।

ইতি পরিচয়কারণপ্রদর্শননামক প্রকরণ।

অভিযোগপ্রকরণ।

এইরূপে পরিচয় করিয়া পরিচিত হইলে, পরে অভিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে;–এইজন্য এখন অভিযোগনামক প্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে—

'প্রবৃত্তসংযোগ পরস্ত্রীগণকে নিজায়ত্ত করিতে হইলে, যেমন কন্যার পরিচয় করিয়া ঈঙ্গিত ও আকার দেখাইয়া উপায়ানুসারে অভিযোগ করিতে হয়, সেইরূপ ভাবেই অভিযোগ করিতে হইবে। তবে এস্থলের অভিযোগ প্রায়শই সূক্ষ্মভাবের; কারণ, কন্যাগন অসম্প্রযুক্ত। তদ্ভিন্ন পরস্ত্রী যুবতীর প্রতি,– অর্থাৎ যাহার সংযোগ পূর্বে সাধন হইয়াছে, তাহার প্রতি সেই সকল অভিযোগ পরিস্ফুটরূপে উপস্থিত করিবে; কারণ, তাহারা সম্প্রযুক্ত। আকারাদি দেখাইলে যে ভাব পোষণ করে, তাহাও নায়িকা নিশ্চয় প্রকটিত করিবে; তখন নায়িকার বস্তু সকল স্বয়ং উপভোগ করিবে ও নিজবস্তু সকল তাহাকে উপভোগ করাইবে। সেই পরিবর্তন ব্যাপারে নিজের বস্তু এই সকল হইবে, মহার্হ অঙ্গুলীয়ক, গন্ধ, উত্তরীয় ও কুসুম ইত্যাদি। যদি নায়িকা নায়কহস্ত হইতে তাম্বুল গ্রহণ করে, তবে গোষ্ঠীগমনে উদ্যত নায়ক-নায়িকার কেশকলাপস্থ কুসুমের প্রার্থনা করিবে। এটি সিদ্ধকরের পক্ষে। আর যখন নায়ক অন্যের হস্ত দিয়া মহার্হগন্ধ, যাহা অন্যেরও স্পৃহণীয়, নায়িকাকে দিবে, তখন তাহার নিজনখদশনপদচিহ্নিত করিয়ে দিবে। আর যখন স্বয়ং হস্তে করিয়া দিবে, তখন আকারের সহিত দিবে। এইরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক পরিমানে ভয় অন্তর্হিত হইবে।।'৮।।

আন্তর অভিযোগ নির্দেশ করিতেছেন—

‘ক্রমশঃ নির্জন দেশে গমন, আলিঙ্গন, চুম্বন, তাম্বুল নেওয়া ও দিবার পর আবার দ্রব্যের লওয়া এবং গুহ্যদেশের অভিমর্ষণ ইত্যাদি করিবে।।’৯।।

গুহ্যদেশাভিমর্ষণ,-কক্ষোরুমূলবিমর্দন ও উৎক্ষিপ্তক দ্বারা জঘনে অভিমর্ষণ করিবে।।৯।।

যাহারা অভিযোগের বিষয় নহে, তাহাদিগের কথা কথিত হইতেছে—

‘যে গৃহে একটি নায়িকা অভিযুক্ত হইবে; সে গৃহে আর অপরকে অভিযুক্ত করিবে না। সেই গৃহে যে বৃদ্ধা অনুভূতবিষয়, তাহাকে তাহার প্রিয় বস্তুর উপহার দিয়া হস্তগত করিবে। নতুবা তাহার জ্ঞানের অতীর হইতে নাও পারে। সে বক্র থাকিলে সকলরূপ অভিযোগই ব্যর্থ হইতে পারে।।’১০।।

এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—

‘যে গৃহে নায়িকার ভর্তা অন্য স্ত্রীতে সঞ্চারিত বলিয়া দেখিতে পাইবে; সে বাটিতে কোন নায়িকা সুপ্রাপ্তা হইলেও তাহাতে অভিগমনের চেষ্টা করিবে না। যে নায়কা অভিযোগকারীর প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করে, যে নায়িকা শস্ত্রধারী দ্বারা রক্ষিত, যে নায়িকা পতির ভয় করে, যে নায়িকার শ্বশ্রূ আছে ও যে শ্বশ্রূ নিজে পুত্রবধূকে সর্বদা চক্ষুর উপরে রাখে সেই সকল নায়িকাকে মেধাবী ব্যক্তি নিজের বিশ্বাস জানিয়া, অর্থাৎ আমি এস্থলে কৃতকার্য হইতে পারিব কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া, পাইবার জন্য চেষ্টা করিবে।।’১১।।

ইতি অভিযোগনামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীকামসূত্রে পারদারিকনামক পঞ্চম অধিকারণে পরিচয়কারণ ও অভিযোগনামকপ্রকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।১।।

পঞ্চম ভাগ – তৃতীয় অধ্যায়

ভাবপরীক্ষা (ভাবপরীক্ষা করণ)

পূর্বকথিতরূপে অভিযোগ প্রযুক্ত হইলেও যে সকল স্ত্রী প্রগলভপরিক্ষীণা ও ধীরপ্রকৃতি, তাহাদিগের সদ্ভাব কোন রূপেই নির্ভিন্ন হইয়া উঠে না; সুতরাং তাহাদিগের উপর বিশেষাভিযোগ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সেখানে ভাবপরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া, এখন ভাবপরীক্ষাপ্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে—

'নায়ক অভিযোগ করিয়া নায়িকার প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিবে। প্রবৃত্তি পরীক্ষা দ্বারাই ভাবপরীক্ষা হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন অভিযোগের প্রতিগ্রহ করিতে ত্রুটি করিবে না।।'১।।

'যে নায়িকা সাম্প্রয়োগিকভাব প্রকাশ করিতে যত্ন করে না, তাহাকে দূতী দ্বারা সাধিত করিবে।।'২।।

'নায়ক কর্তৃক ক্রিয়মান অভিযোগের প্রত্যাখ্যান করিয়া আবার কিছু দিন পরে নায়কের সংসর্গে আসিলে, তখন নায়ক তাহাকে দ্বিধাভূতমানসা বলিয়া জানিবে। ক্রমশঃ তাহাকে সাধিত করিবে।।'৩।।

এ বিষয়ে একটু বিশেষ আছে—
'প্রযুজ্যমান অভিযোগের প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ আবার সবিশেষভাবে অলঙ্কৃত হইয়া দেখা দেয়; তবে আবার সেইরূপই অভিযোগ প্রয়োগ করিবে। যদি নির্জন প্রদেশে সেইরূপে পাওয়া যায়, তবে জানিবে সে বলাৎ-গ্রহণীয়া,-অর্থাৎ তাহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলেই সিদ্ধা হইবে।।'৪।।

'ধীরতাপ্রযুক্ত বহু অভিযোগ বিসহ্য করে; কিন্তু অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়।–এরূপ স্থলে জানিবে, সে শুষ্কপ্রতিগ্রাহিণী,–অর্থাৎ নিরর্থক বহু অভিযোগ প্রতিগ্রহ ভালবাসে; সুতরাং সে পরিচয়ের অপনয়নসাধ্যা।।'৬।।

কি করিয়া পরিচয় অপনয়ন করিবে?—
'মনুষ্যজাতির চিত্ত নিয়ত নহে। এই হেতু।।'৫।।

'অর্থাৎ কদাচিৎ মনের চাপল্যবশতঃ পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলেও আবার পরিচয়ের সন্ধান করে। আবার কখন বা সঞ্চিত পরিচয়ের বিচ্ছেদ করিয়া বসে; সুতরাং অভিযোগ গ্রহণ করিয়াও তাহার আত্মপরিচয় সে সময়ে উদ্ভাবিত হওয়ায় সে অভিযোগ কার্যকর হইতে দেয় না। এই জন্যই বহু অভিযোগ প্রতিগ্রহ করিতে ভালবাসে ও কোন কোন স্থলে বহু অভিযোগ গ্রহণ করিয়াও একেবারে কার্যকর হইতে দেয় না; সুতরাং সে সকল স্থলে তাহার আত্মপরিচয়ের অপনোদন করিয়া দিবে।।'৬।।

'অভিযুক্ত হইলেও অভিযোগের পরিহার করে; সংসর্গ করিতে চাহে না; কারণ নিজের উপর একটি কোন প্রবল অভিমান থাকে; কিন্তু নায়ককে একেবারে প্রত্যাখ্যানও করে না; কারণ, নিজের উপর প্রবলতর কিছু গৌরবের অভিমান থাকে। সে নায়িকা অত্যন্ত পরিচয় দ্বারা কষ্টসাধ্যা। মর্মজ্ঞ দূতী দ্বারা তাহাকে সাধিত করিবে।।'৭।।

তাহার কিছু বিশেষ আছে—
'অভিযোগ প্রযুক্ত করিলে, যদি সে নায়িকা অত্যন্ত নিষ্ঠুরবাক্যে ভর্ত্সনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাহাকে উপেক্ষা করিবে।।'৮।।

'যদি পুরুষ, অর্থাৎ কর্কশ ভাষার প্রয়োগ করিয়া আবার প্রীতিযোজনা করে, তবে আবার তাহাকে অভিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।।'৯।।

'কোনও কারণ বশতঃ সংস্পর্শনাভিযোগ সহ্য করে; কিন্তু যেন নায়কের অভিপ্রায় না জানিয়া সংস্পর্শন সহ্য করে। সে দ্বিধাভূতমানসা। তাহাকে অবিচ্ছেদভাবে সংস্পর্শনক্ষম করিবে।।'১০।।

'নিকটে শায়িত থাকিলে নায়ক সুপ্তব্যক্তির ন্যায় নিজহস্ত নায়িকার দেহোপরি বিন্যস্ত করিবে। সে সুপ্তার ন্যায় উপেক্ষা করিবে। যদি জাগিয়াই থাকে, তবে হাতখানি সরাইয়া দিবে; কারণ, তাহার সন্দেহ হইতে পারে যে,–এ ব্যক্তি নিদ্রিত থাকিয়াই হস্ত বিন্যাস করিয়াছে, কি অভিযোগার্থ কৃতকসুপ্তের ন্যায় বিন্যাস করিয়াছে? সেই সন্দেহ অপনোদনার্থ আবার অভিযোগের আকাঙ্খা করিয়াই হাত সরাইয়া দিবে।।'১১।।

'ইহাদ্বারা পাদোপরি পাদবিন্যাস ব্যাখ্যান হইল।।'১২।।

'সেই হস্তন্যাস ও পাদবিন্যাস সহ্য করিলে, আবার সুপ্ত-সংশ্লেষণের উপক্রম করিবে। যদি তাহা সহ্য না করিয়া উঠিয়া সরিয়া যায় ও পর দিন যদি কোনরূপ কোপ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃতিস্থ

থাকে; তবে সে নিশ্চয়ই অভিযোগার্থিনী জানিবে। যদি পরদিন তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতে পায় ও তাহার পর আর দেখিতে না পায়, এরূপ হয়, তবে সে দূতী দ্বারা সাধ্যা জানিবে।।'১৩।।

'যদি তাহার পর বহুদিন যাবৎ কুপিত থাকিয়া, পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই নায়কের সহিত কোনও প্রকার সংসর্গ করে; তবে সেই কৃতলক্ষণা দর্শিতাকারা নায়িকাকে আবার অভিযোগ করিবে।।'১৪।।

'যে অভিযুক্ত না হইয়াও ভাবসূচক দেখায়। নির্জন প্রদেশে নিজেকে অনাবৃত করিয়া দেখায়। কম্পের সহিত গদ্গদভাবে কথা বলে। কর ও চরণাঙ্গুলি স্বিন্ন হয় এবং স্বিন্ন (ঘর্মাক্ত) মুখী হয়। নিজের শিরঃ পীড়ন ও ঊরুর সম্বাহনবিষয়ে নিজেকে নায়কের নিকট নিযুক্ত করে। পীড়িতা নায়িকা বা সম্বাহিকা একহস্ত দ্বারা সম্বাহন করে, ও অন্য বাহু দ্বারা স্পর্শ সুখের আবেদন করে এবং আশ্লেষ করে। বিস্মিতভাব প্রকাশ করিয়া আবার সেইরূপ আশ্লেষ করে। ঊরু ও বাহুযুগল দ্বারা পরিস্পৃশ্যা হইয়াও নিদ্রান্ধার ন্যায় অবস্থান করে। অলিকের (ললাটের) একদেশ (অগ্রভাগ) ঊরুযুগলের উপর পাতিত করে। ঊরুমূল সম্বাহনে নিযুক্ত হইয়া প্রতিকুলকার্য্য করে না, অর্থাৎ স্বীকার করে। সেস্থানে একখানি হস্ত অবিচলরূপে স্থাপন করে। ঊরুদ্বয়ের সন্দংশদ্বারা সে হস্ত পীড়িত হইলে বিলম্বে সরাইয়া লয়। নায়কের নিকট এইরূপ অভিযোগ পাইয়াও আবার দ্বিতীয়দিনে সম্বাহনের জন্য গমন করে। অত্যান্ত সংসর্গ করে না। পরিহারও করে না। নির্জন প্রদেশ ব্যতীতও প্রকাশ্যভাবে এবং নির্জন প্রদেশেও নিষ্কারণে ভাবদর্শন করায়। যাহারা পরিচারক ও উপভোগ্য স্বচ্ছন্দরূপ থাকিলেও পূর্বোক্তপ্রকারে যদি আকারিত হইয়াও সেইরূপই অবস্থান করে, সিদ্ধ না হয়; তবে সে নিশ্চয়ই মর্মদূতীদ্বারা সাধিত হইবে। যদ্যপি ব্যাবর্তমানা হইয়া (প্রত্যাখান করিয়া) প্রকৃতিস্থ না হয়; তবে তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত।।'১৫।।

ইতি ভাবপরীক্ষানামক প্রকরণ।

'এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে;–
প্রথমে পরিচয় করিবে। তারপর, পরিভাষণ করিবে। পরিভাষণের সহিত পরস্পর আকার দর্শন করাইবে। যখন অভিযোগ করিবে, তখন মানব ভয়হীন হইয়াই স্ত্রীকে অভিযুক্ত করিবে। প্রথম দর্শনেই যে নারী নিজের আকার দ্বারা ভাবপ্রদর্শন করিবে, তাহাকে অতি শীঘ্রই অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত। যে স্ত্রী সামান্য আকারিত হইলেই পরিস্ফুটভাবে উত্তর দেয়, সে নারীর অত্যান্ত রতিলালসার বিষয় বুঝিতে হইবে। সেও তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হয় জানিবে। ধীরপ্রকৃতি

অপ্রচণ্ডস্বভাবা পরীক্ষিণি স্ত্রীতে এই সূক্ষ্মবিধি প্রয়োগের কথা কথিত হইল। এতাদৃশ স্ত্রীগণ প্রকাশ্যভাবেই সিদ্ধা বলিয়া জানিবে।।'১৬।।

ইতি ভাবপরীক্ষাসংগ্রহপ্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে পারদারিকনামক পঞ্চম অধিকরণে ভাবপরীক্ষানামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।৩।।

পঞ্চম ভাগ – চতুর্থ অধ্যায়

দুতীকর্ম্মাণি (দৌত্য)

রক্ষিতা প্রভৃতি স্ত্রীগণের উদ্দেশে অভিযোগ প্রয়োগ করা ততদূর সম্ভবপর নহে। এইজন্য দূতীকর্মপ্রকরণের এখন আরম্ভ করা যাইতেছে—

'যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত ও আকার প্রদর্শিত করা হইয়াছে, অথচ তাহার দর্শন লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; কিন্তু সে নায়িকা কোনরূপ আকার প্রদর্শন করে নাই; তাদৃশ নায়িকাকে দূতী দ্বারাই নিজের কাছে আসিতে বাধ্য করাইবে।।'১।।

দূতী তিন প্রকার : নিসৃষ্টার্থা—যে দূতী নায়কের বা নায়িকার অভিপ্রায়ানুসারে উদ্ভাবনা শক্তি সাহায্যে আপনা হইতে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে। পরিমিতার্থা—যে দূতী নায়কের বা নায়িকার কথিত বিষয়ের মাত্র বহন ও তাহারই প্রয়োগ করিতে চতুরতার পোষণ করিয়া থাকে। তৃতীয় কেবলমাত্র পত্রহারিণী। ইহাদিগের সামান্যতঃ যে কর্ম কর্ত্তব্য, তাহাই কীর্তন করা যাইতেছে—

'সেই দূতী প্রথমতঃ নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদনার্থ শীলবতী হইয়া প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিতে পারিয়া, প্রথমতঃ চিত্রপট ও যাহার প্রদর্শিত করিবে, তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আখ্যান আছে, তাহারই বর্ণনা করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সুভঙ্গকরণ যোগ (ঔপনিষদিক অধিকরণে বক্তব্য) দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবে! তাহাতে লোকগণের বৃত্তান্ত খ্যাপন, পুরাণপ্রসঙ্গের অবতারণা ও কবিগনরচিত নায়ক-নায়িকার প্রবৃত্তিপ্রকাশকর কথার আলোচনা করিবে। সেই প্রসঙ্গে নায়িকার রূপ, বিজ্ঞান, দাক্ষিণ্য ও শীলের অনুপ্রশংসার যোজনা করিয়া নায়িকাকে ক্রমশঃ অনুরঞ্জিত করিবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ কথাপ্রসঙ্গে যেন বিস্মিত হইয়াছে, এইভাবে বলিবে—তুমি এইরূপ গুণবতী ও রূপবতী; কিন্তু তোমার পতি এরূপ কেন? এইরূপ কথাদ্বারা ক্রমশঃ তাহার পতি যে তাহার অনুরূপ নয়, সে সম্বন্ধে তাহার একটি পাকা সংস্কার জন্মাইয়া দিবে। কেবল তাহাই নহে—উহার মধ্যে অবসরমতে কোন কোন দিন বলিবে—দেখ সুভগে! তোমার পতি তোমার দাস্য করিবারও যোগ্য নহে। তারপর, সময়মত নায়িকার নিকট তাহার পতির মন্দবেগতা, ঈর্ষালুত্ব, শঠতা, অকৃজ্ঞতা, অসম্ভোগশীলতা, কদর্যতা, চপলতা এবং অন্যান্য যেসকল গুপ্ত দোষ আছে, সেগুলি

অতিশায়িত করিয়া প্রকাশ করিতে থাকিবে। যে দোষ দেখাইলে অন্যন্ত উদ্বিগ্না হয় মনে করিবে, সেই দোষ বারংবার শ্রবণ করাইবে ও তাহার দ্বারা অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন করিতে চেষ্টা পাইবে। যদি নায়িকা মৃগী হয়, তবে স্বামীর শশতা দোষ নহে। সেইরূপ বড়বা ও হস্তিনীর সম্বন্ধে জানিয়া প্রয়োগ করিবে।'২।।

দূতীদ্বারা নায়িকাকে নিজের নিকট আনাইবে—এই কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু এসম্বন্ধে গোণিকাপুত্রের দর্শনে কিছু কিছু বিশেষ কথিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার প্রদর্শন করা অতীব সঙ্গত বিবেচনায় এসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন—
'গোণিকাপুত্র বলেন—যে নায়িকা চরিত্রখণ্ডনার্থ প্রথমতঃ সাহস করিতেছে ও যে নায়িকা সূক্ষ্মভাবা, তাহাদিগের নিকটেই দূতী পাঠাইতে হইবে; কিন্তু তাহাদিগের বিশ্বাস্যতা জানিয়া প্রেরণ করাই ভাল।।'৩।।
–ইহা শাস্ত্রকারের স্বীকার্য মত বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বিশেষ কিছু প্রতিষেধাদি করেন নাই।–ইহা ভাষ্যকার বলেন।।৩।।

'দূতী নায়কের চরিত, অনুকূলতা ও কামিত বিষয়ে কীর্তন করিবে। তাহাতে নায়িকার ভাবোচ্ছ্বাস জন্মিয়াছে জানিতে পারিয়া, যুক্তির আশ্রয় লইয়া কার্যশরীর (যাহার জন্য দূতী প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা) এইরূপে বলিবে।–'দেখ সুভগে! একটা বড়ই আশ্চর্য কথা বলিতেছি, শোন! অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে তোমাকে দেখিয়া এত বড়ঘরের ছেলে হইলেও চিত্তোন্মাদ অনুভব করিতেছে। সে বড়ই স্বভাবতঃ সুকুমার, সে কখনও অন্য কাহাকে দেখিয়াও এমন আসক্ত হয় নাই ও এমন ক্লেশও পায় নাই। এখন দেখিতেছি, তোমার জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর মত হইয়াছে। এখনও যদি তোমাকে না পায়, তাহা হইলে হয়ত মরিয়া শরীর জুড়াইতেও পারে।।'৪।।
–এইরূপ উৎকট আসক্তির কথা বর্ণনা করিবে। যদি সে কথায় সন্ধিলাভ করিতে পারে; তবে পরদিন বাক্যে, মুখে ও নয়নে প্রসাদভাব অবলোকন করিয়া আবারও কথা পাড়িবে। যদি সেসকল কথা শুনিতে উৎসুক্য প্রকাশ করে, তবে 'অহল্যা গৌতম ঋষির ভার্য্যা হইয়াও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া দেবরাজকে উপভোগার্থ কামনা করিয়াছিল। অগ্নিহোত্রক ঋষির ভার্য্যা অগ্নিপরিরক্ষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। কদাচিৎ কুণ্ড হইতে উত্থিত অগ্নি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া উপভোগার্থ সেই ঋষিপত্নীর সম্প্রয়োগের কামনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহার আভাস পাইয়া, তাহার শ্বশুর কালে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তাহাই সেই পুত্রবধু অগ্নিসংযোগে গর্ভবতী হইয়াছে।–ইহা জানিতে পারিয়া কুলদোষভয়ে, তিনি পুত্রবধূকে বনে যাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসেন। জাতগর্ভা যুবতী বিধবা বনমধ্যে একটি পুত্র যথাসময়ে প্রসব করিল ও কোনও শবরসেনাপতি নিরপত্যবিধায় সেই

সন্তানকে নিজেরই মনে করিয়া লালনপালন করিয়া বর্ধিত করিল। বালক বাল্যকাল হইতে ছাগপাল ও মেষপালের সহিত ক্রিড়াদি করিত ও (প্রচুর পরিমানে ছাগী ও মেষীর দুগ্ধ খাইয়া) বিলক্ষণ বলশালী হইয়াছিল। এমন বলশালী হইয়াছিল যে, হাত দিয়া ধরিয়াই বাল্যাবস্থাতেই ছাগল ও মেষ মারিয়া ফেলিত। সেইজন্য শবর-সেনাপতি ও ঐ বালকের নাম অবিমারক রাখিয়াছিল। তারপর ক্রমশঃ সে যৌবনকালে পদার্পণ করিলে কদাচিৎ সেই বিপিনেই সমাবাসিত (তাহাদিগের সহিত আবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন যাহাকে) সেই রাজার কন্যাকে মারিতে একটি হস্তী উদ্যত হইলে অবিমারক সেই হস্তী মারিয়া সেই কন্যাকে জীবনদান করিয়াছিল। সেই ব্যাপারে রাজনন্দিনী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজেই তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং পারদারিক ব্যাপার মনের ভাব লইয়া; দেখ শকুন্তলা কণ্বঋষির কন্যা হইয়াও মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী দুষ্মন্তরাজার রূপলাবণ্য-সৌভাগ্যাদি দর্শন করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রিয়ম্বদা ও অনুসূয়ার সাহায্যে রাজাকে নিজের ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত অনুরাগী করিয়া অতুল সুখভোগ করিয়াছিল। ইহাতে মনের প্রবৃত্তির মিনিময়। যে মনের ভাব মনে মনে লুকাইয়া রাখিয়া পুড়িয়া মরে, মৃত্যু তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু যে মনে যাহা উদিত হয়, তাহার অভিব্যক্তি করিয়া কার্য্যে পরিনত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করে, সেই তো প্রকৃত মানুষ-চরিত্রের বিশ্লেষণে নিপুণ ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। ইত্যাদি ও অন্যান্য লৌকিক নানাবিধ আখ্যান বলিবে ও সেটি যে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। নায়ক যে সম্প্রয়োগে সকলকে পরাস্ত করিতে পারে ও চতুঃষষ্টিকলাবিশারদ এবং নিতান্ত সৌভাগ্যশালী লোক, তাহা বর্ণনা করিবে। তদ্ভিন্ন তাহাকে পাইলে যে স্ত্রীজন্ম শ্লাঘনীর হইবে ও অত্যান্ত প্রচ্ছন্নভাবে সম্প্রয়োগ হইতে পারে—এই কথা এমনভাবে বুঝাইবে যে নায়িকা যেন মনে করে যে, নায়কের সহিত তাহার পূর্বে সম্প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাই এখন দুটি কথায় বর্ণনা করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে নায়িকার আকার লক্ষ্য করিবে। যখন যাদৃশ আকার লক্ষ্য করিবে, তখনই সেই প্রকারের কথা বলিয়া মনকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে।।৪।।

তাহার আকারাবয়ব নির্দেশ করিতেছেন—
'দেখিয়া বিহসিতের (মধুর হাস্য) সহিত সম্ভাষণ করে। দেখিবামাত্রই আসন দিয়া তাহাকে বসিবার জন্য সাদর আহ্বান করে। কোথায় ছিলে, কোথায় শয়ন করিয়াছিলে, কোথায় ভোজন করিয়াছিলে, কোথায় কোথায় বেড়াইলে, কী বা করিলে, এইসকল কথা জিজ্ঞাসা করে। নির্জন স্থানে নিজের সহিত দূতীর সন্দর্শন করায়। আখ্যানাদি বলিতে নিযুক্ত করে। চিন্তা করিতে করিতে নিশ্বাস ফেলে ও বিজৃম্ভণ করে। প্রীতিদায় (প্রীতিপূর্বক যাহা দেওয়া যায়) দান করে। ইষ্ট উৎসবে দূতীকে স্মরণ

করে। আবার আসিও বলিয়া বিদায় দেয়। 'সাধুবাদিনী হইয়া একি অশোভন কথা বলিতেছ' এই কথা বলে। নায়কের শঠতা ও চপলতা সম্বন্ধে দোষ দেয়। পূর্বে প্রবৃত্ত নায়কের সন্দর্শন, কথা এবং অভিযোগ নিজে না বলিয়া সে বলিলে শুনিতে ভালবাসে। নায়কের মনোরথ কথ্যমান হইলে থাকিলে সপরিভব হাস্য করিতে থাকে, অর্থাৎ 'সে দিন কি হইবে—যে, পায়ে ধরিয়া প্রসাদিত করিয়া অধর-সুধাপানে হৃদয়তাপের প্রশমন করিতে পারিবে?' নায়ক এই কথা বারংবার বলে— দূতী এইরূপ বলিলে, নায়িকা যদি এই কথা বলেন—তিনি ভারি দুষ্টু, তাঁর মত ধূর্ত্ত আর-ত দেখি না, তাও নাকি আবার মানুষ পারে? ইত্যাদি কথা বলিয়া যদি পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাস্য করে; কিন্তু নিশ্চয়ই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এরূপ কথা যদি না বলে।।'৫।।

এরূপে বিশেষ ভাব নায়িকার লক্ষ্য করিতে পারিলে ফল কি হইবে, তাহা বলিতেছেন—
'দর্শিতাকারা নায়িকাকে দূতী পূর্বপ্রবৃত্ত অভিজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত অনুরক্ত করিবে। আর যাহার সহিত কখনও নায়কের পরিচয় হয় নাই, তাহাকে নায়কের গুণগান বর্ণনা করিয়া অনুরাগবর্দ্ধক কথা দ্বারা কার্যসিদ্ধিত অনুকূলে আনয়ন করিবে।।'৬।।

এ বিষয়ে আচার্যগণের মতভেদ রয়েছে। তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখাইতে প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন—
'ঔদ্দলকি বলেন—যাহার সহিত পরিচয় হয় নাই, বা যাহার আকারও পরিদৃষ্ট হয় নাই, তাহার সিদ্ধিবিষয়ে দূতীর কর্ম কিছুই নাই।
বাভ্রব্যের মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন—পরিচিত না হইলেও যদি আকারের সংসর্গ কিছুমাত্রও থাকে, তবে দূতীর কর্ম সেখানে নিশ্চয়ই আছে।
গোণিকাপুত্র বলেন—পরিচিত, কিন্তু কখনও আকার প্রদর্শিত হয় নাই, সেইরূপ স্থলেও দূতীর কর্ম অবশ্যই আছে।
বাৎস্যায়ন বলেন—পরিচিত ও দৃষ্টাকার হউক, আর নাই হউক, সকলস্থলেই দূতীদ্বারা কার্যসিদ্ধি হইতে নিশ্চয় পারে।।'৭।।

'নায়িকা অপরিচিত হইলে, তাহাকে নায়কের প্রহিত বা প্রেরিত মনোহর উপায়ন (উপঢৌকন) সকল, তাম্বুল, অনুলেপন, মাল্য, অঙ্গুরীয়ক ও বসন দানার্থ দেখাইবে। তাহাকে নায়কের যথাসম্ভব নখদশনপদচ্ছেদ্যসকল চিহ্নিত থাকিবে। কাপড়ে কুঙ্কুমচিহ্নিত অঞ্জলি থাকিবে। নানাবিধ অভিপ্রায়-সংসূচী পত্রচ্ছেদ্যসকল প্রদর্শন করিবে। তাহার মধ্যে মধ্যে মদনলেখ-পত্র থাকিবে। কর্ণপত্র ও আপীড় (ফুলের কাণবালা ও মুকুট) থাকিবে। তাহাতে নিজের মনোরথ প্রকাশ করিবে। তাহার

উত্তরদানের জন্য দূতী নায়িকাকে প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত করিবে। এইরূপে নায়ক ও নায়িকা পরস্পর প্রতিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তখন দূতীই মধ্যবর্তী হইয়া উভয়ের সমাগমে সহায়ক করিবে।।'৮।।

'কোনও দেবতা দর্শনের জন্য যাইয়া, যাত্রায়, উদ্যানক্রীড়ায়, যেখানে বহুজন স্নানার্থ জলে অবতরণ করে, বিবাহে, যজ্ঞে, ব্যসনে ও উৎসবে, অগ্নির উৎপাত হইলে, চৌরবিভ্রমে, যানে আরোহণ করিয়া জনপদ প্রদক্ষিণ করিতে স্বীকার করিলে, প্রেক্ষাব্যবহারে (সঙ্কেতদ্বারা) ও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে নায়কের অলক্ষিতভাবে সমাগম সাধিত করিবে।-বাভ্রব্যের মতাবলম্বীরা এই কথা বলিয়া থাকেন। গোণিকাপুত্র বলেন—সখী, ভিক্ষুকী, ক্ষপণিকা (সন্ন্যাসিনী) এবং তাপসীর গৃহে লইয়া যাইয়া উভয়ের সমাগম করা অতীব সুখকর উপায়সাধ্য।
বাৎস্যায়ন বলেন—সেই নায়িকার বাটীতেই যদি প্রবেশ করিবার ও নিষ্ক্রম করিবার পথ-পরিজ্ঞান থাকে এবং যাহা হইলে কোনরূপেই বিপদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে, সেইরূপে প্রতিকার করা যাইতে পারিলে, সেইপ্রকারে সাধারণের অবিজ্ঞাতকালে প্রবেশন ও নিষ্ক্রমণ একান্ত যুক্ত। অবশ্য প্রবেশন ও নিষ্ক্রমণ কিছু নিত্যই হইতে পারে না; কারণ নায়িকা যে সকল সময়েই সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিবে, তাহা-ত কোনরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না; সুতরাং এইরূপে নায়িকার বাটীতেই সমাগম বিধেয় এবং সেই সমাগমই সুখকর উপায়সাধ্য। তবে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।।'৯।।

এখন দূতীভেদ নির্ণয় করিতেছেন;-
'নিসৃষ্টা, পরিমিতার্থা, পত্রহারী, স্বয়ংদূতী, ভার্য্যাদূতী, মূকদূতী ও বাতদূতী, এইগুলি দূতীবিশেষ।।'১০।।

'নায়ক ও নায়িকার যথাভিলষিত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে যে কার্যসম্পাদন করে সেই নিসৃষ্টার্থা দূতী নামে অভিহিত হয়।।'১১।।

ইহার বিষয় কি তাহা বলিতেছেন—
'সেই নিসৃষ্টার্থা দূতী প্রায়শঃ যাহাদিগের পরস্পর কথোপকথনাদি হইয়াছে,-তাহাদিগের পক্ষেই উপযুক্ত। তদ্ভিন্ন যাহাদিগের সম্ভাষণ ও পরিচয় হয় নাই, তাহাদিগের মধ্যে নায়িকাদ্বারা নিসৃষ্টার্থাদূতী প্রযুক্ত হইতে পারে। আর তদ্ভিন্ন যখন নিসৃষ্টার্থা দূতীর মনে কৌতুক উদিত হইবে যে, এই নায়ক ও এই নায়িকা, ইহারা বয়সে, রূপে, গুণে ও শীলে সমান, সুতরাং ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ে সুখী হউক না কেন? কেন মিথ্যা মিথ্যা কষ্ট পায় ও নিরর্থক যৌবন ক্ষয় করে?

এইরূপ কৌতুকবশতঃ দূতী, নায়ক ও নায়িকা যদিও পরস্পরের অপরিচত, তথাপি তাহাগিগের সমাগমের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে।।'১২।।

'নায়ক ও নায়িকার আচরিত কার্য্যৈকদেশ অভিযোগের একদেশ উপলব্ধি করিয়া অবশিষ্ট কার্য ও অভিযোগ যে সম্পাদন করিতে পারে, সে পরিমিতার্থা।।'১৩।।

ইহার বিষয় কি তাহা কথিত হইতেছে—
'সেই পরমিতার্থা দূতী,-যাহাদিগের আকার প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু তাহার পরে আর দর্শন পাওয়া কঠিন, তাহাদিগের কার্য সমাপদন করিবে।।'১৪।।

'সংবাদ প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন আর কিছুই করিতে সমর্থা নহে, সে পত্রহারী।।'১৫।।

'তাহার কার্য এইমাত্র যে, সে প্রগাঢ়সদ্ভাব পরস্পরসংসৃষ্ট নায়ক ও নায়িকার দেশ ও কাল বিষয়ের বিজ্ঞাপনমাত্র করিবে।।'১৬।।

স্বয়ংদূতী দুই প্রকার—আত্মার্থা ও পরার্থা। তন্মধ্যে যে পর দ্বারা প্ররিত, সে পরার্থা। আর যে নিজের জন্য প্রেরিত, সে আত্মার্থা। তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহা কথিত হইতেছে—

'অন্যা নায়িকা কর্ত্তৃক দৌত্যকার্যে প্রহিত হইয়া যে নিজেই নায়কের সহিত উপভোগে প্রবৃত্ত হয়, অথবা অজানতীর ন্যায় স্বপ্নে সেই নায়কের উপভোগ-সুখে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে—বলে। গোত্রস্খলিত হইলে—অর্থাত তাহাকে ডাকিতে যাইয়া নায়কের স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিলে, তাহাতে দূতী বলিবে, বাহবা! আমার নাম তোমার এমনই মনে লাগিয়াছে, যে তোমার স্ত্রীকে ডাকিতে যাইয়াও আমার নাম আর ভুলিতে পারিলে না! যাক, নাহয় তাহাও স্বীকার করিতাম; যদি তোমার স্ত্রী আমার রূপের কাছে লাগিত। অমন বামনমুখী, কোটরাচোখী পোড়া অঙ্গারখানিকে ডাকিতে কিনা আমার নাম ধরিলে। এ তোমারও ভাল হয় নাই। একথা আমার কানে শোনাও ভাল হয় নাই। যা হোক ভাই, অমন কাজটি আর যেন না হয়। এইরূপে নায়কের স্ত্রীর নিন্দা করিবে। সেইস্থলে ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিবে, অথবা নখের বা দশনপদের কিছু চিহ্ন করিয়া দিলে সিদ্ধা হইবে। তখন বলিবে—আমি মনে মনে আপনাকে এরূপ চিহ্ন করিয়া দিতে অগ্রেও চাহিয়াছিলাম—একথা বলিবে। আরও বলিবে, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—আমি ও তোমার ভার্য্যা, এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী রমনীয়? নির্জনে এইরূপে পর্যনুযোগ করিবে। যে এইরূপ করিবে, তাহাকেই শাস্ত্রে স্বয়ংদূতী বলিয়া অভিহিত করা হয়। নির্জন প্রদেশেই তাহার দর্শন ও পরিগ্রহ করিবে। প্রতিগ্রহচ্ছলে অন্যাকে অভিসন্ধান করিয়া তাহার সংবাদ শ্রবণ করান ছলে নায়ককে সাধিত করিবে এবং তাহাকে উপহত করিবে

অর্থাৎ দণ্ডিত ও তিরস্কৃত করিবে; সেও স্বয়ংদূতী। ইহাদ্বারা অন্য দূতনায়কও ব্যাখ্যাত হইল।।'১৭।।

'মুগ্ধা নায়কভার্যার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, সেই বিশ্বাস সাহায্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নায়কের চেষ্টিত প্রকার জিজ্ঞাসা করিবে। কলাযোগ নায়কভার্যাকে শিক্ষা দেবে। আকারের (কামজ অভিব্যক্তি ভাবের) সহিত মণ্ডন বিন্যাস, অর্থাৎ অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দিবে, যদ্দ্বারা নায়কের নিকটে তাহার আকার প্রকাশ হইতে পারে। তোমার স্বামী ভারি চপল, অন্যাতে আসক্ত; তাহার এমন কি গুণ আছে যে, তুমি তাহার উপর কূপিত না হও? আমি কিন্তু এরূপ ভালবাসি না।-এইরূপ কথা দ্বারা নিজের ঈর্ষ্যা দেখাইবে। আর বলিবে—আমি যাহা বলি, তাহা কর; দেখিবে ও 'আলোদোষ' আর থাকিবে না। এই কথা শুনাইবে। স্বয়ং নখদশনপদচ্ছেদ্য নিবর্তিত করিবে ও তদ্দ্বারা নায়ককে আকারিত করিবে। ইহাকে—অর্থাৎ এতাদৃশ নায়কভার্যাকে মূঢ়দূতী বলিয়া অভিহিত করা যায়।।'১৮।।

'নায়ক এইরূপে অভিযোগ করিলে, তাহার প্রত্যভিযোগ সেই নায়িকা বা স্ত্রীদ্বারাই দিবে।।'১৯।।

'মূঢ়া স্বভার্যাকে প্রযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা নায়িকার বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া ভার্যাদ্বারাই আকারিত করাইবে। নিজের বৈচক্ষণ্য প্রকাশ করিবে। যে ভার্যা এই প্রকারে দৌত্যকর্ম করিয়া থাকে, তাহাকে ভার্যাদূতী বলা যাইতে পারে। আর সেই ভার্যাদ্বারাই নায়িকার প্রদর্শিত আকার গ্রহণ করিবে।।'২০।।

যদি স্বীয় ভার্যা দ্বারা সাধিত করিতে না পারে, তবে কি করিবে? তাহা কথিত হইতেছে—
'কোন অদোষজ্ঞা বালিকা পরিচারিকাকে অদুষ্ট উপায় দ্বারা নায়িকার নিকট পাঠাইবে। তাহার সহিত পরিচয় হইলে ক্রমশঃ মালার মধ্যে বা কর্ণ পত্রের মধ্যে গূঢ়ভাবে মদনলেখ বা নখদশনপদচ্ছেদ্য করিয়া তদ্দ্বারা পাঠাইবে। তাহাকে মূকদূতী কহে। নায়িকার নিকট তদ্দ্বারাই প্রার্থনা করিবে।।'২১।।

যদি বালিকা-পরিচারিকার সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে কি করিবে, তাহা বলা যাইতেছে—
'নায়ক ও নায়িকার পূর্ব-প্রস্তাবিত বিষয়ের চিহ্নসম্বদ্ধ অথচ অন্যের গ্রহনযোগ্য নহে, সাধারণ লোকের পরিজ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশকর বা দ্ব্যর্থঘটিত বাক্য যে উদাসীনা নায়িকা বা নায়ককে শ্রবণ করায়, তাহাকে বাতদূতী কহে। তদ্দ্বারাই নায়ক বা নায়িকার নিকটে উত্তর প্রার্থনা করিবে।।'২২।।

বাভ্রব্যের মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন—

'পত্রিকা, চিত্ররূপসকল, পশুসকল, শূক ও সারিকা প্রভৃতি তির্যক্‌জাতি গূঢ়ভাব নায়ক-নায়িকার দূতকর্ম করিতে পারে।।'২২।।

ইতি দূতীগণের বিশেষত্ব

পূর্বে যে তিনটি দূতীর কথা কথিত হইয়াছে, তাহারা কি প্রকার, তাহা বলা যাইতেছে—

'এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—

'বিধবা, ঈক্ষণিকা, দাসী, ভিক্ষুকী ও শিল্পকারিকা, ইহারা অতি সত্বরই বিশ্বাসের সহিত গৃহপ্রবেশ করিতে পারে ও দূতীকর্ম ও ভালরূপে করিতে পারে।।'২৩।।

সংক্ষেপে দূতীকর্ম বলা যাইতেছে—

'পতির উপর বিদ্বেষভাব গ্রহণ করাইবে। তাহার উপায়—নায়িকার রূপ, গুণ ও সৌভাগ্যের বৈপরীত্যদর্শন। নায়কের চরিত্র রমণীয় ও নায়ক অনুকূল ইত্যাদি বর্ণনা করিবে। নায়কের চিত্রসুরতসংযোগ তাহার ও তাহার সখীদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করাইবে। নায়কের অনুরাগ ও রতিকৌশল বর্ণনা করিবে। নায়কের প্রার্থনা শুনাইবে। অনেক স্ত্রীই যে নায়ককে কামনা করে ও লাভ করিয়া অনেকে কৃতার্থও হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করাইবে। নায়ক হয় তোমাকে পাইবে, না হয় শ্মশানেই যাইবে, এরূপ স্থিরসঙ্কল্প শুনাইবে।।'২৪।।

'নায়ক আপানকযোগ্য নহে—ইত্যাদি দোষবশতঃ যদি নায়িকা তাহার সংসর্গে যাইতে ইচ্ছা না করে বা একেবারে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে দূতী বচনকৌশলে আবার নায়কের উপর আসক্ত করিয়া ফিরাইয়া দিবে, যাহাতে সে যাইয়া মিলিত হইতে চাহে।।'২৫।।

ইতি দূতীকর্মনামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে পারদারিকনামক পঞ্চম অধিকরণে
দূতীকর্মনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪।।

পঞ্চম ভাগ – পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বরকামিতম্ (রাজসুখ)

অতুল বিভরের ঈশ্বর যাহারা, তাহাদিগের অবশ্য পরগৃহে প্রবেশ হইতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের কামিতও না হইবার সম্ভবনা; সুতরাং এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক উপস্থিত হইয়াছে :–
'রাজা বা মহামাত্রগণের পরভবনে প্রবেশ নাই, কারণ ইহাদিগের আচার-ব্যবহার তাঁহারাই দেখিবেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ থাকা আবশ্যক। আরও মহাজনেরা যে আচরণ প্রদর্শন করিবেন, অন্য ব্যক্তিগণও সেইপ্রকার আচরণের অনুকরণ করিয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ।।'১।।

দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন—
'সূর্যদেব উদিত হইতেছেন, ইহা লোকত্রয় দেখিতে থাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও জাগরিত হয়। আবার তিনি দেশদেশান্তরে যাইতেছেন দেখিয়া, সকলে স্ব স্ব কার্যে প্রবর্তিত হয়।।'২।।
–সাধারণ লোকে মহানুভবের চরিতানুবিধান করিয়া থাকে। অতএব রাজা বা মহামাত্রগণের পরভবনে অসদভিপ্রায়ে নিশ্চয়ই প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।।২।।

'অতএব পরগৃহ প্রবেশ করিয়া যে পারদারাভিগমন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে অযোগ্য—নিন্দনীয় ব্যাপার; সুতরাং তাঁহারা বৃথা আচরণ করিবেন না।।'৩।।

'যদি একান্তই আচরণ না করিলে চলে না, এমনই হয়, তবে প্রয়োগ অনুষ্ঠান করিতে পারে।।'৪।।

প্রয়োগ দ্বিবিধ—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য। ঈশ্বরও দ্বিবিধ—ক্ষুদ্র ও মুখ্য। তন্মধ্যে ক্ষুদ্রেশ্বরের কর্তব্য অধিকার করিয়া কিছু বলা যাইতেছে :–
'যুবক গ্রামাধিপতি, বা গ্রামশাসনের জন্য অধিকৃত যুবক, অথবা গ্রামকূটের (হালের মহাজনের) যুবক পুত্রের পক্ষে তত্তৎগ্রামবাসী প্রজার স্ত্রীগণ বচনে সিদ্ধ হয়। বিট (কামুকগণ) তাহাদিগের চর্ষণী বলিয়া অভিধান করে।।'৫।।

'সেইসকল চর্ষণীগণের সহিত এই এই উপায়ে সম্বন্ধ হইয়া সম্প্রয়োগ হইতে পারে। পেষণ, কুট্টন ও রন্ধনাদির জন্য নিয়োগ করিয়া, (ইহাকে বিষ্টিকর্ম্ম বলে), কোষ্ঠাগারের কর্ম করিতে প্রবিষ্ট করিয়া কোষ্ঠাগার হইতে ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যের নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশন করিতে নিয়োগ করিয়া, গৃহসজ্জা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, বীজের রক্ষণ, উৎপাটন ও গদীকরণ (যাহার উপর বীজকে রোপন করিয়া অঙ্কুরিত করা হয়; চারা দেওয়া) আদি ক্ষেত্রকর্মে প্রেরিত করিয়া, কার্পাস, উর্ণা, অতসী, শণ, পট্টবল্কাদির সূত্রকর্তনের জন্য ভাণ্ডাগার হইতে দান করিতে যাওয়া, কর্তিত সূত্রের প্রতিগ্রহণ করিতে যাইয়া এবং ধান্যাদিদ্রব্যের ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়াদি করিতে যাইয়া, সেই সেই কর্মের কালে অনায়াসে সম্প্রয়োগ হইতে পারে।।'৬।।

'সেইরূপ ব্রজনারীগণের সহিত গবাধ্যক্ষের অনায়াসে দধিমথনাদি ক্রিয়োপলক্ষে সম্প্রয়োগ হইতে পারে।।'৭।।
ব্রজনারী—গোপী।

'বিধবা, অনাথা ও প্রব্রজিতাদি (ভিক্ষুক্যাদি) কামিনীদিগের সহিত সূত্রাধ্যক্ষের (যে সূতার অধ্যক্ষ) অনায়াসে সম্প্রয়োগ সম্পন্ন হইতে পারে।।'৮।।

'নগরে নিযুক্ত দণ্ডধারী ও পাশধারী নাগরগণ স্ত্রীমর্মজ্ঞ হইলে, রাত্রে অটনকালে পরিভ্রমণকারীণী কামিনীগণের সম্প্রয়োগ লাভ করিতে বিনা আয়াসে সমর্থ হয়।।'৯।।

'রাজকীয় পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতে নিযুক্ত যে পণ্যাক্ষ্যধ, সে ক্রেত্রী ও বিক্রেত্রী কামিনীর উপভোগ করিতে পারে।।'১০।।

'অষ্টমীচন্দ্র (অগ্রহায়ণ মাসে), কৌমুদী (কোজাগর) ও সুবসন্তকাদিকালে নগর, পত্তন, খর্বট ও দ্রোণমুখের (১) সুন্দরীদিগের ঈশ্বরভবনে অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত প্রায়শই ক্রীড়া হইয়া থাকে।।'১১।।

'সেই ক্রীড়াকালে অন্তঃপুরকামিনীদিগের সহিত পেয়পান করিয়া নগর-স্ত্রীগণ (অর্থাৎ আগত নগর-স্ত্রীগণ) যাহার সহিত যেমন পরিচয়, তাহারা অন্তঃপুরিকাগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহে যাইয়া নানাপ্রকার গল্পের সহায়তায় কিছুকাল অবস্থান করিবে। তারপর অন্তঃপুরিকাগণের নিকট তাম্বুলাদি-পূজা পাইয়া আবারও পানাদি করিবে। (অবশ্য কর্তাই এইরূপ করাইবেন)। পরে যখন দিন অতিবাহিত হইবে, সন্ধ্যাসমাগম হইবে, সেই সময়ে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রামিত করিবে।।'১২।।

‘সেই সময়ে রাজার প্রেরিতা একটি দাসী প্রযোজ্যের (যাহার সম্প্রয়োগ কামনীয়) পূর্বপরিচিতা বলিয়া পূর্বসংকেতানুসারে তাহাকে সেই রাজভবনে সম্ভাষণ করিবে এবং রামণীয়ক পদার্থসকল দেখাইয়া চিত্তহরণ করিবে। অবশ্য পূর্বের বলিয়া রাখিবে যে, অমুক ক্রীড়ায় তোমাকে রাজবাটীর সমস্ত স্থান ও রামণীয়ক সমুদায় দেখাইব। পরে উপযুক্ত কালে সেইরূপই করাইবে। তারপর, বলিবে—আইস, বাহিরে প্রবালকুট্টিম (রত্নের খনি) তোমাকে দেখাইব। এই বলিয়া মণিভূমিকা, বৃক্ষবাটিকা, দ্রাক্ষামণ্ডপ, সমুদ্রগৃহ (জলের মধ্যে কাচ দ্বারা নির্মিত গৃহ), প্রাসাদ (যাহার মধ্যে যাইতে হইলে অত্যন্ত গূঢ় ভিত্তি দিয়া যাইতে হয় ও নিষ্ক্রান্ত হইতে হয়), চিত্রকর্মসকল, ক্রীড়ামৃগসকল, সজীব যন্ত্র ও নির্জীব যন্ত্র, আর যাহা কেবল বায়ুবেগে চালিত হয় এবং কিরণসাহায্যে চালিত হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য যন্ত্রও যাহা অত্যন্ত কৌতুহলকর, হংস গৃহপালিত অন্যান্য পক্ষীসকল এবং ব্যাঘ্র ও সিংহের পিঞ্জরাদিসকল ইত্যাদি যাহা পরে বর্ণিত হইবে, সেসকল দেখাইবে ও একান্তে বসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার উপর ঈশ্বরের অনুরাগ অতীব প্রবল, ইহা শুনাইবে। সম্প্রয়োগ বিষয়ে ঈশ্বরের প্রচুর চাতুর্য আছে, ইহা বিশদভাবে বর্ণিত করিবে। কেবল মন্ত্র শোনাইবার ন্যায় শোনাইবে না, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতিপন্ন হয়, তাহা করিয়া ঈশ্বরের নিকট যোগাইয়া দিবে।।’১৩।।

‘যদি তাহাতে নায়িকা ঈশ্বরের প্রতিপন্ন না হয়, তবে ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া উপচার দ্বারা সান্বিত করিয়া, রঞ্জিত বরিয়া, মিলিয়া অনুরাগের সহিত বিদায় দিবে। পরে প্রযোজ্যার সহিত উপর উচিত অনুগ্রহ করিয়া তাহার ঔচিত্যজ্ঞানের উদ্বোধ করাইয়া প্রত্যহই তাহার স্ত্রীকে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করাইবে। তারপর পূর্বের ন্যায় একটি দাসীকে পাঠাইয়া পূর্বের ন্যায় যাহা যাহা কর্তব্য, তাহা তাহা করাইবে। অথবা অন্তঃপুরস্ত্রীই প্রযোজ্যার সহিত চেটিকা পাঠাইয়া প্রীতি করিবে। তাহার পরে, পূজা করিয়া, পান করাইয়া, প্রণিহিত (প্রেরিত) দাসীদ্বারা পূর্বের ন্যায় সমস্তই সংসাধিত করিবে। অথবা যে বিজ্ঞানে প্রযোজ্যা অত্যন্ত বিখ্যাত, তাহাই দর্শন করাইবার জন্য সোপচারে প্রযোজ্যাকে রাজবাটিতে আহ্বান করিবে। তারপর, প্রণিহিতা রাজদাসী পূর্বের ন্যায় সমস্তই করিবে। অথবা যাহার পতির অত্যন্ত অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, সেই অনর্থে তাহার পতি অত্যন্ত ভীতও হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্ত্রীকে ভিক্ষুকী বলিবে—(ভিক্ষুকী অবশ্য রাজার প্রণিহিতা হইবে)—রাজার অন্তঃপুরসুন্দরীদের মধ্যে অমুক স্ত্রীটি রাজার নিকট সিদ্ধা, রাজা তাহার কথা বড়ই শুনিয়া থাকেন। আর তাঁর স্বভাবই কৃপাময়। আমি কিন্তু এই উপায়ে তাঁহাকে তোমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে পারি। যদি বল, তবে আমিই তোমায় রাজবাটিতে অনায়াসে প্রবেশ করাইয়া কার্য সিদ্ধ করিয়া দিতে পারি। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি তাঁহাকে ধরিলে ও আমি বলিলে, তিনি তোমার ভর্তার মহান্ অনর্থ নিবর্তিত করিয়া দিতে পারেন। এইরূপে রুচি জন্মাইয়া দুই-তিনবার প্রবেশ

করাইবে। অন্তঃপুরিকাও তাহাকে অভয় দিবে। অভয় শুনিয়া সম্যক্‌রূপে প্রহৃষ্টা হইলে, রাজদাসী প্রণিহিত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পূর্বের ন্যায় সমস্ত দেখা-শুনা প্রভৃতি করাইবে। ইহাদ্বারা জীবিকার্থিজনের, প্রচণ্ডপ্রতাপশালী মহামাত্র দ্বারা অভিব্যাপন্ন জনের, রাজপুরুষকর্তৃক বলপূর্বক বিগৃহীত ব্যক্তির, ব্যবহারে ন্যায়বল না থাকায় দূর্বল ব্যক্তির, নিজের ভোগে নিতান্ত অসন্তুষ্টজনের, রাজার নিকটে প্রীতিকামনাকারীর, রাজপুরুষদিগের নিকট প্রসিদ্ধিকামীর, সজাত দয়াদগন কর্ত্তৃক বাধ্যমান পুরুষের, সজাত দায়াদগণকে বাধিত করিতে ইচ্ছুকের, সূচক ও অন্যান্য কার্যবশবর্ত্তী পুরুষদিগের জায়া রাজার পূর্বোক্ত-উপায়-সাধ্য বলিয়া ব্যাখাত হইল।।'১৪।।

'অন্যের সহিত পূর্বে সংসৃষ্টা নায়িকা প্রযোজ্য হইলে, নাগরকবিধিদ্বারা তাহার সংগ্রহ করাইয়া, দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করাইয়া তাহাকে ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে। চারদ্বারা তাহার পরিণাম সম্পূর্ণরূপে দূষিত করিয়া 'আমি ইহাকে আশ্রয় দিয়াছি রাজার নিকট আমি বিদ্বেষভাজন হইয়াছি; তথাপি যখন আশ্রয় দিয়াছি, তখন আর উহাকে নিরাশ্রয় করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি না' এইরূপ প্রবন্ধদ্বারা স্ত্রীর পরিচারণাদি কর্মের জন্য যাহাতে নিয়োগ করিতে পারে, সেইরূপ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে। ইতি প্রচ্ছন্নযোগ। এই যোগ প্রায়শঃ রাজপুত্রদিগের নিকটেই বিদিত হয়।।'১৫।।

'কিন্তু প্রচ্ছন্ন হইয়াও ঈশ্বর পরভবনে প্রবেশ করিবে না।।'১৬।।

'গুর্জ্জরাতে (গুজরাটে) কোট্টনামক একটি স্থান আছে। তাহার অধীশ্বর আভীরনামে প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রেষ্ঠী বসুমিত্রের ভার্য্যার অভিগমন করিতে তাহার বাটীতে গিয়াছিলেন। পরে, বসুমিত্রের ভ্রাতা তাহা জানিতে পারিয়া, একটি রজককে নিযুক্ত করিয়া আভীরের প্রাণনাশ করিয়াছিল এবং কাশীরাজ জয়সেনকে অশ্বাধ্যক্ষ বিনাশ করিয়াছিল।।'১৭।।

'ঈশ্বরের প্রকাশ্যভাবে অভিলাষ পূরণ করাই উচিত। তাহাও দেশের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্তব্য।।'১৮।।

'যে দেশে যাদৃশ সমাচার, পূর্বাচার্যগণ ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়া গিয়েছেন, সে দেশে সেই অনুসারেই আচার-ব্যবহার করা উচিত। তাহা হইলে ঈশ্বরের কামিত আচার সাধারণে অনুকৃত করিতে চেষ্টিত হইবে না; কারণ সে আচারে কেবল রাজারই অধিকার, অন্যের-ত আর অধিকার নাই।।'১৮।।

'বিবাহিত কন্যা দশমদিনে কিছু ঔপায়নিক বস্ত্রাদি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ও রাজকর্তৃক উপভুক্তা হইয়া—অর্থাৎ রাজা তাহার সম্প্রয়োগ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে গৃহে ফিরিয়া আইসে।

এইরূপ অন্ধ্রদেশবাসীদিগের (২) আচার ও ব্যবহার।
মহামাত্রগণের ঈশ্বরের অন্তঃপুরে সুন্দরীগণ রাত্রে রাজার সম্প্রয়োগার্থ রাজার সহিত মিলিত হয়।
এইরূপ দক্ষিণাপথের (৩) বাৎস ও গুল্মনামক সোদরভ্রাতৃদ্বয়ের যে স্থানে নিবাস, সেই বাৎস্যগুল্মক প্রদেশে আচার ও ব্যবহার বিদ্যমান আছে।
বিদর্ভদেশে (বিরাটদেশে, বড়নাগপুর) প্রচলিত আছে—রূপবতী জনপদসুন্দরীগণ প্রীতিচ্ছলে একমাস বা পঞ্চদশদিন রাজার অন্তঃপুরে যাইয়া অন্তঃপুরিকা স্ত্রীরূপে থাকিয়া রাজার সম্প্রয়োগ-সুখ ভোগ করিয়া থাকে।
অপরান্তকের (ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থ দেশবিশেষ, রঘু ৪।৫৮ দ্রষ্টব্য) ব্যবহার এই যে—দর্শনীয় সুন্দরী স্বীয় ভার্য্যাকে মহামাত্র রাজাদিগের নিকট প্রীতিদায়রূপে সেই দেশবাসীরা দান করিয়া থাকে।
সৌরাষ্ট্র (সুরাট) দেশের আচার এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্রত্য জনপদের ও নগরের স্ত্রীগণ রাজার সহিত সুরতক্রীড়ার্থ দলে দলে ও এক এক করিয়াও রাজকূলে প্রবেশ করিয়া থাকে।।'১৯।।

'এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—
এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বহু বহু প্রয়োগ পরদারকে অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে রাজগণকর্ত্তৃক সম্যকরূপে প্রবর্ত্তিত আছে এবং প্রবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু লোকহিতে রত রাজা কখনই ইহার প্রবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহদান করিবেন না ও নিজেও প্রয়োগ করিবেন না; কারণ, ষড়্‌বিধ অরিবর্গের নিগ্রহ করিতে পারিলেই, তবে রাজা পৃথিবীজয় করিতে সক্ষম হইবেন।।'২০।।

——————————

ইতি দূতীকর্মনামক প্রকরণ।
ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে পারদারিকনামক
পঞ্চম অধিকরণে ঈশ্বরকামিতা নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।।৫।।

——————————-

(১) নগরাদি লক্ষণ কামসূত্রের ১।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।
(২) চীন পরিব্রাজক হিয়াংসিয়াং বলিয়াছেন যে, এখনকার তেলিঙ্গানা-ই সেকালের অন্ধ্ররাজ্য। অন্ধ্রনৃপতিরা বৌদ্ধ ছিলেন। ইহাদের সময়ে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা বোধহয় ২০০০

বৎসরের কথা।

(৩) দক্ষিণাপথ—এই পথ বিন্ধ্যপর্বত ও সমুদ্রপামী পয়োষ্ণী নদী এবং বিদর্ভদিগের পথ, ইহা কোশলদিকে গিয়াছে। ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার নাম দক্ষিণাপথ। (কৃত্যকল্পদ্রুমীর ধর্মকাণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চম ভাগ – ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্তঃপুরিকম্ ও দাররক্ষিতকম্ (অন্দরমহল)

যেমন ঈশ্বরের পরভবনে প্রবেশ নাই, সেইরূপ অন্তপুরিকাগণের ও নাগরকগণেরও পরের অন্তঃপুরের প্রবেশ নাই; সুতরাং উভয়কেই অন্তঃপুরিকাবৃত্ত বলা অবশ্যক।–এই জন্য অন্তঃপুরিকাবৃত্ত নামক প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে—

'অন্তঃপুরের রক্ষণযোগ থাকায় পরপুরুষ সন্দর্শন ঘটিয়া উঠে না। তারপর, পতিও একটি, অথচ অনেক সাধারণ; সুতরাং তৃপ্তি আর কি করিয়া হইতে পারে? ফলতঃ অন্তপুরিকাগণের তৃপ্তিই হয় না। অতএব তাহাদিগকে প্রয়োগানুসারে পরস্পর অনুরঞ্জিত করিবে।।'১।।

প্রয়োগ কি?—

'ধাত্রেয়িকাকে, সখীকে বা দাসীকে পুরুষের ন্যায় অখঙ্কৃত করিয়া, আকৃতি-সংযুক্ত কন্দ (আলুক-কদলী আদির), মূল (তাল-কেতকী আদির), ফল (অলাবু-কাঁকুড় আদি, অবশ্য সংশোধিত করিয়া গ্রহণ করিবে) প্রভৃতির অবয়ব দ্বারা বা অপদ্রব্য দ্বারা নিজের অভিপ্রায় নিবর্তিত করিবে।।'২।।

'এবং অব্যক্তলিঙ্গ (অর্থাৎ শ্মশ্রুগুম্ফাদি জন্মায় নাই বলিয়া প্রায় স্ত্রী, তবে কালে পুরুষ হইবে সেসকল বালক) পুরুষপ্রতিম ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে।।'৩।।

'রাজারা কামার্তা স্ত্রীর উপর দয়াপরবশ হইয়া রাগ-যোগ না থাকিলেও একটি অপদ্রব্য যথাস্থানে বাঁধিয়া যতক্ষণ স্ত্রীর তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একরাত্রিতে বহুস্ত্রীর সহিত (আভিমানিক রূপে) সম্প্রয়োগ করিতে পারেন। যেখানে প্রীতি বা বাসক যাহার বা ঋতুকাল যাহার উপস্থিত, সেখানে ইচ্ছানুসারে প্রকৃত অভিগমন করিতেও পারে। প্রাচ্যদেশে এইপ্রকার প্রচলন আছে।।'৪।।

'যাহারা স্ত্রীতে বৃত্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই সমস্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রীযোগ কল্পনা দ্বারা নিযোনিতে (চলোরুকরব্যাদি) বিজাতি এড়ী বা বড়বাদিযোনিতে কিংবা সমুৎকীর্ণস্ত্রীলিঙ্গাদি

স্ত্রীপ্রতিমাদিতে অথবা সিংহাক্রান্ত কর দ্বারা সাধনের কেবলোপমর্দ দ্বারা অভিপ্রায় নিবৃত্তি করাও ব্যাখ্যাত হইল।।'৫।।

পৃথিবীতে সমানভাবে উভয় হস্ততল স্থাপন করিয়া উৎকটাসনে উপবেশনপূর্বক বাহুযুগল মধ্যে সাধনের বিমর্দন করিবে, এই প্রকার সিংহাক্রান্ত নামে কথিত হইয়াছে।।৫।।

'অন্তঃপুরিকাগণ নাগরকবর্গকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া পরিচারিকাদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া থাকে। সেই সকল নাগরকবর্গের সহিত অন্তঃপুরিকাদিগের সুখসংসর্গ করিয়া দিবার জন্য অভ্যন্তরসংসৃষ্টা, ধাত্রেরিকাবর্গই আগামী ফলের দর্শন করাইবার জন্য প্রযত্ন করিবে। সুখে প্রবেশ করা যায়, অনায়াসে নিষ্ক্রমন করা যায়, যে গৃহে রতিকলার পরিচয় করিবে, সে গৃহের বিশালতা, রক্ষিগন কখন কখন অসাবধান হইয়া থাকে, রাজপরিজনবর্গ কোন্ কোন্ সময়ে অনুপস্থিত থাকে, তাহা নাগরকগণের নিকট বর্ণনা করিবে। অন্তঃপুরিকাবর্গ যদি ভাবখ্যাপন না করে, অথবা প্রথমতই চরিত্রখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে কোন নাগরককে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে সাহস করিবে না; কারণ, তাহাতে মহান্ দোষ আছে।।'৬।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—নাগরক কিন্তু সুপ্রাপ্য হইলেও নানাবিধ বিনাশকারণের সন্নিধানবশতঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে না।।'৭।।

'যদি নিষ্ক্রমণমার্গবিশিষ্ট প্রমদবনগহন (ক্রীড়াবমগহন) অনেকগুলি দীর্ঘ দীর্ঘ কক্ষা থাকে, তথায় অল্পমাত্র রক্ষী সর্বদাই অসাবধানভাবে প্রহরীর কার্য করে এবং রাজাও প্রবাসে থাকেন, তবে অভগমনের কারণগুলি পরীক্ষা করিয়া নানাপ্রকারে বারংবার আহূয়মান হইলে, কক্ষাপ্রবেশ দেখিয়া যে আমি এই মার্গ দিয়া প্রবেশ করিতে পারিব, এই বেশে এই সময়ে এই দ্রব্য লইয়া এইরূপে অমূক স্থানে যাইবে, এইরূপ তাহারা বলিয়া দিলে, তবে প্রবেশ করিবে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যহই প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করিতে পারে।।'৮।।

'বাহ্যরক্ষীগণের সহিত ধর্মসম্বন্ধ পাতাইয়া সেই স্থলে তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে। অন্তশ্চারিণী পরিচারিকাসকলের মনে 'আমার উপর এ-ব্যক্তি অনুরক্ত হইয়াছে' এইরূপ ধারণা জন্মিলে আরও আসক্তি রূপিত করিবে। যদি সেরূপ লাভ করিতে না পারে, তবে শোকপ্রকাশের সহিত বাহ্যা অন্তপুরপ্রবেশশীলা স্ত্রীগণের সহিত যথোক্ত দূতীবিধির অনুষ্ঠান করিবে। রাজার নিযুক্ত চারের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবে। যদি রক্ষীর পদ-সঞ্চার না হয়, তবে যে স্থানে থাকিলে গৃহীতাকারা প্রযোজ্যার দর্শন করিতে পারে, সে স্থানে অবস্থান করিবে। যদি সে প্রদেশেও রক্ষীর উপস্থিতি হয়, তবে 'পরিচারিকার নিকট অত্যন্ত আবশ্যক আছে, তাই বসিয়া আছি; বাহিরে আসিলেই সঙ্গে

করিয়া লইয়া যাইবে'—এইরূপ ছল প্রকাশ করিবে। প্রযোজ্যার বারংবার দর্শণ করিতে থাকিলে ইঙ্গিত ও আকারের নিবেদন করিবে। প্রযোজ্যার যেস্থানে সম্পাত হয়, সে স্থানে তাহার রাগোদ্দীপক চিত্রকর্মের, দ্ব্যর্থঘটিত গীতপদাদির, চিহ্ন করিয়া ক্রীড়াপুত্তলিকাদির, নখদশনপদচিহ্নিত আপীনকবর্গের ও অঙ্গুলীয়কের স্থাপন করিবে। প্রযোজ্যা প্রত্যুত্তর দিলে, তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। তারপর, প্রবেশে যত্ন করিবে।।'৯।।

'যে স্থানে প্রযোজ্যা প্রত্যহ গমন করিয়া থাকে, তাহা জানিলে পূর্বেই সেখানে যাইয়া অবস্থান করিবে। তাহার অনুজ্ঞা যদি থাকে, তবে রক্ষীপুরুষ বেশে প্রবেশ করিবে। অথবা আস্তরণ ও প্রাবরণ বেষ্টিত হইয়া প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করিবে। পুটাপুট-যোগদ্বারা বা নষ্টছায়ারূপে প্রবেশ করিবে। তাহার প্রয়োগ এইরূপ—নকুলহৃদয়, চোরক, তুম্বীফল, সর্পাক্ষিকে অন্তর্ধুমে পাক করিবে। তারপর সমভাগ অঞ্জনের সহিত পেষণ করিবে। ইহাদ্বারা অভ্যক্তনয়ণ হইয়া নষ্টচ্ছায়ারূপে বিচরণ করিতে পারিবে। (অথবা অন্যবিধ জলব্রহ্ম ও ক্ষেমশিরঃপ্রণীত বাহ্যপানকদ্বারা ঐরূপে প্রবেশ করিবে।) কিংবা কৌমুদীরাত্রিতে গৃহীতদীপিকাগণের দলে মিশিয়া সেই বেশে বা অন্তপুরোদ্ভিন্নসুরঙ্গদ্বারা প্রবেশ ও নির্গম করিবে।।'১০।।

'সালদারু ও পানকাদিদ্রব্যের প্রবেশ ও নির্গমকালে তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া প্রবেশ ও নির্গম করিবে। আপানক উৎসবের জন্য চেটিকাগণ ইতস্তত গমনাগমন করিলে, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া, চেটিকাদিগের বা রক্ষিগণের গুহব্যাত্যাস ও তাহাদিগের বিপর্যয়ে, উদ্যানযাত্রাগমনে ও যাত্রা হইতে প্রবেশনে, দীর্ঘকাল ধরিয়া যে যাত্রা হয় ও বহুযান ও বহুপাত্র সাধ্য হয়, তাহাতে, প্রবেশ ও নিষ্ক্রম হইতে পারে। অথবা রাজা প্রবাসগত হইলে যুবকগণের প্রায়শঃ প্রবেশ হইতে পারে। সকলে কার্য জানিয়া-শুনিয়া অন্তঃপুরিকা স্ত্রীগণকে মিলাইয়া যাহা একের কার্য, তাহা আমরা মিলিয়া করিব বা করা উচিত, এরূপ বুঝাইয়া সকলকেই একমতাবলম্বী করিবে। যাহারা তাহাতে অসম্মত হইবে, তাহাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবে। পরে এক এক করিয়া সকলেরই চারিত্রখণ্ডনরূপ একই কার্যে স্থিতি করিয়া সকলকে দূষিত করিয়া অভেদ্যতালাভ করিবে ও অতিশীঘ্রই যথেষ্ট ফললাভ করিবে।।'১১।।

ইতি প্রচ্ছন্ন অন্তপুরিকাবৃত্ত এইরূপ।

'আপরান্তক-দেশবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচলিত আছে যে রাজকুলচারিণীগণ অন্তঃপুর অত্যন্ত সুরক্ষিত নহে বলিয়া, লক্ষণসম্পন্ন পুরুষগনকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায়। আভীরকদেশবাসীদিগের

মধ্যে দেখা যায়—ক্ষত্রিয়সংজ্ঞক অন্তঃপুররক্ষীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্তপুরিকারা ইষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে। বাৎস্যা-গুল্মকদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রেষ্যা-(যাহারা কেবল প্রেষিত হইয়া ভিতরের ও বাহিরের কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে)দিগের সহিত সেই বেশধারী নাগরকপুত্রগণকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকে। বিদর্ভদেশে প্রচলিত আছে—কামচর নিজপুত্রগনই মুখ্যমাতাকে বর্জন করিয়া অন্তঃপুরমহিলা মাত্রেরই অভিগমন করিয়া থাকে। স্ত্রীরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—প্রবেশ করিতে সক্ষম জ্ঞাতিসম্বন্ধীদিগের সহিত অন্তঃপুরিকাগণ অভিগত হয়, কিন্তু অন্যের সহিত নহে। গৌড়দেশবাসী (কামরূপ ভাঃ) দিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্য, দাস ও চেটগনের সহিত অন্তপুরিকারা সম্প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশোদ্ভুত ব্যক্তিগত্রের মধ্যে দেখা যায়—প্রতীহার ও কর্মকরগণের সহিত এবং অন্য যাহারা তদ্রুপ, তাহাদিগের সহিত সম্প্রয়োগ করিয়া থাকে। হিমবদ্‌দ্রোণীদেশে প্রচলিত আছে, অর্থদ্বারা রক্ষিপুরুষকে হস্তগত করিয়া সাহসিক এক এক ব্যক্তি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া থাকে। লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের পূর্বভাগ বা লৌহিত্যনদ পর্যন্ত পূর্বভাগস্থ প্রদেশকে অঙ্গদেশ বলে। মহানদীর (রূপনারায়ণ) পূর্বপ্রদেশ কলিঙ্গনামে বিখ্যাত ও গৌড়ের দক্ষিণে যে প্রদেশ, তাহাকে বঙ্গ বলা হয়। সেই অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—সেই নগরে যেসকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা পুষ্পদান করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য রাজার প্রজ্ঞাতভাবেই তাহারা অন্তঃপুরমধ্যে যাইয়া থাকেন। রাজাদারাগণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎরূপে আলাপ হয় না; কিন্তু পটান্তরিতভাবে আলাপ হইয়া থাকে। সেই পুষ্পদানপ্রসঙ্গেই রাজদারার সহিত ব্রাহ্মণগণের সম্প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। প্রাচ্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—অন্তঃপুরিকা স্ত্রীগণ নয়দশটি যুবককে মিলিত করে একএকটি ব্যাবায়ক্ষম যুবককে প্রচ্ছন্ন করে ও তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া বিদায় দেয়।

এই প্রকার নানাদেশে নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার দেখা যায়; সুতরাং কামসূত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই সকল জানিয়া-শুনিয়া এই পারদারিকবিধানানুসারে অভিগমন করিবে।।'১২।।

ইতি অন্তঃপুরিকাবৃত্তনামক প্রকরণ।

যেমন নাগরক পরদারকে অভিগমনদোষে দূষিত করিবে, সেইরূপ আবার দারাকে-ত অন্যেও দূষিত করিতে পারে; সুতরাং দাররক্ষিতকপ্রকরণের আরম্ভ করা যাইতেছে-

'এই সকল কারণ হইতেই স্বদারাকে রক্ষিত করিবে।।'১৩।।

‘কামপরীক্ষায় শুদ্ধ রক্ষিগনকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিবে, এই কথা আচার্যগণ বলিয়া থাকেন। রক্ষীবর্গই ভয়ে বা অর্থে অন্যকে প্রযুক্ত করিতে পারে; সুতরাং কাম ও ভয় পরীক্ষায় শুদ্ধ রক্ষিগনকে অন্তঃপুরে নিয়োগ করিবে।–এই কথা গোণিকাপুত্র বলিয়াছেন। ধর্মপরীক্ষায় শুদ্ধব্যক্তি পরদারের অভিগমন করে না, অর্থলোভে স্বামীরও দ্রোহ করে না; কিন্তু ভয়ে ধর্মকে বিসর্জন দেয়। অতএব ধর্ম ও ভয়ের পরীক্ষায় শুদ্ধ ব্যক্তির অন্তঃপুররক্ষায় নিয়োগ দেয়া উচিত।–বাৎস্যায়ন এইরূপ মনে করেন।।’১৪।।

স্বদারের পরীক্ষণও রক্ষণের একটি উপায়।–

‘অমুক তোমাতে বড়ই অনুরক্ত। সে বলে, যদি পার একবার দেখা করাইয়া দাও।’ এইরূপ পরবাক্যাভিধায়িনী, সে যেন জানিতে না পারে যে, এ তাহার পতিদ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং আকার অন্যন্ত গূঢ় রাখিতে হইবে। তাদৃশ গূঢ়াকারা প্রমদা দ্বারা শৌচাশৌচ পরিজ্ঞানার্থ পরীক্ষা করিবে। বিনাশকারণসকল যুবতীদিগের নিকট সিদ্ধ, এইজন্যই পরীক্ষা বিধেয়; কিন্তু অকস্মাত পরীক্ষা করিতে যাইবে না; কারণ, তাহাতে অদুষ্টেরও দূষণ হইতে পারে—অর্থাৎ তাহার স্ত্রী শুচি থাকিলেও মন চঞ্চল বলিয়া হয়ত লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বীকার করিতেও পারে; কিন্তু তাদৃশ প্রলোভন উপস্থিত না হইলে, অথবা তাদৃশ সময়ানুসারে দূতীনিয়োগ না হইলে, তাহার কোন প্রকার চাঞ্চল্যপ্রকাশ আর এ জীবনে হইতে পারিত না। সেই সময়ে সেইরূপ লোভকর বিষয়ের উপস্থাপন করিয়া তাহার চারিত্রখণ্ডনের সহায়তা করিয়া দেওয়া হইল। ইহা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব যে দুষ্ট বলিয়া সন্দেহের বিষয় নহে, পরীক্ষাব্যাজে তাহার দূষন করা কর্ত্তব্য নহে।–বাৎস্যায়ন এই কথা বলেন।।’১৫।।

‘অতিরিক্ত মাত্রায় গোষ্ঠীতে নৃত্য করিয়া বেড়ান। অঙ্কুশ মারিবার কেহ না থাকা। স্বাধীনরূপে ভর্ত্তার ব্যবহার। কোনও পুরুষের সহিত নিয়ন্ত্রণাদি (তাহার কথা শ্রবণ করা, তাহার মুখদর্শন করা, তাহার বিষয় চিন্তা করা, তাহার রূপগুণাদির প্রশংসা করা ও তাহার প্রভুত্ব থাকিতে দেওয়া ইত্যাদি) সম্বন্ধ না থাকা। প্রবাসে অবস্থান। বিদেশে নিবাস। শরীর রক্ষার উপযোগী বৃত্তি উপঘাত। স্বৈরিশীর (পুংশ্চলী, খণ্ডিতচরিত্রার) সংসর্গ এবং পতির উপর ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হওয়া।–এইগুলি চরিত্রের বিনাশ-কারণ জানিবে।।’১৬।।

–এইসকল থাকিলেই পরদারের সংযোগলাভ সম্ভব হয়।।১৬।।

অধিকরণার্থের উপসংহার করা হইতেছে–

‘পরদারিক অধিকরণে লক্ষণদ্বারা নির্ণীত যোগসকলকে যথাশাস্ত্রানুসারে সন্দর্শন করিয়া কোনও

শাস্ত্রবিৎ স্বকীয় দারের নিকট ছলনাপ্রাপ্ত হয় না। প্রয়োগগুলি পাক্ষিক* বলিয়া, তাহাতে বিনাশও দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এবং ধর্ম্ম ও অর্থের প্রতিকূল বলিয়া পারদারিক আচরণ করিবে না। এই পারদারিক অধিকরণ মনুষ্যগণের মঙ্গলের জন্য ও দাররক্ষার জন্যই আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রজার দোষ উপস্থাপিত করিবার জন্য, এই পারদারিকসংবিধানের প্রচার নহে, ইহা নিশ্চয়ই জানিবে।।'১৭।।

ইতি দাররক্ষিতকনামক প্রকরণ।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে পারদারিকনামক পঞ্চম অধিকরণে আন্তঃপুরিক ও দাররক্ষিতকনামক প্রকরণে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।।৫।।

পঞ্চম পারদারিক অধিকরণ সমাপ্ত।।৫।।

----

* কদাচিৎ কোন ব্যক্তি পরদারে আসক্ত হয়, সকলেই অবশ্য পরদারাসক্ত হয় না; সুতরাং পারদারিক ব্যাপারটি পারদারিকের পক্ষেই প্রাপ্ত; যে পারদারিক নহে, তাহার পক্ষে প্রাপ্ত নহে;–এই জন্যই পারদারিক প্রয়োগগুলি পাক্ষিক মাত্র।

ষষ্ঠ ভাগ

সাম্প্রয়োগিক

ষষ্ঠ ভাগ – প্রথম অধ্যায়

প্রমাণ, কাল ও ভাবানুসারে রতের ব্যবস্থাপন

'স্ত্রীসাধন করিবে—বলা হইয়াছে; কিন্তু স্ত্রীসাধন-ব্যাপার শত্রুরাজ্যবিজয়-ব্যাপার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে; সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসাধন নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। অতএব তাহার তত্ত্বনির্ধারণোপায় পূর্বে বলিয়া সাম্প্রয়োগিক তন্ত্রের কীর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত। সাম্প্রয়োগিক তন্ত্র-পাঠে সুরত-ব্যাপারের প্রকৃত তথ্যজ্ঞান জন্মিলে যথাযথভাবে আলিঙ্গন প্রভৃতির প্রয়োগ অনুরাগার্থই হইবে। এই জন্য এই অধ্যায়ে প্রমাণ, কাল ও ভাব দ্বারা সুরতের ব্যবস্থাপন করা যাইতেছে। তাহার মধ্যে আবার লিঙ্গসংযোগসাধ্য হইতেছে ভাব ও কাল; সুতরাং তদুভয় নিরূপণের পূর্বে প্রমাণতঃ সুরতের ব্যবস্থাপন করা যাইতেছে।

লিঙ্গপ্রমাণানুসারে নায়কগণের তিন প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়—শশ, বৃষ ও অশ্ব। নায়িকারও সেই অনুসারে তিন প্রকার ভেদ আছে—মৃগী, বড়বা এবং হস্তিনী।।'১।।

লিঙ্গভেদেই সংজ্ঞাভেদ হয় বলিয়া পূর্বাচার্যগণ মৃগ্যাদির সহিত দৃষ্টান্তীকৃত করিয়াছেন, শশ-আদির সহিত নহে। পূর্বাচার্যগণ এইরূপ বলেন—শশ, বৃষ ও অশ্বের সাধনসংস্থান (লিঙ্গাকার) দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে; দৈঘ্যের (লম্বার) প্রমাণানুসারে বিস্তারও যথাক্রমে যথাক্রমে ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে হইবে। কেহ কেহ বলেন—বিস্তার (ওসার বা চৌড়া) ঠিক দৈর্ঘ্যের প্রমাণানুসারে সমান নাও হইতে পারে, অতিরিক্তও হইতে পারে এবং ন্যূনও হইতে পারে। সেইরূপ, মৃগী, বড়বা, অথবা হস্তিনীর সাধনসংস্থান (যোন্যাকার) দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে যথাক্রমে ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে এবং প্রস্থে বা বিস্তারে (অর্থাৎ ওসারে বা চৌড়ায় ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে হইবে। ইহাদিগের সাধনসংস্থানের বিস্তার ন্যূন হয় না; বরং অতিরিক্তই হয়।।১।।

'তাহাদিগের সদৃশসম্প্রয়োগে সমরত তিন প্রকারের হইয়া থাকে।।'২।।

শশের মৃগীর সহিত, বৃষের বড়বার সহিত এবং অশ্বের হস্তিনীর সহিত রন্ধ্র (গর্ত) ও ইন্দ্রিয়ের সমানরূপে প্রাপ্তি-স্বরূপ সম্প্রয়োগ সমান; কারণ, পরস্পর সাধনস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমতা আছে। এইরূপ হইলে সুরতও সমান তিন প্রকার হয়; কারণ, রন্ধ্র (ছিদ্র) ও সাধনের (উপস্থের) আশ্রয়াশ্রায়িভাব থাকায়, যন্ত্রদ্বয়ের সমতা আছে।।২।।

'বিপর্যয় হইলে বিষমরত ছয় প্রকারের হইয়া থাকে। সেই বিষম-সুরত ছয় প্রকারের মধ্যে যদি লিঙ্গতঃ পুরুষের আধিক্য ও স্ত্রীর ন্যূনতা হয়, তবে অনন্তর বা ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ হয়। তন্মধ্যে অনন্তর-সম্প্রয়োগ উচ্চরত দু'টি, ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ উচ্চতররত একটি; তাহার বৈপরীত্য অনন্তর-সম্প্রয়োগ নীচরত দুইটি ও ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ নীচতররত একটি। তাহার মধ্যে সমান সুরতই শ্রেষ্ঠ, তরশব্দচিহ্নিত দু'টি কনিষ্ঠ এবং অবশিষ্টগুলি মধ্যম।।'৩।।

বড়বা ও হস্তিনীর সহিত শশের, মৃগী ও হস্তিনীর সহিত বৃষের এবং মৃগী ও বড়বার সহিত অশ্বের বিসদৃশ সম্প্রয়োগ। সাধনের বিসদৃশতা হেতু এরূপ হইলে ছয়টি বিষমসুরতও হইবে; কারণ, যন্ত্রের বিসদৃশতা আছে। এই বিষম-সম্প্রয়োগের মধ্যেও উচ্চ-নীচভাব আছে। যথা—যদি পুরুষের লিঙ্গতা আধিক্য হয় ও স্ত্রীর ন্যূনতা হয়, তবে সেস্থলে অনন্তর বা ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ হইবে। তন্মধ্যে অশ্বের বড়বার সহিত এবং মৃগীর সহিত বৃষের বিপরীতক্রমে অনন্তর-সম্প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে, সম-সুরত অপেক্ষা এ দু'টি উচ্চ-সুরত হইবে; কারণ সাধন (লিঙ্গ), রন্ধ্র (ছিদ্র) অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া রন্ধ্রকে দাবিয়া ব্যাপার করিতে থাকে। তদ্ভিন্ন মৃগীর সহিত অশ্বের ব্যবহিত-সম্প্রয়োগ হয়, কারণ, মধ্যের একটি ব্যবহিত করিয়া সম্প্রয়োগ হইতেছে। তাহা হইলে, উচ্চতর সুরত হয়; যেহেতু সাধনটি দ্বাদশাঙ্গুল বলিয়া, ছয় অঙ্গুল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রন্ধ্রেরই নিকট অত্যন্ত উচ্চ; সুতরাং রন্ধ্রকে নিষ্পীড়িত করিয়া কোনরূপে অতিকষ্টে ব্যাপার করিতে থাকে। ইহার বিপরীত হইলে, সমরত অপেক্ষা নীচরত দু'টি হইয়া থাকে। যদি স্ত্রীরন্ধ্রের আধিক্য ও পুংলিঙ্গের ন্যূনতা হয়, তবে বড়বার সহিত অশ্বের ও হস্তিনীর সহিত বৃষের অনন্তর-সম্প্রয়োগ হইলে, বিপরীতক্রমে প্রামাণানুসারে সমরত অপেক্ষা নীচরত দু'টি হয়; কারণ, সাধন ক্ষুদ্র বলিয়া রন্ধ্রের সম্পূর্ণ ভাগ পূরণ করিয়া ব্যাপার করে; সুতরাং সমরতই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উভয়েরই পরিতৃপ্তি হয়, কারণ, যন্ত্রের সমতা আছে। তর-শব্দাঙ্কিতগুলি একেবারে নীচ ও তাহাতে কাহারও পরিতৃপ্তি হয় না। কারণ,

উচ্চতর ও নীচতর শব্দাঙ্কিত সুরতদ্বয়ে যন্ত্রের অতিপীড়া ও অতিশৈথিল্যাবশতঃ স্পর্শসুখলাভ সুদুরপরাহত। আর উচ্চরতদ্বয় ও নীচরতদ্বয় মধ্যম; কারণ, তাহাতে যন্ত্রের অতিপীড়ন ও অতিশৈথিল্য না হওয়ায় স্পর্শসুখ প্রায়ই সমান হয়।।৩।।

মধ্যমের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও কিছু বিশেষত্ব আছে। তাহা বলিতেছেন—

'সমতা থাকিলেও নীচরত অপেক্ষা উচ্চরতই শ্রেষ্ঠ। এই প্রমাণানুসারে নয় প্রকার সুরত ব্যাখ্যাত হইল।।'৪।।

উচ্চরতে স্ত্রীর অত্যন্ত উৎফুল্লতা হয়। তজ্জন্য সে জঘনদ্বয় সম্প্রসারিত করিয়া সাধনকে সম্বিষ্ট (প্রবেশ) করাইয়া লয়। সাধনের আধিক্যবশতঃ কণ্ডূতি (চুল্‌কানি) প্রতীকার অধিকতর হইয়া থাকে। নীচরতে স্ত্রী জঘনদ্বয় সম্বিষ্টতাভাবে যন্ত্রের সোৎসাহ সঙ্কেত করিয়াও কণ্ডূতির প্রকৃত প্রতীকার করাইতে পারে না। কথিত হইয়াছে—অল্পসাধন ব্যক্তি কামী হইলেও বা চিরসত্য (কুক্কুরাদিবৎ বহুকালকর্মা) হইলেও কণ্ডূতির প্রতীকার করিতে পারে না বলিয়া স্ত্রীগণের অন্যন্ত প্রিয় হইতে পারে না।।'৪।।

ভাবানুসারে রতব্যবস্থাপন করিতেছেন—

'সম্প্রয়োগ-কালে যাহার সম্প্রয়োগেচ্ছা বা রতি অল্প, সম্প্রয়োগ ব্যাপার মন্দীভূত বা শুক্রধাতু অল্প এবং নায়িকা নখদন্তাদিদ্বারা ক্ষত করিতে থাকিলে সহিতে পারে না, তাহাকে মন্দবেগ বা মৃদুরাগ কহে।।'৫।।

ভাব দুইপ্রকার—হেতু ও ফল। তন্মধ্যে হেতুভাবের নাম কামিতত্ব; ফলভাবকে ফলভাব নামেই বলা হয়। হেতুভাবদ্বারা সম্প্রয়োগ হয়। সেই রতান্তে যে ভাব হয় তাহাই ফলভাব; সুতরাং সম্প্রয়োগ-সমকালে বা সম্প্রয়োগের পূর্বে যে কামিতভাব হয়, সেটি মন্দীভূত হইলেই নায়ক মন্দবেগ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তাহার সহিত বীর্যের অল্পতা এবং ক্ষতসহনক্ষমতাও অল্প পরিমানে থাকে। এইরূপ হইলেই—অর্থাৎ একদিন এক সময়ে এরূপ হইলেই নায়ক মন্দবেগ নহে। যদি তাহার প্রকৃতিই এই মন্দবেগের হয়, তবেই সে মন্দবেগ হইবে।।৫।।

'তাহার বিপর্যয় হইলেই মধ্যবেগ ও চণ্ডবেগ নামে নায়ক প্রখ্যাত হইবে। নায়িকাও ঐরূপে মৃদুবেগা ও চণ্ডবেগা জানিবে।।'৬।।

যাহার, সম্প্রয়োগকালে সুরতেচ্ছা বা রতি কিংবা বীর্য অথবা ক্ষতসহনক্ষমতা মধ্য হইবে, সে মধ্যবেগ এবং সম্প্রয়োগকালে যাহার সুরতেচ্ছা তীব্র, বীর্য অত্যধিক এবং ক্ষতসহনক্ষমতা অতিশয়, সে চণ্ডবেগনামক নায়ক। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীও সম্প্রয়োগকালে সুরতেচ্ছা, বীর্য ও ক্ষতসহনক্ষমতার মন্দীভূততা, মধ্যতা ও তীব্রতা-অনুসারে মন্দবেগা, মধ্যবেগা ও চণ্ডবেগা-নায়িকা নামে বিখ্যাত হইবে; সুতরাং ভাবানুসারে নায়ক ত্রিবিধ ও নায়িকাও ত্রিবিধ।।৬।।

'তাহার মধ্যে প্রমাণের ন্যায় ভাবানুসারেও সুরত নয় প্রকারেরই হইবে।।'৭।।

সদৃশসম্প্রয়োগে সমরত তিনটি এবং বিষম-রতে বিষমসুরতও ছয় প্রকার। অর্থাৎ মন্দবেগার সহিত মন্দবেগের, মধ্যবেগার সহিত মধ্যবেগের ও চণ্ডবেগার সহিত চণ্ডবেগের সমানসুরতই প্রশস্ত। তদ্বিপর্যয়ে, মধ্যবেগের সহিত মন্দবেগার ও চণ্ডবেগার; মধ্যবেগার সহিত মন্দবেগার ও চণ্ডবেগার এবং চণ্ডবেগের সহিত মন্দবেগার ও মধ্যবেগার সুরত ছয় প্রকার। তন্মধ্যে মন্দবেগের সহিত মধ্যবেগা ও চণ্ডবেগা সুরতদ্বয় কনিষ্ঠ এবং মধ্যবেগের সহিত মন্দবেগা ও চণ্ডবেগার, এবং চণ্ডবেগের সহিত মন্দবেগা ও মধ্যবেগার সুরত মধ্যম। সেই মধ্যম সুরতের মধ্যেও আবার চণ্ডবেগের সহিত মন্দবেগা ও মধ্যবেগার সুরতই প্রধান। ইহা পূর্বোক্ত প্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার, কথায় কেবল মানিয়া অবসর লইবার নহে।।৭।।

'সেইরূপ কালানুসারেও নায়ক শীঘ্রকাল, মধ্যকাল ও চিরকাল নামে খ্যাত হইবে।।'৮।।

–এখানেও যেমন পূর্বে প্রমাণানুসারে ও ভাবানুসারে নায়ক ও নায়িকা তিন তিন প্রকার হইয়াছে এবং তাহাদিগের সুরত-ব্যাপার নয় নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ হইবে। যাহার শীঘ্রকালে রতি হয়, সে পুরুষ তাদৃশ নায়িকার সহিত সম্প্রযুক্ত হইলে, তাহাদিগের সুরত শীঘ্রকাল নামে প্রখ্যাত হয়। সেইরূপ মধ্যকালার সহিত মধ্যকালের মধ্যকাল সুরত এবং চিরকালার সহিত চিরকালের সুরত চিরকাল নামে বিখ্যাত হইবে। তাহার বিপর্যয়ে ছয় প্রকার হইবে; সুতরাং এখানেও সুরত নয় প্রকার পূর্বোক্তবৎ–অর্থাৎ শীঘ্রকালের সহিত মধ্যকালা ও চিরকালার, মধ্যকালের সহিত শীঘ্রকালা ও চিরকালার এবং চিরকালের সহিত শীঘ্রকালা ও মধ্যকালার সুরত

ছয় প্রকার। অন্মধ্যে শীঘ্রকালৈর সহিত মধ্যকালা ও চিরকালার সুরত কনিষ্ঠ। আর শেষ চতুষ্টয় মধ্যম। তন্মধ্যে আবার চিরকালের সহিত শীঘ্রকালা ও মধ্যকালার সুরতই প্রধান জানিবে।।৮।।

'তাহার মধ্যে আবার স্ত্রীর সম্বন্ধে বিবাদ, অর্থাৎ মতভেদ আছে।।'৯।।

–কালানুসারে স্ত্রীর রতি হয়,–এ কথা সকলেই স্বীকার করেন, তাহা নহে।।৯।।

প্রথমতঃ ঔদ্দালকির মত উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন—

'স্ত্রী, পুরুষের ন্যায় ভাব পায় না।।'১০।।

–রেতঃসেকে যাদৃশ সুখের অনুভব পুরুষ করিয়া থাকে, স্ত্রী তাদৃশ সুখের অনুভব করিতে পারে না; কারণ, তাহাদিগের শুক্র নাই।।১০।।

তবে পুরুষের সহিত সম্প্রযুক্ত হইবার কারণ এই যে—

–'পুরুষ সর্বদার জন্যই ইহার কণ্ডুতির অপনোদন করিয়া থাকে।।'১১।।

–সদ্বাধকখানি (যোনি-যন্ত্র) স্বভাবতই নানাবিধ-কৃমি-পরিসেবিত; সুতরাং তাহার কণ্ডূতিও (চুল্‌কানি) স্বাভাবসিদ্ধ। এ বিষয়ে ঔদ্দালকি বলিয়াছেন—মৃদুশক্তি, মধ্যশক্তি ও উগ্রশক্তি-সম্পন্ন রক্তে জাত সূক্ষ্মতম কৃমিগণ নিজ নিজ বলানুসারে মদনগৃহে কণ্ডূতি জন্মাইয়া থাকে। পুরুষ তাহার অপনয়ন করে। অনবরত সাধনের উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণের ব্যাপার দ্বারা কণ্ডূতির নিরাস হইয়া থাকে। অন্যথা তাহার প্রতিবন্ধ করিতে উৎকোপ (কামোম্মাদ) হইবার সম্ভাবনা।।১১।।

'সেই অপনীয়মান কণ্ডূতি অভিমানিকসুখের অনুগমন করিয়া রসান্তর সুখবিশেষ জন্মায়। সেই রসান্তরে ইহার সুখবুদ্ধি থাকায়—'আমি সুখিত হইয়াছি'—এইরূপ বোধ হয়; সুতরাং সে স্থান হইতে অনবরত কণ্ডূতির অপনোদন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই সুখানুভব হওয়ায় স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের সুখানুভব পৃথক। অতএব যখন তদুভয়ের সাদৃশ্য কিছুই নাই, তখন কাল ও ভাব অনুসারে সুরত নয় প্রকার হইতে পারে না।

অবশ্য বলিতে পার—পুরুষের সুখানুভব পুরুষের মনোগত, স্ত্রীর সুখানুভব স্ত্রীরই চিত্তস্থিত; পুরুষের সুখ স্ত্রী বুঝিতে পারে না, স্ত্রীর সুখ পুরুষ বুজিতে পারে না। যখন পুরুষের রেতঃসেকজনিত সুখ

কি প্রকার, তাহা স্ত্রী জানিতে পারে না, বা স্ত্রীর কণ্ডূতিনিবৃত্তি-সুখ কীদৃশ—তাহা পুরুষ জানিতে অক্ষম, তখন জিজ্ঞাসা করিয়া বাক্যের সাহায্য কি বুঝিবে? যখন পরস্পর বুঝিতে পারে না, বা জানিয়া বুঝিতেও সমর্থ হয় না, তখন স্ত্রী, পুরুষের ন্যায় ভাবপ্রাপ্ত হয় না'—এ কথা কি করিয়া বলিতেছেন? 'পুরুষের ন্যায় স্ত্রী ভাবপ্রাপ্ত হয় না'—ইহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিতেছ? যদি এই কথা বল, তবে বলি, কিরূপে জানিতে পারা যায়? না—পুরুষ রতিলাভ করিলে নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, স্ত্রীর অপেক্ষা করে না; কিন্তু স্ত্রী-ত এরূপ নহে। ঔদ্দালিক এই কথা বলেন।।'১২।।

স্ত্রীরও যদি পুরুষের ন্যায় রেতো-বিসৃষ্টি (ত্যাগজনিত)-সুখ অধিগত হয়, তবে সেই সুখ প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্বেচ্ছানুসারে যন্ত্রবিশ্লেষপূর্বক বিরাম করিতে পারে; কিন্তু পুরুষের বিরাম ব্যতীত স্ত্রীর বিরাম-ত দেখা যায় না। আরও রহস্য এই যে—পুরুষ বিরত হইলেও স্ত্রী অন্য পুরুষের অপেক্ষা রাখে। কেবল তাহাই নহে, দেখিতে পাওয়া যায়—কোন পুরুষ ব্যাপারে বিরত হইয়া উঠিলে, তদবস্থায় অবস্থিতি করিয়াই সেই স্ত্রী অন্য বহু পুরুষের সম্প্রয়োগ ভোগ করিতেছে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে—'কাষ্ঠ অগ্নির, নদীসঙ্গমে সমুদ্রের, সমস্ত প্রাণীর গ্রাসে যমের এবং বহু পুরুষভোগে স্ত্রীর কখনও তৃপ্তি হয় না।' অতএব স্বেচ্ছাক্রমে বিরাম না থাকায়, বিসৃষ্টিসুখের বিরাম স্ত্রীর পক্ষে নাই।।১২।।

নাই বা হইল। অনুরাগ দর্শনে ত তাহার জ্ঞান হইতে পারে।–

'তাহাতে-ত এই হইতে পারে—নায়ক চিরবেগ হইলে স্ত্রীগণ অনুরঞ্জিত হয়, শীঘ্রবেগ হইলে ভাব না পাইয়া সুরতান্তে নায়ককে দ্বেষ করে। সে সব-ত ভাবপ্রাপ্তি ও ভাবের অপ্রাপ্তি জানিবার উপায়।।'১৩।।

অতএব তদ্বারা স্ত্রীগণের অনুরাগ ও বিরাগের উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাহাদিগের যে বিসৃষ্টিসুখের অভিগম আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।।১৩।।

'তাহা নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কণ্ডূতির প্রতীকার হওয়াই তাহাদিগের প্রিয় কার্য। যদি নায়ক অতীব অল্পকালে স্বকীয় ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করিয়া লয়, তাহা হইলে স্ত্রী তাহার প্রিয় কার্যের সিদ্ধি না হওয়ায়, বিরক্তি প্রকাশ করে বা চিরকাল নায়কের সহবাসে অনুরাগ প্রকাশ করে মাত্র—ইহাই

এতদ্বারা উপপন্ন হইতেছে; সুতরাং বিসৃষ্টিসুখের লাভবশতঃ অনুরাগপ্রকাশ বা কণ্ডূতিপ্রতীকার বশতঃ—এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় তদুভয়ই, অর্থাৎ অনুরাগ ও বিরাগ বিসৃষ্টিসুখাধিগমের অনুম্যপক উপায় হইতে পারে না।-অর্থাৎ অনুরাগ সঙ্গমান্তর স্ত্রী, নায়কের উপর অনুরাগ বা বিরাগ করিতেছে দেখিয়া, সে বিসৃষ্টিসুখ পাওয়াছে, বা পায় নাই—এরূপ অনুমান করিতে পারা যায় না; কারণ, অনুরাগ ও বিরাগ, কণ্ডূতিপ্রতীকার ও কণ্ডূতি অপ্রতীকারদ্বারাও হইয়া থাকে; সুতরাং অনুরাগ ও বিরাগ সন্দিগ্ধ হেতু হওয়ায়, তদ্দ্বারা অনুমান হইতে পারে না। অনুমান করিলেও সন্দিগ্ধহেতুজনা সে অনুমান অপ্রমান হইবে; সুতরাং তদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি অসম্ভব।।'১৪।।

তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্বেচ্ছানুসারে সম্প্রয়োগে বিরাম দেওয়া ও না-দেওয়াই সুখপ্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অনুমাপক উপায়। সে দুইটি স্ত্রীগণেরও বর্তমান আছে; সুতরাং পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক রতি পাইতে সমর্থ নহে।।১৪।।

এ সম্বন্ধে ঔদ্দালকি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,-

'সংযোগকালে পুরুষ স্ত্রীলোকের কণ্ডূতি অপনোদিত করিয়া দেয়। সেই কণ্ডূতিপ্রতীকারকে আভিমানিক সুখের সহিত মাখাইয়া স্ত্রীরা 'সুখ' শব্দে ব্যবহার করিয়া থাকে।।'১৫।।

এ সম্বন্ধে বাভ্রব্য বলিয়া থাকেন—

'সাধনের অনবরত ব্যাপার হওয়ায় যুবতী আরম্ভ-কাল হইতেই সুখানুভব করিতে থাকে। আর পুরুষ বিসৃষ্টির পরে সুখানুভব করে। ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি তাহাই না হইবে, তবে গর্ভসম্ভব কি করিয়া হয়? ভাবপ্রাপ্তি না হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না। এই কথা বাভ্রব্যের মতানুসারিগণ বলিয়া থাকেন।।'১৬।।

-স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই সুখানুভব করিয়া থাকে। তন্মধ্যে স্ত্রী, যন্ত্রে সাধনযোগ হইতেই নিরবধি সুখলাভ করে। সে পুরুষের সম্প্রয়োগে প্রভিন্নজলভাণ্ডবৎ শনৈঃ শনৈঃ ক্লিন্নসম্বাধা (যন্ত্রে ক্লেদযুক্তা) হয়—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পুরুষের ন্যায় বিসৃষ্টিজনিত বলিয়া রেতঃসেকের ন্যায় ক্লেদনির্গমনদ্বারা আরম্ভকাল হইতেই স্ত্রী সুখানুভব করে; পুরুষ কিন্তু শুক্রবিসর্গের পর সুখলাভ করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উপপন্নতর; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কালে সুখপ্রাপ্ত হয় বলিয়া সাদৃশ্য নাই।-সেই

জন্যই কালতঃ নয় প্রকার সুরত নহে। ভাবতঃ নয় প্রকার সুরত আছে বটে; কারণ, বিদৃষ্টিসুখ সাদৃশ্য আছে।

আচ্ছা, সম্বাধ-ত ব্রণময়; সেই ব্রণে বারংবার আঘাত করিতে থাকিলে তাহার অপনোদন দ্বারাই-ত ক্লেদের সঞ্চার হইতে থাকে। তবে ক্লেদের বিসৃষ্টিজনিত যে সুখ, তাহাই মাত্র হইতে পারে, ভাবপ্রাপ্তি বা রসভোগ কোথা হইতে আসিবে?

না; তাহা নহে। রসপ্রাপ্ত—রসভোগ—বিদৃষ্টিসুখলাভ বা সম্ভোগ করিয়া, স্ত্রী তৃপ্তি লাভ করে। তদ্দ্বারাই তাহার নিশ্চয় গর্ভধারণ হয়। চরককার ইহাই বলিয়াছেন—'মুখে জল উঠিতে থাকা, অর্থাৎ বারংবার থু থু ফেলিতে ইচ্ছা ও ফেলিতে থাকা; গৌরব অর্থাৎ গাত্র ও জঘনদ্বয়ের গৌরব (ভারিত্ব) বোধ হওয়া; অঙ্গের অবসাদ, অর্থাৎ কোন কোন অঙ্গের যেন ঘোরতর আলস্য উপস্থিত হওয়া; তন্দ্রা, অর্থাৎ জাগিয়াই নিদ্রার আবেশে বিভোর হওয়া, অথচ জ্ঞানও কিছু থাকা; মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হওয়া; হৃদয়ে যেন ব্যথার অনুভব হওয়া; তৃপ্তি—অর্থাৎ সম্বাধের লৌল্য আর না থাকা—চাঞ্চল্য যাওয়া—অভাবের পরিপূরণ হওয়া; স্ফূর্তি লাভ করা—উৎকণ্ঠার উপশম হওয়া; এক কথায় সুখানুভব করা এবং নিজরন্ধ্রে বীজগ্রহণ করা—এগুলি সদ্যোগর্ভধারণের লক্ষণ।'—তৃপ্তিই ভাব, তাহা-ত শুক্রের বিসৃষ্টি ব্যতীত হইতে পারে না,-এই অভিপ্রায়ে ভাবপ্রাপ্তি ব্যতীত গর্ভসম্ভব হয় না, বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—স্ত্রীগণের আর্তবই স্খলিত হয়, শুক্র নহে। তাঁহারা বলেন—'কামরূপ অগ্নিদ্বারা তপ্তচিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর দেহসংসর্গে অরণী (উচ্চস্থ ও নীচস্থ কাষ্ঠফলদ্ব) ও দণ্ড (তদুভয়ের মধ্যেস্থ) মথন হইতে অগ্নির ন্যায় শুক্র ও আর্তবের মথন হইতে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে।'—যাহাই হউক, তৃপ্তির অবশ্যই একটি কারণ আছে। সেটি কি, তদ্বিষয়ের চিন্তা করা যাইতেছে।-যদি তাহা শুক্রই না হয়, তবে কি করিয়া স্ত্রী গর্ভ সম্ভব হইতে পারে? যেমন পুরুষসংসর্গে স্ত্রী গর্ভধারণ করে, সেইরূপ স্ত্রীসংসর্গেও স্ত্রীগর্ভধারণ করিয়া থাকে। সুশ্রুতকার বলিয়াছেন—'যখন কোন নারী কোন নারীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই পরস্পর শুক্রবিসর্গ করিয়া থাকে। তাহাদ্বারা গর্ভ হইলে, সে গর্ভে অস্থিসঞ্চার হয় না। কেবল একটি সজীব মাংসপিণ্ড জন্মিয়া থাকে।' অতএব রসধাতু হইতে উৎপন্ন শোণিতধাতুই কোন অবস্থায় আর্তবপদবাচ্য হয়। আর শুক্রধাতু চাতুরন্তরিক—অর্থাৎ শোণিতধাতু ও শুক্রধাতুর মধ্যে মাত্র চারিটি ধাতুর ব্যবধান থাকায় বস্তুগত্যা একই পদার্থ হইলেও আকার ও ফল পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নাকারের দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং আর্তব ও শুক্র এক নহে। শুক্র স্ত্রীলোকেরও আছে। তাহার স্খলনে স্ত্রীগণ সুখানুভব করিয়া থাকে।

আর্তব স্ত্রীলোকের শুক্র নহে। শুক্রবিসৃষ্টিই সুখের হেতু বলিয়া, যে সময়ে স্ত্রীর ঋতুকাল নহে, সে সময়েও তাহাদিগের শুক্রবিসৃষ্টিজনিত সুখানুভব হইয়া থাকে। আর্তবটি ঋতুকাল ভিন্নও স্ত্রীগণ শুক্রবিসৃষ্টিজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তখন আর্তব ও শুক্র একই পদার্থ নহে। অবশ্য স্ত্রীলোকের সপ্তম-ধাতু শুক্র নাই; একথা বলিতে সাহস করাই অনুচিত; কারণ, যিনি ঐ কথা বলিতে চাহেন, তিনি কি তাঁহার সহায়তাকারী সমস্ত পুরুষের সমষ্টিতে যে বল বা শক্তি হইতে পারে, একটি স্ত্রীলোকেই তদপেক্ষা অধিক শক্তি ও বল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, একথা অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবেন না? তবে স্ত্রীগণের শুক্র ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্নাকারের। ক্লেদটি শুক্র বা আর্তব নহে; কিন্তু ডিম্বগত শুক্র লালাকৃতি পদার্থবিশেষ। অবশ্য শক্র হইতে উত্থিত বর্জিত ভাগ। তাহা পুরুষেরও আছে। সময়ানুসারে কাময়মান-স্ত্রীকে সকামভাবে দর্শন করিলে, তাহা পুরুষের সাধনেরও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেটি স্ত্রীগণের সম্বাধে অধিক মাত্রায় থাকায়, তাহাদিগের সম্প্রয়োগ প্রারব্ধ হইতেই ক্ষরিত হইতে থাকে। সম্প্রয়োগ পূর্ণমাত্রায় নিষ্পাদিত হইলে চরমধাতু শুক্র স্বয়ং স্খলিত হয়; কিন্তু গর্ভের কারণ অন্যরূপ। যখন স্ত্রীগণের শুক্র স্খলিত হয়, তখন ঋতুকাল থাকিলে, সেই শুক্রের স্খলনবেগে আর্তবেরও স্খলন হয়। আর্তবের সহিত ডিম্বকোষ হইতে একটি বা একাধিক ডিম্ব আসিয়াও স্ত্রী-শুক্রের সহিত সাধনপরিত্যক্ত পুরুষশুক্রে মিলিত হয়। পুরুষশুক্রে জীবকীট থাকায়, একটি বা একাধিক জীবকীট সেই হরিদ্রাভ ডিম্বকে আশ্রয় করে। ডিম্বকে আশ্রয় করিলেই প্রসূতিবায়ু দ্বারা সেই স্খলনপ্রবণ আবর্ত জীবকীটানুবিদ্ধ ডিম্বের সহিত পুংশুক্রবিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, বিপরীতবেগে ধীরে ধীরে পিপীলিকার গমনের ন্যায় জরায়ুকোষে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়। এই সময়ে জরায়ুকোষ যে মুদ্রিতভাব অবলম্বন করে, তাহা হইতেই স্ত্রীর তন্দ্রাবেশ আসে। আআর শুক্রদ্বয়ের স্খলন, আর্তবের স্রাব এবং সে তিনটির বিপরীত বেগে জরায়ু-কোষে পূনঃপ্রবেশ দ্বারা দ্বিগুনিতসুখের অনুভব হয়।–ইহাকেই তৃপ্তি বলে। যাহারা বিশেষ বুদ্ধিমতী, তাহারা এই ব্যাপারদ্বারা নিজের গর্ভসঞ্চারের বিষয় অবগত হইতে পারে এবং বলিতেও পারে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং বাভ্রব্য যে বলিয়াছেন—'পরিপূর্ণ সুখপ্রাপ্তি না হইলে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না'—ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা।।১৬।।

'বাভ্রব্যমতেও পূর্বকথিত আশঙ্কা ও তাহার পরিহারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আশঙ্কা ও পরিহার কর্তব্য।।'১৭।।

'তাহাতে এই হয় যে, সাধনের অনবরত ব্যাপার দ্বারা নিরন্তরই সুখ প্রাপ্ত হয়, একথা বলিলে;– আরম্ভকালে মধ্যস্থচিত্ততা অর্থাৎ নখক্ষতাদিতে বিশেষ আগ্রহ না থাকা ও নখক্ষতাদির প্রয়োগ করিলে তাহা তত সহ্য করিতে না চাওয়া। তাহার পর, ক্রমশঃ অধিকরাগযোগ—অর্থাৎ

নখক্ষতাদিতে অধিকমাত্রায় আগ্রহ হয় ও শরীরে নখক্ষতাদিপ্রয়োগ করিলে অত্যন্ত সহিষ্ণুতাসহকারে তাহা সহ্য করা হয় এবং বিসর্গান্তে ব্যাপার হইতে বিরামের অত্যধিক আগ্রহ জন্মে—এ সকল অবস্থান্তর, স্ত্রী যদি নিরবধিই সুখানুভব করিতে থাকে, তবে অনুপপন্ন হয়। আর যদি তাহারও বিসৃষ্টির পরেই সুখানুভব করিতে থাকে, তবে অনুপপন্ন হয়। আর যদি তাহারও বিসৃষ্টির পরেই সুখানুভব স্বীকার করা যায়, তবে অনুরাগের এই প্রকার তরতমভাব উপপন্ন হইতে পারে।।'১৮।।

'তাহা নহে। কুলালচক্র (কুম্ভকারের চাকা) এবং ভ্রমরক (কাষ্ঠের খেলনা বিশেষ) এতদুভয় ভ্রমণ-ক্রিয়ায় বর্তমান থাকায় এতদুভয়ের ভ্রমণসংস্কার, আদি, মধ্য ও অবসানকালে সমান থাকিলেও প্রারম্ভকালে মন্দবেগতা এবং ক্রমেই তীরবেগতা বা বেগ ক্রমশঃই পরিপূর্ণ হইতে থাকে। সেইরূপ ঐস্থলেও উপপন্ন হইতে পারে। তবে ব্যাপারে বিরামেচ্ছা ধাতুক্ষয়জনিত হয়। অতএব বিসৃষ্টিপ্রভব সুখাধিগম নিরবধি হইতে থাকিলে, তাহার অবস্থান্তর হইতে পারে না বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। সে আপত্তি হইতেই পারে না।।'১৯।।

এসম্বন্ধে বাভ্রব্য যে শ্লোক বলিয়াছেন, তাহাই এখন দেখান যাইতেছে—

'সুরতের অবসানে পুরুষের সুখোদয় হয়; কিন্তু স্ত্রীগণের সর্বদাই সুখানুভব হইয়া থাকে। উভয়েরই সম্প্রয়োগে বিরামেচ্ছা একমাত্র ধাতুক্ষয়বশতই হয়।।'২০।।

এই দুইটি পক্ষ দেখাইয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত যে কি, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—

'অতএব পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও রতির উৎপত্তি ও অন্তে বিসৃষ্টি দ্রষ্টব্য।।'২১।।

পুরুষের সুখের সহিত স্ত্রীর সুখের বৈসাদৃশ্য স্বরূপতঃ ও কালতঃ উভয়তই আছে—এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। অবশ্য নির্ণয়ার্থেই আশঙ্কা হইতেছে—

‘যাহার আকৃতিগত (জাতিগত) সাম্য আছে, অথচ একই ফলের উদ্দেশে একই কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্যবৈলক্ষণ্য কিরূপে হয়? হয়, যদি উপায়ের বিভিন্নতা ও অভিমানের পার্থক্য থাকে।।’২২।।

দেখা যায়, ভিন্নজাতীয় পুরুষ ও বড়বার বিজাতীয় কার্য যে ভাবসুখ, তাহা স্বরূপতঃ ও ফলতঃ ভিন্ন হয় না; কিন্তু এখানে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মনুষ্যজাতি; তথাপি কিন্তু তদুভয়ের ভাবসুখ স্বরূপতঃ কালতঃ ভিন্ন ভিন্ন; ইহা কিরূপে উপপন্ন হয়?—অবশ্য একজাতীয় মেষদ্বয় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পরস্পরের অভিঘাতরূপ কার্য্য ফলতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয় না। শাস্ত্রকার ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সেস্থানে ভেদ হইতে পারে, যদি উপায় পরস্পর পৃথক থাকে।।২২।।

‘কি করিয়া উপায়ের পার্থক্য হয়?—সৃষ্টির স্বভাববশেই উপায়ের বৈলক্ষণ্য ঘটে। সৃষ্টির স্বভাবই এই যে, পুরুষ কর্ত্তা, যুবতী আধার। অন্যপ্রকার ক্রিয়া কর্ত্তার—অর্থাৎ সাধন উন্নত ও স্ত্রীযন্ত্রের প্রাপ্য, তাহার ক্রিয়া উত্থান ও পতন বা আপীড়িত করিয়া অন্তর্গমন; সুতরাং স্ত্রীর যন্ত্র নিম্ন ও পুংসাধনের গ্রাসক। তাহার ক্রিয়া আগম্যমান সাধনকে গ্রাস করা বা সাধনের অন্তর্ধারণ। এই জন্য কর্ত্তা যে পুরুষ, তাহার ক্রিয়া, এবং আধার যে স্ত্রী, তাহার ক্রিয়া এতদুভয় পরস্পর ভিন্ন। এই উপায়ের বিভিন্নতাসৃষ্টিবশতঃ অভিমানের বিভিন্নতাও স্বাভাবিক। পুরুষ মনে করে, আমি ইহার রমণের জন্য অনুযুক্ত—এই মনে করিয়া পুরুষ অনুরক্ত হয়; আর যুবতী মনে করে—পুরুষ কর্ত্তৃক আমি রমণের জন্য অভিযুক্ত; অর্থাৎ আমার যৌবনরসের উপভোগের জন্য আমি ইহার দ্বারা আহূত—এই মনে করিয়া যুবতী অনুরক্ত হয়। সুতরাং উপায় ও অভিমান পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন হইলেও, এবং সেই আভিমানিক অনুরাগ সুরতব্যাপারে ক্রিয়া করিতে থাকিলেও কালতঃ ও স্বরূপতঃ উভয়ের ভাব সমানই হইয়া থাকে।-এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন।।’২৩।।

যেমন ক্রিয়ার ভেদ আছে; সেইরূপ সেই ক্রিয়াজনিত সুখের ভেদ নাই। ক্রিয়া-ভেদে ফলের বৈজাত্য হইতে পারে না, তদ্দ্বারা কেবল অভিমানেরই ভেদ হইতে পারে।।২৩।।

যেমন এতদুভয়ের ক্রিয়াভেদ স্বীকার করিতেছ, সেইরূপ সুখরূপ কার্যফলের ভেদ কেন না হইবে?—এই আশঙ্কা করিতেছেন।

‘তাহাতে এই হইতে পারে যে, ফলও ভিন্ন হয়। উপায়ের যেমন বৈলক্ষণ্য আছে, সেইরূপ কার্যরূপ ফলের পার্থক্যও কেনা না হইবে? না, তাহা হইতে পারে না। উপায়ের যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা অকারণ নহে, অর্থাৎ উপায় কিছু একটি হয় না, বহু বিধই-ত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার কার্য তাহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া কি উপায়ের ন্যায় ভিন্ন হইবে? কখনই নহে; কারণ, একটি কার্যের উৎপত্তির প্রতি বহুবিধ কারণের সাহায্য আবশ্যক হয়, তদ্ব্যতীত কার্যই হইতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া কার্যের বৈলক্ষণ্য-ত দেখা যায় না। কর্তা ও আধার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া তজন্য সুখকার্যের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না; কারণ, উপায়ের বৈলক্ষণ্য অনুসারে কার্যের বৈলক্ষণ্য হইবার কোন কারণ নাই এবং তাহা নিতান্তই ন্যায়বিগর্হিত। যেহেতু, স্ত্রী ও পুরুষের জাতিগত ভেদ নাই। কেবল তাহাই নহে। স্ত্রী-পুরুষের ব্যাপার পরস্পরসাপেক্ষ। যাহা পরস্পরসাপেক্ষভাবে কার্য করে, তাহা কখনই বিভিন্নফলের কারণ হইতে পারে না। এতএব কালতঃ ও স্বরূপতঃ স্ত্রীপুরুষের রতিসুখ সমানই জন্মিয়া থাকে।।’২৪।।

‘সেখানে ইহা হইতে পারে, যেখানে কারকগণ পরস্পর মিলিয়া একই বিষয় পরিনিষ্পন্ন করে। এখানে ত স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক পৃথক স্বার্থসাধনে ব্যতিব্যস্ত দেখা যায়; সুতরাং কালতঃ ও স্বরূপতঃ তাহাদিগের সুখকার্যের ঐক্য অসম্ভব ও যুক্তিহীন।।’২৫।।

তদ্ভিন্ন আকৃতিগতই বা সমতা কোথায়? স্ত্রীর যে আকৃতি, পুরুষের কি ঠিক তদনুরূপ? সুতরাং সুখ কখনই এক আকারের হইতে পারে না।।২৫।।

‘না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু একই কালে অনেকার্থ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। যেমন মেষদ্বয়ের অভিঘাতে, কপিত্থদ্বয়ের (কৎবেল দুইটির) ভেদে, মল্লদ্বয়ের যুদ্ধে ইত্যাদি। সেখানে-ত কারকভেদ নাই—সেখানে যে উভয়েই কর্তা, আর এখানে পুরুষ কর্তা, স্ত্রী অধিকরণ; সুতরাং কারকের ভেদ আছে, যদি ইহা বলা যায়, তবে ইহার উত্তরে বলিতে পারি, এখানেও-ত বস্তুভেদ কিছুই নাই। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই সুরতব্যাপারের কর্তা, সুরতক্রিয়াকে তাহারা উৎপন্ন করিয়া থাকে। কেবল করণ ও অধিকরণআদি ভেদ বুদ্ধিকল্পিমাত্র—ব্যবহারার্থে ব্যবস্থাপিত মাত্র। ইহা পূর্বে-ত বলাই হইয়াছে যে, উপায়ের বৈলক্ষণ্য সৃষ্টির স্বভাববশতঃ হইয়াছে। হ্যাঁ—বলা হইয়াছে। তাহা বলাই হইয়াছে মাত্র; বাস্তবিক, কর্তা ও অধিকরণ-কল্পনা প্রকৃত নহে। যদি কর্তা ও অধিকরণ-কল্পনা বাস্তবিক না হয়,

উভয়েই সমানভাবে সুরতক্রিয়ার কর্তা হয়, তবে উভয়েরই সুখানুভব সমান হইবে বা সমানই হইয়া থাকে।।'২৬।।

শাস্ত্রকার এই বিষয়টি সংগ্রহ করিয়া শ্লোকে গ্রহণ করিতেছেন—

'জাতিগত ভেদ নাই বলিয়া, দম্পতির সুখ সমান হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং যাহা হইলে স্ত্রী অগ্রেই রতিলাভ করিতে পারে, সেরূপ উপচর্যা (চুম্বনালিঙ্গাদি) করিবে।।'২৭।।

ইহা দ্বারা কথিত হইতেছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ-জাতির পরস্পর অবান্তররূপে যে কিছু পার্থক্য আছে, তজন্য স্ত্রীর একটু অধিক ফল—কণ্ডূতির প্রতীকার-সুখ, সম্বাধে বারংবার উপমর্দিত ও আঘৃষ্ট হইলে শুক্রের স্খলন হয়; কিন্তু মনুষ্যজাতি বলিয়া সমতা থাকায়, তাহার ফলে বিসৃষ্টি-সুখ পুরুষের ন্যায় সুরতান্তেই উপভোগ করিয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে—'স্ত্রীগণের সুখ হয় দুইরূপে, কণ্ডূতিপ্রতীকার ও শুক্রক্ষরণ জনিত। শুক্রক্ষরণও দুই প্রকার, স্যন্দন (গা বাহিয়া পড়া) ও বিসৃষ্টি (পূর্ণবেগে স্তরে স্তরে পড়া); কেবল সুন্দিত হইলে সম্বাধ ক্লিন্ন হয়, আর মথনদ্বারা বিসৃষ্টি হইতে সুখ হয়। সুরতান্তে বেগের আক্ষেপ (বেগকে উত্তেজিত বা উচ্ছলিত করিয়া দেওয়া) বশতঃ পুরুষের ন্যায়ই শুক্রের বিসৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্বাচার্যগণ এইরূপ স্মরণ করিয়া থাকেন। সমরতস্থলে উভয়েরই রসপ্রাপ্তি সমান হয় বলিয়া, এপক্ষ ভালই। রসপ্রাপ্তি যদি ভিন্নকালে হয়, আর সেস্থলে যদি পুরুষ অগ্রে ভাবপ্রাপ্ত হয়, তবে স্ত্রীর-ত আর ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। এই জন্য সেখানে অগ্রে এতাদৃশভাবে চুম্বনালিঙ্গনাদি করিতে হইবে যে, তদ্বারা স্ত্রী যেন ভাবপ্রাপ্ত হয়। পরে পুরুষ যন্ত্রযোগে বেগ দিয়া নিজের ভাব নির্বতিত করিয়া লইবে। অন্যথা প্রীতিহানি হইবার সম্ভাবনা।।'২৭।।

'রসপ্রাপ্তি সমানরূপে সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণানুসারে সুতর নয় প্রকারের ন্যায় কালতঃ ও ভাবতঃও কালযোগী সুরত নয় প্রকার এবং ভাবযোগী সুরত নয় প্রকার।।'২৮।।

'রস, রতি, প্রীতি, ভাব, রাগ, বেগ ও সমাপ্তি—এই কয়টি রতির পর্যায়বাচী শব্দ। রতি ফলাবস্থা। কারণাবস্থা বা ব্যাপারাবস্থাকে সুরতকেলি বলা হয়। তাহার পর্যায়বাচী শব্দ হইতেছে—সম্প্রয়োগ, রত, রহঃ, শয়ন ও মোহন।।'২৯।।

‘প্রমাণ, কাল ও ভাবজনিত সম্প্রয়োগের এক-একটি নয়প্রকারের বলিয়া তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সুরতের অনেক বহু সংখ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং সুরতসংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইলে গ্রন্থ-গৌরব হইয়া যায়। এজন্য তাহা ত্যাগ করা গেল।।’৩০।।

প্রমাণ, কাল ও ভাবজ সুরত তিন প্রকার। তাহার প্রত্যেক সুরতটি নয় প্রকার বলিয়া (৩*৯=২৭) সমুদায়ে সপ্তবিংশতি প্রকার। সুরত দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। তাহার মধ্যে শুদ্ধ সুরত অসম্ভব বলিয়া, সঙ্কীর্ণ সুরতের গণনা করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই সঙ্কীর্ণ-সুরত সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সদৃশ-সম্প্রয়োগে নয়টি সমসঙ্কীর্ণ সুরত। এই নয় প্রকার, শশের প্রত্যেকের সদৃশী একটি মৃগী ছাড়িয়া শেষ আটটির সহিত সম্প্রয়োগে (৮*৯=৭২) সমূদায়ে দ্বাসপ্ততি প্রকার বিষমসঙ্কীর্ণ সুরত। যেমন শশ নয়প্রকার বলিয়া তথাবিধ বড়বার সহিত সম্প্রয়োগে নয়প্রকার বিষমসঙ্কীর্ণ সুরত এবং অতথাবিধ আটটির সহিত সম্প্রয়োগে দ্বাসপ্ততি; এইরূপ ততগুলি হস্তিনীর সহিত সম্প্রয়োগে ততগুলি বিষম ও অতিবিষমসঙ্কীর্ণ সুরত; সুতরাং সমূদয়ে শশের ত্রিচত্বাবিংশ অধিক শতদ্বয়-(২৪৩) প্রকার বিষমসঙ্কীর্ণ সুতর। আবার ততগুলি বৃষের বা অশ্বের। তবেই সমূদায়ে (২৪৩*৩=৭২৯) একোনত্রিংশাধিক সপ্তশতপ্রকার বিষমসঙ্কীর্ণ সুরত।।৩০।।

‘তাহার মধ্যে তর্ক করিয়া যথোপযুক্ত উপচার প্রয়োগ করিবে, যাহাতে বিষমে বিষমেও সমতা জন্মে।–এই কথা বাৎস্যায়ন বলেন।।’৩১।।

সঙ্কীর্ণসুরত মধ্যে বুদ্ধি দ্বারা তাহার ক্রিয়মাণ সুরত কোন্ জাতীয়, তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে উপচারেরও প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন প্রমাণ, কাল ও ভাবজ সুরতে যে আলিঙ্গনাদি যেমন যেমন ভাবে উপচার কল্পিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ উপচারের যোজনাই করিবে, যাহা হইলে তাহা সমরত হইতে পারে। ইহা অবশ্য প্রযত্নসাধ্য সমতা। এস্থলে বাভ্রব্যের কিছু শ্লোক আছেঃ—যেস্থলে পুরুষের মেহন (সাধন) স্ত্রীর মেহনে (যন্ত্রে) সম্পূর্ণভাবে ঘর্ষিত হয় এবং ভাব ও কাল সমান, সেই রতই শ্রেষ্ঠ। আর যেখানে মেহনের ভেদ (ছোট-বড় ভাব) আছে, ঘর্ষণটা ভালরূপে হয় না এবং ভাব ও কাল বিষম, সেই রতই কনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। সকল বিষয়ের সাম্যে সুরত, অর্থাৎ যে রত-ব্যাপার বিলক্ষণ শোভন হয় এবং সকল বিষয়ের সাম্যে সুরত, অর্থাৎ দুঃখকর রতব্যাপার হয়, ইহা আচার্যেরা স্মরণ করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সমস্তই মধ্যম। সেই মধ্যেমের মধ্যে বলাবল কথিত হইয়াছে। এসকলের মধ্যে কালই সম্পূর্ণভাবে বলবান্। কালে নায়ক শশ হইলেও হস্তিনী-মেহন-যন্ত্রের সর্বত্রই সংস্পর্শ করিতে পারে। এইরূপ, নায়ক অশ্ব হইলে, যদি

বিসৃষ্টিকাল ও রতব্যাপারকালসম্বন্ধে অভিজ্ঞ নাও হয়, তবে মৃগীর বিসৃষ্টিকাল উত্তমরূপে জানাইয়া দিতে পারে ও তদ্দ্বারা প্রিয় হইতেও পারে, ইহা কথিত হইয়াছে; সুতরাং প্রমাণকেই কেহ কেহ বলবত্তম বলিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, বেগই বলীয়ান, যেহেতু নায়ক অশ্ব হইলেও যদি বেগবান না হয়, তবে মৃগীকে সাধিত করিতে সক্ষম হয় না; সুতরাং বেগই কালাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম। এইরূপ হইলে, নায়িকা যদি মন্দবেগাও হয়, তথাপি খেদপ্রাপ্ত হয় না। অতএব ইহাদিগের বিষয়বিভাগানুসারে বলাবল জানা উচিত। ভাব ও প্রমাণহীন কালবর্জিত নায়ক বেগের সাহায্যে স্ত্রীসাধন করিবে। আর কাল ও প্রমাণহীন নায়ক শেষ (ভাব) দ্বারা স্ত্রীসাধন করিতেও সক্ষম হইতে পারে।।৩১।।

ইহার মধ্যে স্বাভাবতঃ যাহার যে ভাব ও কাল এবং যে সময়ে সে ভাবান্তর ও কালান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছেন,-

'প্রথমতে পুরুষের বেগ অত্যন্ত চণ্ড ও শীঘ্রকাল থাকে, তাহার বিপরীত তৎপরবর্তী রতে হয়। স্ত্রীর পক্ষে আবার যতক্ষণ ধাতুক্ষয় না হয়, ততক্ষণ ইহার বিপরীত ভাব ও কাল হইয়া থাকে। স্ত্রীর ধাতুক্ষয়ের পূর্বেই পুরুষের ধাতুক্ষয় হয়, ইহা প্রায়িকবাদ—অর্থাৎ প্রায়শঃ দেখা যায়। পুরুষের ধাতুক্ষয়ই অগ্রে হইয়া থাকে, পরে স্ত্রীর ধাতুক্ষয় হয়।।'৩২।।

নায়ক ও নায়িকার ভোগানুসারে ঐ চণ্ডবেগতা ও শীঘ্রকালতাও ভিন্ন হয়, তাহা ভার্যাদিতে দ্রষ্টব্য।।৩২।।

'স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী হইলে অতি সত্বরই প্রীতিলাভ করে। যদি স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী না হয়, তবে চুম্বনালিঙ্গনাদি ও আন্তরোপায় অঙ্গুলিকর্মাদি দ্বারা উপমুদিত হইলেও অতি সত্বরই প্রীতিলাভ করিয়া থাকে। এবিষয়ে সকল আচার্যই একমত।।'৩৩।।

'এই পর্যন্ত যাহা কথিত হইল, তাহা অত্যন্ত সংক্ষেপ বলিয়া শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেই উক্ত জানিতে হইবে। অতঃপর অল্পধী জনগনের সুখাববোধার্থ সাম্প্রয়োগিকপ্রকরণ বিস্তরভাবে বলা যাইতেছে।।'৩৪।।

শাস্ত্রানুসারে আলিঙ্গনাদি উপচার জানিয়া, কাহার পক্ষে কোন উপচার প্রযোজ্য, তাহার উন্নয়ন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা অবশ্য মন্দবুদ্ধিজনের পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং তাহাদিগের সুখাববোধার্থ অতঃপর গ্রন্থ প্রচার করিতে হইতেছে।।৩৪।।

যেমন রতব্যাপার তিন প্রকার অবস্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রীতিও স্থূল-সূক্ষ্মরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেও অন্য প্রকার প্রীতিও এ-শাস্ত্রে থাকা সম্ভব। তাহা দেখাইবার জন্য প্রীতিবিশেষ বলিতেছেন—

'কামসূত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রীতিকে চারিপ্রকার বলিয়া থাকেন। অভ্যাসবশতঃ, অভিমানবশতঃ, প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ এবং বিষয়সেবাবশতঃ প্রীতি হয়।।'৩৫।।

এই চারি প্রকার প্রীতির লক্ষণ করিতেছেন—

'শব্দাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া কর্মের বারংবার অনুষ্ঠানবশতঃ যে প্রীতি বহির্মুখী হয়, তাহাকে অভ্যাসিকী প্রীতি কহে। যেমন মৃগয়াদি কর্মের বারংবার অনুষ্ঠানে সুখলাভ হইয়া থাকে।।'৩৬।।

আদিশব্দদ্বারা নৃত্য-গীত-বাদ্য-চিত্রপত্রচ্ছেদ্য প্রভৃতি সংগ্রাহ্য। ব্যায়ামিকী বিদ্যাও আভ্যাসিকী প্রীতির কারণ জানিবে।।৩৬।।

'কর্মের বারংবার অনুষ্ঠান না করিলেও শব্দাদিবিষয়কে অবলম্বন করিয়া মনে মনে সঙ্কল্পবশে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মানসী কহে।।'৩৭।।

'তৃতীয়া প্রকৃতি ক্লীব ও মুখচপনা স্ত্রীর যে ঔপরিষ্টক,-অর্থাৎ মুখে জঘনকর্মের অভ্যাস করিলেও প্রয়োগকারীর পক্ষে সে প্রীতি কায়িকী বিষয়প্রীতি। তদ্ভিন্ন, সেই সেই চুম্বনাদি কর্ম প্রযোজিত হইলে, মনে মনে যে প্রীতি জন্মায়, তাহাকে মানসী প্রীতিই বলিয়া থাকে; কারণ, স্পর্শমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াই তাহার উদ্ভব।।'৩৮।।

'যে কোন অন্য স্ত্রী বা পুরুষে 'এই লোক অন্য নহে, কিন্তু সে-ই' এই প্রকার চিন্তা করিয়া সম্প্রয়োগ করিলে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তন্ত্রজ্ঞগণ তাহাকেও সম্প্রত্যয়াত্মিকী প্রীতি নামে আখ্যাত করেন।।'৩৯।।

'লোকতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে প্রীতি উদ্ভুত হয়, সাক্ষাৎ বিষয়োপভোগরূপ ফল তাহারই বলিয়া, তাহাকে বিষয়প্রীতি বলা যায়। অন্য তিনটি তাহারই অঙ্গ মাত্র।।'৪০।।

'শাস্ত্রনির্দিষ্ট এইসকল প্রীতিকে শাস্ত্র-অনুসারে বিবেচনা করিয়া, যে ভাব যেমন প্রবর্তিত হয়, তাহাকে সেই ভাবের প্রবর্তিত করিবে।।'৪১।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে প্রমাণ, কাল ও ভাবানুসারে রতের ব্যবস্থাপন নামক প্রথম অধ্যায়।।১।।
এ অধ্যায়ে প্রীতিবিশেষও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ষষ্ঠ ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

আলিঙ্গনবিচার

পূর্বাধ্যায়ে রতব্যাপারের ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে। সম্প্রতি উপচারনির্ণয়ার্থ তাহার অঙ্গভূত চতুঃষষ্টিপ্রকার উপাঙ্গ নির্দেশ করিতেছেন—
'পূর্বাচার্যগণ সম্প্রয়োগের অঙ্গ চতুঃষষ্টিপ্রকার বলিয়া থাকেন; কারণ, সম্প্রয়োগেই চতুঃষষ্টিপ্রকারময়।।'১।।

আচার্যগণ বলিয়া থাকেন, ঐপ্রকার চতুঃষষ্টি প্রকরণ অবলম্বন করিয়া এই কামশাস্ত্রের প্রবৃত্তি বলিয়া কামশাস্ত্রও চতুঃষষ্টিপ্রকার।
এই শাস্ত্রের সহিত চতুঃষষ্টির সম্বন্ধ থাকায়, শাস্ত্রের চতুঃষষ্টিপ্রকরণাত্মকতা নিতান্ত অনুপপন্ন নহে।

'কলাও চতুঃষষ্টিপ্রকার। সেগুলিও সম্প্রয়োগের অঙ্গ; সুতরাং সেই কলাসমূহ বা চতুঃষষ্টি, সম্প্রয়োগের অঙ্গ। এই জন্য এ-শাস্ত্র সেই নামে অভিধেয়। তাহা এ-শাস্ত্রের একদেশ ও সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ, তন্মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর, দশমণ্ডলাত্মক ঋকে, দশাবয়ব সম্প্রয়োগে যে চতুঃষষ্টি, ইহা নাম করিয়া বলা হইয়াছে। এ-শাস্ত্রে সেই ঋক্‌প্রতিপাদিত বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় এবং পঞ্চালনামক ঋষিকর্তৃক ঋগবেদে চতুঃষষ্টি নিগদিত হইয়াছে বলিয়া বহ্বৃচগণ (ঋগবেদের ব্রাহ্মণগণ) পূজার্থে এই নাম প্রবর্তিত করিয়াছেন। এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।।'৩।।
সম্প্রয়োগের দশ অবয়ব, যথা—আলিঙ্গন, চুম্বন, দন্তকর্ম, নখক্ষত, সীৎকৃত, পাণিঘাত, সম্বেশন, উপসৃত, ঔপরিষ্ট এবং নরায়িত। বাভ্রব্যও পাঞ্চালকূলজাত ব্রাহ্মণ এই বিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন।।৩।।

'বাভ্রব্যের মতানুসারিগণ বলিয়া থাকেন, আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, সম্বেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টক, এই আটটির আটপ্রকার ভেদ থাকায় 'আট্-আট্টা' চতুঃষষ্টি।।'৪।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—যেমন সপ্তপর্ণ-বৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ-বলি। এস্থলে সপ্তপর্ণ বৃক্ষের যে সমস্ত পল্লবেই সপ্ত সপ্ত করিয়া পর্ণ থাকে বা বলিতে যে পঞ্চবর্ণই থাকে, তাহা নহে। তবে তাহার মাত্রাধিক্য বা

প্রায়িকত্বনিবন্ধন সপ্তপর্ণ (ছাতিয়ান), বা পঞ্চবর্ণ নামে ব্যবহার করা হয়; সেইরূপ এস্থলেও ঐ চতুঃষষ্টি কথাটি প্রায়িকরূপে নিশ্চিত ব্যবহার হয়, কারণ, যে আটটির বিকল্পভেদ আছে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন দুইটি ন্যুন বা কোন দুইটি অধিকও আছে। তদ্ভিন্ন প্রহণন, বিরুত, পুরুষোপসৃপ্ত ও চিত্ররতাদিও অন্য বর্গের, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহা দ্বারা স্থির করিতে হয়, চতুঃষষ্টি কথাটি প্রায়িগকথন ভিন্ন আর কিছুই নহে।।'৫।।

এ-শাস্ত্র চতুঃষষ্টিকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে চতুঃষষ্টিকলা-ত বিদ্যাসানুদেশেই একপ্রকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার উল্লেখের কিছুই প্রয়োজন নাই। এখন পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টিপ্রকার কলার কথা বলা যাইতেছে—
তাহার মধ্যে আলিঙ্গনপূর্বকই চুম্বনাদিপ্রয়োগ হইয়া থাকে; সুতরাং অগ্রেই আলিঙ্গনবিচার করা যাইতেছে। আলিঙ্গন দুই প্রকার হয়—যাহার সমাগম পূর্বে হয় নাই, আর যাহার সমাগম পূর্বে ঘটিয়াছে। তাহার মধ্যে যে সমাগমরহিত নায়ক ও নায়িকা, তদুভয়ের আলিঙ্গন বলা যাইতেছে—
'তাহার মধ্যে সমাগমরহিত নায়ক ও নায়িকাদ্বয়ের প্রীতির চিহ্ন প্রকাশার্থ আলিঙ্গন চারিপ্রকারের— স্পৃষ্টক, বিদ্ধক, উদ্‌ঘৃষ্টক এবং পীড়িতক।।'৬।।

'সর্বত্র নামের অর্থ দ্বারাই কর্মের স্বরূপ জানিতে হইবে। স্পৃষ্টক, অর্থাৎ স্পর্শ করিয়া থাকাই স্পৃষ্টক আলিঙ্গন। সেইরূপে, অন্যান্যগুলিও জানিতে হইবে।।'৭।।

'নায়িকা সম্মুখে আসিতে থাকিলে যদি সাধারণভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে না পারা যায় অথচ তাহাকে নিজের অনুরাগ জানাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে অন্য কর্ম করিবার ছলে তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় গাত্রে গাত্রে স্পর্শ করানকে স্পৃষ্টক বলে।।'৮।।
ইহা যেন অন্যে জানিতে না পারে, এ ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক উহার গাত্রে নিজগাত্রের স্পর্শ করাইয়াছে।।৮।।
'যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বেধ করিতে হইবে, সে নায়ক কোন বিজনপ্রদেশে স্থিত বা উপবিষ্ট দেখিলে কিছু গ্রহণ করিবার ছলে নায়িকা পয়োধর দ্বারা নায়ককে বিদ্ধ করিবে। নায়কও বহুপাশ দ্বারা তাহাকে অবপীড়িত করিয়া ধরিবে। ইহাকেই বিদ্ধক বলে।।'৯।।

'যে অপ্রাপ্তসমাগম নায়ক-নায়িকার সম্ভাষণ অতিপ্রবৃত্ত না হইয়াছে, 'এ দুইটিই তাহাদিগের পক্ষে প্রযোজ্য জানিবে।।'১০।।
যাহাদের সম্ভাষণ একেবারেই হয় নাই, তাহাদিগের-ত ইহা একেবারেই অসম্ভব ও অপ্রযোজ্য।।১০।।

‘অন্ধকারে, জনসম্বাধে (বহুজনের যেখানে ভারি ঠেলাঠেলি, কোনও পর্বোপলক্ষে দেবালয়াদিতে, যাত্রাদিস্থানে ইত্যাদি), অথবা বিজনপ্রদেশে, ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরিয়া নায়িকার গাত্রে ও নায়কের গাত্রে যে ঘর্ষণ, তাহাকে উদ্‌ঘর্ষণ বা উদ্‌ঘৃষ্টক বলে।।’১১।।
পরস্পরের ঘর্ষণকে উদঘৃষ্টক বলে, আর একের ঘর্ষণকে ঘৃষ্টক বলা হয়। তাহাও ইহার অন্তর্ভূত।।১১।।

‘সেই উদ্‌ঘৃষ্টকভাবে একটি কুড্যকে বা স্তম্ভকে সংদষ্ট (দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া) করিয়া স্পষ্টই আপীড়িত করিবে। ইহাকে পীড়িতক বলে।।’১২।।
ইহাও দুইপ্রকার হইতে পারে—যে কোন অন্যকে এইরূপ অবপীড়িত করা বা স্তম্ভ-কুড্যাদি অবপীড়িত করা।।১২।।

‘সেই উদঘৃষ্টক ও পীড়িতক, যদি নায়ক-নায়িকারা পরস্পর পরস্পরের আকার-ভাবাদি জানিতে পারে, তবেই ব্যবহার্য।।’১৩।।

‘লতাবেষ্টিকত, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক এবং ক্ষীরনীয়ক,–এর চারিটি সম্প্রয়োগকালে কর্তব্য।।’১৪।।
যখন সমাগমকালে উভয়েই আদ্রীকৃত হইবে, সেই সময়েই এই উপগূহন চারিটি প্রয়োগ করিবে।।১৪।।

‘লতা যেমন বৃক্ষকে আবেষ্টিত করিয়া থাকে, সেইরূপ নায়ককে বাহুপাশ দ্বারা আবেষ্টিত করিয়া অতিরিক্ত শীৎকার না করিয়া চুম্মনার্থ মুখ উঠাইয়া নায়কের মুখ অবলামিত করিবে। অথবা সেইরূপে আবেষ্টিত করিয়াই আবার নিজাঙ্গ কিঞ্চিত উঠাইয়ে কিছু রমণীয়দর্শন বস্তু দেখাইবে। ইহাকে লতাবেষ্টিত বলে।।’১৫।।

‘একপদ দ্বারা নায়কের এক পদ আক্রান্ত করিয়া দ্বিতীয় পদদ্বারা উরুদেশকে আক্রান্ত করিয়া, কিংবা নায়কের পৃষ্ঠে একখানি হস্ত দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দ্বিতীয় বাহুদ্বারা নায়কের অংস (বাহুমূল) অবনামিত করিয়া অল্প অল্প শীৎকরণ ও কুজন কূজন করিবে। চুম্বনের জন্যই আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিবে। ইহাকে বৃক্ষাধিরূঢ়ক বলা হয়।।’১৬।।

‘এই দুটিই স্থিত ব্যক্তির কর্ম।।’১৭।।
উর্দ্ধস্থিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যাহার যাহাতে সুবিধা হয়, সে সেই ভাবেই রাগবৃদ্ধির জন্য এই কর্ম করিবে।।১৭।।

'শয্যায় শায়িত নায়ক ও নায়িকা বামকক্ষ দিয়া দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ কক্ষ দিয়া বাম বাহু এবং দক্ষিণপদের ঊরুর উপরে বাম ঊরু ও বাম ঊরুর উপরে দক্ষিন ঊরু বিন্যাস করিয়া অত্যন্ত গাঢ় সংঘর্ষ করিবার জন্যই যেন সুন্দররূপ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গিত করিয়া ধরিবে, ইহাকে তিলতগডুলক বলে।।'১৮।।

'নায়কের ক্রোড়ে অভিমুখোপবিষ্ট-নায়িকার বা শয়নগত নায়িকার শরীর তাদৃশভাবে বেষ্টিত করিয়া রাগান্ধবশতঃ পরস্পর অস্থিভঙ্গাদি অপেক্ষা না করিয়াই যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহাকে ক্ষীরনীরক বলে।।'১৯।।

'সে দুইটিই রাগকালে প্রযোজ্য।।'২০।।
সম্প্রোয়গকালবিশেষকে রাগকাল বলে। যখন সাধন উচ্ছ্রিত হয় ও সম্বাধ ক্লিন্ন হয়, অথচ যন্ত্রযোগ আরম্ভ হয় নাই, তখনই পূর্বোক্ত দ্বিবিধ আলিঙ্গন কর্তব্য।।২০।।

'বাভ্রব্যের মতানুসারে এইসকল আলিঙ্গন ব্যাখ্যাত হইল।।'২১।।
বাভ্রব্যই এই প্রকারের উপগূহন বা আলিঙ্গনযোগ বলিয়াছেন।।২১।।

'সূবর্ণনাভের মতের একাঙ্গোপগূহনচুষ্টয়, বাভ্রব্যের মতে উক্ত অষ্টবিধ উপগূহন অপেক্ষা অধিক।।'২২।।
এই একাঙ্গালিঙ্গনচতুষ্টয় সম্প্রয়োগকালেই কর্তব্য, ইহা বলিতে হইবে; কারণ পূর্বোক্ত আলিঙ্গন সম্প্রয়োগকালে কর্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।।২২।।

'তাহার মধ্যে ঊরুসন্দংশ দ্বারা (সন্দংশ—বেড়ি) একটি বা দুইটি ঊরুকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবপীড়িত করিবে; ইহাকে ঊরুপগূহন কহে।।'২৩।।

'জঘন দ্বারা জঘন অবপীড়িত করিয়া কেশকলাপ এলাইয়া দিয়া নখ, দশন, প্রহণন ও চুম্বনের প্রয়োগ করিবার জন্য স্ত্রী, পুরুষের উপরি অবস্থান করিবে। ইহাকে জঘনোপগূহন বলে।।'২৪।।

'স্তনদ্বয় দ্বারা নায়কের বক্ষঃস্থলে যেন প্রবেশ করিয়া, সে স্থলে সমস্তভার অর্পণ করিবে। ইহাকে স্তনালিঙ্গন কহে।।'২৫।।
স্তনেই ভার অর্পিত করিবে। এইরূপে নায়ক স্তনভারাক্রান্ত হইলে, হৃদয়ে পিণ্ডীকৃত স্পর্শসুখ অনুভব করিবে।।২৫।।

'মুখে মুখ দিয়া, চক্ষুতে চক্ষু দিয়া, ললাট দ্বারা ললাটে আঘাত করিবে। সেই ক্রিয়ার নাম ললাটিকা।।'২৬।।

উত্তানসম্পুট (নায়কোপরি নায়িকার অবস্থানবিশেষ, বুকোবুকি-ভাব) বা পার্শ্বসম্পুট অবস্থায় থাকিয়া, বক্ত্রে বক্ত্র সংযোজিত করিয়া, চক্ষুতে চক্ষু (দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া) মিশাইয়া, ললাটে ললাট দ্বারা দুই-তিনবার আঘাত করিবে। ইহা দ্বারা নায়কের ললাট, নিজের ললাটস্থ রঞ্জনদ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত করা হইবে।।২৬।।

'সম্বাহন এক প্রকার উপগূহন বা আলিঙ্গনবিশেষ; কারণ, তদ্বারা অত্যন্ত স্পর্শসুখের অনুভব হইয়া থাকে, এই কথা কেহ কেহ বলেন।।'২৭।।
তিন প্রকার সম্বাহন বা অঙ্গমর্দন ত্বক, মাংশ, ও অস্থি'র সুখকর বলিয়া তাহাও আলিঙ্গনবিশেষ বলিতে হইবে, ইহা কেহ কেহ বলেন।।২৭।।

'বাৎসায়ন বলেন—সম্বাহন আলিঙ্গন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ, আলিঙ্গন ও সম্বাহন পৃথক পৃথক কালে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনও ভিন্ন ভিন্ন এবং নায়ক-নায়িকা উভয়েরই স্পর্শসুখকারী নহে।।'২৮।।
যদ্যপি সংস্পর্শসুখ উভয়েরই আছে, তথাপি সম্প্রয়োগকালেই ঐ উপগূহন প্রযোজ্য এবং অন্যকালৈ সম্বাহন প্রযোজ্য; সুতরাং কালতঃ ভিন্ন উপগূহন একই সময়ে প্রযুক্ত হইলে, দুই-ই একই কালে কার্য্যকারী হয়। আর সম্বাহন, পুরুষকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে স্ত্রীর ও স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে পুরুষের কার্য্যকারী হয়; সুতরাং আলিঙ্গন হইতে ভিন্ন; তদ্ভিন্ন সম্বাহন, অর্থের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য বলিয়া গীতাদিচতুঃষষ্টিকলার মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবল স্পর্শসুখকারী বলিয়া যদি সেই সম্বাহনকে আলিঙ্গন মধ্যে ফেলিতে হয়, তবে চুম্বনও আলিঙ্গনমধ্যে অন্তর্ভূত হইতে পারে; সুতরাং সম্বাহন ও আলিঙ্গন একজাতীয় নহে ও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার্যও নহে। বাৎসায়ন এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।।২৮।।

আলিঙ্গন-বিধিতে আদর প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন–
'উপগ্রহণবিধির প্রশ্নকারী, শ্রবণকারী এবং কথনকারীনরেরও সম্পূর্ণভাবে রমনেচ্ছা হইয়া থাকে। আর যাহারা প্রয়োগকারী তাহাদিগের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কী?'||২৯।।

যাহা কিছু কথিত হইল, তদ্ব্যতীত অন্যবিধও যদি জানিতে পারা যায়, তবে তাহাও গ্রাহ্য; ইহা বলিতেছেন–
'যেসকল অনুরাগবর্ধক আশ্লেষ এ শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই, অথচ লোকে বিদিত আছে, বা হইতে পারে, সেগুলির প্রয়োজন যখন সম্প্রয়োগের অনুরাগ বৃদ্ধিই, তখন আদরপূর্বক তাহার প্রয়োগ কর্ত্তব্য।।'৩০।।

যেগুলির অভিধায়ক শাস্ত্র আছে, সেগুলির সেইগুলিই শাস্ত্রিত, অর্থাৎ অনুশাসনপ্রাপ্ত। যেগুলি এবংবিধ নহে, অথচ স্বেচ্ছানুসারে উৎপ্রেক্ষিত মাত্র সেগুলিও সুরতব্যাপারে আদরের সহিত প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে; যেহেতু, সম্প্রয়োগেই সেগুলির একমাত্র প্রয়োজন। অতএব প্রযোজ্য।।৩০।।

যাহার অনুশাসন শাস্ত্র-প্রযোজ্য নহে, তাহা বিপরীতফল-প্রদর্শক হইতে পারে; সুতরাং তাদৃশ আশ্লেষ কীরূপে গ্রাহ্য?
'যতক্ষণ পর্যন্ত মানবের অনুরাগ মন্দীভূত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্র, অনুশাসনবলে তাহার বেগবৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে; কিন্তু রতিচক্র প্রবর্তিত হইলে, শাস্ত্র ও ক্রম কিছুরই প্রয়োজন হয় না।।'৩১।।
অর্থাৎ, যেমন একটি ঘটীযন্ত্র যতক্ষণ পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ তাহার পরিচালনার্থ কারুর অনেক কর্তব্যই বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যখন যন্ত্রটি আপনা-আপনিই চলিতে থাকিল, তখন আর কারুর কিছুই কর্তব্য রহিল না। যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, তাহার অবসান সেইখানেই হইল। আবার যদি কখনও বিকৃত হয়, তবেই কারুর আবশ্যক, নতুবা নহে। এস্থলে ঠিক এইরূপ; যতদিন সুরতচক্র প্রবর্তিত না হয়, ততদিন শাস্ত্রের পরিচর্যা কর্তব্য, শাস্ত্র যেপ্রকারে আলিঙ্গনাদির লক্ষণ করিয়াছে, সেগুলি স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা করা কর্তব্য; কিন্তু সুরতচক্র আপনা-আপনি চলিতে থাকিলে, তখন আর শাস্ত্রের কিছুই আবশ্যক থাকে না। তখনকার অনুশাসন-প্রণালীর আবিষ্কর্তা সেই সুরতব্যাপারই। তখন যাহা যেপ্রকারে সুবিধাকর ও অসুবিধাকর, তাহা সেই ব্যাপারই দেখিয়া লইবে; সুতরাং প্রয়োগ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির উদ্ভাবিত আশ্লেষাবশেষ যদি কিছু প্রকাশ পায়, তবে তাহা অবশ্য পরিগ্রাহ্য, এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।।৩১।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে আলিঙ্গনবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।২।।

ষষ্ঠ ভাগ – তৃতীয় অধ্যায়

চুম্বন-বিকল্প

পূর্বোক্তপ্রকারে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনাদির প্রয়োগ করিবে। তাহার মধ্যে প্রথমেই চুম্বন, কি নখচ্ছেদ্য, কিংবা দশনচ্ছেদ্য; অথবা পরেই চুম্বন প্রযোজ্য? এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। সেই সন্দেহনিরাকরণার্থ বলিতেছেন যে, উহার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎকর্তব্যতা নাই।

'চুম্বন ও নখ-দশনচ্ছেদ্যের অগ্রপশ্চাৎকর্তব্যতা কিছুই নাই; কারণ, তাহা অনুরাগবশেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। তবে যন্ত্রযোগের পূর্বেই এগুলির প্রধানতঃ প্রয়োগ করা আবশ্যক। আর প্রহণন ও সীৎকৃতের প্রয়োগ সম্প্রয়োগকালে কর্তব্য।।'১।।
রাগাবিষ্ট ব্যক্তি ক্রমের অপেক্ষা করে না; সুতরাং যন্ত্রযোগের পূর্বেই আলিঙ্গন ও চুম্বনাদির প্রধানতা; আর যন্ত্রযোগে ইহার প্রধানতা নাই, কিন্তু প্রহণন ও সীৎকৃতের প্রাধান্য আছে। তাহার মধ্যে আবার যন্ত্রযোগভিন্নকালে প্রহণন ও সীৎকারেরও বিশেষ প্রাধান্য নাই। অন্যসময়ে নায়ক ও নায়িকা অত্যন্ত প্রবৃদ্ধরাগ হয় বলিয়া তখন ঘাতসহন করিতে সমর্থ হয়। প্রহণনের যদি স্বীকার করা হয়, তবে সীৎকৃত তাহার জন্য বলিয়া, তৎকালে সীৎকারপ্রাধাণ্য ও অন্যকালে সাধারণকর্তব্যমধ্যে পরিগণিত।।১।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—অনুরাগের অপেক্ষায় যখন এগুলি প্রযোজ্য, তখন ইহার কাল-নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত নহে; সুতরাং আবশ্যকানুসারে সমস্তই সমস্ত সময়েই প্রযোজ্য হইতে পারে।।'২।।

'সেগুলি রতব্যাপারের আরম্ভকালে অত্যন্ত পরিব্যক্ত থাকে না; সুতরাং অনুরক্ত নায়িকার সেগুলি বিকল্পে প্রযোজ্য; কারণ, রাগ প্রথমে মন্দভাবাপন্ন থাকে। তাহার পর, রাগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্তত্বরাসহকারে বিশেষ নিপুণতা অবলম্বন করিয়া সমস্তগুলি একসঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত; কারণ, তদ্দারা রাগের তীব্রবেগতা সম্পাদিত হইবে।।'৩।।

এইক্ষণে চুম্বন কয়প্রকার ও কোন কোন স্থানে প্রযোজ্য, তাহা নির্ণয় করিতেছেন–
'ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষঃ, স্তন, ওষ্ঠ এবং ওষ্ঠান্তর্মুখে চুম্বন কর্তব্য। উরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভিমূলেও চুম্বন করা লাটদিগের মত আছে।

অনুরাগবশে তত্তদেশপ্রবৃত্ত যে যে স্থান বিখ্যাত আছে, সেই সেই স্থানে অধিকার করিয়াই চুম্বন কর্তব্য। তাহা সর্বজনপ্রযোজ্য নহে।–বাৎস্যায়ন এই কথাই বলেন।'৪।।
নাভিমূল—বরাঙ্গ (সম্বাধযন্ত্র ও সাধন)। লাটদিগের মতে চুম্বনের স্থান একাদশ। তত্তদেশের প্রবৃত্তি অনুসারে যথায় যে যে স্থানে চুম্বিত হয়, তাহাই চুম্বন করা বিধেয়। যেমন লাটগন ঊরুসন্ধি-প্রভৃতি স্থান চুম্বন করে; কিন্তু তাহা সর্বজনসম্মত নহে; কারণ, তাহা সকলেই চুম্বন করিতে সমর্থ হয় না। শিষ্টগন সেস্থানে অশুচি বলিয়া চুম্বন করিতে পারেন না। (এই কথাটি অতীব শ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচনা করা যায় না; কারণ, রাগান্ধ শিষ্টেরাও সম্বাধ-চুম্বনে মত্ত হইয়া থাকেন।–ইহা বহুশঃ দেখিতে-শুনিতে পাওয়া যায়।) তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ অষ্টবিধ স্থানই বিজ্ঞেয়।।৪।।

মুকুলীকৃত বক্ত্রের (মুখের) সংযোজনকে চুম্বন বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহার স্থানবিশেষে যে গ্রহণকর্ম, তাহার ভেদেই চুম্বনের ভেদ হয়। তন্মধ্যে চুম্বনের স্থানে মুখেরই প্রাধান্য বলিয়া, সেই স্থানেরই চুম্বন বলা যাইতেছে। তাহার মধ্যেও আবার উত্তর, অধর, সম্পুটক-ভেদে চুম্বন ত্রিবিধ। তথায় কর্মের বাহুল্যহেতু প্রথমে অধরকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন–
'অপ্রাপ্তসঙ্গমা অজাতবিশ্রম্ভা কন্যার চুম্বন তিনপ্রকার—নিমিতক, স্ফুরিতক এবং ঘট্টিতক।।'৫।।
কন্যাই নায়িকা এবং এই চুম্বনের প্রয়োক্ত্রী।।৫।।

'বলাৎকারপূর্বক চুম্বনে নিযুক্ত হইয়া মুখে মুখ স্থাপিত করে; কিন্তু চুম্বন করিতে চেষ্টা করে না। ইহাকে নিমিতক বলা যায়। নিমিতক, অর্থাৎ পরিমিত চুম্বন।।'৬।।

'নায়িকার মুখে নায়ক নিজের অধর প্রবেশিত করিলে, অল্পমাত্রার লজ্জা ভাগ শিথিল করিয়া অনুগ্রহণ করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু নিজের ওষ্ঠ ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করে এবং নায়কের অধরও নিজ অধর-স্থানে রাখিতে দেয় না। আবার যদি নায়ক নিজেই নিজ অধর বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করে, তখন আবার নিজে অধরোষ্ঠ দিয়া চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। ইহাকে স্ফুরিতক-চুম্বন কহে।।'৭।।

'আর করদ্বারা নায়কের নয়ন আচ্ছাদিত করিয়া নিজেও বিনিমীলিতনয়ন হইয়া নায়কের অধরপ্রান্ত অল্পভাবে ধরিয়া জিহ্বাগ্রহদ্বারা চারিদিকে ঘুরাইয়া দেখে। ইহাকে ঘট্টিতক কহে।।'৮।।

'অপর পণ্ডিতগণ বলেন, চুম্বন চারি প্রকার—সম, বক্র, উদ্‌ভ্রান্ত এবং অবপীড়িতক।।'৯।।
সমান সমান মুখ রাখিয়া যে অধরোষ্ঠ গ্রহণ, তাহাকে সম, মুখ ঘুরাইয়া অধরোষ্ঠ বর্তুলাকার করিয়া যে গ্রহণ, তাহাকে তির্যক বা বক্র এবং চিবুক ও মস্তকে ধরিয়া মুখ ঘুরাইয়া যে অধরোষ্ঠগ্রহণ, তাহাকে উদভ্রান্ত, আর সেই অবস্থায় যদি অত্যন্ত অবপীড়িত করিয়া চুম্বন করা যায়, তবে তাহাকে

অবপীড়িতক বলে। তাহার মধ্যে উভয়েই যদি উভয়কে অবপীড়িত করে, তবে তাহাকে শুদ্ধপীড়িত ও জিহ্বাগ্রসহ যদি পীড়িত করা যায়, তবে তাহাকে চুম্বন ও অধরপান নামে ব্যবহৃত করা যায়।।৯।।

পঞ্চমগ্রহণবিশেষ বলা যাইতেছে–
'অঙ্গুলিসম্পুটকদ্বারা অধরোষ্ঠকে পিণ্ডীকৃত করিয়া, না কামড়াইয়া ওষ্ঠপুটদ্বারা অবপীড়িত করিবে। ইহাকে পঞ্চম অবপীড়িতক বলা যায়। সম্প্রয়োগে ইহা পঞ্চম করণ।।'১০।।
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সম্পুটদ্বারা পিণ্ডিকৃত করিয়া। এখানে পীড়ন থাকিলেও বহির্দেশে পিণ্ডিত করিয়া আকর্ষণ করা বিশেষ ব্যাপার। পঞ্চকে এটির নাম 'আকৃষ্টচুম্বন'||১০।।

এইরূপ কর্মভেদে অষ্টবিধ চুম্বন কথিত হইল। তন্মধ্যে তিনটি কন্যা-চুম্বন ও পাঁচটি গ্রহণচুম্বন।

কর্মবিশেষ দ্বারা চুম্বনের বিশেষত্ব নানাপ্রকারে দেখাইয়া এখন অবসরপ্রাপ্ত অধরচুম্বনে দ্যুত খেলিতে বলিতেছেন–
'এই অধরচুম্বনে দ্যুতখেলা প্রবর্তিত করিবে।।'১১।।

দ্যুতের ফল জয় ও পরাজয় বলিয়ে দ্যুতের লক্ষণ বলিতেছেন–
'অভিমত একটি বিষয়কে পণ রাখিয়া জয়ের জন্য এইরূপ স্থির করিবে যে, আমরা উভয়েই চুম্বন করিতে থাকিব, ইহার মধ্যে যে প্রথমতঃ গ্রহণ-বিধি অনুসারে চুম্বনসম্পাদন করিতে পারিবে, সে-ই এটিকে জয় করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।।'১২।।
দ্যুত দুই প্রকার; কপটদ্যুত ও অকপটদ্যুত। লৌকিক চুম্বন দ্বারা দুইজনেই পরস্পরের অধর চুম্বন করিলে, সেটি অকপট চুম্বন হইল। সেই অকপট চুম্বনে দ্যুত প্রবর্তিত হইলে, নায়ক প্রথমেই অন্যতম বিধানানুসারে নায়িকার অধর গ্রহণ করিবে। চুম্বন করিতে করিতে অধর গ্রহণ করিতে পারিলেই নায়িকা পরাজিত হইবে। অকপটদ্যুতে নায়িকা অবলা বলিয়া পরাজিত না হইলেই শোভা পাইবে; কিন্তু কপটদ্যুতে নায়িকাকে জয়লাভ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে; কারণ, সেটি তাহা হইলে অননুরূপ হইয়া পড়িবে।।১২।।

তদুভয়ের মধ্যে একজনের জয় ও পরাজয় হইলে, নিশ্চয় কলহ উপস্থিত হইবে, কারণ, দ্যুতমাত্রেই বিবাদের আস্পদ; সুতরাং অনুরাগের উদ্দীপনার্থ কলহযোজন—নায়ক ও নায়িকা কিরূপে পরস্পর কামনা করিয়া প্রণয়কলহ বাধাইয়া দিবে, তাহার প্রকার উভয়কে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন;–
'নায়িকা অকপটদ্যুতে পরাজিত হইয়া কৃত্রিম অর্ধরুদিতের সহিত (কাঁদ কাঁদ ভাবে) অধর পীড়াখ্যাপনার্থ কর কল্পিত করিবে, তর্জ্জন করিবে, নায়ককে ঠেলিয়া ফেলিবে, তাহাতেও যদি নায়ক

আলিঙ্গন করিয়া মুখে মুখ দিয়ে চুম্বন করিতে যায়, তবে দন্তদ্বারা খণ্ডিত করিবে, অধর কামড়াইয়া দিবে; যদি মুখদ্বারা কামড়াইতে সমর্থ না হয়, তবে অধর ছাড়াইয়া লইবার জন্য কার্য্যে ঘুরাইয়া লইবে এবং 'তুমি-ত জয় করিতে পার নাই, আমিই অগ্রে জিতিয়াছি দেখিয়া তুমি বলাৎকারে আমারে ঠকাইয়াছ, তুমি বড় খল,' ইত্যাদি বলিয়া বিবাদ বাধাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, নায়কই জয় করিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত কথা-কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছে, তখন বলিবে, 'ভাল, আবার পণ কর; দেখি, কে জয়লাভ করে?' এই বলিয়া আবার নূতন পণে নূতন করিয়া ক্রীড়া করিবে। বলিবে, পূর্ব পণ হইতে এ পণ কিন্তু নূতন। যদি তাহাতেও নায়িকা পরাজিত হয়, তবে দ্বিগুণভাবে অর্ধরোদনের সঙ্গে সঙ্গে করবিধুননাদি করিবে।।'১৩।।

কপটদ্যুত কী, তাহা বলিতেছেন–

'প্রণয়কহলে ব্যাপৃত বা কপট-বিশ্বাস উৎপাদন দ্বারা প্রমাদপ্রাপ্ত (অসাবধান) নায়কের অধর গ্রহণ করিয়া দশন মধ্যে স্থাপিত করবে, বাহির না করিয়াই হাসিবে, চেঁচাইবে, তর্জন করিবে, ভাবভঙ্গির সহিত অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া চাপিয়া চাপিয়া ধরিবে, সখীদিগকে ডাকিবে বা বয়স্যগণকে ডাকিবে, নৃত্য করিবে, প্রনর্ত্তিতভ্রুবিশিষ্ট বিচলিত নেত্রে মুখে উপহাস করিয়া সেই সেই কথা বলিবে। চুম্বনদ্যুতকহল এইরূপে সাধিত হইবে।।'১৪।।

নায়িকা নানাপ্রকার বাক্যোপষ্টম্ভ (গল্পগুজব) পাড়িয়া নায়কের বিশ্বাসোৎপাদন করিবে বা প্রমত্ত করিয়া তুলিবে। তখন নায়ক বিশ্বাস করিয়া প্রমাদবশে যেই অন্যমনস্ক হইবে, আর অমনি সেই অবসরে নায়কের অধর অষ্টপুটদ্বারা গ্রহণ করিয়া এমনভাবে দশন দ্বারা চাপিয়ে ধরিবে, যেন অধর ছাড়াইয়া বাহির না করিতে পারে; কারণ, অপরাধ করিয়াছে। যদি নায়িকা পরে অধরগ্রহণ করে বা ধরিয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে যথাসম্ভব পরে আবার ধরিয়া উত্তর দিবার চেষ্টা করিবে। নায়িকা প্রমোদবশে অধর ধারণে স্খলিত হইলেও কপটদ্যুতে তাহারই জয় হইতে দেখা যায়। এইরূপে কপটে জয়লাভ করিয়া হাসিবে। সশব্দে হাস্যে—(খল খল করিয়া) হাসিয়া উঠিবে। অত্যন্ত পরিতোষসহকারে মৃদুহাস্যই বা করিবে। 'আমি জয় করিয়াছি' বলিয়া ফুকরাইবে। ধরা পড়িয়াছ, এখন তোমার অধর কামড়াইয়া দিই; এই বলিয়া তর্জন করিবে। হাবভাবসহকারে 'আড়ামোড়া' খাইবে; কিন্তু নায়কের গায়ের উপর ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িবে, নায়ককে ঠেলিয়াই ফেলিবার চেষ্টা করিবে। অন্য সখীকে ডাকিয়া বলিবে, যাও একবার দেখ গিয়া, আমি কি করিয়াছি। পরিতোষসহকারে নৃত্য করিবে। সভ্রুভঙ্গে কটাক্ষপাত করিয়া কুটিলমুখে উপহাস করিবে; কারণ, এই সময়ে কলহের অবসান করিতে হইবে এবং অনুরাগদীপন সেই সেই কথাও বলিবে।–এই-ত গেল একপক্ষের ব্যাপার। এইক্ষণে উভয়পক্ষের কলহপ্রকার বলা যাইতেছে।–

যদি নায়কই পরাজিত হইয়া থাকে বা জয় করিয়াই থাকে, তথাপি সেইরূপ চেষ্টাই করিবে, নতুবা কলহ হইবে না।–দৃঢ়ভাবে অধর পীড়িত করিয়া সীৎকারের সহিত মস্তক কাঁপাইবে। ঠেলিয়া ফেলিলেও ধরিতে ছাড়িবে না। যদি কামড়ায়, তথাপি ছাড়িবে না, কামড়াইবে। ফিরিয়া থাকিলেও আবার ফিরিয়া লইবে। বিবাদ করিতে থাকিলে, বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। 'এই অপর পণ, বলিয়া পণ রাখিয়াছে, এখন তাহা দাও' বলিয়া ধরিবে। জেতা পণ আদায়ের জন্য দ্বিগুণ আয়াস করিবে। যাহাতে দ্বিগুণ পণ আদায় হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। যদি—পরাজিত হয়, তথাপি বিলক্ষণভাবে উপহাস করিবে। আমিই জয় করিয়াছি, আমিই জয় করিয়াছি, এই বলিয়া নায়িকা ফুকারিলে, মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া ফুকরাইবে। নায়িকা ধরিয়া—'এইবার এখন কামড়াই' বলিয়া তর্জন করিতে থাকিলে, 'এইবার এখন আমি কামড়াই,' বলিয়া প্রতিতর্জন করিবে। হাবভাবসহকারে গায়ে গড়াইয়া পড়িবে ও ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। সখীকে ডাকিতে থাকিলে মিত্রগণকে ডাকিতে আরম্ভ করিবে। নায়িকা নাচিতে থাকিলে, নায়কও হাতে তালি দিয়া নাচিতে থাকিবে। উপহাস করিয়া সেই সেই কথা বলিতে থাকিলে, তাহার প্রতিষেধার্থ নায়কও সেই সেই কথা বলিতে থাকিবে। এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—যদি নায়িকা কর্তৃক জিত হইয়াই থাকে বা নায়িকাকে পরাজিত করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলেও চুম্বনদ্যুতকর্ম নায়িকার সম্পূর্ণ চেষ্টার অনুকরণ করিয়া কলহ বাধাইয়া দিবে।।'১৪।।

'ইহা দ্বারা নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য এবং প্রহণনদ্যুতকলহও ব্যাখ্যাত হইল।।'১৫।।

'নায়ক ও নায়িকা চণ্ডবেগ হইলে, এই কলহের প্রয়োগ হইতে পারে। তাহারাই এরূপ বিমর্দ সহিতে সক্ষম, মন্দবেগেরা সহিতে সক্ষম হইবে না।।'১৬।।

ইহার পর উত্তরোষ্ঠবিধি কী, তাহা বলিতেছেন–
'নায়িকা চুম্বন করিতে থাকিলে, নায়কও উত্তর গ্রহণ করিবে। ইহাকে উত্তর-চুম্বিত কহে।।'১৭।।

'উভয়েই যুগপৎ যাহা করিতে পারিবে, তাহার বিধান করিতে হইলে, উভয়েই উভয়ের ওষ্ঠদ্বয় গ্রহণ করিয়া মুখের মখের মধ্যে লইয়া উভয় ওষ্ঠকেই চুম্বন করিবে। এইরূপ স্ত্রীর পক্ষে সম্পুটক পুরুষের প্রয়োজন। সেইরূপ পুরুষের পক্ষে যদি শ্মশ্রু না জন্মিয়া থাকে, তবে স্ত্রীর প্রয়োজন।।'১৮।।

এইরূপে—ত্রিবিধ ওষ্টচুম্বন বলিয়া, সম্পূটান্তর্গত বলিয়া এখন অন্তর্মুখচুম্বনের বিশেষত্ব বলিতেছেন–
'সেই সম্পুটচুম্বনে নায়ক বা নায়িকা জিহ্বা দ্বারা নায়ক ও নায়িকার দশনগুলি মার্জিত করিবে।

সেইরূপ জিহ্বা উপরের দিকে প্রসারিত করিয়া তালু ও জিহ্বাকে সংমার্জিত করিবে।।'১৯।।
ইহাকে জিহ্বাযুদ্ধ কহে।

'ইহাকে অন্তর্মখচুম্বন, দশনচুম্বন, জিহ্বাচুম্বন এবং তালুচুম্বন কহে। ইহা দ্বারা বলপূর্বক বদনগ্রহণ, রদনগ্রহণ ও দান (বদন-গ্রহণ—মুখচুম্বন, রদন-গ্রহণ—দন্তচুম্বন এবং চুম্বনার্থ মুখ ও দন্ত কিরূপে দিতে হইবে তাহা) ব্যাখ্যাত হইল।।'২০।।
হঠাত বদন দ্বারা বদনের ও রদন দ্বারা রদনের যে পরস্পর-যুদ্ধ—একজন চুম্বন করিতে হঠাত বদন দিবে কিংবা গ্রহণ করিলেই অন্যে গ্রহণ করিবে—এইরূপে উভয়ের গ্রহণ ও দান লইয়া মহাসংগ্রাম হইবে। তাহাতে বদনযুদ্ধ ও রদনযুদ্ধ দুইপ্রকার সাধিত হইবে।।২০।।

'স্থানবিশেষসম্বন্ধানুসারে অবশিষ্টাঙ্গুলির সম, পীড়িত, অঞ্চিত ও মৃদুচুম্বন হইবে। ইহাদ্বারা চুম্বনের সমগ্র ভেদ প্রদর্শিত হইল।।'২১।।
ঊরুসন্ধি (কুঁচকি), কক্ষ, ও বক্ষঃস্থলে সমচুম্বন, কপোল, কর্ণমূল ও নাভিমূলে (সম্বাধযন্ত্রে) পীড়িতচুম্বন, ললাট, চিবুক ও কক্ষ পর্যন্ত প্রদেশে অঞ্চিত চুম্বন এবং ললাটে ও নেত্রে মুখচুম্বন।।২১।।

সেইসকল চুম্বন অবস্থাভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়।–
'সুপ্তনায়কের মুখ অবলোকন করিয়া নায়িকা স্বাভিপ্রায়ানুসারে যে চুম্বন করিবে, তাহাকে রাগদীপন কহে।।'২২।।
স্বাভিপ্রায়ানুসারে—অর্থাৎ যাহা হইলে নিজে ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিবে, এরূপভাবে চুম্বন করিবে। এরূপ করিলে নায়িকার অনুরাগ উদ্দীপিত হইবে। এইজন্য এই চুম্বনকে রাগদীপন বলা যায়। ইহাতে চুম্ব্যমান নায়ক প্রতিবোধিত হইয়া উঠিতে। জাগ্রতনায়কের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে; তবে তদবস্থায় তাহা সাম্প্রয়োগিকই হইবে।।২২।।

'গীত ও আলেখ্যাদিতে প্রসন্নচিত্ত নায়কের প্রমাদব্যাঘাতার্থ, নায়িকার সহিত বিবদমান নায়কের বিবাদব্যাঘার্থ, অন্যদিকে অভিমুখ নায়কের অন্যদিকে দৃষ্টি ব্যাঘাতার্থ, নিদ্রা যাইতে ইচ্ছুক নায়কের নিদ্রাব্যাঘাতার্থ যে চুম্বন করা যায়, তাহাকে চলিতক কহে।।'২৩।।

'অসময়ে বা অধিকরাত্রে সমাগত নায়ক, শয্যায় সুপ্ত নায়িকার স্বাভিপ্রায়ানুসারে যে চুম্বন করে, তাহাকে প্রাতিরোধিক চুম্বন বলা যায়।।'২৪।।

‘নায়িকা নায়কের অনুরাগ জানিবার জন্য আগমনকাল জানিতে পারিয়া ছলক্রমে নিদ্রা যাইবে।।’২৫।।
নায়ক আসিয়া যদি প্রাতিবোধিক চুম্বন দেয়, তবেই জানিতে পারিবে—নায়ক অনুরক্ত।।২৫।।

‘দর্পণে, আলোকযুক্ত কুড্যে (দেওয়ালে), বা জলে পতিত নায়িকার ছায়ামুখে নিজভাবসূচক আকারপ্রদর্শনার্থ চুম্বন করিবে।।’২৬।।

‘নিজক্রোড়ে বালকের, আলেখ্যের বা মৃচ্ছিলাকাষ্ঠদিময় প্রতিমার মুখচুম্বন ও প্রযোজ্যা নায়িকার সম্মুখে তাহাদিগের আলিঙ্গনকে সংক্রান্তক বলা যায়।।’২৭।।
স্পর্শগোচরাভীত অপ্রাপ্তসম্ভাষণ বেওং অলব্ধসমাগম নায়ক-নায়িকার পক্ষে ইহা প্রয়োজন।।২৭।।

‘সেইরূপ আকার প্রদর্শনার্থ রাত্রে প্রেক্ষণকস্থলে (যাত্রারঙ্গালয়ে), স্বজনসমাজে (জ্ঞাতিবন্ধগন একত্র মিলিত হইলে) নিজের নিকটে উপবিষ্ট নায়ক বা নায়িকার, কিংবা নিজের নিকটে আগত নায়ক বা নায়িকার হস্তাঙ্গুলি চুম্বন বা নায়িকার নিকটে শায়িত নায়কের পাদাঙ্গুলি চুম্বন কর্তব্য।।’২৮।।
হস্তাঙ্গুলি-চুম্বনের প্রয়োক্তা উভয়েই, পাদাঙ্গুলিচুম্বনের প্রয়োক্ত্রী কেবল নায়িকাই; (ইহা ঠিক নহে, সুবিধা হইলে নায়িক গর্হিতাচরণ দ্বারা নায়কাকে আয়ত্ত করিতে পারে) নায়ক নহে, কারণ, ঐ ব্যাপারটি গর্হিত।।২৮।।

‘নায়কের সম্বাহনকারিণী নায়িকা তাহার ভাবসূচক আকার জানিবার জন্য যেন নিদ্রাবশে, যেন ইচ্ছা না করিয়াই, নায়কের ঊরুযুগলে মুখ রাখিবে ও ঊরু চুম্বন করিবে, এবং পাদাঙ্গুষ্ঠ চুম্বন করিবে। ইহার নাম আভিযোগিক। ইহার প্রয়োজন অভিযোগ। আমি তোমায় ভালবাসি; কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস কিনা জানি না। ভালবাস কী?—যেন এই অভিযোগ, ইহা দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে।।’২৯।।

‘এ বিষয়ে শ্লোক আছে—প্রয়োক্ত্রী সাম্প্রয়োগিক বা অভিযোগিক প্রযুক্ত করিলে, তাহার প্রতিকার করিবে। তাড়িত বা চুম্বিত করিলে তদনুরূপ প্রতিতাড়িত বা প্রতিচুম্বিত করিবে। নায়িকা যে উপায়ে তাড়ন বা চুম্বন করিবে, নায়কও সেই উপায়ে তাড়ন বা চুম্বন করিবে। অন্যথা নায়িকা নায়ককে স্তম্ভের বা পশুর ন্যায় মনে করিয়া বিরক্ত হইবে।।’৩০।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে আলিঙ্গনবিচার নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।২।।

ষষ্ঠ ভাগ – চতুর্থ অধ্যায়

নখরদনজাতি

পুর্বকথিতানুরূপ চুম্বনদ্বারা নায়িকা নায়কের রাগদীপন হইবে। সেই বর্ধিত অনুরাগকে আরও দ্বিগুণ বর্ধিত করিবার জন্য নখরদনচ্ছেদ্য প্রয়োগ করা উচিত। সেই জন্য নখরদনচ্ছেদ্যজাতি নামক চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে।–নখরদনচ্ছেদ্যজাতি শব্দের অর্থ নখবিলেখনপ্রকার।

অর্থাৎ কি প্রকারে কোথায় নখবিলেখন করিলে রাগের বৃদ্ধি হইবে তাহাই এই অধ্যায়ে বলা যাইতেছে—

নখবিলেখন কি?
'রাগের বৃদ্ধি হইলে, নখদ্বারা যে সংঘর্ষণ-ব্যাপার করা যায়, তাহাকে নখবিলেখন বলে।।'১।।

তাহার প্রয়োগ কোন অস্ময়ে এবং কাহার উপর কর্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতেছেন–
'প্রথম সমাগমকালে প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে, প্রবাসে গমনকালে, ক্রুদ্ধ-নায়িকা প্রসন্ন হইলে এবং মদ্যপানাদিদ্বারা মত্ত নায়িকার উপরেই তাহার প্রয়োগ কর্তব্য। যাহারা চণ্ডবেগ নহে, অর্থাৎ মন্দবেগ ও মধ্যবেগ, তাহাদিগের উপর তাহার প্রয়োগ নিত্য নহে; কদাচিৎ কর্তব্য।।'২।।
মন্দবেগ ও মধ্যবেগ নায়ক-নায়িকার পক্ষে নখবিলেখনের প্রয়োগ নিত্য কর্তব্য নহে; কিন্তু প্রথমসমাগমাদিকালে ও ক্রুদ্ধপ্রসন্না, মত্তা নায়িকার এবং ক্রুদ্ধপ্রসন্ন ও মত্ত নায়কের অঙ্গে কর্তব্য। চণ্ডবেগনায়ক-নায়িকার নিত্য প্রয়োজন।।২।।

'সেইরূপ দশনচ্ছেদ্যেরও প্রকৃতি-যোগ্যানুসারে প্রয়োগ কর্তব্য।।'৩।।
রাগবৃদ্ধি হইলে যে সংঘর্ষণ-ব্যাপার দশনদ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে দশনচ্ছেদ্য কহে। রাগের মন্দতা থাকিলে দশনগ্রহণ মাত্র কর্তব্য। প্রকৃতিস্বরূপানুসারে যদি সেই নায়ক ও নায়িকা অচণ্ডবেগ হয় ও সহ্য করিতে না পারে, তবে তাহার প্রয়োগ অকর্তব্য।।৩।।

'নখবিলেখন রূপতঃ অষ্টবিধ। যথা—আচ্ছুরিতক, অর্ধচন্দ্র, মণ্ডল, রেখা, ব্যাঘ্রনখ, ময়ূরপদক, শশপ্লুতক এবং উৎপলপত্রক।।'৪।।
রূপতঃ—আকৃতি অনুসারে। নখবিলেখন দ্বিবিধ—রূপবৎ ও অরূপবৎ। তাহার মধ্যে যে কাহারও

আকারের অনুকরণ করে, তাহাকে রূপবৎ বলে। যেমন আচ্ছুরিতকাদির আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার লক্ষণ পরে বলিবেন। আর তাহা কাহারও আকারের অনুকরণ করে না, তাহা অরূপবৎ। উহা ত্রিবিধ—মৃদু, মধ্য ও অতিমাত্র।।৪।।

'কক্ষদ্বয়, স্তনদয়, গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ, জঘনস্থল (ঊরুস্থলের উপরিভাগ), ঊরুযুগল—নখবিলেখনের স্থান।।'৫।।
এই মতটিই আচার্যের। জঘনশব্দ দ্বারা কটি, তদেকদেশ, তৎপুরোভাগ এবং নিতম্বস্থলও বুঝিতে হইবে।।৫।।

'সুবর্ণনাভ বলেন—যে নায়ক-নায়িকার রতিচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে আর স্থান-অস্থান কিছুই নাই।।'৬।।
যদ্যপি সুবর্ণনাভ প্রবৃদ্ধরতিচক্রের পখে স্থানাস্থান নির্ণয় করিতে নিজের পরাঙ্মুখতা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, তথাপি যে শাস্ত্রকার রূপবৎ নখদশনচ্ছেদ্যের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার গূঢ় কারণ আছে। দেখা যাক, নায়ক-নায়িকার সমবস্কা বা সমবয়স্কেরা প্রায়ই অঙ্গে কোন রেখাঙ্কিত চিহ্ন দেখিলে রজনিজ-কেলির কথা তুলিয়া নায়ক ও নায়িকার রাগদীপন করিয়া থাকে; সুতরাং সুবর্ণাভের ন্যায় তত্ত্ববিচারপরায়ণ হইয়া এতাদৃশ মহাভীষ্টসিদ্ধিকর একটি বিশেষ ব্যাপারের প্রকৃতথ্যনির্ণয়-পক্ষে বৈরাগ্য প্রদর্শন করা একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।।৬।।

ছেদ্যবিধান নখরাধীন; সুতরাং তাহার আশ্রয়, কল্পনা, গুণ ও প্রমাণ অনুসারে অনুষ্ঠানবিধির প্রদর্শন করিতেছেন–
'চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকার বামহস্তের নখগুলি নবীনাগ্রসম্পন্ন ও দুই-তিন শিখর (করাতের দাঁতের ন্যায়)-বিশিষ্ট হইবে।।'৭।।
ইহার বিপরীত হইবে মন্দবেগ ও মধ্যবেগ নায়ক-নায়িকার। তন্মধ্যে ঈষৎপ্রমৃষ্টাগ্র ও শূকাকৃতি (শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্রকার) মধ্যবেগ নায়ক-নায়িকার এবং প্রমৃষ্টাগ্র ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি হইবে মন্দবেগ নায়ক-নায়িকার। এইরূপে তিনপ্রকার নখর-কল্পনা অবশ্য কর্তব্য।।৭।।

'নখের মধ্যে বিবিধবর্ণীয় রেখা থাকিবে। তাহার পৃষ্ঠ সমান—নখের পৃষ্ঠ নিম্ন ও উন্নত হইবে না, উজ্জ্বল থাকিবে—বিষ্ফুটিত হইবে না (চটা-ওঠা না হয়), বর্দ্ধনশীল, মৃদু, অর্থাৎ কোমল ও স্নিগ্ধদর্শন।–এইগুলি নখের গুণ হইবে।।'৮।।

'গৌড়বাসীদিগের নখ দীর্ঘ, হস্তশোভী এবং দর্শনে স্ত্রীগণের চিত্তাগ্রাহী হইয়া থাকে।।'৯।।
নখচ্ছেদ্য করিতে অক্ষম বলিয়া কেবল হস্তশোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। গৌড়বাসীদিগের এই দুইটি মাত্র গুণ; কারণ, গৌড়বাসীগণ প্রায়শঃ স্পর্শসুখকারী কোমলপ্রকৃতি নখচ্ছেদ্যে অপটু।।৯।।

'দাক্ষিণাত্যগণের নখ হ্রস্ব, কর্মসহিষ্ণু এবং সেসকল অর্ধচন্দ্রাদি বিকল্প কথিত হইয়াছে, উহার প্রয়োগবিষয়ে প্রয়োক্তার ইচ্ছানুসারে রেখাপাত করিতে সক্ষম।।'১০।।
হ্রস্র বলিয়া রেখাঙ্কনাদি সহিতে পারে, কিন্তু ভাঙিয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যগণ খররাগসম্পন্ন ও কঠোরপ্রকৃতি নখচ্ছেদ্য পরিপটু।।১০।।

'মহারাষ্ট্রকগণের নখর মধ্যম, নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব এবং দীর্ঘনখগুণ ও হ্রস্রনখগুনযুক্ত।।'১১।।
মহারাষ্ট্রকগণ বিচক্ষণ, তাহারা কোমল-প্রকৃতি ও কঠোর-প্রকৃতি-সম্পন্ন। তাহাদিগের রাগও কোমল ও খরবেগসম্পন্ন। এজন্য তাহারা নখচ্ছেদ্যে বিচক্ষণ।।১১।।

আচ্ছুরিতকাদির লক্ষণ ও পরভাগার্থ তাহাদিগের প্রয়োগস্থান কীর্তন করিতেছেন—
'সেই মধ্যামাকৃতি নখপঞ্চক পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে হনুদেশে (চোয়াল), স্তনোপরি ও অধরপ্রান্তে সন্নিবেশিত করিবে, তারপর শনৈঃ শনৈঃ আকর্ষণ করিয়া সুসংযমিত করিতে হইবে। পরে যাহা হইলে রেখাপাত না হয়, এমন ভাবে লঘুক্রিয়া করিবে। তাহার কেবল স্পর্শমাত্রই ফল। তদ্দ্বারা শেষে রোমাঞ্চ হইবে। যখন আকুঞ্চিত নখপঞ্চক পরস্পর পরস্পরে ঘর্ষিত হইয়া সবেগে অল্পমাত্র চর্মস্পর্শ করিয়া আচ্ছুরিত হইবে, তখন এপ্রকার চট্‌চট্ শব্দ করিবে। সেই ক্রিয়াকেই আচ্ছুরিতক বলা যায়।।'১২।।

অন্যান্য স্থান-বিশেষে বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে সেই আচ্ছুরিতক প্রযুক্ত হইতে পারে—
'প্রযোজ্যা নায়িকার অঙ্গসম্বাহন যে যে স্থানে করিতে পারা যায়, শিরঃকণ্ডূয়ঙ্কালে মস্তকে, যে স্থানের পিটকভেদন (স্ফোটক-গলন, ফুস্‌কুড়ি-গালা) করা যায়, কিংবা কিহ্চু করতে না দিলে ভয় দেখাইবার জন্য সেই আচ্ছুরিতকের সেই সেই স্থলে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।।'১৩।।
এই আচ্ছুরিতক আবস্থিক (অবস্থানুসারে ইহার প্রয়োগ কার্য) বলিয়া সকল সমাননায়িকাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। আবস্থিক কার্যবশে ইহার প্রয়োগ নায়িকাও করিতে পারে।।১৩।।

'গ্রীবায় ও স্তনপৃষ্ঠে বক্রভাবে যে নখপদনিবেশ (নখ বসাইয়া দেওয়া) তাহাকে অর্ধচন্দ্রক বলা যায়।।'১৪।।
গ্রীবাপার্শ্বে বহির্মুখ ও স্তনপৃষ্ঠে ঊর্ধ্বমুখ হইবে। সূচ্যগ্র, কনিষ্ঠাগ্র বা মধ্যমাগ্র দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকার নিষ্পাদ্য।।১৪।।

‘দুইটি অর্ধচন্দ্র পরস্পর অভিমুখভাবে নিষ্পাদিত হইলে যে রেখা বর্তুলাকার হয়, তাহাকে মণ্ডল কহে।।’১৫।।

‘নাভিমূলে (সম্বাধোপরিভাবে), ককুন্দরে (নিতম্বদ্বয়ের উপরিস্থ আবর্তবৎ কূপকদ্বয়ে) এবং বঙ্ক্ষণপ্রদেশে (উচ্চসন্ধিস্থানে, কুঁচকিতে) তাহার প্রয়োগ কর্তব্য।।’১৬।।

‘অনতিদীর্ঘভাবে লেখা সর্বস্থানেই প্রযোজ্য।।’১৭।।

‘স্তনমণ্ডল হইতে উত্থাপিত করিয়া, স্তনযুগলের আকণ্ঠ রেখা বক্রভাবে প্রয়োগ করিলে, তাহার নাম ব্যাঘ্রনখক হইবে।।’১৮।।

‘অভিমুখীকৃত নখপঞ্চক দ্বারা স্তনযুগলের চূচুকাভিমুখী যে রেখা করা যায়, তাহাকে ময়ুরপদক কহে।।’১৯।।
স্তনমুখের নিম্নে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া স্তনতটে অঙ্গুলিগুলি সংশ্লিষ্টভাবে রাখিয়া চূচুকের (বোঁটার) অভিমুখে আকর্ষণ করিবে। ইহাতে যে রেখাপাত হইবে তাহাকে ময়ূরপদক—ময়ূরপদাকৃতি বলিয়া, সেই নামেই অভিহিত করা হয়। ।১৯।।

‘যে নায়িকা নায়কের সম্প্রয়োগকে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করে, তাহার স্তনচূচুকে নখপঞ্চক সম্মিলিতভাবে স্থাপিত করিয়া বলপূর্বক ছুপিয়া ধরিবে; তাহাতে যে রেখা হইবে, তাহাকে শশপ্লুতক বলা যায়।।’২০।।

‘স্তনপৃষ্ঠে ও মেখলাপথে (যে স্থানে মেখলা রেট্, চন্দ্রাহার ধারণ করে, অর্থাৎ স্ত্রীকটিদেশ) পদ্মপত্রাকৃতি রেখাপাতনকে উৎপলপত্রক বলা যায়।।’২১।।
স্তনপৃষ্ঠে একটি পত্রাকৃতি ও মেখলাপথে মাল্যবৎ বহুপত্রাকৃতি কর্তব্য।।২১।।

‘প্রবাসগামী বা প্রচ্ছন্ন নায়কের স্মারণীয়ক, প্রযোজ্যা-নায়িকার ঊরুযুগলে এবং স্তনপৃষ্ঠে পরস্পর মিলিত তিন-চারটি রেখা কর্তব্য। এইরূপ নখকর্ম সম্পাদনীয়।।’২২।।
এই নখচ্ছেদ্য প্রবাসগামী বা প্রচ্ছন্ন নায়ককে—জার বা উপপতিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়, ইহার নাম স্মারণীয়ক। বহুদিন প্রবাসকালে থাকিয়া চিরবিপ্রয়োগ না ঘটায়—এই উদ্দেশ্যে চারটি রেখা, দীর্ঘপ্রবাসে তিনটি রেখা ও হ্রস্বপ্রবাশে ২/১টি রেখা দিনসংখ্যানুসারে সম্পাতনীয়। ইহার প্রয়োগকর্ত্রী নায়িকাও হইতে পারিবে।।২২।।

‘এইরূপে অন্যান্য আকৃতিযুক্ত চিহ্নও করিবে।।’২৩।।
পক্ষী, কুসুম, কলস, পত্র ও লতা প্রভৃতির আকারের ন্যায় আকারও সেই সেই স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।।২৩।।

‘আচার্যেরা এইরূপ মনে করেন যে, ছেদ্যের আকার-প্রকার অনেক, কৌশল-বিধি অনন্ত এবং অভ্যাসও সকলেরই থাকিতে পারে। এ অবস্থায় রাগাত্মক চ্ছেদ্যের প্রকারসংখ্যা করিতে সে সমর্থ?||’২৪।।
ছেদ্য অষ্টপ্রকারই নহে, অনন্তপ্রকার; সুতরাং তাহার নির্ণয় করিয়া সংখ্যানির্দেশ করা অসম্ভব। যে তাহার নির্ণয়ার্থ অগ্রসর হইবে, তাহাকে প্রথমতঃ কৌশলকরণ শিক্ষা করিতে হইবে। কৌশলকরণ অবশ্য অভ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না; সুতরাং অভ্যাসের অপেক্ষাও করিতে হইবে। তারপর, যদিই একই বিষয় অভ্যাস করা যায়, তবে সে অভ্যাস অন্যবিধ কৌশলকরণের সাহায্য করে না; সুতরাং সকল কৌশলকরণেই অভ্যাস করিতে হয়। অতএব একই ব্যক্তি দ্বারা চ্ছেদ্যের প্রকার-ভেদ নির্ণয় অসম্ভব। তবে আপাততঃ এই অষ্টপ্রকার কথিত হইয়াছে মাত্র। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আছে, তাহাও জ্ঞাতব্য। তাহার পর, ছেদ্যটি রাগাত্মক, অর্থাৎ রাগবৃদ্ধি হইলেও ছেদ্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে; সুতরাং তখন নায়ক বা নায়িকা কোন্ রূপ ছেদ্য প্রয়োগ করিবে, সরূপ কি অরূপ, তাহার নির্ণয় নিতান্তই অসম্ভব। অতএব তৎকালে অষ্টবিধ বিকল্পমাত্র ছেদ্য, এ কথা বলাও চলিতে পারে না। ফলকথা, উক্ত অষ্টবিধ ছেদ্যের অভ্যাসে পরিপটু হইলে তাহার ছেদ্যবিষয়ে হাত আসিবে। তখন সে ইচ্ছানুসারে ও বুদ্ধি অনুসারে বা কল্পনার সাহায্যে, যাদৃশ ইচ্ছা করিবে, তাদৃশ ছেদ্যই প্রয়োগ করিতে পারিবে। ইহাই আচার্যগণের অভিপ্রায়।।২৪।।

‘যদ্যপি ছেদ্যের আনন্ত্য-অনন্তপ্রকারতা আছে সত্য, তথাপি দেখা যায়, রাগকালও ছেদ্যের বৈচিত্রকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ছেদ্যের বৈচিত্রকে অবলম্বন করিয়া, পরস্পর অনুরাগ জন্মাইয়া থাকে; আর বৈচিত্র্যজ্ঞান থাকিলে, বিচক্ষণতাযুক্ত গণিকা ও বৈচক্ষণ্যযুক্ত তৎকামী নায়ক, ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রার্থনীয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দেখা যায়,–ধনুর্বেদাঙ্গ শস্ত্রকর্মশাস্ত্রও বৈচিত্র্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং কামশাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায় বৈচিত্র্যাভ্যাস বলিয়া, ইহাতে যে বৈচিত্র্যের আদর করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি হইতে পারে?||’২৫।।

বিদ্যা দ্বিবিধ—জ্ঞানবিদ্যা ও কর্মবিদ্যা। ধনুর্বেদে দেখা যায়, আগমনকারী অপর শরের সন্ধান করিয়া স্বীয় শরদ্বারা ছেদন এবং এক সন্ধানে অনেক শরমোচন—ইত্যাদি কর্মবৈচিত্র্য আছে। এই হইল

কর্মবিদ্যা। তাহার শিক্ষা শাস্ত্রানুসারে হইলেই তাহাকে জ্ঞানবিদ্যা বলা যায়; সুতরাং নাগর ও অনাগর এতদুভয়ের ভেদরক্ষার জন্য কামশাস্ত্রীয় বৈচিত্র্যাভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য।।২৫।।

'এই প্রকারের বৈচিত্র্যচ্ছেদ পরপরিগৃহীত বৈচক্ষণ্যযুক্ত-নায়িকার প্রযোজ্য নহে; সুতরাং ইহার প্রয়োগ সেই নায়িকায় করিবে না। তবে তাহাদিগের অনুস্মরণ ও রাগবর্ধনার্থ প্রচ্ছন্ন-প্রদেশে—অর্থাৎ ঊরু-জঘন-বক্ষণাদি স্থানে নখচ্ছেদ্যবিশেষ প্রয়োগ করিবে। তাহা দেখিয়া স্মরণ করিবে ও অনুরক্ত হইবে।।'২৬।।

'গূঢ়স্থানে নখক্ষত-দর্শনকারিণী কামিনীর অতীব প্রাচীনতম প্রীতি আবার অকৃত্রিমভাবে নূতন আকারের হইয়া থাকে।।'২৭।।

'অনুরাগ চিরপরিত্যক্ত হইলে প্রীতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যদি রাগের আয়তন—রূপ, যৌবন ও গুণ, এতত্রিতয়ের স্মরণকারী নখক্ষত না থাকে।।'২৮।।

'নখোচ্ছিষ্টপয়োধরা যুবতীকে যে দূর হইতেও দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত অপরিচিত পর হইলেও তাহার প্রতি তার অনুরাগ—অত্যান্ত গৌরবের সহিত অভ্যুদিত হয়।।'২৯।।

'পুরুষেরও প্রদেশবিশেষে নখচিহ্ন প্রদর্শিত হইলে, তাহা দেখিয়া রমণীগণ মনকে স্থির রাখিতে পারে না। তপস্যাদি দ্বারা মন সংযমিত হইলেও প্রকৃতিত; চঞ্চল হইয়া উঠে।।'৩০।।

'নখ ও দন্ত হইতে অভ্যুত্থিত ছেদ্যচিহ্নাদি-প্রবৃত্তি যেমন রাগবর্দ্ধন, সেরূপ রাগবর্দ্ধন অন্যকিছু আর তত পটুতর নহে।।'৩১।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে নখরদনজাতি নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।।৪।।

ষষ্ঠ ভাগ – পঞ্চম অধ্যায়

দশনচ্ছেদ্যবিধি ও দৈশিক উপচার নির্ণয়

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নখচ্ছেদ্যনিরূপণার্থ উপক্রম করিয়া তদধিক দশনচ্ছেদ্যও নির্ণয় করিবার জন্য প্রকরাণানুসারে যথাসম্ভব কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি কাল ও দেশের প্রবৃত্তির অনুরূপ না হইলে রাগবর্দ্ধনের কারণ হয় না; সুতরাং এ অধ্যায়ে দেশপ্রবৃত্তির অনুরূপ উপচার নির্ণয়ার্থ উপক্রম করিতেছেন। এ অধ্যায়ে প্রকরণদ্বয় কথিত হইবে।

তন্মধ্যে পূর্বে ছেদ্যের স্বরূপ, বিষয় ও কাল নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু স্থান নির্ণয় করা হয় নাই। এইজন্য এস্থলে তাহার স্থাননির্ণয় করিতেছেন—

‘উত্তরৌষ্ঠ, অন্তর্মুখ—জিহ্বা ও নয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকল স্থানগুলিই দন্তবিলেখনযোগ্য বলিয়া জানিবে।।’১।।
ললাট, অধর, ওষ্ঠ, গল, কপোল, বক্ষঃ এবং স্তন, লাটদিগের ঊরুসন্ধি, বাহু ও নাভিমূল দশনবিলেখনের উপযুক্ত স্থান।।১।।

দশনপঙ্ক্তির গুণকীর্তন করিতেছেন—

‘সমান, স্নিগ্ধচ্ছায়া (খস্‌খসে নহে), রাগগ্রাহী (তাম্বুলভক্ষণাদি করিলে লোহিত হয়), উপযুক্ত প্রমাণ (মোটা ঢেবা ইত্যাদি নহে), নিশ্ছিদ্র (বেশ ঘন ঘন গ্রথিত) এবং তীক্ষ্ণাগ্রসম্পন্ন দন্তগুলি হইবে। দশনের গুণ এই প্রকারের জানিতে হইবে।।’২।।
সমানতা ও স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্নতা—এই গুণদ্বয় দশনের শোভার্থ। উপযুক্ত প্রমাণতা, ঘনত্ব এবং তীক্ষ্ণাগ্রত্ব; এই তিনটি গুণ শোভার্থ ও ছেদ্যার্থ দ্রষ্টব্য।।২।।

‘কুণ্ঠত্ব (কুড়েমারা, পোকায় খাওয়া, কালাটে ইত্যাদি), যাহার মধ্যে ফাটিয়া রেখা উদ্গত হইয়াছে, পরুষ (ঘস্‌খসে), বিষম (উচ্চনীচভাবের ট্যাডা-বেঁকা ভাবের) শ্লক্ষ্ণ ও পৃথু (ঢেরা চেপটা ইত্যাদি) এবং বিরল (ফাঁক ফাঁক ওঠা), দন্তের দোষ।।’৩।।
যদিও গুণকীর্তন করিলেই তদ্বিপরীতগুলি দোষ ধরিয়া লওয়া যাইত; তথাপি দোষকীর্তন করায় বুঝিতে হইবে, এগুলি প্রধান দোষ। তাহা হইলে, যদি দশনে তাম্বুলরাগ প্রভৃতি গ্রহণ না করিতে

পারে, তবে তাহা একান্ততঃ দোষের হইবে না। দেখিয়ে পাওয়া যায়, শুদ্ধদন্ত প্রায়শই বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে রাজ্যূদ্গাত। পরুষ ও বিষম, এই তিনটি আননের শোভালোপকারী এবং কুণ্ঠতাদি কার্যকরণে অসামর্থ্যবশতঃ দোষপদবাচ্য বলিতে হইবে।।৩।।

'গূঢ়ক, উচ্ছূনক, বিন্দু, বিন্দুবালা, প্রবালমণি, মণিমালা, খণ্ডভ্রক এবং বরাহচর্বিতক—এইগুলি দশনচ্ছেদ্যের প্রকার।।'৪।।

সংক্ষেপতঃ দশনচ্ছেদনবিকল্প কথিত হইল। ইহার লক্ষণ ও প্রয়োগ-স্থান বলিতেছেন—

'কেবলমাত্র রাগ প্রদর্শিত হয় এবং অনতিলোহিত চিহ্নের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যাহা তাহাকে গূঢ়ক কহে।।'৫।।
একটি শ্রেষ্ঠ দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া নিষ্পাদিত করিবে।।৫।।

'তাহাই পীড়ন দ্বারা উৎপাতিদ হইলে উচ্ছুনক নামে অভিহিত হয়।।'৬।।
অর্থাৎ চিহ্নপরিমিত স্থান ফুলিয়া উঠিলে উচ্ছুনক নাম হইবে।।৬।।

'সেই দুইটিও বিন্দু; এই তিনটি অধরমধ্যে বিনিপাত্য।।'৭।।

উচ্ছুনকের আরও বিশেষ স্থান কথিত হইতেছে–
'উচ্ছুনক ও প্রবালমণি, এই দুটি কপোলতলে প্রযোজ্য।।'৮।।

কোন্ কপোলে কি বিনিপাত্য, তাহা বলিতেছেন–
'কর্ণপূর চুম্বন ও নখদশনচ্ছেদ্য বাম কপোলের অলঙ্কারস্বরূপ হয়।।'৯।।
'দন্ত ও ওষ্ঠ সংযোগে বারংবার গ্রহণ করিয়া যে পীড়ন করা যায়, তদ্দ্বারা প্রবালমণির সিদ্ধ হয়।।'১০।।
–ইহাদ্বারা ক্ষতবিবর্জিত লোহিত দন্তৌষ্ঠপদবিন্যাস নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; তাহাকে প্রবালমণি বলা যায়।।১০।।

'এই প্রকার প্রক্রিয়ায় মালাকারে পীড়ন করা হইলে, যে মালাকার লোহিত পদবিন্যাস হয়, তাহাকে মণিমালা বলা যায়।।'১১।।

'উত্তর অধর ও দশনাগ্রপ্রয়োগে ত্বকের অল্পদেশমাত্র গ্রহণ করিয়া যে সন্দংশ, অর্থাৎ খণ্ডন করা যায়, তাহাদ্বারা বিন্দুসিদ্ধি হয়।।'১২।।

'সমস্ত দশন দ্বারা যে বিন্দুশ্রেণীর উৎপাদন করা যায়, তাহাকে বিন্দুমালা বলে।।'১৩।।

‘অতএব মালাদ্বয়ই গলদেশ, কক্ষ ও বঙ্ক্ষণদেশে নিপাত্য।।’১৪।।
কারণ, ঐসকল স্থানের ত্বক মাংসল নহে, পাতলা।।১৪।।

‘ললাটে ও ঊরুদ্বয়ে বিন্দুমালা প্রযোজ্য।।’১৫।।

‘মণ্ডলাকারে—পৃথু, মধ্য ও সূক্ষ্ম দশন দ্বারা চারিদিকে গ্রহণ করিয়া কেবল স্তনপৃষ্ঠেই পীড়িত করিবে, তদ্দ্বারা যে চিহ্ন জন্মাইবে, তাহাকে খণ্ডাভ্রক নামে অভিহিত করা যায়।।’১৬।।

‘স্তনপৃষ্ঠের একভাগ হইতে অল্পত্বক গ্রহণ করিয়া দশনসন্দংশ দ্বারা চর্বিত করিবে। সেটি ছাড়িয়া আরও একটি দেশে চর্বণ করিবে। এইরূপ উপর্যুপরি চর্বণ করিতে থাকিলে, নিরন্তর অতিলম্ব বহু—চারিটি কি ছয়টি দশনপদপঙ্ক্তির রেখাপাত হইবে। তাহার মধ্যভাগে লোহিতবর্ণ হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহাকে বরাহচর্বিতক নামে নির্দেশ করা যায়।।’১৭।।

‘তদুভয়ই চণ্ডবেগ-নায়ক-নায়িকার প্রযোজ্য। এইরূপে দশনচ্ছেদ্য সম্পাদনীয়।।’১৮।।
ইহার প্রয়োক্ত্রী নায়িকাও হইতে পারে। দেশ, কাল ও কার্যবশে কোন একটি অসাধারণ হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সকলগুলিই যে অসাধারণ হইবে, তাহার কোনও কারণ দেখা যায় না। সমুদায়ে এতগুলিই দশনচ্ছেদ্য সম্প্রয়োগ-প্রযোজক মাত্র।।১৮।।

আকারপ্রদর্শনার্থ সাংক্রান্তিক আভিযোগিক কি, তাহা বলিতেছেন–
‘ভুর্জপত্রাদিকল্পিত তিলক—বিশেষকে, নীলোৎপলাদিকল্পিত কর্ণপূরে, পুষ্পরচিত আপীড়ে ও শেখরে, সংসঞ্জিত তাম্বুলে এবং সুরভি তমালপত্রে মদনলেখ—কল্পিত কামসূচকপত্রে। তাহাতেই নখচ্ছেদ্য ও দশনচ্ছেদ্য (কোন গোপনীয় অঙ্গে কর্তব্যচ্ছেদ্য নায়িকাকে কৌশলে বুঝাইবার জন্য তাদৃশচ্ছেদ্য ঐ সকল আধারে) করিয়া প্রযোজ্যা নায়িকা বা প্রযোজ্য নায়কের নিকট পাঠাইবে। ইহাকে আভিযোগিক নামে অভিহিত করা যায়।।’১৯।।
অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকা, নায়ক বা নায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের মনের ভাব জানাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্যে, যে সকল চ্ছেদ্য গোপনীয় অঙ্গে কর্তব্য, সেইসকল চ্ছেদ্য করিয়া পাঠাইবে। নায়ক বা নায়িকা তাহা দেখিয়া প্রেরণাভিপ্রায় স্পষ্টরূপেই বুঝিবে। ইহাকে আভিযোগিক কহে।।১৯।।

দশনচ্ছেদ্যবিধি এই পর্যন্তই জানিবে।

ইহার পর দেশপ্রবৃত্ত-দেশ্য উপাচার কি, তাহাই বলা যাইতেছে—

‘দেশের স্বভাব অনুসারে কামিনীদিগের সম্প্রয়োগ উপচার ব্যবহার করিবে।।’২০।।
কামিনীগণও পুরুষদিগের উপচার দেশস্বভাবানুসারে বিধান করিবে।।২০।।

‘মধ্যদেশে উদ্ভূতা আর্যপ্রায়া কামিনীরা শুচি-উপচারের ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার চুম্বন, নখ ও দন্তপদের চ্ছেদকে দ্বেষ করিয়া থাকে।।’২১।।
হিমালয় ও বিন্ধের মধ্যবর্তী কুরুক্ষেত্রের পূর্ব ও প্রয়াগের পশ্চিমসীমান্তবর্তী দেশই মধ্যদেশ। বাৎস্যায়নের অভিমতও সেইরূপ। তদ্দেশোৎপন্ন কামিনীগণ আলিঙ্গন করিতে ভালবাসে, কিন্তু উক্তত্রয়কে দ্বেষ করিয়া থাকে; কারণ, তাহারা পবিত্রাচারসম্পন্ন আর্যকল্প।।২১।।

‘সেইরূপ বাহ্লীকদেশজাত ও অবন্তিপুরসন্নিহিতদেশপ্রাদুর্ভব কামিনীগণও।।’২২।।
বাহ্লীকদেশজাতা—উত্তরাপাথিকা। আবন্তিকা উজ্জয়িনীদেশভবা। তাহাদিগকে অপরমালবী কহে। তাহারাও চুম্বনাদি তত ভালবাসে না।।২২।।

‘কিন্তু ইহারা চিত্ররত ব্যাপারে অতীব অনুরক্ত।।’২৩।।
অন্যন্ত প্রীতিকর বলিয়া ইহারা চিত্ররত বড়ই ভালবাসে। চিত্ররত কি, তাহা পরে বলা যাইবে।।২৩।।

‘পূর্বমালবজাত কামিনীগণ, আলিঙ্গন, চুম্বন, নখদন্তচ্ছেদ ও চুষণপ্রধান, ক্ষতবর্জিত, প্রহণনসাধ্য রতব্যাপার অত্যন্ত প্রিয় মনে করে।।’২৪।।
শ্রীকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রাদি ভূমি আভীরদেশ। তদ্দেশজাত কামিনীগণ চুম্বনাদিকে অতিরিক্ত ভালবাসে।।২৪।।

‘বিপাশা, শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধু—এই ছয়টি নদীর মধ্যবর্তী দেশে জাত কামিনীগণ ঔপরিষ্টক অত্যন্ত ভালবাসে।।’২৫।।
আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি ব্যাপার তাহাদের প্রিয় হইলেও তাহারা মুখেই জঘনকার্য শেষ করিয়া থাকে।।২৫।।

‘পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্তী দেশে জাত ও অপরমালবদেশের পশ্চিমসীমান্তবর্তী দেশভব কামিনীরা চণ্ডবেগা; কিন্তু সীৎকার ও প্রহার অল্প সহিতে পারে।।’২৬।।

‘বজ্রবন্তদেশের পশ্চিমে স্ত্রীরাজ্য ও কোশলদেশের কামিনীগণ খরবেগা, দৃঢ়প্রহারসহনশীলা, এবং অপদ্রব্যপ্রধানা।।’২৭।।
সম্প্রয়োগকালে দৃঢ়প্রহারে প্রীতিলাভ করে। কণ্ডূতির আধিক্যবশত তৎপ্রতিকারার্থ কৃত্রিমসাধন অপেক্ষা করে।।২৭।।

‘নর্মদার দক্ষিণে দক্ষিণাপথ। তাহারই মধ্যে কর্ণাটরাজ্য। সেই রাজ্যের পূর্বে অন্ধ্ররাজ্য। তত্রত্য কামিনীরা স্বভাবত মৃদুশরীর। তাহারা রতিপ্রিয়া; কিন্তু দৃঢ়প্রহণন সহিতে পারে না। তাহাদের আচার শুচি নহে। সদাচার একরূপ নাই বলিলেই হয়।।২৮।।’

‘নর্মদা ও কর্ণাটরাজ্যের মধ্যবর্তী দেশ মহারাষ্ট্র। তত্রত্য কামিনীগণ পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টি ও গীতাদি চতুঃষষ্টিকলাপ্রয়োগে অনুরাগসম্পন্না, অশ্লীল ও নিষ্ঠুর বাক্য বলে ও সহিতে পারে এবং তাহারা সম্প্রয়োগে ধৃষ্টতা ও উদ্ভটতা-সহকারে বলাৎকারপূর্বক পুরুষকে অভিযুক্ত করে।।’২৯।।

‘পাটলিপুত্রদেশজাত নায়িকারাও সেইরূপ, তবে নির্জনদেশেই অশ্লীল ও পুরুষবাক্য বলিয়া থাকে। ইহারাও সকলচতুঃষষ্টিকলার প্রয়োগে অনুরাগিণী; কিন্তু বিজন দেশে। আর মহারাষ্ট্রিকেরা প্রকাশ্যভাবে ও নির্জনেও সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে।।’৩০।।

‘কর্ণাটরাজ্যের দক্ষিণে দ্রবিড়দেশ; তত্রভব কামিনীগণ যন্ত্রযোগের পূর্বে আলিঙ্গনাদি অভিযোগের আরম্ভ হইতেই পুরুষকর্তৃক অন্তরে ও বাহিরে মৃদ্যমান হইলে, অবয়ব শিথিলীকৃত করিয়া অল্প অল্প মুর্ছনাসুখরহিত ক্ষরণ করিতে থাকে। তারপর, অন্তে বিসৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা তাহারা একই রতব্যাপারে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।।’৩১।।

‘কৃঙ্কণদেশের পূর্বে বনবাসরাজ্য। তত্রত্য কামিনীরা মধ্যমবেগা, ভাবত ও কালত সমালিঙ্গনাদি সহিতে পারে। নিজশরীরের দোষ ব্যক্তি হইলেও ঢাকিতে ভালবাসে। পরকে উপহাস করিতে ভালবাসে। অশ্লীল ও নিষ্ঠুরবাক্য বলিতে ভালবাসে না। যে তাদৃশ্য নিষ্ঠুর ও অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সহিত সম্প্রয়োগ করিতে ইচ্ছাও করে না।।’৩২।।

‘সারস্বত, কান্যকুব্জ, বাঙ্গালা, মিথিলা ও উৎকল—এই পাঁচটি প্রদেশকেই গৌড়দেশ বলা হয়। বস্তুত গৌড়দেশ বলিলে বাঙ্গালা দেশকেই বুঝায়। সেই দেশসম্ভূত কামিনীরা কোমলভাষিণী, অনুরাগবতী ও কোমলকলেরবা। ইহারা মধ্যবেগা। ভাবত ও কালত সমালিঙ্গনাদি সহিতে পারে। ইহারা নিজ অঙ্গের দোষ ঢাকিতে ও পরাঙ্গের দোষ দেখিয়া উপহাস করিতে বড়ই পরিপটু। ইহারা রূপে ও ব্যবহারে কুৎসিত এবং অশ্লীল ও নিষ্ঠুরবাক্য-প্রয়োগকারীকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে না বা অশ্লীল ও নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করিতে ভালবাসে না। আর অতীব লজ্জাশীলা।।’৩৩।।

‘সুবর্ণনাভ বলেন—দেশস্বভাবানুসারে ও প্রকৃতিজাতস্বভাবানুসারে উপচার প্রযোজ্য। তবে সেখানে উভয়সন্নিপাতে বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেখানে দেশস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিজাত স্বভাবের অনুসারে উপচার প্রয়োগ কর্তব্য; কারণ, দৈশিক স্বভাব অপেক্ষা প্রাকৃতিক স্বভাব বলবান্।।’৩৪।।

আচার্যদিগের মত—প্রাকৃতিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দৈশিক স্বভাবানুসারে উপচার প্রযোজ্য। সুবর্ণনাভ ঠিক তাহার বিপরীত বলিতেছেন, অথচ বাৎস্যায়ন তাহার কিছুমাত্র প্রতিবাদও করিলেন না। অতএব ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, বাৎস্যায়নেরও এই মতই স্বীকার্য হইবে; কারণ, এ মতের খণ্ডন তিনি করেন নাই, এস্থলে উপস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র।

(দেখা যায়—সমুদ্রপারজাতা বিড়ালাক্ষী কামিনীরা প্রথমত এদেশে আসিয়াও সেই সামুদ্রিক বা সামুদ্রপারিক উপচারেই সম্প্রীত থাকে; কিন্তু বহুকাল এতদ্দেশেই অবস্থান করায়, এতদ্দেশীয় জলবায়ু ও আহার্যরসের গুণে তাহাদিগের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন সাংসাধিত হয়। তখন তাহারা আভিমানিক সামুদ্রপারিক উপচারের পক্ষপাতী হইলেও তাহাকে প্রকৃত প্রীতিলাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা এতদ্দেশীয় উপচারের অন্বেষণ করে ও তাহার প্রয়োগে পরম প্রীত হয়; সুতরাং প্রাকৃতিক স্বভাব দুই প্রকারের বলিতে পারা যায়ঃ এক, আভিমানিক, অর্থাৎ পূর্বপ্রকৃতিসম্পন্নার আভিমানিক প্রাকৃত স্বভাব; আর প্রকৃতই প্রাকৃতিকস্বভাব। এই প্রকৃত প্রাকৃতিকস্বভাবও তীব্র, মধ্য ও মন্দদেশ ত্রিবিধ। যাহার প্রকৃতি অতীব তীব্র এবং শারীরিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ, সেই প্রকৃত তীব্র প্রাকৃতিস্বভাবসম্পন্না। সে কামিনী দৈশিক স্বভাবের বিপরীত স্বভাবসম্পন্না হইলে, তাহার পক্ষে দৈশিক স্বাভাবানুসারে উপচার প্রয়োগ করিলে, সেটি প্রীতির অনুকুল হইতে পারে না; কিন্তু তাহা বিপরীত প্রীতিরই হেতু হইবে। আর যাহার প্রকৃতি মধ্যস্বভাব, সে কথঞ্চিৎ অপ্রিয় হইলেও বিপরীত দৈশিক উপচার লইয়া প্রীত থাকিতে পারে। কিন্তু যে মন্দপ্রকৃতিজাত স্বভাবসম্পন্না, সে ত আর স্বীয় স্বভাবানুসারে উপচার লইয়া প্রীত থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। তাহার পক্ষে দৈশিক উপচার প্রয়োগই বুদ্ধি ও বিবেচনার কার্য; কারণ, তাহার সেই মন্দপ্রকৃতিজাত স্বভাবকে দৈশিক স্বভাবজাত উপচার দ্বারা অর্চিত করিলে মিশ্রণবশে—কালে স্বভাবের তীব্রতা সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু যদি প্রকৃতিতে স্বাভাবানুসারে তাহার পক্ষে উপচার প্রযুক্ত হয়, তবে আর তাহার স্বভাবের উৎকর্ষসাধনপক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে উপদেশ করা হইল না—ভাষ্যকারের এই চিন্তা করা উচিত ছিল। তাহার পর, সন্নিপাতের কথা।

মন্দপ্রকৃতিজাতস্বভাবসম্পন্নার পক্ষে দৈশিক উপচার প্রযুক্ত হইলে সন্নিপাত হইবে না। আভিমানিক প্রাকৃতিকস্বভাবসম্পন্নার পক্ষে দৈশিক উপচারের প্রয়োগও সন্নিপাতের কিছুমাত্র নিদান হইবে না। মধ্যপ্রকৃতিজাত-স্বভাবসম্পন্নার পক্ষেও তথৈবচ। কেবল তীব্র প্রকৃতিজাত-স্বভাবসম্পন্নার পক্ষে দৈশিক উপচারে প্রয়োগ-সন্নিপাতের চিন্তা; কিন্তু সেও যদি তৎকালে স্বভাবত দুর্বলই থাকে বা শোকাদিপরিভূর থাকে, তবে ত সন্নিপাতের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সুস্থ হইলেই সন্নিপাতের আশঙ্কা; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, সে সন্নিপাতের জন্য তাদৃশ চিন্তিত হওয়ার কোনই হেতু দেখিতে

পাওয়া যায় না; কারণ, প্রকৃতির গঠন অবশ্য আহার্যরসের অংশ হইতেই হয়। আহার্যগুলি যে দেশের জলবায়ু কি রসাদি দ্বারা লালিত-পালিত ও বর্ধিত, তাহারা কি তদ্দেশের প্রকৃতিসম্পন্ন না হইয়া পারিবে? কখনই নহে; সুতরাং প্রকৃতিজাত স্বভাবের উপচারের সহিত দেশজস্বভাবের উপচারের এমন কোনই বিরোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, যদ্দ্বারা দৈশিক স্বভাবের উপচারকে সন্নিপাতস্থলে পা দিয়া ঠেলিতে হয়। অতএব ভাষ্যকারের প্রদর্শিত মত সম্বন্ধে মণিষীগণ পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছেন—‘দেশসাত্ম্যাচ্চ যোষিত উপচরেৎ।’ দৈশিক উপচারেই কামিনীগণের অর্চনাদি করিবে। তাহার অর্থ কি অতি অল্পদূরে আসিয়াই বিস্মৃত হওয়া ভাষ্যকারের যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? সুতরাং সুবর্ণনাভের মতটি পরিশেষে দেখানর উদ্দেশ্য বোধহয় পরিগ্রহের নিমিত্ত নহে। যদি পূর্বে নিজের মত প্রকাশ না করিতেন, অথচ পরে সুবর্ণনাভের মতটিই দেখাইয়া স্থির থাকিতেন, তবে বলিতে পারিতাম—এ মতটি গ্রহণের জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন সেরূপ নহে, তখন বোধহয় সে মতটি পরিগ্রহের জন্য নহে। বোধহয়ই বা কেন? নিশ্চয়ই পরিগ্রহের জন্য নহে; কিন্তু বিরুদ্ধস্বভাবমাত্র প্রদর্শন করিয়া উপেক্ষাএ জন্যই বলিতে হইবে)।।৩৪।।

‘কালের গতিবশে একদেশ হইতে অন্যদেশ, উপচার, বেশ এবং লীলা (চেষ্টাবিশেষ)—এই সকলের অনুগমন হইয়া থাকে, সুতরাং সেসকল জানিয়া রাখিবে।।’৩৫।।
এরূপ না করিলে, বিপরীত উপচারাদি দেখিয়া মনে করিবে, এ নায়ক বা নায়িকা সেই দেশজাত (যে দেশের সেই উপচারাদি)। তাহাতে নায়ক বা নায়িকার চৈতন্য ঘটিতে পারে। অতএব সঞ্চারি-বেশ-উপচারাদি পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দেশপ্রভব স্থায়ী বেশ-উপচারাদি নির্দ্ধারিত করিয়া, তাহা প্রকৃতিসুখকর, তাহারই ব্যবহার করিবে।।৩৫।।

‘উপগূহনাদিষ্টকের পূর্ব পূর্ব গুলি রাগবর্দ্ধন এবং উত্তর উত্তর গুলি বিচিত্র।।’৩৬।।
অর্থাৎ আলিঙ্গন, চুম্বন, নখদশনচ্ছেদ্য, প্রহণন ও সীৎকৃত—এই ছয়টির পূর্ব পূর্ব অর্থাৎ শ্রুতিরমণীয় সীৎকৃত অপেক্ষা প্রহণন স্পর্শকর; সুতরাং রাগবর্দ্ধন। তদপেক্ষা দশনচ্ছেদ্য, তদপেক্ষাও নখচ্ছেদ্য, তদপেক্ষা চুম্বন এবং তদপেক্ষাও সার্বাঙ্গিক আলিঙ্গন অতিস্পর্শকারী; সুতরাং অতি রাগবর্দ্ধন। পর পর বিচিত্র, অর্থাৎ আলিঙ্গন হইতে চুম্বন, চুম্বন হইতে নখচ্ছেদ্য ইত্যাদি। যে হেতু, উপগুহন অতিশয় স্থূল কর্ম, তদপেক্ষা চুম্বন কুটিল কর্ম। তদপেক্ষা নখচ্ছেদ্য, তদপেক্ষা দশনচ্ছেদ্য অতি কুটিল। তদপেক্ষা প্রহণন; কারণ, তাহাতে হস্তলাঘব আবশ্যক। তদ্দ্বারা মন্দকর্মের পরিহার করিয়া রাগদীপন করা যায়। তদপেক্ষাও সীৎকৃত; কারণ, তাহার বারংবার উপদেশ করিলেও অতিকষ্টে গ্রহণ করা যায়।।৩৬।।

এইরূপে দৈশিক স্বভাবানুসারে পরস্পর উপচার প্রযুক্ত হইলে, কদাচিৎ কলহও হইতে পারে। তখন প্রীতিস্থিরতারক্ষার জন্য চেষ্টিতবিশেষের কীর্তন করা আবশ্যক। সেই চেষ্টিত দ্বিবিধ; নির্জন-সেবা ও প্রকাশ-সেবাস্থলে—নির্জন-চেষ্টিত ও প্রকাশ-চেষ্টিত। তাহার মধ্যে প্রথমটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন–

'আঙ্গিক, বাচিক বা অভিনয়-চেষ্টিত দ্বারা বীর্যবান হইয়াও নায়ক যদি পরে ক্ষত করে, তবে নায়িকা তাহা না সহিয়া সেই ক্ষতের দ্বিগুণ ক্ষত প্রয়োগ করিবে।।'৩৭।।

কাহার কি দ্বিগুণ, তাহা বলিতেছেন—

'বিন্দুর প্রতিকারার্থ বিন্দুমালা, তাহার জন্য অভ্রখণ্ডক, অভ্রখণ্ডকের প্রতিকারে বরাহচর্বিতক ইত্যাদি প্রকারে যেন ক্রোধে আবিষ্ট হইয়াই প্রদর্শনার্থ কলহান্তর করিতে প্রবৃত্ত হয়।।'৩৮।।

'তাহার পর একহস্তে কেশপাশ ধারণ করিয়া, অপর হস্তে চিবুকদেশ ধরিয়া, মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া অধরপানব্যাপারে চুম্বন করিবে, দৃঢ় আলিঙ্গন করিবে এবং সেই সেই স্থানে ছেদ্যপ্রয়োগ করিবে। অথবা নায়িকা যে যে স্থানে দষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই ছেদ্যপ্রয়োগ করিবে; প্রয়োগকালে যেন মদিরামত্তের ন্যায় অতি প্রমত্তভাবেই প্রয়োগ করে।।'৩৯।।

'কান্তের বক্ষঃস্থলী একখানি বাহুপাশ দ্বারা আবেষ্টিত করিয়া কেশপাশ ধরিয়া মুখ উচ্চ করিয়া দ্বিতীয় হস্ত দ্বারা চিবুক ধরিয়া, কণ্ঠপ্রদেশে মণিমালার প্রয়োগ করিবে। তদ্ভিন্ন আরও যাহা কিছু প্রযোজ্য বলিয়া লক্ষিত হইয়াছে, তাহাও প্রযোজ্য।।'৪০।।

প্রকাশে চেষ্টিত প্রকার বলিতেছেন—

'নায়িকা রাত্রে যে চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, তাহা এই জনসম্বাধমধ্যে দিনের বেলায় কি করিয়া প্রচ্ছাদিত করি—এই প্রকারের ভাব-আকার গ্রহণ করাইবে। দুষ্টের পক্ষে এইরূপ নিগ্রহই উপযুক্ত—এইভাব গ্রহণ করাইয়া স্বয়ঙ্কৃত চিহ্ন দেখিয়া ও তাহাই উদ্দেশ্য করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে নায়িকাও উপহাস করিবে।।'৪১।।

সে নায়িকাও তৎকৃত চিহ্ন দেখাইবে।

'ব্যর্থচুম্বন করিবার জন্য মুখ সঙ্কুচিত করিয়া, ভ্রূনয়ন-বিকারদ্বারা স্বগাত্রস্থ চিহ্ন সকল দেখাইবে এবং অত্যন্ত অসূয়াপরবশ হইয়াছে—যেন বলিতেছে, ইহার ফল পাইবে—এইভাবের ভাবে দেখাইয়া নায়ককে তর্জিত করিবে।।'৪২।।

অথবা, যে না জানে, সে এমন কাজ করিতে যায় কেন, যেন কথা দ্বারা নায়কের অনভিজ্ঞতা খ্যাপন করিয়া তর্জন করিবে।।৪২।।

‘পরস্পরের আনুকূল্যে পরস্পর এইরূপ লজ্জামান হইলে, শতবর্ষেও তাহাদিগের প্রীতির কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না।।’৪৩।।

যাহারা এই আনুকূল্য কামনা করে, তাহাদিগের উভয়েরই বিদগ্ধতা-শিক্ষার জন্য কিছু-না-কিছু সময়ের অপব্যয় করা আবশ্যক। এই শাস্ত্র পাঠ করিয়া, সেই বিদগ্ধতার উপচয় করিতে পারিলে ও উপযুক্তকালে সেই-বিদগ্ধতাসহকারে নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকৃত অপরাধের পরিশোধার্থ ঈদৃশ প্রতিকারোপায়ের প্রয়োগ করিলে, তাহাদিগের প্রীতিবৃদ্ধি ভিন্ন কোনরূপেই প্রীতিভেদ হইতে পারে না; সুখে জীবন অতিবাহিত হইতে পারে।। ৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে দশনচ্ছেদ্যবিধি ও দৈশিক-উপচার-নির্ণয়-নামে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।।৫।।

ষষ্ঠ ভাগ – ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্বেশন-প্রকার ও চিত্ররত (স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলন)

পূর্বাধ্যায়ে দেশপ্রকৃতি-সাত্ম্যানুসারে আলিঙ্গনাদি-উপচার-সকল কথিত হইয়াছে; সুতরাং তদ্দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে নায়ক-নায়িকা সম্বেশনের যোগ্য হইবে। তাহার প্রারম্ভে কদাচিৎ বিশেষভাবেও সম্বেশনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব চিত্ররতও এই অধ্যায়ে কথিত হইবে। এই অধ্যায়ে সম্বেশনপ্রকার এবং চিত্ররত, এই দুইটি প্রকরণ থাকিবে।

'রাগকালে মৃগী, উচ্চরত হইলে জঘন বিশালভাবে ফেলিয়া রাখিয়া সম্বিষ্ট হইবে।।'১।।
–সাধনের উচ্ছ্রায়তা যৎকালে হইবে, সেই কালকে রাগকাল বলা যায়। সাধন ও সম্বাধের সংযোগার্থ যে আসনে উপবেশন বা শয়ন করা যায়, তাহাকে সামান্যত এই সম্বেশন শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এ প্রকরণে প্রমাণত রতের অধিকার করিয়া সম্বেশনপ্রকার কথিত হইবে। প্রমাণত উচ্চরত ও উচ্চতররতকালেও সম্প্রয়োক্ষ্যমাণা নায়িকা জঘনকে বিশাল করিয়া সম্বিষ্ট হইবে।।১।।

'নীচরতে হস্তিনী, জঘনদ্বয় অবহ্রাসিত বা সংশ্লিষ্ট করিয়া (কুড়াইয়া লইয়া) সম্বিষ্ট হইবে।।'২।।
যাহা হইলে সম্বাধের মুখ সম্বৃত হয়, বৃষযোগে হস্তিনী এইরূপে সম্বেশন করিবে। শশযোগে নীচতররতে হস্তিনী, সম্বাধের হ্রাস যাহাতে হয়, তাদৃশ করিয়া ঊরুযুগল সংশ্লিষ্ট করিয়া সম্বেশ করিবে। ইহার অতিদেশন পরে কথিত হইবে।।২।।

'যে স্থলে উভয়ের সমতা থাকিবে, সেখানে সমপৃষ্ঠভাবে সম্বেশ করিবে।।'৩।।
সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিবার প্রয়োজন হইবে না বলিয়া জঘনপৃষ্ঠ সমান যাহাতে থাকে, তাদৃশভাবে সম্বেশ করিবে। ইহাতে উভয়েরই সমতার আনুকূল্য হইবে।।৩।।

'মৃগী ও হস্তিনীর উচ্চরত, নীচরত ও সমরত-সম্বেশনপ্রকারদ্বারা বড়বার সম্বেশনপ্রকার কথিত হইল।।'৪।।

এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে—
'উচ্চরতে বিবৃতোরু, ঊরুদ্বয় বিবৃত করিয়া, (হাঁ করার ন্যায় করিয়া), নীচরতে সম্বৃতোরু—ঊরুদ্বয়

সঙ্কুচিত করিয়া (মুখবোজার ন্যায় করিয়া) এবং সমরতে যথাস্থিতোরু (যেমন থাকে, সেইরূপ রাখিয়া) জঘনপৃষ্ঠকে সমান রাখিয়া সম্বেশন করিবে।।'৪।।
ইহার দ্বারা সম্প্রয়োগে প্রীতিসাম্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।।৪।।
সম্বেশনের ফল প্রতিগ্রহ করা। অতএব প্রতিগ্রহবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছেন—
'সঙ্কোচন, প্রসারণ ও সমপৃষ্ঠভেদে ত্রিবিধ সম্বেশনের যে কোন একটায় সম্বিষ্ট হইয়া নায়িকা নায়ককে জঘনপ্রদেশে, অর্থাৎ স্ত্রীকটির সম্মুখভাগের নিম্নদেশে প্রতিগৃহীত করিবে।।'৫।।

'নীচরতে সবিশেষ অপদ্রব্য গ্রহণ করিবে।।'৬।।

যে যুক্তিবশে চলিলে বিবৃত বা সম্বৃতজঘন হইবে, তাহার ক্রম ক্রমশ বলিতেছেন-
'উৎফুল্লক, বিজৃম্ভিতক ও ইন্দ্রাণিক—এই তিনপ্রকার মৃগীর প্রায়িক দেখিতে পাওয়া যায়।।'৭।।

সমরতে লৌকিকী যুক্তি কথিত হইয়াছে, শাস্ত্রীয় নহে। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়—গ্রাম্য ও নগর ভেদে উত্তানশায়িনীর সম্বেশনদ্বয় প্রথিত আছে; এক পার্শ্বে, পার্শ্বে আর সম্পুটকভাবেও বিখ্যাত। সে তিনটিই সমপৃষ্ঠতা ঘটাইয়া দেয়। এবিষয়ে কথিত হইয়াছে-
'সম্বেশনে আসীন নায়কের ঊরুর উপরে নায়িকার ঊরু বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে গ্রাম্য বলা হয়। আর উত্তানশায়িনীর উপর শায়িত নায়কের ঊরুপরি নায়িকার ঊরু থাকিলে, তাহাকে নগর বলা যায়।।'৭।।
এই তিনটিই প্রচলিত।।৭।।

'জঘনশিরোভাগকে শয্যায় বিনিপাতিত করিয়া (কটিস্থানে ভার রাখিয়া) জঘনকে উর্দ্ধমুখ করিলে, সম্বাধের যে উপরি-বিবৃততা হেতুক উৎফুল্লের ন্যায় হয়, তাহাকে উৎফুল্লক বলা হয়।।'৮।।

'তাহাতে বারংবার অপসৃত করিয়া করিয়া সাধনদান করিবে।।'৯।।
হঠাৎ উপসৃপ্ত করিলে, সাধনের চর্ম অবপাটিত হইতে পারে। বৈদ্যেরা এই পীড়াকে অপপাটিকা বলে।।৯।।

'ঊরুদ্বয় উচ্চদিকে বক্রভাবে অবসক্ত করিয়া অভিগত হইবে। ইহাকে বিজৃম্ভিতক বলা যায়।।'১০।।

'উভয়পার্শ্বে সমানভাবে ঊরুদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া, উভয় পার্শ্বে জানুদ্বয় (হাঁটুদ্বয়) স্থাপন করিবে। ইহার অভ্যাস যোগে ইন্দ্রাণিক নামক রত হইবে।।'১১।।
ঊরুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয় (গুল্‌ফ অবধি হাঁটুদ্বয় পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট করিয়া, উভয় পার্শ্বে জানুদ্বয় স্থাপন

করিবে। অর্থাৎ কক্ষের বহির্ভাগে নায়িকার হাঁটু রাখিবে। শচী ইন্দ্রপত্নী এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম ইন্দ্রাণিক।।১১।।

'ইন্দ্রাণিক দ্বারা উচ্চতররতেরও পরিগ্রহ করিতে পারে।।'১২।।

'নীচরতে সম্পুট দ্বারা প্রতিগ্রহ করিবে।।'১৩।।

'ইহাদ্বারা নীচতররতেরও সম্পুটক, পীড়িতক, বেষ্টিতক এবং বাড়বক—এই চারিপ্রকার হস্তিনীর পক্ষেই বিহিত জানিবে।।'১৪।।
শশ-আদির গ্রহণকালে পীড়তকাদি প্রয়োগ করিলে, আর ক্ষোভ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।।১৪।।

'নায়ক ও নায়িকার চরণদ্বয় সরলভাবে প্রসারিত থাকিবে। ইহাকে সম্পুটক কহে।।'১৫।।
যাহা হইলে যন্ত্রযোগ সম্ভবে, তাদৃশ সরলভাবে প্রসারিত করিব। সম্পুটভাবে উভয়ে একত্র থাকায় সম্পুটক নাম।।১৫।।

'তাহা দ্বিবিধ—পার্শ্বসম্পুট এবং উত্তানসম্পুট; সেই প্রকারে রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে বলিয়া, ঐ নামে কথিত হইল। পার্শ্বভাগে শয়ন করিয়া নারীকে দক্ষিণ দিকে শায়িত করিবে। ইহা সার্বত্রিক।।'১৬।।

'সম্পুটকে প্রযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ঊরুদ্বয় দৃঢ়ভাবে পীড়িত করিবে। ইহাকে পীড়িতক কহে।।'১৭।।
নায়িকা উত্তানসম্পুটে বা পার্শ্বসম্পুটে সম্প্রযুক্ত হইয়া সেই অবস্থায় থাকিয়াই জঘনভাগ দ্বারা নায়কের ঊরুদ্বয় খুব জোরে আপীড়িত করিয়া ধরিবে। তাহাতে যুক্তযন্ত্র বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে এবং খুব সম্বৃত হইবে, কিন্তু নায়ক চেষ্টা করিয়া যন্ত্রযোগ করিবে, পীড়িতক ছাড়াইবে না।।১৭।।

'সম্পুটকে প্রযুক্ত যন্ত্রদ্বারা পরস্পর পরস্পরের ঊরু বেষ্টন করিবে। ইহাকে বেষ্টিতক বলা যায়।।'১৮।।

'বড়বার ন্যায় সম্বাধের ওষ্ঠপুটদ্বারা সাধনকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রহণ করিয়া ধরিবে। ইহা অভ্যাস করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকে বাড়বক বলে।।'১৯।।

'অন্ধ্রদেশোৎপন্ন নায়িকারা (কলিঙ্গের পশ্চিম দেশকে অন্ধ্র বলে) প্রায়শ এই বাড়বক-রতের পরিতিত। ইহা সম্প্রদায়গত শিক্ষার ফল; সুতরাং বিজ্ঞেয়। বাভ্রব্য এই সপ্তপ্রকার সম্বেশন বলিয়াছেন।।'২০।।

'সৌবর্ণনাভ বলিয়াছেন—হস্তিনী নায়িকা ঊরুদ্বয় ঊর্ধভাবে অবস্থাপিত করবে। ঊরুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবেই থাকিবে। ইহাকে ভূগ্নক কহে।।'২১।।

'নায়ক, নায়িকার চরণদ্বয় নিজস্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া ঊর্ধভাবে ধারণ করিবে। ইহাকে জৃম্ভিতক বলা যায়।।'২২।।

'নায়কের বক্ষঃস্থলে নায়িকার চরণদ্বয় ঊর্ধস্থিত বক্রভাবে স্থাপন করিবে। ইহাকে উৎপীড়িতক কহে।।'২৩।।
–উভয়েই বক্ষঃস্থল বক্ষঃস্থল দ্বারা আশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা থাকিবে।।২৩।।

'তদুভয়ের মধ্যে একখানি চরণ প্রসারিত করিয়া দিলে, তাহাকে অর্ধপীড়িতক কহে।।'২৪।।

'নায়কের স্কন্ধে একখানি চরণ, অপরখানি প্রসারিত থাকিবে। এইরূপে বারংবার ব্যাতাস করিলে— অর্থাৎ একবার বামচরণ প্রসারিত, দক্ষিণ চরণ স্কন্ধস্থিত, আবার দক্ষিণ চরণ প্রসারিত, বামচরণ স্কন্ধস্থিত করিতে থাকিলে, তাহার নাম বেণুদারিতক বলা যায়।।'২৫।।

'বাম বা দক্ষিণ চরণ নায়িকার মস্তকে থাকিবে, অন্য চরণ আধোভাবে থাকিবে। তাহাকে শূলাচিতক বলে। ইহার অভ্যাস না করিলে সিদ্ধি হয় না।।'২৬।।

'নায়িকার চরণদ্বয় জানুসঙ্কোচ দ্বারা নায়ক নিজ নাভিমূলে স্থাপন করিবে। তাহাকে কার্কটক কহে।।'২৭।।

'নায়িকার বাম ঊরু দক্ষিণদিকে ও দক্ষিণ ঊরু বামদিকে স্থাপন করিবে। তাহাকে পীড়িতক বলে।।'২৮।।

'নায়িকা উত্তানভাবে শায়িত হইয়া, পদদ্বয় ঊর্ধভাবে লইয়া, পদ্মাসন করিবে। তাহাকে পদ্মাসন বলা যাইবে।।'২৯।।

'নায়িকার পৃষ্ঠভাগে আশ্লেষ করিয়া, পরাঙ্মুখভাবে ব্যাপত থাকিবে। তাহাকে পরামৃত্তক বলে। ইহার অভ্যাস করা আবশ্যক।।'৩০।।
যন্ত্রকে বিশ্লিষ্ট না করিয়া পূর্বকায়ভাগ দ্বারা পরাবৃত্ত (ফিরে যাওয়া) নায়কের পৃষ্ঠভাগ আলিঙ্গন করিবে। নায়ক পরাঙ্মুখ হইয়া সম্প্রয়োগ করায় ইহার নাম পরাবৃত্তক। এইরূপে নায়িকাও পরাঙ্মুখী হইয়া সম্প্রয়োগ করিতে পারে। অভ্যাস ব্যতীত ইহার ব্যবহার করা যায় না। উভয় দেহভাগের পরিবর্তিত করিয়া সম্বিষ্ট নায়িকার পৃষ্ঠভাগ নায়ক আশ্লেষ করিয়া সম্প্রয়োগও করিতে পারে, সেটিও পরাবৃত্তক।।৩০।।

এই সম্বেশনগুলি চিত্র নহে; কারণ, স্থলদেশে থাকিয়া পৃষ্ঠভাগে বা পার্শ্বভাগে শয়ন প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, তাহাকেই চিত্ররত মধ্যে ফেলিতে হইবে। ইহা দ্বারাই তাহার বিষয় নির্দিষ্ট করিতে হইবে; ইহা বলিতেছেন—

'সুবর্ণনাভ বলেন—জলদেশে সম্বিষ্ট বা উপবিষ্ট, কিংবা ঊর্ধ্বস্থিতভাবে অবস্থিত থাকিয়া চিত্রযোগ কল্পিত করিয়া লইবে। সেইরূপেই ব্যাপার সুখকর হইবে।।'৩১।।
কূলে মস্তক রাখিয়া শায়িত, জলতলস্থ স্থলে উপবিষ্ট, কিংবা ঊর্ধ্বস্থিতভাবে অবস্থিত থাকিয়া চিত্রযোগের অনুশীলন করিবে।।৩১।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—স্মৃতিকারগণ তাহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, তাহা নিতান্তই অসার।।'৩২।।

এই পর্যন্তই সম্বেশনপ্রকারের প্রকরণ জানিবে।
ইহার পর চিত্ররতপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। তাহার যেরূপভাবে প্রকরণসম্বন্ধরক্ষা করিতে হইবে, তাহা দেখাইতেছেন—

'ইহার পর চিত্ররত বলা যাইতেছে।।'৩৩।।
সম্বেশনপ্রস্তাবের মধ্যে চিত্ররত কিছু বিশেষ। অতএব সম্বেশন প্রকরণের পরেই তাহার প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। বলিতে হইবে যে, ইহা স্থলপ্রযোজ্য, জলপ্রযোজ্য নহে।।৩৩।।

তন্মধ্যে ঊর্ধ্বপ্রক্রিয়াকে অধিকার করিয়া বলিতেছেন—
'কোনও একটি কুড্য বা স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়া ঊর্ধভাবে অবস্থিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া নায়ক-নায়িকা যে ব্যাপত হয়, তাহাকে স্থিতরত কহে।।'৩৪।।
ইহা তিন প্রকা—ব্যায়তসম্মুখ, দ্বিতল এবং জানুকূর্পর। নায়িকার একখানি পা তুলিয়া ধরিয়া, নায়ক যে ব্যাপার করে, তাহাকে ব্যায়তসম্মুখ; নায়িকার কুঞ্চিত জানুদ্বয় নায়ক দুই হাতে ধরিয়া রাখিয়া যে ব্যাপার করে, তাহাকে দ্বিতল এবং নায়ক কূর্পরের উপর (কনুইয়ের উপর) কুঞ্চিত-স্ত্রীজানুদ্বয় রাখিয়া নায়ক যে ব্যাপার করে, তাহাকে জানুকূর্পর কহে। ইহা অতীব সাবধানপ্রযোজ্য। এ বিধি অত্যন্ত বিশুদ্ধ, এই কথা পূর্বাচার্যগণ বলিয়া থাকেন।।৩৪।।

'কুড্য বা স্তম্ভাশ্রিত নায়কের কণ্ঠদেশ বাহুপাশ দ্বারা আশ্লিষ্ট করিয়া, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত নায়কহস্তের উপরি উপবিষ্ট নায়িকা, ঊরুপাশ দ্বারা নায়কের জঘন বেষ্টন করিয়া থাকিবে এবং কুড্য বা স্তম্ভে

বারংবার চরণবিক্ষেপ করিয়া কটিপ্রেঙ্খন (কটি-চালনা) করিতে থাকিবে। ইহাকে অবলম্বিতক কহে।।'৩৫।।

'ভূমিতে চতুষ্টপদের ন্যায় অবস্থিত নায়িকার কটিভাগে নায়ক বৃষচেষ্টা দ্বারা অভিপতিত হইবে। ইহাকে ধেনুক কহে।।'৩৬।।

'তাহাতে বক্ষঃস্থলসাধ্যকর্ম নায়িকাপৃষ্ঠেই সাধিত করিবে।।'৩৭।।

'ইহা দ্বারাই শৌন (কুক্কুরবৎ), ঐণেয় (হরিণবৎ), ছাগল (ছাগবৎ), গর্দভাক্রান্ত (গর্দভবৎ), মার্জারললিতক (বিড়ালবৎ), বাঘ্রাবস্কন্দন (ব্যাঘ্রবৎ), গজোপমর্দিত (হস্তিবৎ), বরাহঘৃষ্টক (শূকরবৎ) এবং তুরগাধিরূঢ়ক (অশ্ববৎ) প্রয়োগগুলিকে তত্তন্নামে কথিত করা যায়। এতদ্ভিন্ন যে স্থলে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা দেখিয়া ঠিক করিয়া লইবে।।'৩৮।।

'উভয়-নায়িকার বিশ্বাস জন্মাইয়া, যদি একই শয়নে সেই দুইজনকে অবলম্বন করিয়া, ব্যাপার করিতে পারা যায়, তবে তাহাকে চিত্রসজ্ঘাটক বলা যায়।।'৩৯।।

'যদি বহু-নায়িকাকে তাদৃশপ্রকারে অবলম্বন করিয়া, নায়ক ব্যাপারে রত হইতে পারে, তবে তাহাকে গোযূথিক নামে আখ্যাত করা যায়।।'৪০।।

'ছাগ বা হরিণের ব্যাপারের অনুকরণ করিয়া, কিংবা জলভাগে ক্রীড়নকারী গজের ন্যায় নায়ক ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তবে ক্রমে ছাগল, ঐণেয় এবং বারিক্রীড়িতক বলা যায়।।'৪১।।

'স্ত্রীরাজ্যের সমীপে পরদিকে গ্রাম-নারীদেশ। তথায়, স্ত্রীরাজ্যে ও বাহ্লীকদেশে বহুযুবক একত্রক স্ত্রীর পরিগ্রহভূত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা সেই একই স্ত্রী কর্তৃক একইকালে স্বভাবানুসারে যেমন সম্ভব, সেইরূপে অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। সেইরূপেই তাহারা একই স্ত্রীকে অনুরঞ্জিত করিবে।।'৪২।।

সেই সময়ে বহু নায়কের কর্তব্য কি, তাহা বলিতেছেন—
'নায়িকাকে একজন ক্রোড়াশ্রিত করিয়া রাখিবে, অন্যে মুখ নিষেবণ করিবে। অপর একজন জঘন-সেবা করিবে, ইতরে মুখজঘনের মধ্যভাগে চুম্বন নখচ্ছেদ্য ও প্রহণন করিবে। কেহ বা নখদশনচ্ছেদ্য প্রদান করিবে। এইরূপে বারংবার পরিবর্তিত কর্মের সাহায্যে তাহার অনুরাগের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে।।'৪৩।।

'এই ব্যাপার দ্বারা গোষ্ঠীতে পরিগ্রহীত-বেশ্যা ও অন্তঃপুরচারিণীগণ কর্তৃক গৃহীত পরপুরুষের ব্যাপারও ব্যাখ্যাত হইল। রাজার অন্তঃপুরের বহু স্ত্রী মিলিত হইয়া, যে পরপুরুষকে গ্রহণ করিবে, তাহাদিগেরও সেইরূপ একার প্রতি বহুকর্তৃক, কিংবা বহুর প্রতি একের রত-ব্যতিকর ব্যাখ্যা করা হইল।।'৪৪।।

'দক্ষিণাত্যগণ পায়ুস্থানেও অধোরতব্যাপার সাধিত করে। এই পর্যন্তই চিত্ররত ব্যাখ্যাত হইল।।'৪৫।।

–এই বিমার্গমেহন তৃতীয়প্রকৃতি-বিষয়ক; (ক্লীব) কারণ, ঔপরিষ্টক ব্যাপার স্ত্রীপুরুষের প্রয়োজন হয় না। যদিই তাহারা এই বিমার্গ মেহন অবলম্বন করে, তবে যে তাহাদিগের পক্ষে চিত্ররত হইবে না, এরূপ নহে; তবে এটি অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া, ইহাকে অধোরতনামে অখ্যাত করা হইয়াছে। ইহার অধমতা-হেতুই ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছে।।৪৫।।

'পুরুষোপসৃপ্তকগুলি পুরুষায়িতপ্রকরণে বলিব।।'৪৬।।
–যদ্যপি পুরুষোপসৃপ্তকগুলি সম্বেশনান্তরই বলা উচিত ছিল; কারণ, এই অবসরই তাহার প্রকৃত সময়; তথাপি তাহা পুরুষায়িতপ্রকরণে বলা যাইবে। তখনই তাহার বিষয়গুলি বুঝিবার সুন্দর অবকাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে।।৪৬।।

'এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে–
যাহাদিগের কেবল অধোদশন আছে, সেই সকল পশুদিকের, যাহাদিগের ঊর্ধাধোদশন আছে, সেই সকল মৃগদিগের এবং পক্ষিগণের স্বরগত ও কায়গত চেষ্টিত দ্বারা, স্ত্রীচিত্ত বুঝিয়া রত্যর্থ যোগের বর্ধন করিবে।।'৪৭।।

সে যোগের বৃদ্ধিতে কি ফল, তাহা বলিতেছেন—
'স্ত্রীর প্রকৃতি ও দেশস্বভাবানুসারে সেই সেই পশ্বাদিকৃত স্বর ও কায়চেষ্টিত ভাব দ্বারা স্বীয়ভাব প্রযোজিত হইলে, স্ত্রীগণের স্নেহ, রাগ ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীগণ অত্যন্ত আসক্ত, তৃপ্ত ও গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে।।'৪৮।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে সম্বেশনপ্রকার ও চিত্ররতনামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।।৬।।

ষষ্ঠ ভাগ – সপ্তম অধ্যায়

প্রহণনপ্রয়োগ ও তদ্‌যুক্ত সীৎকৃতক্রম

এইরূপে সম্বিষ্টা নায়িকার যন্ত্রযোগ হইলে, প্রধানত প্রহণনপ্রয়োগ করা বিধেয় এবং প্রহণনের প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাব সীৎকৃতও হওয়া উচিত। সুতরাং প্রহণনযোগ ও সীৎকৃত অবলম্বন করিয়া দুইটি প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে।

প্রহণন ত দ্বেষজনিত; তাহা কিরূপে সুরোতপযোগী হইতে পারে, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে—

'প্রথমত সুরতব্যাপারটি কলহসদৃশ; কারণ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্ব স্ব অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য সম্প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য বলিতে হয়, সুরতব্যাপার বিবাদাত্মক। তারপর, কাম সুকুমারব্যাপারজন্মা হইলেও সুরতকালে নির্দয়োপক্রমেই অতিবাহিত হইয়া থাকে; সুতরাং হেতু ও ফলভেদে অবস্থান করায় কামের স্বভাব দ্বিবিধ।।'১।।

'অতএব, সুরতের প্রহণনস্থান আঙ্গ, অর্থাৎ উপকরণ—স্কন্ধদ্বয়, মস্তক, স্তনযুগলের মধ্যে, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব। এইগুলিই সাধারণত স্থান।।'২।।

'তাহা চতুর্বিধ; অপহস্তক, প্রসৃতক, মুষ্টি এবং সমতলক, এই কয়প্রকার জানিবে।।'৩।।
অপহস্তক—হস্তপৃষ্ঠ, প্রসৃতক পরে বলিবেন; মুষ্টি—প্রসিদ্ধ এবং সমতলক—চপেট।।৩।।

দ্বিতীয় প্রকরণ যে প্রহণনান্তর্গত তাহা দেখাইতেছেন—

'সীৎকার সেই প্রহণন হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং সীৎকৃত তাহারই ফলস্বরূপ। তাহা অনেকবিধ।।'৪।।

'বিরুত আট প্রকার।।'৫।।
যদ্যপি সীৎকৃত, প্রহণনপীড়া হইতেই উত্থিত শব্দ, তাহার সহিত বিরুতধ্বনির কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি বিরুত ও সীৎকৃত উভয়েই ধ্বনি-স্বভাব বলিয়া, একই প্রকরণে কথিত হইয়াছে; বিরুত অষ্টবিধ। বিরূত ধ্বনি রতিজন্য হয়। তাহা প্রহণন থাকুক, আর নাই থাকুক, অত্যন্ত মনোজ্ঞ বলিয়া

প্রযোজ্য। সীৎকৃত কিন্তু কেবল প্রহণন হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং বিশেষ পার্থক্য আছে। এজন্য উভয়কেই পৃথক পৃথক বলা হইল।।৫।।

'হিংকার, স্তনিত, কুজিত, রুদিত, সূৎকৃত, দূৎকৃত এবং ফুৎকৃত—এই সাতটি অব্যক্তাক্ষর শব্দ।।'৬।।

'হিং' শব্দের অনুকরণে যে শব্দ হইয়া থাকে, তাহাকে হিংকার কহে। সুরতকালে কটিপ্রেঙ্ক্ষণ সময়ে (কটির প্রত্যেক চালনে) যে অনুকরণ করা হয়। উক্ত প্রকারেই নিষ্পাদিত। 'হং' শব্দের অনুকরণে যে শব্দ হয়, তাহাকে স্তনিত কহে। আর রুদিত রোদনের ন্যায়; তবে তাহা মনোহারি হইয়া থাকে, এইটুকু বিশেষ। সূৎকৃত বা সূৎকরণ নিশ্বাসের বেগজ শব্দকেই বলিয়া থাকে। কুজিতাদির লক্ষণ পরে বলিবেন।।'৬।।

'অস্বার্থ (মাগোঃ! ইত্যাদি), মোক্ষনার্থ (ছাড় না, সর ইত্যাদি), বারণার্থ (থাক, না ইত্যাদি), অলমর্থ (আরোঃ-আরোঃ ইত্যাদি), শব্দও সেই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা শুনিতে মধুর; কিন্তু অর্থত তাহার কিছুই নাই, কেবল উচ্ছ্বাসবশে কথিত হয়।।'৭।।
এতদ্ভিন্ন আরও (ম'লাম যে, ওগো বাঁচাও গো, ইত্যাদি) শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহাও পীড়ার্থক; কিন্তু তাহারও কিছুই অর্থ নাই, কেবল উচ্ছ্বাসদ্যোতক বুঝিতে হইবে।।৭।।

'পারাবত, কোকিল, হারীত (হরিতাল-ঘুঘু), শুক, মধুকর, দাত্যূহ (ডাহুক), হংস, কারণ্ডর (বালিহাঁস) ও লাবকের (লাওয়ার) বিরুত (শব্দ), সীৎকৃতের সহিত প্রচুর পরিমাণে থাকিয়া থাকিয়া প্রয়োগ করিবে।।'৮।।

প্রহণন ও সীৎকৃত যে দেশে এবং যে অবস্থায় প্রযোজ্য, তাহা কীর্তন করিতেছেন—

'ক্রোড়ে উপবিষ্টার পৃষ্ঠে মুষ্টি প্রহার করিবে।।'৯।।

'মুষ্টি প্রহার করিলে যেন তাহা সহিতে না পারিয়াই স্তনিত, রুদিত ও কূজিত শব্দ করিয়া তাহার প্রতিঘাত করিবে।।'১০।।

'উত্তানশায়িনীর সম্বাধে সাধন-যোগানন্তর স্তনযুগলমধ্যে অপ-(অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত) হস্তক দ্বারা প্রহার করিবে।।'১১।।

'যতক্ষণ ক্রিয়াপরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত—আরম্ভকাল হইতেই উপক্রম করিয়া, যতক্ষণ তাহার রাগবৃদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত।।'১২।।

স্ত্রীলোকের রাগস্থান তিনটি; মস্তক, জঘন ও হৃদয়। এই কয় স্থানে আঘাত করিলে, চিরচণ্ডবেগাও অতিসত্বরই রাগমোচন করিয়া ফেলে।।১২।।

'সে সময়ে, হিংকারাদির অনিয়মে, বারংবার এবং বিকল্পের অনুসারে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করিবে।।'১৩।।
অর্থাৎ যতক্ষণ অপহস্তক দ্বারা প্রহার করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিংকারাদি শব্দ মৃদু মধ্য ও অতি তীব্রবেগে বারংবার করিবে।।১৩।।

'যদি বিবাদ করিতে অভ্যুত্থিত (অগ্রসর) হয়, তবে করতল ফণাকার করিয়া, নায়িকার মস্তকে ফূৎকার করিয়া, যে প্রহার করা যায়, তাহাকে প্রসতক কহে।।'১৪।।

'প্রসৃতকের আঘাতকালে অন্তর্মুখ দ্বারা (জিহ্বা দ্বারা ও গাল দ্বারা) কূজিত ও ফূৎকৃত শব্দ করিবে।।'১৫।।

'রতান্তে শ্বসিত ও রুদিত কর্তব্য। বাঁশ ফুটিয়া যে শব্দ করে, তাহাকে দূৎকৃত কহে। জিহ্বা দ্বারা 'টক্কর' দেওয়ার অনুকরণ।।'১৬।।

'জলে কুল পড়িলে যে শব্দ হইয়া থাকে, তাহার অনুকরণ করাই ফূৎকৃত।।'১৭।।

'সর্বত্রই চুম্বনাদি করিয়া ছাড়িয়া দিলে, নায়িকা সীৎকারের সহিত প্রতিচুম্বনাদি দিয়া প্রত্যুত্তর করিবে। এইরূপ নায়কও করিবে।।'১৮।।
যে আকারের চুম্বনাদি করিবে ও সীৎকারাদি করিবে সেই আকারে করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে হইবে।।১৮।।

'নায়ক রাগের উদ্রেকবশত বারংবার প্রহার করিতে থাকিলে বারণ, মোক্ষণ, অলমর্থ ও অম্বার্থ শব্দ, বিরুত, খিন্ন, শ্বসিত ও রুদিতের সহিত স্তনিত-শব্দের মিশ্রণ করিয়া, প্রয়োগ এবং সাধন হইতে রতি আসন্ন জানিয়া জঘনে ও বক্ষস্থলে সমতল বা সমতলক দ্বারা তাড়ন করিবে। অত্যন্ত ত্বরাসহকারে তাড়ন করিলে, স্খলনোম্মুখ রতি নিবর্তিত হইবে। এইরূপ যতক্ষণ পরিসমাপ্তি না হয়, করিবে।।'১৯।।

'সমতল কর তাড়ন করিলে, অতি সত্বর লাবক ও হংসের ন্যায় বিকুজিত করিবে। এই প্রকার স্তনন ও প্রহণনযোগ।।'২০।।

সীৎকৃত ও বিরূত শব্দের সহিত প্রহণনের প্রয়োগ কথিত হইল। এক্ষণে স্ত্রী ও পুরুষের প্রহণন ও সীৎকৃত বিষয়ে কাহার কত তেজঃ সহজ, তাহা বলিতেছেন–
'চিত্ত ও শরীরে কঠোরতা, অবিমৃষ্যকারিতা বা ধৃষ্টতা এতদুভয় পুরুষের তেজঃ সহজ; সুতরাং পুরুষ এই অনুসারে প্রহার করিয়া থাকে। অশক্তি—অর্থাৎ হননে অসামর্থ, হস্তসৌকুমার্যবশত পীড়া, মারিতে যাইয়া হাত ফিরাইয়া লওয়া এবং অবলত্ব নিষ্প্রাণতা, এইগুলি স্ত্রীলোকের তেজঃ বা সহজ ধর্ম। ইহাই যে সর্বত্র, তাহা নহে; ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়; কারণ, রাগের উৎকর্ষে বা দেশস্বভাবানুসারে স্ত্রীও পুংধর্মে দীক্ষিত হয়; সুতরাং তখন স্ত্রীধর্ম গ্রহণ করিয়া, পুরুষ সীৎকৃত ও বিরুত করিবে; কিন্তু তাহা কিছুকাল করিবে, তাহার পরেই আবার পুরুষ পুংধর্মের যোজন করিবে।।'২১।।

প্রহণন চতুর্বিধ বলা হইতেছে, তাহাই আবার অষ্টবিধ করিয়া দেখাইতেছেন–
'বক্ষঃস্থলে কীল, মস্তকে কর্তরী, কপোলদেশে বিদ্ধা, স্তনযুগলে সন্দংশিকা, পার্শ্বদেশেও সন্দংশিকা, এই চারিটি, পূর্বকথিত চারিটির সহিত আটটি প্রহণন দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্য যুবতীদিগের বক্ষস্থলে দাক্ষিণাত্যগণ কীল প্রহার করে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সেই দেশের স্বভাব।।'২২।।

মুষ্টিই কীলা হয়, যদি তর্জনী ও মধ্যমার বহিঃপৃষ্ঠভাগ নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া, তাহার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠ-যোজনা করা হয়; তাহাকে অধোমুখ করিয়া তাড়ন করা হয়। কর্তরী দ্বিবিধ; প্রসৃতাঙ্গুলি ও কুঞ্জিতাঙ্গুলি ভেদে। তাহার মধ্যে আবার প্রসৃতাঙ্গুলি দ্বিবিধ; এক হস্তে ভদ্রকর্তরী এবং সংশ্লিষ্ট উভয় হস্তে যমলকর্তরী। আর যে কুঞ্জিতাঙ্গুলি কর্তরী, তাহা অঙ্গুষ্ঠের অগ্রের উপরি বিন্যস্ত কুঞ্চিত তর্জনী; তাহাকে শব্দকর্তরী কহে। তাহার প্রয়োগ করিলে শ্লথাঙ্গুলি বলিয়া অমিতশব্দবর্তী হয়। ইহাকে কেহ কেহ উৎপলপত্রিকাও বলিয়া থাকেন। এই উভয় দ্বারাই কনিষ্ঠাগ্রভাগের সাহায্যে মস্তকে প্রহার করিবে। তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যভাগ দিয়ে অঙ্গুষ্ঠকে বাহিরে নিলে বা মধ্যমা ও অনামিকার মধ্য দিয়া অঙ্গুষ্ঠকে বাহিরে নিলে, যে বদ্ধমুষ্টি হয়, তাহাকে বিদ্ধা কহে। তদ্দ্বারা কপোল ব্যাধন করিবে। মুষ্টিই তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বা তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বেড় দিয়ে ধরাকে সন্দংশিকা কহে। তদ্বারা স্তনযুগলের বা পার্শ্বযুগলের মলনপূর্বক মাংসের আকর্ষণ করাকে তাড়ন বলা যায়। ইহা দাক্ষিণাত্যদিগের মতে অষ্টবিধ; কিন্তু আচার্যের মতে চতুর্বিধ। কেবল উরঃস্থলেই নহে; কিন্তু মস্তকে, সীমন্তমুখে ও কপোলদ্বয়ে। ইহা এরূপ দৈশিকব্যবহার যে রাগবশত কৃতপ্রহারে চিহ্ন জন্মাইলে, বা তদ্দ্বারা বিরূপতা ঘটিলেও তাহা শ্লাঘনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাই বলিয়া, তাহা আর অন্যত্র প্রযোজ্য হইতে পারে না।।২২।।

‘আচার্য বাৎস্যায়ন বলেন—এইরূপ অসাধুচরিত, দুঃখাবহ নির্দয় কর্ম নিতান্ত অনাদরণীয়; কারণ, ইহা অত্যন্ত দোষাবহ।।’২৩।।

‘সেইরূপ অন্যান্য নির্দয়কর্মও, যাহা অনার্যচরিত বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সেই দেশের প্রকৃতিক ব্যবহার বলিয়া, তদ্দেশে প্রচলিত হইলেও তাহা আর অন্যত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না।।’২৪।।

দাক্ষিণাত্যে প্রস্তরাদি দ্বারা আঘাত করাও প্রচলিত আছে, তাদৃশ ব্যাপার অন্যত্র হইতে পারে না।।২৪।।

‘যদি বা কেহ কেহ তাহার ব্যবহার করে, তথাপি যাহা প্রাণ ও অঙ্গের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, তাহা কোন মতেই অন্যত্র প্রযুক্ত করা উচিত নহে। তাহা নিশ্চয়ই পরিহার করিবে।।’২৫।।

‘চোলরাজ রতিপ্রাস্তবে চিত্রসেনানাম্নী একটি গণিকার বক্ষঃস্থলে কীল প্রহার করিয়া, মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।।’২৬।।

‘কুন্তলদেশোদ্ভূত শতকর্ণের পুত্র শাতবাহন, মহাদেবী মলয়বতীকে মদনোৎসবে কর্তরীপ্রহার করিয়া, মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।।’২৭।।

‘পাণ্ড্যরাজ্যের সেনাপতি শস্ত্রপ্রহারে কুপাণি হইয়াছিলেন; কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকায়, সেই সেনাপতি নরদেব, রাজকূলে নৃত্যকারিণী চিত্রলেখানাম্নী নটীকে দেখিয়া অনুরাগবশত তাহার সহিত সম্প্রযোগে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশ রাগান্ধ হইয়া কপোলতলে বিদ্ধার প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুপাণি বলিয়া বিদ্ধা দুষ্প্রযুক্ত হওয়ায় নটিকে কানা করিয়া দিয়াছিলেন।।’২৮।।

‘এ বিষয়ে শ্লোক আছে–
এই প্রহণনব্যাপারের অনুষ্ঠানবিষয়ে যে শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, বা যে তদ্বিপরীত, তদুভয়েরই—এইটি ইহার পক্ষে সঙ্কটাবস্থানয়নকর কি না, সে বিষয়ে গণনা বা শাস্ত্রপরিগ্রহজনিত তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষাই করে না। তবে রতিসংযোগে প্রবৃত্ত হইলে রাগ হ্রাস বা বৃদ্ধিই এবিষয়ে কারণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিমৃষ্যকারী, সে অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেও তাদৃশ গণনা ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য লইয়া প্রহণন কর্তব্য কি না, নির্ধারণ করে, আর যে তদ্বিপরীত, সে কেবল রাগবশেই পরিচালিত হইয়া নিতান্ত আত্যয়িক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া বসে। তন্মধ্যে বিমৃষ্যকারীর রাগ জ্ঞানপরিষ্কৃত, অন্যের রাগ জ্ঞানবিকল; সুতরাং তদ্দ্বারা যে আত্যায়িক ব্যাপার সংঘটিত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?’।।২৯।।

যে সময়ে উভয় সঙ্গত হয়, তখন উভয়েই রাগান্ধ হইয়া যে ব্যবহার করে, তাহা নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব—

‘সুরতব্যবহারে তৎক্ষণাৎ যে সকল চেষ্টিত কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা স্বপ্নেও দেখিতে পাওয়া যায় না।।’৩০।।

‘তুরগ যেমন জব নামক পঞ্চমী ধারাকে অবলম্বন করিয়া পথে মুড়াগাছ, (গতিকে) কল্পিতগর্ত বা গিরিগুহাকে বেগান্ধতাবশত দেখিতে পায় না; সেইরূপ রাগান্ধ কামীযুগল, সুরতসম্মর্দে লিপ্ত হইয়া, চণ্ডবেগে প্রবর্তিত হয়, তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।।’৩১।।

যেহেতু জ্ঞানবৈকল্য আত্যয়িক ঘটনাও ঘটিয়া যায়, এই হেতু জ্ঞান-প্রধান হইয়া, সম্প্রযুক্ত হইবে, এই কথা বলিতেছেন—

‘অতএব মৃদুতা, চণ্ডতা, যুবতীর বল এবং নিজেরও বল জানিয়া-শুনিয়া, সেই ভাবে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সম্প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে।।’৩২।।

‘সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, সকল নায়িকাপ্রাপ্ত হইয়াও সাম্প্রয়োগিক প্রয়োগ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। তবে স্থান, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।।’৩৩।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে প্রহণনপ্রয়োগ ও তদ্‌যুক্ত সীৎকৃতক্রম এই সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।।৭।।

ষষ্ঠ ভাগ – অষ্টম অধ্যায়

পুরুষায়িত (নারীর পুরুষোচিত আচরণ)

এইরূপে প্রহণনাদি ব্যাপারে আনয়ক পরিশ্রান্ত হইলে, নায়িকা পুরুষের ন্যায় আচরণ করিবে, এই কথায় পুরুষায়িত এবং তদুপযোগী বলিয়া, তদন্তর্গত পুরুষোপসৃপ্তনামক প্রকরণ বলায়, প্রকরণদ্বয়াত্মক এই অধ্যায় আরদ্ধ হইতেছে-
তাহার কারণ দেখান হইতেছে-

'নায়ক নিরন্তর কটিচালনাদির অনুষ্ঠানবশত পরিশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু রাগের উপশম হয় নাই, নায়িকা ইহা বুঝিয়া, নায়কের অনুমতি অনুসারে নায়ককে নিচে অবপাতিত করিয়া, পুরুষবৎ আচরণ দ্বারা নায়ককে সাহায্য প্রদান করিবে। অথবা বিকল্পযোজনার প্রার্থিনী নায়িকা নিজেরই অভিপ্রায়বশে কিংবা নায়কের কৌতুহলচরিতার্থ করিবার জন্য নায়িকা তাদৃশ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া সাহায্য করিতে পারে।।'১।।

'সেই পুরুষায়িতব্যাপারে যুক্তযন্ত্রাবস্থায় থাকিয়াই, নায়ককর্তৃক উত্থাপ্যমানা নায়িকা, নায়ককে নিচে অবপাতিত করিবে। এরূপ হইলে, রতব্যাপারের রস অবিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই থাকিবে এবং সেইরূপ প্রবৃত্ত হইতেও পারিবে; এই একপ্রকার পথ।
ছাড়িয়া আবার প্রথম হইতেই সেইভাবের আরম্ভের উপক্রম করিবে; ইহা দ্বিতীয় প্রকার পথ।।'২।।

'পূর্বে নায়ক যে সকল চেষ্টা দেখাইয়াছিল, নায়িকা কেশকুসুম ছড়াইয়া, শ্বাসের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে হাসিয়া হাসিয়া, বক্ত্রসংসর্গার্থ স্তনদ্বারা বক্ষঃপীড়া উৎপাদন করিয়া, বারংবার মস্তক নামাইয়া নামাইয়া, সেই সকল চেষ্টাই আবার নায়ককে দেখাইবে। যেমন তুমি আমাকে নিচে ফেলিয়া ক্লেশ দিয়াছ, আমিও এখন তোমাকে পাড়িয়া সেইরূপ ক্লেশ দিব।--এই কথা বলিয়া হাসিবে, তর্জন-গর্জন করিবে ও প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিঘাত করিবে। আবার মধ্যে মধ্যে স্বীয়স্বভাব লজ্জাও দেখাইবে। শ্রান্ত না হইলেও শ্রম দেখাইবে। রমন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিরামের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। তারপর, যেমন পুরুষ উপসর্পণ করে, সেইরূপেই করিবে।।'৩।।

‘পুরুষোপসৃপ্ত যে কি, তাহা পরে বলিতেছি।।’৪।।
এই স্থান হইতেই পুরুষোপসৃপ্ত প্রকরণ আরম্ভ হইল, ইহা দেখাইলেন।।৪।।

পুরুষোপসৃপ্ত দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। তাহার মধ্যে বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—

‘পুরুষ, শয়নস্থ এবং নায়কবাক্যেই যেন বিক্ষিপ্তচিত্ত কামিনীর নীবী (কোমরের বসনরন্ধ) বিশ্লিষ্ট করিবে। তাহাতে নায়িকা ব্যাঘাত জন্মাইতে থাকিলে, কপোলচুম্বনদ্বারা নায়িকাকে পর্যাকুলিত করিয়া তুলিবে। তাহাতেও জাতরাগা না হইলে এবং নিজে সাধনের উচ্ছ্রায়ভাব বুঝিলে কক্ষ, উরু ও স্তনাদিদেশে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে। যদি প্রথমসঙ্গমে প্রযুক্তা হয়, তবে সংহত উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থানে ঘট্টন করিবে। কন্যার সমাগমেও এইরকম বিধেয়। তবে কন্যার পক্ষে বিশেষত্ব এই যে, স্তনযুগলে সংহত হস্তের কক্ষস্থলে, স্কন্ধপ্রদেশে ও গ্রীবায় সজ্ঘট্টন করিবে। স্বৈরিণীর পক্ষে যথাপ্রকৃতি ও যেমন সম্ভবে, সেইরূপ যোজনা করিবে। নায়িকাকে চুম্বনার্থ অলকপ্রদেশে (কপালের উপরে ছোট চুল যেখানে) নির্দয়ভাবে গ্রহণ করিবে। হনুদেশে অঙ্গুলিসম্পুট দ্বারা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিবে। তদ্ভিন্ন যে প্রথমসমাগমে আগতা, তাহার লজ্জা ও চক্ষুনির্মীলন স্বাভাবিক। প্রথমসমাগমে কন্যারও ঐ দুইটি অপরিহার্য; কিন্তু তাহা পূর্বোক্তপ্রকারে অপরারণের চেষ্টা করিয়া, সম্প্রয়োগ করিবে।।’৫।।

‘রতার্থ যন্ত্রযোগ হইলে, বাহ্য উপায় দ্বারা উপসৃপ্ত নায়িকার অনুরাগ কি করিয়া বুঝিতে পারিবে, এই জন্য আভ্যন্তর প্রয়োগার্থ চেষ্টার পরীক্ষা করিবে।।’৬।।

তন্মধ্যে প্রবৃত্তি কি, তাহা বলিতেছেন—

‘যুক্তযন্ত্র-পুরুষকর্তৃক নায়িকা উপসৃপ্যমাণা হইয়া, যে স্থানে দৃষ্টিমণ্ডল ঘুরাইবে, সেই স্থান আশ্রয় করিয়া, নায়িকাকে পীড়িত করিবে। যুবতীগণের এটি পরম রহস্য। সুবর্ণনাভ এই প্রকার মত প্রকাশ করেন।।’৭।।
এটি শাস্ত্রকারের মত; কারণ, কোনপ্রকার প্রতিবাদ করেন নাই; সুতরাং গ্রাহ্য।।৭।।

উপসৃপ্যমাণা নায়িকার অবস্থা তিনপ্রকার হইয়া থাকে। প্রাপ্ত, প্রত্যাসন্ন এবং সন্ধুক্ষ্যমাণ। ক্রমশ এই তিনটির লক্ষণ বলিতেছেন—

‘গাত্রস্রংসন (গা-ঝাড়া মারা), চক্ষুমুর্দ্রিত করা, লজ্জার বিলোপ, সমধিক রতিযোজনা।--এইগুলি স্ত্রীদিগের ভাব লক্ষণ।।’৮।।

সন্ধুক্ষ্যমান ভাবের লক্ষণ বলিতেছেন—

‘হস্ত বিধুনন করে (হাত ছোড়ে); স্বিন্ন (ঘর্মাক্রান্ত) হয়; দংশন করে (কামড়ায়); যন্ত্রযোগ হইতে উঠিতে দেয় না; পদদ্বারা আঘাত করে; পুরুষ রতিপ্রাপ্ত হইলে পরে, নায়িকা তাহাকে অতিক্রম করিয়া, নিজের জঘনব্যাপার করিতে থাকে।।’৯।।

‘তাহার যন্ত্রযোগের পূর্বে করদ্বারা গজের ন্যায় সম্বাধকে ক্ষোভিত করিবে। ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া, যখন বুঝিবে—সম্বাধের অভ্যন্তর কোমলভাব ধারণ করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাহারও রতি প্রায় প্রত্যাসন্ন, তখন যন্ত্রযোগ করিবে।।’১০।।

সম্বাধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; সম্বাধ চারি প্রকার—ভিতরে পদ্মদল স্পর্শ, ভিতরে গুটিকাবৎ স্পর্শ, ভিতরে বলির ন্যায় স্পর্শ এবং ভিতরে গো-জিহ্বার ন্যায় স্পর্শ। ইহার মধ্যে, ভিতরে যাহার কোমল স্পর্শ, তাহার অল্পপ্রয়োগেই রতিপ্রাপ্তি ঘটে, সুতরাং তাহার পক্ষে আন্তর উপসৃপ্তি অপ্রযোজ্য। এইজন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, করিকরাগ্রহস্তে অন্য ত্রিবিধ সম্বাধের আন্তর উপসৃপ্তি করিবে। করিকরাগ্র যথা—অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে অঙ্গুষ্ঠের সহিত সম্বন্ধ করিয়া, তর্জনী ও মধ্যমাকে সরল রাখিলে করিকরাগ্রবৎ দেখিতে হইবে।।১১।।

‘পুরুষোপসৃপ্ত দশ প্রকার—উপসৃপ্তক, মন্থন, হুল, অর্ধমর্দন, পীড়িতক, নির্ঘাত, বরাহঘাত, চটক-বিলসিত এবং সম্পুট। সাধনের সহিত সম্বাধের মিশ্রণ হইলেই উপসৃপ্তক বলা যায়। তার মধ্যে আবার যেটি সরলভাবে সর্বজনবিদিত মিশ্রণ, তাহাকে উপসৃপ্তক বলে। সাধনকে হস্ত স্বারা ধরিয়া চারদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মন্থন করিলে তাহাকে মন্থন কহে। স্ত্রীর জঘন নিচ করিয়া, হুল ফুটাইয়া দিবার ন্যায় উপরিভাগ হইতে যে ঘট্টন করা যায়, তাহাকে হুল বলে। সেই ঘট্টন বিপরীত হইলে, অর্থাৎ জঘনকে উচ্চ করিয়া, তাহার উচ্চভাগকে সবেগে ঘট্টন করিলে, তাহাকে অবমর্দন কহে। যোগসহকারে আমূল প্রবিষ্ট করিয়া ঘাতে ঘাতে সম্বাধকে পীড়িত করিবে, ইহাকে পীড়িতক কহে। সাধন বহুদূর উত্তোলিত করিয়া, সবেগে যে সম্বাধে নির্ঘাত করা যায়, তাহাকে নির্ঘাত বলে। সম্বাধের একপার্শ্বে বহুবার দৃঢ় ঘাতে ঘাত করিবে, তাহাকে বরাহঘাত বলা যায়। সেইরূপ ঘাত দৃঢ়ভাবে উভয় পার্শ্বেই পর্যায়ক্রমে বারংবার করিবে, তাহালে বৃষাঘাত কহে। ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া, আর বাহির না করিয়া, কিছু ভাগ উপরে আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানেই দুই, তিন, কি চারিবার সংঘট্টন করিবে। যতক্ষণ রতি না হয় ততক্ষণ সেইরূপই বারবার করিবে, ইহাকে চটকবিলসিত কহে। সম্পুটবিষয়ে পূর্বে সকল কথা কথিত হইয়াছে।।’১১।।

‘সেই সকল উপসৃপ্তকগুলির প্রয়োগ স্ত্রীগণের স্বভাব জানিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রয়োগ অবশ্য মৃদুমধ্যাতিমাত্রভেদে বিকল্পে করিতে হইবে।।’১২।।

–এই স্থলে একটু বুঝিতে হইবে যে, পুরুষোপসৃপ্তে যাহা বাহ্য স্ত্রীনীবীমোক্ষণাঙ্গ, তাহা দ্বিতীয় মার্গে (দ্বিতীয় পথে) নায়ককক্ষাবন্ধবিশ্লেষণাদি বাহ্য পুরুষায়িত। আর যাহা আভ্যন্তর উপসৃপ্ত, তাহা মার্গদ্বয়েই (সহজ ও বিপরীত শৃঙ্গারে) আভ্যন্তর পুরুষায়িত বলিয়া ব্যবহার্য।।১২।।

পুরুষোপসৃপ্ত নামক প্রকরণ বলিয়া, তাহার বিশেষত্ব বিধানার্থ পুরুষায়িতবিষয় পুনরায় কীর্তন করিতেছেন–
পুরুষায়িত দ্বিবিধ—বাহ্য ও অভ্যন্তর; প্রথমকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'পুরুষায়িত সন্দংশ, ভ্রমরক এবং প্রেঙ্খোলিত, এই তিনটি অধিক।।'১৩।।

'বড়বাসম্বাধের ন্যায় সম্বাধের ওষ্ঠপুট দ্বারা সাধনটি চাপিয়া ধরিয়া অন্তর প্রদেশে আকর্ষণ বা পীড়নকারিণী নায়িকার যে চিরাবস্থান, তাহাকে সন্দংশ বলা যায়।।'১৩।।

'যুক্তযন্ত্রা হইয়া চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিবে। ইহা অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। ইহাকে ভ্রমরক বলা হয়।।'১৪।।

'সেই ভ্রমরকে নায়ক ভ্রমরকসৌকার্যার্থ নিজের জঘন ঊর্ধ দিকে উর্থিত করিয়া ধরিবে।।'১৫।।

'সেই অবস্থায় নায়ক স্বীয় জঘনকে দোলায়মান করিয়া, চারিদিকে ভ্রামিত করিবে। ইহাজে প্রেঙ্খোলিতক বলা যায়।।'১৬।।

'—পৃষ্ঠের দিকে লইয়া, অগ্র দিকে লইয়া; বাম পার্শ্বে লইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে লইবে। ইহা মণ্ডলভাবে ভ্রমিত হইলেই মন্থনান্তর্ভূত। ইহার প্রয়োগ বিকল্পেও হইতে পারে।।'১৭।।

'পরিশ্রম বোধ করিলে, ললাটে ললাট রাখিয়া যুক্তযন্ত্রাবস্থাতেই বিশ্রাম করিবে।।'১৮।।

'নায়িকা বিশ্রান্ত হইলে পুরুষ আবার সেইরূপে ক্রিয়ার আবৃত্তি করিবে। এই পর্যন্তই পুরুষায়িত প্রকরণ।।'১৯।।

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

'লজ্জা স্বারা স্ত্রীজাতির স্বভাব প্রচ্ছাদিত হইলে এবং কামিনীর অভিপ্রায়সূচক আকার গোপিত হইলেও স্ত্রী যদি উপরিবর্তিনী হয়, তবে রাগবশে নিজভাব (অভিপ্রায়) প্রকাশ করিয়াই ফেলে।।'২০।।

‘নারীর যে প্রকার স্বভাব এবং সে যে প্রকার রতিতে তৃষ্ণা প্রকাশ করে; তাহাকে উপরিবর্তিনী করিয়া, তাহার বিশেষ বিশেষ চেষ্টা দ্বারা, সে সকল জানিয়া লইবে। পরে আবার নিজে সম্প্রযুক্ত হইয়া, সেই সকল বিশেষ বিশেষ চেষ্টা দ্বারা, তাহার রতিলালসার পূরণ করিতে পারিবে।।’২১।।

‘ঋতুকালে ঋতুমতীকে, অচিরপ্রসূতাকে, মৃগীকে, গর্ভিণীকে এবং অত্যন্ত ‘লম্বা চৌড়া’ (অতিদীর্ঘা) নারীকে পুরুষায়িতে নিয়োজিত করিবে না।।’২২।।
করিলে গর্ভগ্রহণ হইবে না। প্রদর ও কটিনির্গম হইতে পারে। সহ্য করিতে সম্পর্থ হইবে না। গর্ভস্রাব হইতে পারে। ব্যাপার করিতে শক্তিতে কুলাইবে না।।২২।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে পুরষোপসৃপ্ত এবং পুরুষায়িতনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।।৮।।

ষষ্ঠ ভাগ – নবম অধ্যায়

ঔপরিষ্টক (মৌখিক যৌনাচার)

পূর্বে চারিপ্রকার নায়িকার কথা বলিয়া, তদ্বিষয়ে আলিঙ্গনাদি-পুরুষায়িতান্ত সমস্ত ব্যাপার কথিত হইল। সেই স্থলেই কথিত হইয়াছে—তৃতীয়া প্রকৃতি পঞ্চমী নায়িকা, ইহা কেহ কেহ বলেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে এখন ঔপরিষ্টক-নামক প্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে।

'তৃতীয়া প্রকৃতি দ্বিবিধ—স্ত্রীরূপিণী এবং পুরুষরূপিণী।।'১।।
স্ত্রীসংস্থান—স্তনাদির উদ্গম হয় বলিয়া, সেই ক্লীবকে স্ত্রীরূপিণা এবং পুরুষসংস্থান—শ্মশ্রুলোমাদি জন্মে বলিয়া, সেই ক্লীবকে পুরুষরূপিণী তৃতীয়া বলা হইয়াছে; কারণ, ঐ উভয়কে অবলম্বন করিয়া, এই ঔপরিষ্টক প্রকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে।।১।।

'তাহার মধ্যে স্ত্রীরূপিণী স্ত্রীর বেশ, আলাপ, লীলামন্থরাদি গমন, হাবাদি ভাব, কোমলতা, ভীরুত্ব, মুগ্ধতা—ঋজুতা বা সরলতা, অসহিষ্ণুতা—প্রহণনবাতাতপাদি সহিতে অক্ষমতা এবং লজ্জার অনুকরণ করিবে।।'২।।

'তাহার মুখে ক্রিয়মাণ জঘনকর্মকে ঔপরিষ্টক বলিয়া থাকে।।'৩।।
সাধনদ্বারা সম্বাধে যে কর্ম করিতে হয়, তৃতীয়া প্রকৃতির মুখে সেই কর্ম করিবে, তাহাকে সেই ঔপরিষ্টক নামে আচার্যগণ বলিয়া থাকেন।।৩।।

তাহার ফল কি, তাহা বলিতেছেন—

'সেই স্ত্রীরূপিণী, সেই রত ব্যাপার হইতেই আভিমানিক প্রীতি ও বৃত্তির (জীবিকার) লাভ করিবে এবং বেশ্যার ন্যায় চরিত প্রকাশ করিবে। ইহা স্ত্রীরূপিণীর পক্ষে বিহিত।।'৪।।

পুরুষরূপিণীকে অধিকার করিয়া বলিতেছেন—

'পুরুষরূপিণি তৃতীয়া প্রকৃতি নিজের আভিমানিক প্রীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, পুরুষকে লাভ করিবার জন্য সম্বাহকভাবে অঙ্গমর্দনকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। সম্বাহনকালে নিজগাত্র দ্বারা নায়কের ঊরুদেশ আলিঙ্গন করিয়াই যেন মর্দন করে। ক্রমশ পরিচয় দীর্ঘ করিয়া লইয়া, জঘনের সিহিত

ঊরুমূল পর্যন্ত স্পর্শ করিবে। ক্রমশ ক্রমশ যখন নায়কের সাধনে রাগসঞ্চার হইয়াছে—বুঝিবে, তখন পাণিমন্থন দ্বারা সাধনকে পরিঘট্টিত করিবে। তারপর বলিবে, তোমার মত চপল তো আর একবারে দেখি না, তোমার ঊরু স্পর্শ করিয়াছি, আর স্তব্ধলিঙ্গ হইয়াছ। এই কথা বলিয়াই হাসিবে। ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। রাগোৎপাদন করিয়া দিলে এবং বিকারভাব প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হইলেও সে ব্যক্তি যদি কর্মাথ প্রেরিত না করে, এই যদি হয়, তবে স্বয়ংই উপক্রম করিবে। পুরুষ যদি কর্মার্থ প্রেরিত করে, তবে—'আমি ইহা পারিব না'—এইরূপে সহসা সেই সেকথা স্বীকার না করিবার জন্য কৃত্রিম বিবাদ বাধাইয়া দিবে। পরে অতি কষ্টেই স্বীকার করিবে।।'৫।।

'তাহাতে কর্ম আট প্রকার, ক্রমশ মিলাইয়া-মিলাইয়া প্রয়োগ করিবে। নিমিত, পার্শ্বতোদষ্ট, বহিঃসন্দংশ, অন্তঃসন্দংশ, চুম্বিতক, পরিমৃষ্টক, আম্রচুম্বিতক এবং সঙ্গর।।'৬।।

তাহারও নিজের অভিপ্রায়ে নহে—এই কথা বলিতেছেন—

'তাহার মধ্যে এক একটি প্রয়োগ করিয়া, বিরামের ইচ্ছা দর্শিত করিবে। (কৌতুহল বৃদ্ধিই তাহার ফল)।।'৭।।

'নায়কও পূর্বকর্ম সমাচরিত হইলে, তারপর অপর কর্ম করিবার জন্য নির্দেশ করিবে। সেটি সিদ্ধ হইলে পরে, তার পরটি—এইরূপে নির্দেশ করিতে থাকিবে।।'৮।।
–নিজে যদি উপক্রম করিয়া থাকে, তবে স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে কর্মসম্পাদন করিবে।।৮।।

তাহা দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তর। তাহার মধ্যে বাহ্য কি, তাহা বলিতেছেন—

'অবনমনবারণার্থ হস্ত দ্বারা গৃহীত, উভয় ওষ্ঠের উপরি বিন্যস্ত, বর্তুলীকৃত ওষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া মুখ কাঁপাইবে, তাহাকে নিমিত কহে।।'৯।।

'সাধনের অগ্রভাগ মুষ্টিগ্রহণে ধরিয়া ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা চাপিয়া পার্শ্বভাগে দন্তব্যতীত কামড়াইবে এবং বলিবে, 'এই হইল' এই বলিয়া নায়কবরের সান্ত্বনা করিবে। ইহাকে পার্শ্বতো-দষ্ট বলা যায়।।'১০।।

'পুনর্বার কর্মার্থ প্রেরিত হইলে, ওষ্ঠদ্বয় সম্মীলিত করিয়া, সাধনের অগ্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই সম্মীলিত ওষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া চুম্বন করিবে। ইহাকে বহিঃসন্দংশ কহে।।'১১।।

'সেইরূপ প্রার্থনায় সাধনাগ্র কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অন্তরে প্রবেশ করাইবে দিবে। নায়কাও ওষ্ঠ দ্বারা অগ্রভাগকে নিষ্পীড়িত করিয়া নিষ্ঠীবন (বহিষ্করণ) করিবে। ইহাকে অন্তঃ-সন্দংশ বলা যায়।।'১২।।

'করাবলম্বিত সাধনের অগ্রভাগ অধরৌষ্ঠ চুম্বনের ন্যায় গ্রহণ করিবে। ইহাকে চুম্বিতক কহে।।
'১৩।।

'সেইরূপ করিয়া জিহ্বাগ্র দ্বারা চারদিকে ঘট্টন এবং অগ্রভাগে স্রোতঃস্থানে জিহ্বাগ্র দ্বারা তাড়ন করাকেই পরিমৃষ্টক কহে।।'১৪।।

'তথাভূত অর্ধপ্রবিষ্ট সাধনাগ্রকে নায়কের রাগবশত ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র দ্বারা নির্দয়ভাবে অত্যন্ত অবপীড়ন করিয়া মধ্যেই ছাড়িবে, আবার সেইরূপ করিবে। ইহাকেই আম্রচুষিতক কহে।।'১৫।।

'ইহার রতি প্রত্যাসন্ন, ইহা বুঝিয়া বিসৃষ্টিকালপর্যন্ত জিহ্বাব্যাপার দ্বারা পীড়ন করিয়া ছাড়িয়ে দিবে, আবার সেইরূপ পীড়ন করিয়া ছাড়িয়ে দিবে। ইহাকে সঙ্গর বলে।।'১৬।।

'অনুরাগের মৃদুমধ্যাধিমাত্রতাভেদে স্তনন ও প্রহণ্ণের প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাকে ঔপরিষ্টক ব্যাপার কহে। ঔরিষ্টক ব্যাপার এই পর্যন্তই।।'১৭।।

দেশের প্রকৃতি অনুসারে, যথায় ঔপরিষ্টক ব্যবহারের কিছুই প্রয়োজন নাই—তথায়ও তাহার প্রয়োগ হইতে দেখা যায়, সুতরাং তাহাও বক্তব্য—

'কুলটা, স্বৈরিণী, পরিচারিকা এবং সম্বাহিকারা ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকে।।'১৮।।

'আচার্যগণ বলিয়া থাকেন—ইহা কর্তব্যই নহে; কারণ, ইহা ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে বেওং সদ্ব্যক্তিরা ইহার ভুয়সী নিন্দা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আবার যখন ইহাদিগের মুখসংস্পর্শ করিতে হইবে, তখন নিজেরই ঘৃণা উপস্থিত হইবে।।'১৯।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—যাহারা বেশ্যাকে কামনা করে, তাহাদিগের পক্ষে এটি দোষের নহে; কিন্তু পাণিগৃহীতার সংসর্গে ইহা নিশ্চয়ই পরিহার্য—কারণ উক্ত দোষ হইতে পারে।।'২০।।
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—পাণিগৃহীতার মুখে মেহন করিতে নাই। কুলটা প্রভৃতি স্বাধীনারা বেশ্যাই। তাহাদের সংসর্গ যে করিবে, তাহার আবার দোষ কি হইতে পারে?২০।।

'অতএব যাহারা ঔপরিষ্টক কর্মের আচরণ করে, তাহাদিগের (সেই সকল স্ত্রীদিগের) সহিত প্রাচ্যগণ সংসর্গমাত্রই করেন না।।'২১।।
প্রাচ্য—অঙ্গদেশের পূর্ববর্তীদেশবাসী। ভাগলপুর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের নাম অঙ্গ। চম্পানগর উহার রাজধানী। কর্ণ এই অঙ্গদেশের অধীশ্বর ছিলেন।।২১।।

'অহিচ্ছত্র-দেশোদ্ভূত জনগণ বেশ্যাদিগের সংসর্গই করেন না। উৎকট রাগবশত তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিলেও তাহাদিগের মুখকর্ম চুম্বনাদি করেন না।।'২২।।
আর্যাবর্তের অন্তঃপাতী পাঞ্চালরাজ্যের উত্তর অর্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র। পঞ্চালরাজ্য প্রথমে দিল্লীনগরীর উত্তর ও পশ্চিম দিকে হিমালয়পর্বত অবধি চম্বলনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্রোণাচার্য, অর্জুনের সহায়তায় পঞ্চালের রাজা দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া ঐ রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করেন। গঙ্গার উত্তরকুলবর্তী অর্ধাংশ স্বীয় অধীনে রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণের অর্ধাংশ চম্বলনদী পর্যন্ত, দ্রুপদরাজকে প্রত্যর্পণ করেন। ঐ উত্তর অর্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র। অহি = খল, তাহার ছত্র = রাজচ্ছত্র যথায় বিরাজ করে, তাহাকে অহিচ্ছত্র বলে। এটি যৌগিক নাম, কারণ, খলতা প্রকাশ করিয়াই দ্রোণাচার্য তথায় ছত্রগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহিচ্ছত্রা নাম্নী কান্যকুব্জপ্রসিদ্ধাও একটি পুরী আছে; কিন্তু তথায় তাদৃশ ব্যবহার গর্হিত বলিয়া বিখ্যাত নহে; সুতরাং ঐ পূর্বোক্ত প্রদেশই আচার্যের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।।২২।।

'সাকেত-দেশবাসীরা নিরপেক্ষভাবে সংসর্গ করে।।'২৩।।
বেশ্যার সম্প্রয়োগ ও মুখকর্মে তাহাদিগের শৌচাশৌচবিকল্পজ্ঞান কিছুই নাই। যেমন পায়, তেমনই করে। বিচার-আচার কিছুই করে না। অযোধ্যার অপর নাম সাকেত। সেই অযোধ্যাদেশবাসীরাই সাকেতিক নামে অভিহিত হয়।।২৩।।

'নাগরকগণ স্বয়ং ঔপরিষ্টক কর্মের আচরণ করেন না; (কিন্তু বেশ্যাদিগের কর্তৃক প্রযোজিত হইলে, তাহার আচার করেন, তবে আর কখন তাহারা বদনকর্ম-চুম্বন করেন না, ইহা প্রতীত বিষয়)।।'২৪।।

'সুরসেনদেশবাসীরা নিঃশঙ্কচিত্রে সমস্তই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।।'২৫।।
শূরসেন—মথুরা। কৌশাম্বী নগরীর দক্ষিণকূলে বিস্তৃত যে ভূভাগ, তাহাকে শূরসেন দেশ কহে। কৌশাম্বী = বৎসরাজনগরী, প্রয়াগ বা মগধের অন্তর্বর্তী নগরবিশেষ। তাহারই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশ শূরসেন।–এই কথা ভাষ্যকার বলেন।।২৫।।

'তাঁহারা এই কথা বলেন—স্ত্রীগণের স্বভাব, শৌচ, আচার, চরিত্র, বিশ্বাস এবং বাক্যে কে শ্রদ্ধা করিতে পারে? বাস্তবিক ইহাদিগকে কেহই বিশ্বাস, বা প্রত্যয় করিতে পারে না। স্বভাবতই ইহারা মলিনবুদ্ধিসম্পন্না হইয়া থাকে, তথাপি পরিত্যাজ্যা নহে। অতএব ইহাদিগের শৌচের বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, স্মৃতিকারগণের অভিপ্রায়ানুসারেই অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে।– স্মৃতিকার বলেন—'গাভীদোহনকালে বৎসের মুখ শুচি। মৃগগ্রহণকালে কুক্কুরের মুখ শুচি।–সুতরাং

ইহাই শেষ নিষ্কর্ষ যে, রতিসঙ্গমকালে স্ত্রীমুখে কোনরূপ অশৌচের আরোপ করিতে পারা যাইবে না। সেইজন্য সমস্তই প্রয়োগ করিতে পারা যায়।।'২৬।।

'বাৎস্যায়ন বলেন—এ বিষয়ে সকলেই এক মত হইতে পারেন নাই। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সমস্ত স্ত্রীমুখই যে শুচি, একথা শিষ্টগণ স্বীকার করেন না। আর ঐ স্মৃতিবাক্য কেবল পত্নীমুখের শৌচবিধায়ী; একথা স্বীকার করিলেও ঐ বাক্যের সম্মান নষ্ট হয় না; বরং উদ্দেশ্য পালিতই হয়। অতএব বেশ্যামুখও শুচি, ইহা স্বীকার করা যায় না। তবে দেশ ও নিজের প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস অনুসারে শৌচাশৌচ বিচার করিয়া, যেমনটি ভালো বোধ হইবে, তদনুরূপ প্রবর্তিত হইবে।।'২৭।।

এই স্ত্রীবিষয়ক অসাধারণ ঔপরিষ্টক, যাহা কথিত হইল, ইহাতে স্ত্রীরই কর্তৃত্ব অধিক। এখন পুরুষবিষয়ক ঔপরিষ্টকের কথা বলিতেছেন—

এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে—

'উজ্বলকুন্তধারী পরিচারক যুবকগণ কোন কোন মানবের ঔপরিষ্টক সাধন করিয়া থাকে।।'২৮।। এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, যাহাদিগের শ্মশ্রু ও গুম্ফ উঠে নাই, বিশ্বাসযোগ্য ও অলঙ্কারধারী এরূপ চেটগণকে ঔপরিষ্টক কর্মে নিয়োগ করিবে। কাহারা? যাহাদিগের রাগ মন্দ, বয়স গত হইয়াছে, অত্যন্ত ব্যায়ত এবং স্ত্রীর নিকটে অলব্ধবৃত্তি—তাহারাই প্রয়োগ করিবে।।২৮।।

ইহারো অসাধারণ; কারণ, একজনই কর্তা। যেখানে দুইজনই কর্তা সেখানেই সাধারণ; ইহাই বলিতেছেন—

'সেইরূপ কোন কোন নাগরক পরস্পর পরস্পরের সুখবাঞ্ছা করিয়া মিত্রতাবশত পরস্পর পরিগ্রহ করে।।'২৯।।

এই ঔপরিষ্টক দুই প্রকার, ক্রমিক ও যুগপৎ। এক একের করিয়া দিলে, সে অপরের করিয়া দেয়, ইহা ক্রমিক। আর একই কালে উভয় উভয়ের করিলে, তাহাকে যুগপৎ বলে। স্ত্রীগণও এইরূপ ঔপরিষ্টক করিয়া থাকে।-এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে—

'অন্তঃপুরগত কোন কোন স্ত্রীগণ পরপুরুষ না পাইয়া, পরস্পর পরস্পরের সম্বাধে 'মুখচাপল' বা ঔপরিষ্টক করিয়া থাকে।।'২৭।।

‘সেইরূপ পুরুষেরাও স্ত্রীতে এই কর্ম করিয়া থাকে। তাহার প্রকারের বিধান মুখচুম্বনের ন্যায় জানিবে।।’৩০।।
কন্যাচুম্বনে নিমিতাদি দ্বারা, অন্যত্র সমাঙ্গগ্রহণ দ্বারা।।৩০।।

‘পার্শ্বসম্পুটে শায়িত হইয়া ঊরুমধ্যে পরস্পরের মস্তক রাখিয়া যে একই কালে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের মুখ দ্বারা সম্প্রযুক্ত হয়, সেই কামকে কাকিলনামে অভিহিত করা যায়।।’৩১।।
ইহাতে পরিচারক কর্তা হইলে অসাধারণ; কিন্তু নায়ক কর্তা হইলে সাধারণও সম্ভব।।৩১।।

পার্শ্বসম্পুটে অবস্থিত স্ত্রীপুরুষের ঔপরিষ্টক ব্যাখ্যাত হইল। তাহার সাধারণ ও অসাধারণমধ্যে অসাধারণই শ্রেয়ঃ। তাহাতেও আবার পরিচারকবিষয়ক খলসংসর্গাদিই পরিশুদ্ধ, ইহা দেখাইতেছেন—

‘অতএব নায়কগুণযুক্ত, লোকযাত্রাকুশল, দানশূর ও অভিজনাদিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাগণ নীচদাস-হস্তিপকাদিতেই অধিক অনুরাগ প্রকাশ করে।।’৩২।।

‘বেশ্যাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, বা যে মন্ত্রী রাজ্যভার ধারণ করিয়া আছেন, কিংবা যিনি লোকে বিশ্বাসী, তিনি এই ঔপরিষ্টক করাইবেন না।।’৩৩।।

‘ঔপরিষ্টকবিষয়ে শাস্ত্র আছে বলিয়াই যে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, শাস্ত্র পাত্রানুসারে কর্তব্যবিষয়ক সমস্ত বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রয়োগ কদাচিৎ কেহ করিয়া থাকে; সুতরাং শাস্ত্র ব্যাপী ও প্রয়োগ একদেশী—ইহা জানিয়া কার্য করিবে।।’৩৪।।
শাস্ত্রার্থ ব্যাপী।–শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইলেই তাহার মধ্যে বিহিত, অবিহিত, প্রতিষিদ্ধ এবং অপ্রতিষিদ্ধ—সকল বিষয়েরই বিবেচনা করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেইরূপ যাহা অন্যের পক্ষে বিহিত, অথচ আর কাহারও পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; তাহার অনুষ্ঠানও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে বলিয়া, যাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ, তাহারও যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা কিরূপে প্রমাণীকৃত হইবে? তাই কথিত হইয়াছে, শাস্ত্রার্থ ব্যাপী, অর্থাৎ কামশাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে, যাহা কিছু তাহার অঙ্গ বলিয়া যথায় প্রসিদ্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রয়োগপরিশুদ্ধির জন্য বিবেচনা করা হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রয়োগের যে অংশটুকু শিষ্টেরা পরিগৃহীত করিয়াছেন, তাহা নির্বিসম্বাদে পরিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু যাহা কোনও একটি দেশবিশেষের মধ্যে প্রচলিত দেখিয়া প্রয়োগপরিশুদ্ধ্যর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহার গ্রহণ ত সকলেই করিতে পারে না। তাহা হইলে দেশবিশেষের উল্লেখের কোনই আবশ্যক থাকে না। অতএব যাহা শিষ্টপরিগৃহীত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহারই পরিগ্রহ করিতে হইবে। আর যাহা বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে, তাহার পরিগ্রহ সেই সেই

স্থলেই জানিতে হইবে। এই জন্য বলা হইয়াছে—প্রয়োগ নিতান্তই অল্পমাত্র থাকায়, প্রয়োগ অল্পই; কিন্তু সেই প্রয়োগের পরিশুদ্ধার্থ প্রস্তাবিত হওয়ায়, সমস্ত প্রয়োগ-ব্যাপার।।৩৪।।

এইরূপ ন্যায় অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়—

'বৈদ্যকশাস্ত্রে কুক্কুরমাংসের রস, বীর্য ও বিপাক কথিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই কুক্কুরমাংস বিচক্ষণ পণ্ডিতের ভক্ষণীয়?||'৩৫।।
যদি তাহাই হয়, তবে যাহা শিষ্টপরিগৃহীত নহে, তাহার আবার শাস্ত্রে পরিগ্রহ কি জন্য?

'কেহ কেহ তাদৃশ পুরুষও আছে, তাদৃশ কোন কোন দেশও আছে এবং কালও তাদৃশ আছে, যাহাতে প্রয়োগগুলি নিরর্থক না হয়।।'৩৬।।
তাদৃশ পুরুষ, তাদৃশ দেশে, তাদৃশ কালে সিএ সকল প্রয়োগের ব্যবহার করিতে পারিবে। তদ্দ্বারাই শাস্ত্রের এই আয়াসস্বীকার সফল হইবে। শূচি ও অশূচিতে নির্বিকল্প শুরসেনাদিদেশের পুরুষ, লাট ও সিন্ধু প্রদেশ দেশ এবং ঔপরিষ্টকস্বভাব কালও আছে, যখন স্ত্রীর অধীনে থাকিয়া জীবিকাযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়; সুতরাং সেই অবস্থায় তখন তাহার মুখচাপক কর্ম মুখচুম্বনবৎ বিধেয়, অন্যাবস্থায় নহে।।'৩৬।।

'অতএব দেশ, কাল, প্রয়োগ, শাস্ত্র এবং নিজের যোগ্য কি না; তাহা নিজেকে ভাল করিয়া দেখিয়া, প্রয়োগব্যবহার করিবে।।'৩৭।।
যেহেতু এইরূপ—সেইজন্য সাধারণ বা অসাধারণ সেই ব্যাপারের যথাযোগ্য দেশ ও কাল দেখিয়া প্রয়োগ ও উপায়, এতদুভয়ের ব্যবহার করিবে।।৩৭।।

অতএব, পুরুষের পক্ষে ইহা নিয়ম নহে, ইহা বলিতেছেন—

'এই মুখচাপলটি অত্যন্ত নির্জনপ্রদেশসাধ্য ব্যাপার। সকলেরই মন অত্যন্ত চঞ্চল। বিশেষত বয়সযুক্ত মন আরও চঞ্চল। অতএব কে কোন্ সময়ে কোথায় কি করিবে, তাহা কে জানিতে সক্ষম হইবে?'৩৮।।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে ঔপরিষ্টকনামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।।৯।।

ষষ্ঠ ভাগ – দশম অধ্যায়

রতারম্ভ, রতাবসানিক ও প্রণয়কলহ

এইরূপে রতব্যাপার ঔপরিষ্টকান্ত কথিত হইল। তাহার আরম্ভ ও অবসানকালে কি করিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। এখন অবসর মত রতজনিত রতারম্ভাবসানিক ব্যাপার বলা হইতেছে।

যদ্যপি প্রীতিবিশেষের পর রতারম্ভিক ব্যাপারের কীর্তন করা এবং এইখানে রতাবসানিক ব্যাপারের উপদেশ করা উচিত ছিল; কারণ অনুষ্ঠানক্রম সেইরূপেই ত প্রতীত হয়; তথাপি আলিঙ্গনাদিব্যাপার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়া, প্রীতিবিশেষের কীর্তনের পরেই আলিঙ্গন ব্যাপারের কীর্তন করা হইয়াছে এবং যখন রতব্যাপারের সমস্ত বিষয় নির্ধারণ করা শেষ হইয়াছে; সুতরাং রতাবসানিক ব্যাপার বলিবার আবশ্যক হইয়াছে—অথচ রতারম্ভিক ব্যাপার না বলিলে, রতাবসানিক ব্যাপার নির্ধারণ করা যায় না; কারণ, রতাবসানিকব্যাপার রতারাম্ভিকব্যাপারের অনুষঙ্গ; তখন প্রথমে রতারম্ভিক ব্যাপারের উপদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে। এইজন্য প্রথমে রতারম্ভিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—

'নাগরিক, মিত্রজনের সহিত ও পরিচারকের সঙ্গে পুষোদ্যানে যাইয়া, তথাকার বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ রতিগৃহ পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত হইলে, সুরভি রূপ দ্বারা বাসিক করিলে, যথাস্থানে শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে, সম্পাদিতস্নানাভরণা পরিমিতপানকারিণী নায়িকাকে সান্ত্বনাকর কথায় আবার পান করিতে প্রবৃত্ত করিবে। নায়িকার দক্ষিণ দিকে বসিবে। কেশপ্রলাবে, বস্ত্রান্তে, বা নীবীপ্রদেশে ধরিবে। রতির জন্য বামবাহুদ্বারা অনুদ্ধতভাবে আলিঙ্গন করিবে। পূর্বপ্রকরণে কথিত পরিহাস ও অনুরাগকর কথা পাড়িয়া দিবে। সমস্যাদ্বারা গূঢ় ও অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা করিয়া পরিভাষণ করিবে। সনৃত্য বা অনৃত্য গীতবাদ্য করিবে। কলার বিষয় অবলম্বন করিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইবে। আবার পান করিবে এবং পান করাইবার চেষ্টা করিবে। যখন দেখিবে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন অন্যান্য জনকে কুসুম, অনুলেপন ও তাম্বুল দান করিয়া বিদায় দিবে। তারপর, বিজনস্থলে নায়িকাকে পূর্বকথিত আলিঙ্গনাদি দ্বারা উদ্ধর্ষণ করিবে, যাহা হইলে শয্যা লইবার চেষ্টা করে। তারপর নীবীবিশ্লেষণাদি, যাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, সেই অনুসারে সম্প্রয়োগের উপক্রম করিবে। ইহাকে রতারম্ভ কহে। (ইহা অবশ্য পূর্বেই বলা উচিত ছিল)।।'১।।

'রতাবসানিক ব্যাপার এই যে, রমণান্তর অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় সলজ্জভাবে পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়াই পৃথক পৃথক স্থানে যাইয়া শৌচকার্য সমাধা করিবে। ফিরিয়া আসিয়া নির্লজ্জ পরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় উপযুক্ত স্থানে বসিয়া, তাম্বুলভক্ষণ, অচ্ছীকৃত চন্দন বা অন্য কোন অনুলেপন তাহার গাত্রে নিজেই মাখাইয়া দিবে। বাম হস্ত দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, আবার চষক (মদ্যপানপাত্র) হস্তে লইয়া, সান্ত্বনাকর কথায় সুরা পান, কিংবা জলানুপান, খণ্ডখাদ্য (সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি) বা অন্য কিছু ভোজন করাইবে। সহ্য হয়, সেইরূপ খাদ্য উভয়েই উপভোগ করিবে। সে সময়ে বৃংহণীয় বলিয়া মাংস বা ব্রীহিনির্যূহ, অচ্ছরসক, অম্লযবাগূ (মাংস সিদ্ধ), ভূষ্টমাংস, ও অরদংশ বা পানক, আম্র, শুষ্কমাংস, মাতুলুঙ্গের (টেবালেবু অর্থাৎ কলম্বালেবুর) অম্ল শর্করার যোগে যথায় যেমন প্রচলিত ও দৈনিক স্বভাবের অনুমোদিত, তাহা খাইবে। সেই সময়ে 'এটি বড় মিষ্ট-মধুর, বেশ কোমল, খুব ভালো পরিষ্কার' এই বলিয়া একটু একটু কামড়াইয়া সেই সেই খাদ্য নায়িকাকে উপহার দিবে। যদি হর্ম্যতলস্থিত হয়, তবে চন্দ্রিকাসেবনার্থ বাহিরে আসন করিবে। সেখানে যাইয়া বসিয়া অনুকূল কথায় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। নায়কের ক্রোড়সংলগ্ন হইয়া চন্দ্র দেখিতে থাকিলে, নায়িকাকে নক্ষত্ররাজির পরিচয় করিয়া দিতে থাকিবে। অরুন্ধতী, ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমে ক্রমে দেখাইবে। (ইহা আচার্যের স্বাভাবিক উক্তি)। –এই হইল রতাবসানিক ব্যাপার।।'২।।

এই দুইটি প্রয়োগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'রতাবসানে উপকরণ পরিষ্কৃত হইলে, প্রীতি—অত্যাধিক অনুরাগ জন্মাইয়া থাকে। তাহাতে যদি বিশ্বাসের সহিত কথার সম্বন্ধ থাকে, তবে আরও উৎকৃষ্ট হয়। পরস্পরের প্রীতিকর, আত্মভাবের অনুবর্তনকর ক্ষণে-ক্ষণে প্রীতিবিলোকন ও ক্ষণে-ক্ষণে ক্রোধ করিয়া, তাহার উপসংহার করিলে, হল্লীসক ক্রীড়া (রাসক্রীড়া) দ্বারা গান করিলে এবং সেই দেশজ গীত গান করিতে করিতে অনুরাগ দ্বারা ক্ষরিতবাষ্পপূর্ণ নয়নে মনোহর বস্তু চন্দ্র ও মণ্ডলাদি দর্শন করিলে, প্রথম সন্দর্শন হইলে পূর্বে যে সব মনোরথ হইয়াছিল এবং আবার বিয়োগ যে সব দুঃখ হইবে, সে সব বলিলে এবং সেই কথনের পর, রাগভরে সচুম্বন আলিঙ্গন করিলে, যুবক-যুবতীর অনুরাগ সেই সেই ভাবে সংযুক্ত হইয়া বর্ধিত হইতে থাকে। (ইহাও আচার্যের স্বভাবোক্তি)। এই পর্যন্তই রতারম্ভিকাবসানিকপ্রকরণ জানিবে।।'৩।।

আরম্ভ ও অবসানকালীন ব্যাপার রতের অবয়ব বলিয়া, তাহার গ্রহণে যেমন রত অবস্থাত্রয়সম্পন্ন, (আরব্ধরত, মধ্যরত, অবসন্নরত) সেইরূপ স্বাভাবিকাদি রাগভেদেও রত নানা আকারের হইয়া থাকে। তাহাই বলিতেছেন—

'রাগবিশিষ্ট (স্বাভাবিক) আহার্য, কৃত্রিম, ব্যবহিতরাগ (দর্পজ) শাঠ্যজ এবং বিশ্বাসজ; এই কয়টি রতবিশেষ।।'৪।।

'প্রথম দর্শন হইতেই নয়নপ্রীতিবশে প্রবৃদ্ধরাগ নায়ক-নায়িকার দূতসম্প্রষণাদি দ্বারা সমাগম হইলে যে রত হয়, প্রবাসপ্রত্যাগমনে বা প্রণয়কালে বিয়োগের পর যোগ হইলে, যে রত হয়, তাহাকে রাগবৎ বা অতিশয় রাগবিশিষ্ট বলা হয়।।'৫।।

'সেখানে নিজের অভিপ্রায়ানুসারে রতি পর্যন্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।।'৬।।

'কেবল নয়নপ্রীতিবশে অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার আরম্ভকবিধানানুসারে রতারম্ব হইলে যে অনুরাগ অন্যে সংক্রান্ত হয়, তাহাকে আহার্যরাগ বলা যায়।।'৭।।

'নিজের ইষ্টসিদ্ধি বা অনিষ্ট পরিহারার্থ কিংবা স্ত্রী অন্যপুরুষে বা পুরুষ অন্যস্ত্রীতে অথবা স্ত্রী ও পুরুষ, অন্য পুরুষ ও স্ত্রীতে মনে মনে আসক্ত আছে, সেরূপ স্থলে নায়ক বা নায়িকার স্বভাবানুগত চাতুঃষষ্টিক যোগের সাহায্যে রাগ প্রবর্তিত হয়। তদুভয়ের কার্যানুরোধেই রতের উৎপত্তি হয় বলিয়া সে রত কৃত্রিমনামে অভিহিত হয়।।'৮।।

'সে স্থলে শাস্ত্রানুসারে সমুদায় যোগের প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে।।'৯।।

'যেখানে পুরুষ, সম্প্রয়োগ হইতে রতি পর্যন্ত অন্য কোন প্রিয়তমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্যবহার করে; সুতরাং যেখানে তাহাকে ব্যবহিতরাগ নিশ্চয়ই বলিতে হইবে।।'১০।।

'অধম কুম্ভদাসী বা পরিচারিকায় রতিপর্যন্ত যে সম্প্রয়োগ, তাহাকে পোটারত বলা যায়।।'১১।।

'সেখানে আর উপচারের আদর করিবে না।।'১২।।
এই পোটারতকে দর্শজরাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।।১২।।

'সেইরূপ গ্রামীনের সহিত রতিপর্যন্ত বেশ্যার যে সম্প্রয়োগ, তাহাকে খলরত বলে।।'১৩।।
প্রায়শ কার্যকাদিকে গ্রামীনশব্দে ব্যবহার করা যায়। তাহার সহিত বেশ্যার সম্প্রয়োগ গোপনকর— এই জন্য ইহার নাম খলরত।।১৩।।

‘সেইরূপ নাগরকের সহিত গ্রাম্যকামিনী, ব্রজযুবতী গোপবালা, প্রত্যন্তনারী, ব্যাধচণ্ডালপত্নী প্রভৃতির রতি পর্যন্ত সম্প্রয়োগকে খলরতই বলিতে হইবে।।’১৪।।

গ্রাম্যকামিনী—কার্যকাদিপত্মী। ইহাও অবশ্য দর্পজ; তথাপি গোপনকর বলিয়া পোটারত নহে, খলরত।।১৪।।

‘যদুভয়ের চিরকাল সম্প্রয়োগ হইতে থাকায় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তদুভয় নায়ক-নায়িকার যে পরস্পরের আনুকূল্যে সম্প্রয়োগ হয়, তাহাকে অযন্ত্রিতরত বলা যায়।।’১৫।।

স্ত্রীর আনুকূল্যে পুরুষ ও পুরুষের আনুকূল্যে স্ত্রী আরম্ভ ও পরিচালন করিবে; সেখানে যন্ত্রণ (নিয়ম) না থাকায় অযন্ত্রিতনাম হইতে পারে। ইহা বহুবিধ; কারণ, চিত্ররত হইতেও পারিবে।।১৫।।

চিত্ররত মধ্যে থাকিলেও ইহার বিষেষতে এই যে, ইওনুরাগের অনুসারে নাম হইয়াছে; সুতরাং রতবিশেষ এই পর্যন্ত।

‘এইক্ষণ প্রণয়কহল বলিব।।’১৬।।

যেমন বিশ্বস্ত নায়ক-নায়িকার অযন্ত্রিতরত হয়, সেইরূপ প্রণয়পূর্বক কলহের সৃষ্টিও করিতে পারা যায়; সুতরাং এক্ষণে প্রণয়কহলপ্রকরণ বলা যাইতেছে।।১৬।।

তন্মধ্যে প্রথমে কলহের কারণ বলা যাইতেছে—

‘প্রণয়ের বৃদ্ধির অনুসারে নায়িকা, বাক্যে সপত্নীর নামগ্রহণ, সপত্নীকে অবলম্বন করিয়া তাহার গুণসূচক আলাপ বা সেই নামে নায়িকাকে আহ্বান করা সহ্য করিবে না। তদ্ভিন্ন নায়িকার গৃহে গমনাদিক্রিয়া দ্বারা নায়কের বিপ্রিয়করণও সহিবে না।।’১৭।।

‘সপত্নীনামগ্রহণাদিকালে মহান্ কহল, রোদন, শরীরবেদনা—কম্পাদি, কেশকলাপের অবক্ষোদন (টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা), নিজের কানে মুখে কপালে চপেটাঘাতকরণ, আসন বা শয়নীয় হইতে ভূমিতে যাইয়া পতন, মাল্য ও ভূষণাদির পরিত্যাগ এবং ভূমিতে যাইয়া শয়ন করা ইত্যাদি ব্যাপারের অনুষ্টান করিবে।।’১৮।।

‘নায়িকা তাদৃশ অনুষ্ঠান করিলে নায়ক যুক্তরূপ প্রিয়বাক্যে, বা পাদপতন দ্বারা অবিকৃতচিত্তে সেই ভূমিতে শয়ানা নায়িকার অনুনয় করিয়া এবং উত্থাপিত করিবার উপক্রম করিয়া শয়নে লইয়া যাইবার সম্যক্ চেষ্টা করিবে।।’১৯।।

প্রসন্নমনা—বিকার না দেখাইয়া; কারণ, তাৎকালিক বিকার ক্ষতে ক্ষারযোগসদৃশ। অনুনয় করিয়া, প্রসন্ন করিয়া। প্রসন্ন হও, ওঠ, শয়নে যাইয়া শয়ন কর—ইত্যাদি বাক্যে।।১৯।।

‘তাহার বাক্যে তৎকালোচিত উত্তরে খণ্ডিত করিয়া বারংবার অপরাধ স্মরণপূর্বক কোপ বাড়াইবে এবং কেশে ধরিয়া নায়কের মুখ উচ্চে তুলিয়া পাদ দ্বারা নায়িকার বাহুতে, বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বা পৃষ্ঠে এক, দুই বা তিনবার অবঘাত করিবে। গৃহের দ্বারদেশে গমন করিবে। সেই স্থানে বসিয়া অশ্রুমোচন করিবে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও দ্বারদেশের বাইরে গমন করিবে না; কারণ, তাহাতে নায়ক ভাবিতে পারে যে নায়িকা গোপচ্ছলে অন্যের নিকট যাইয়াছে। সেইটি অত্যন্ত দোষের বিষয়। দত্তক এই কথা বলেন। সেই দ্বারদেশে যাইয়া পদাঘাত খাইয়া নায়ক বুঝিবে কোপের অবসান হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং তখন যুক্তিপূর্বক নায়িকা অনুনীয়মানা হইলে প্রসন্ন হইবার চেষ্টা করিবে। প্রসন্না হইয়াও সকলুষ সাসূয় বাক্যে নায়ককে ব্যথিত করিবার চেষ্টা করিয়াই যেন প্রসন্নতাপূর্বক রতির আকাঙ্খাকারিণী হয় এবং নায়ককর্তৃক আলিঙ্গিত হয়।।’২০।।
ইহা কুলযুবতী ও পুনর্ভুর পক্ষে বিহিত।।২০।।

বেশ্যা এবং পরপরিগৃহীতার পক্ষে বিধান করা যাইতেছে—

‘নিজের ভবনে থাকিয়া পূর্বোক্তনিমিত্তবশে কলহ সংপ্রাপ্ত হইলে, সেইরূপ চেষ্টা করিয়া নায়কের নিকট যাইবে। সেই কোপানুষ্ঠানে পীঠমর্দ, বিট ও বিদূষক, নায়ক কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কোপের উপশম করিবে। তাহারা অনুনয়াদি দ্বারা কোপের উপশম করিলে, তাহাদিগের সহিতই নায়কের ভবনে যাইবে এবং সেখানে সে রাত্রি বাস করিবে। ইহা প্রণয়কলহ নামে খ্যাত।।’২১।।
বহিঃস্ত্রীতে পাদপতন নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহাদিগের পাদতলে নায়ক নিজগৌরবের অঞ্জলিপ্রদান করিবে না।।২১।।

সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের বিষয় উপসংহার করিতেছেন—

‘এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক আছে।
‘এইরূপে বাভ্রব্যকীর্তিত এই চতুঃষষ্টিকলা বরস্ত্রীতে প্রয়োগ করিলে নায়ক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।।’২২।।

‘বিদ্বৎসভায় অন্যশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও যে ব্যক্তি এই চতুঃষষ্টি কলার (আলিঙ্গনাদি) বিষয়ে সবিশেষ ভাবে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, সে ব্যক্তি অর্থত ও প্রয়োগত ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি বিষয়ক কথায় অন্যন্ত পূজিত হয় না।।’২৩।।

‘কোনও ব্যক্তি অন্যবিজ্ঞানবর্জিত হইলেও যদি এই বিদ্যায় অলঙ্কৃত হয়, তবে সে নরনারীর গোষ্ঠীতে কামসূত্রের কথায় অগ্রণী হইতে পারে।।’২৪।।

‘এই পূজনীয়া বিদ্যার পূজা বিদ্বদ্‌গণ, খলব্যক্তি এবং গণিকাগণও করিয়া থাকে। পূজনীয়া আদন্দদায়নী বিদ্যার পূজা কে না করে?’২৫।।

‘আচার্যগণ শাস্ত্রে এই বিধ্যার নামনির্বাচনকালে এই সকল নামকরণ করিয়াছিলেন—নন্দিনী, সুভগা, সিদ্ধা, সুভগঙ্করণী এবং নারীপ্রিয়া।।’২৬।।

‘সে ব্যক্তি চতুঃষষ্টিবিদ্যায় বিচক্ষণ, তাহাকে বহুমানপুরঃসর অনুরাগবশে কন্যাগণ, পরকামিনীগণ এবং গণিকাগণ অবলোকন করিয়া থাকে।।’২৭।।

ইতি শ্রীমদ্‌-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণে রতারম্ভাবসানিক রতবিশেষ এবং প্রণয়কহলনামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।।১০।।

সাম্প্রয়োগিকনামক ষষ্ঠ-অধিকরণও সমাপ্ত।।৬।।

সপ্তম ভাগ

সপ্তম ভাগ – প্রথম অধ্যায়

সুভগঙ্করণম্, বশীকরণম্ ও বৃষ্যযোগাঃ (শারীরিক আকর্ষণের উন্নতি করণ)

'কামসূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে যে সকল বিধান করা হইয়াছে, যদি তদ্দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত না হয়, তবে ঔপনিষদিক-বিধানের অনুষ্ঠান করিবে।।'১।।

'রূপ, গুণ, বয়স ও ত্যাগ, এইগুলি সুভগঙ্করণ।।'২।।

তন্মধ্যে রূপের বিষয় অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—

'তগর (তগরপাদুকা, শিউলীর ছোপ ইতি ভাষা), কুষ্ঠ (কুড়), ও তালীসপত্র, এইগুলি একত্র জলদ্বারা পেষণ করিয়া অনুলেপন করিবে। ইহা সুভগঙ্করণ জানিবে।।'৩।।

'এইগুলিকে সুপিষ্ট করিয়া বর্ত্তিতে (বাতিতে, পলিতায়) আলিপ্ত করিবে (মাখাইয়া শুকাইবে), পরে সেই বর্তি অক্ষতৈলের সাহায্যে (বয়ড়ার তৈল দিয়া) নরকপালে অঞ্জন পাড়াইয়া তাহা চক্ষুতে ধারণ করিবে।।'৪।।

'পুনর্নবা, সহদেবী (নীল ঝিঁটি), সারিবা (অনন্তমূল), কুরণ্ট ও উৎপল পত্রের সহিত তিলতৈল সিদ্ধ করিয়া, সেই তৈলের অভ্যঞ্জন করিবে—অভ্যঙ্গ করিয়া মাখিবে। আর সেই তেলযুক্ত স্রক্ (মালা) ধারণ করিবে।।'৫।।

'পদ্ম (পদ্মকাষ্ঠ), উৎপল (পদ্মফুল) ও নাগকেশর পুষ্প শোভিত করিয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ (অর্ধ তোলা পরিমাণে) মধু ও ঘৃতের সহিত মাখাইয়া অবলেহন করিবে। এইরূপ করিলে সুভগ (রূপলাবণ্যবৃদ্ধিমান্) হইবে।।'৬।।

'ঐ তিনটি ও তগর, তালীসপত্র, তমালপত্রের সহিত মিলিট করিয়া জলের সাহায্যে সুন্দরভাবে পেষণ করিয়া অনুলেপন করিবে।।'৭।।

'ময়ূরের বা তরক্ষুর (নেক্ড়ে বাঘের) চক্ষু, সুবর্ণগুটিকায় করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে।।'৮।।

এই পর্যন্ত সুভগঙ্করণ-যোগ ব্যাখ্যাত হইল।

এইক্ষণ পরিচারিকা বালিকা হইলে, কিরূপে তাহার সৌভাগ্যবর্ধন করিতে পারা যায় এবং তাহার পাণিগ্রহণ করাইতে হইবে, তাহার উপায়কীর্তন করিতেছেন—

'সেইরূপ সুবর্ণগুটিকায় করিয়া বাদর (কার্পাস বীজাদি), মণি ও শঙ্খমণিও ধারণ করিবে। উক্ত মণিধারণ বিষয়ে অথর্ববেদোক্ত প্রকরণানুযায়ী যোগ সকল অনুষ্ঠান করিবে এবং তথায় সে সকল উপায় পরিকীর্তিত হইয়াছে, তাহাও গ্রহণ করিবে। তদ্দ্বারাও সুভগঙ্করণ হইয়া থাকে।।'১।।
–এই সুভগঙ্করণযোগের মধ্যেই বলা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না বলিয়া, সৌভাগ্যবর্ধন যোগের মধ্যে বলায় বুঝিতে হইবে যে, এই যোগগুলির সৌভাগ্যবর্ধন করিবার শক্তিই বস্তুত অধিক; সুতরাং সৌভাগ্যবর্ধন যোগের মধ্যে বলাই উচিত। অথর্ববেদোক্ত যোগসকল তন্ত্রশাস্ত্রেও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব তান্ত্রিক যোগসকলও গ্রহণীয়। এইস্থলে গৌরীকাঞ্চলিকাতন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য।।১।।

উক্তরূপে বালিকা পরিচারিকাকে শিক্ষিত করিয়া কি কি করিবে, তাহা বলিতেছেন—

'বিদ্যাতন্ত্র হইতে বিদ্যালাভ করিয়া পরিচারিকা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহার প্রভু, তাহাকে এক বৎসর যাবত অন্য কোনও প্রকাশ্য রক্ষিত স্থানে রাখিবে।।'২।।
যে শাস্ত্রে প্রত্যক্ষফলপ্রদ যোগসকল ও নানাবিধ দ্রব্যযোগ কীর্তিত হইয়াছে, তাহাকে বিদ্যাতন্ত্র কহে। যেমন অথর্ববেদের অন্তর্গত অথর্বণোপনিষদেরই সংগ্রহ গৌরীকাঞ্চলিকাতন্ত্র। তাহার যোগ সকল অবলম্বন করিলে বালিকা ত অকালে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, বৃদ্ধাও লুপ্ত যৌবনের পুর্নর্লাভ করিতে সমর্থ হয়। এক বৎসর মাত্র, তাহার অধিক দিনও নহে, ন্যূন দিনও নহে; কারণ গমনীয় বহু যুবকের সহিত মিলিয়া, তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা আবশ্যক এবং পরীক্ষা স্বারা তাহার সত্যতা নির্ণয়ও প্রয়োজনীয়; সুতরাং এবং বৎসর যাবত একটি স্থানে রাখিবে, যেখানে প্রভু সময় সময় স্বয়ং যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতে পারে এবং বালিকা কোন প্রবচঞ্চকের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া বাহির হইয়া না যাইতে পারে।।২।।

'তারপর সেই স্থানে সেই যুবতীকে দেখিয়া যে সকল যুবকেরা মনে করিবে যে, অতীব কমনীয়া এই যুবতীর সংহর্ষকারী আমিই হইতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হই, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আবার সেই যুবতীর সম্যক্ হর্ষের সহিত স্পর্ধা করিয়া বহু দান করিবে, প্রভূ তাহার হস্তে সেই যুবতীকে সমর্পণ করিবে।।'৩।।
যে স্থানে ঐ যুবতীকে রাখিবে, সে স্থানের অধিষ্ঠাত্রী সেই যুবতীর কৃতকমাতা হইবে এবং যে সকল যুবক ঐ যুবতীর সহিত পরিচিত হইতে আসিবে, তাহাদিগের উপর সেই কৃতকমাতা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যাহা কিছু দানের ব্যবহার হইবে, তাহা সেই কৃতকমাতার সমক্ষেই হইবে। যুবতী তাহার

সন্ধান পাইলেও যেন তাহার কিছুই জানে না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিবে। সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত বহুদানকারীর গুণের পক্ষপাতী করিবার জন্য কৃতকমাতা চেষ্টা করিবে এবং প্রভূকেও জানাইবে।।৩।।

এই পর্যন্ত সৌভাগ্যবর্ধন যোগ।

এইক্ষণ বেশ্যার পাণিগ্রহণবিধি ও সৌভাগ্যবর্ধনযোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন—

'গণিকা, নিজের কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, সেই কন্যার বিজ্ঞান, শীল ও রূপের অনুরূপ কতকগুলি পাত্রকে আমন্ত্রিত করিয়া সকলের সাক্ষাতে বলিবে, যে ইহাকে সারবান্ বহুমূল্যের এই এই জিনিস দিবে, সে-ই ইহার পাণিগ্রহণ করিবে। এই বলিয়া সেই সকল যুবকের সহিত কন্যার পরিচয় করিয়া দিবে।।'১।।
কেবল পরিচয় করাইয়া দিবে যে, তাহা নহে, যাহাতে সেই পরিচয় সুরক্ষিত হয়, তাহাও করিবে।।১।।

'সেই যুবতীও যেন মাতার অজ্ঞাতসারেই বাটি হইতে বহির্গত হইয়া ধনবান্ নাগরকপুত্রদিগের সহিত অত্যন্ত 'মেলামেশা' করিয়া তাহাদিগকে প্রীত করিবে এবং নিজেও প্রীতিলাভ করিবে।।'২।।

অকারণ যাইলে বেদগ্ধ্যহানি হইতে পারে; সুতরাং উপায়কীর্তন করিতেছেন—

'তাহাদিগের নিকট কোন কোন কলায় শিক্ষা করিবার জন্য, গন্ধর্বশালায় সঙ্গীতাদির চর্চা করিয়ায় তাগাদিগের সহিত সভায় উপবেশন করিবার জন্য, ভিক্ষুকীর বাটিতে এবং সেই সেই স্থানে যাইবে, যে যে স্থানে যাইলে ধনী ও নাগরকপুত্রগণের সহিত মিলিত হইতে পারে। ইহাকে তাহার পক্ষে সন্দর্শনযোগ বলিয়া জানিবে।।'৩।।
ভিক্ষুকীর বাটিতে যাইবে, যদি তদ্দ্বারা কোন ধনবান্ নাগরকপুত্রের সহিত আলাপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। তদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞ হইবার জন্যও বটে। সন্দর্শনযোগ— যদ্দ্বারা তাহার ও গম্য যুবকের পরস্পর বিশেষ দর্শন হইতে পারে। ভিক্ষুকীভবন নির্জন বলিয়া পরস্পর অনায়াসে তথায় যাওয়া আলাপ-পরিচয় করিতে পারে। তাহাতে গুরুজনেরা বিশেষ আপত্তি করেন না। ভিক্ষুকী—সন্নাসিনী। সাধারণ ভিক্ষুকী নহে; তথায় যাওয়া নিরাপত্তি ব্যাপার নহে।।৩।।

'তাহার মাতা যখন দেখিবে, সকলের মধ্যে এই যুবকই আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাই দিতেছে ও দিবেও, তখন সেই যুবকের সহিত কন্যার পাণিগ্রহণব্যাপার সম্পন্ন করাইবে।।'৪।।

‘পাইবার সম্ভবনা করিয়া পাণিগ্রহণ করাইয়াছে, কিন্তু প্রার্থিত সে সমস্তই যদি না পায়, তবে সেই যুবককে নিজের সেইরূপ যে কোন একটা দ্রব্য দেখাইয়া বলিবে, অমুক আমার মেয়েকে এই দেখ এইটা দিয়াছে।।’৫।।

দেখাইলে হয়ত হাতে রাখিবার জন্য দিতেও পারে। দিলেই ইষ্টসিদ্ধি।।৫।।

দেখাইলেও যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে না দেয়, তবে সেখানে কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—

‘পারে যদি, তবে প্রকাশ্যভাবেই অন্যের সহিত কন্যাকে সংযোজিত করিবে। অথবা গোপনে অন্য ধনবান্ নাগরিকদিগের সহিত সংযোজন করিয়া, নিজে যেন কিছুই জানে না, এরূপভাবে অবস্থান করিবে। তারপর তাহারা সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া যদি ধর্মাধিকরণের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহার মধ্যে যে কোন একজনের সহিত কন্যার কপোটপ্রণয় সংযোজন করিয়া তাহাকে হাতে করিবে এবং তাহাকে হাতে লইয়া ধর্মাধিকরণে যাইয়া বলিবে, ‘আমি ইঁহাদিগের নিকট এই পণে আমার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। ইঁহারা তাহাতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন; কিন্তু যথাকালে, ইঁহারা বা ইনি আমার কন্যাকে স্বীকৃত পণ দেন নাই, অথচ ‘যাওয়া-আসা’ করিতেছেন। সম্প্রতি ইঁনি (যাহাকে হাত করিয়াছে, তাহার নাম ধরিয়া) কিছু কিছু দিয়াছেন। এই দেখুন, এই সে দ্রব্য। এই জন্যই আমি উঁহাদিগকে আর আসিতে না দিয়া ইঁহারই সহিত আমার কন্যার পাণিগ্রহণ সাধিত করিয়াছি। এখন ধর্মাবতারের দয়া প্রার্থনা করি।।’৬।।

প্রকাশ্যভাবে করিবে না; কারণ, তাহারা বিরুদ্ধাচারণ করিয়া উৎখাত করিতে পারে; সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবেই সংযোজিত করিবে। অভিযোগ উপস্থিত হইলে উপযুক্ত সাক্ষ্যের সংগ্রহে মাতা ও কন্যা উভয়েই যেন যত্নপর হয়; নতুবা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।।৬।।

‘গণিকারা সখী বা দাসী দ্বারা কন্যাকে কামসূত্রোক্ত বিধানগুলি শিখাইয়া অসময়েই কন্যার কন্যাবস্থা পরিবর্তিত করায় এবং কন্যা আভ্যাসিক যোগ-(সন্দংশ ও ভ্রমরকাদি) সমূহে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যৌবনবয়সে সৌভাগ্য লাভ করিলে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারিণী করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটি গণিকাদিগের পক্ষে ব্যবসায়োপযোগী আবশ্যকীয় উপচার পাইবার বিশেষ অনুকুল।।’৭।।

এইক্ষণ বিবাহের পর কণের কর্তব্য কি, তাহার কীর্তন করিতেছেন—

‘যে পাণিগ্রহণ করিয়াছে, এক বৎসর পর্যন্ত সেই পাণিগ্রাহের ব্যভিচার করিবে না। তবে বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, যাহাকে ইচ্ছা করিবে, তাহারই কামোপভোগযোগ্যা হইবে।।’৮।।

সম্বৎসরের পর কর্তব্যাদি বলিতেছেন—

‘সম্বৎসরের পরেও যদি পাণিগ্রাহ তাহাকে তাহার নিকট থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং সে রাত্রে যদি সে অন্য কাহারও নিকট বিশেষ লাভ করিবার সম্ভাবনা করিয়া থাকে, তথাপি সে রাত্রের জন্য সে লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া পাণিগ্রাহের নিকটেই আগমন করিবে।।’৯।।

বেশ্যার পাণিগ্রহণবিধি এবং সৌভাগ্যবর্ধনবিধি এই পর্যন্তই।

‘এইরূপেই রঙ্গোপজীবীদিগের কন্যার পাণিগ্রহণবিধি ও সৌভাগ্যধর্ধনবিধির অনুষ্ঠান করিতে হইবে জানিবে। যে তাহাদিগের নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহিত বিশেষ উপকার করিবে, তাহাকেই কন্যা দিবে।।’১০।।

এই পর্যন্তই সুভগঙ্করণনামক প্রকরণ।

অতঃপর বশীকরণপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে—

‘ধূস্তরকবীজ, মরিচ ও পিপ্পলী বেশ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সাধনে লেপ দিবে এবং পরেই সম্প্রয়োগ করিবে। ইহা বশীকরণের প্রথম উপায়।।’১।।

‘বাতোদ্ভ্রান্তপত্র, মৃতকনির্মাল্য ও ময়ূরাস্থিচূর্ণের অবচুর্ণ বশীকরণ।।’২।।

‘স্বয়ংমৃতা মণ্ডলকারিকার চূর্ণে মধু মাখাইয়া আমলকের সহিত স্নান বশীকরণ।।’৩।।

‘বজ্র (বালা), স্নুহী (সিজু), গণ্ডক (গণিয়ারি), খণ্ড খণ্ড করিয়া মনঃশিলা ও গন্ধপাষান (শোধিত গন্ধক) চূর্ণ মাখাইয়া সাতবার শুকাইবে। পরে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সাধনে লেপ দিয়া সম্প্রয়োগ করিবে। ইহা বশীকরণ।।’৮।।

‘রাত্রে ইহার ধূম করিয়া সেই ধূমের মধ্যে সুবর্ণনির্মিত চন্দ্রমা দর্শন করাইবে।।’৫।।
ঐ ধূমের মধ্য দিয়া চন্দ্রকে দেখিলে চন্দ্রকে একখানি সুবর্ণনির্মিত চন্দ্র বলিয়া বোধ হইবে।।৫।।

‘এই চূর্ণের সহিত বানরের বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া যে কন্যার গাত্রে দেওয়া যাইবে, সে কন্যাকে আর অন্যের সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবে না।।’৬।।

‘শিংশপা (শিশু) বৃক্ষের স্কন্ধে (যেখান হইতে দুইটি ডাল উঠে) একটি গর্ত করিয়া তন্মধ্যে সহকারতৈল (আম্রের আঁটির তেল) দিয়া কতকগুলি বচার (বচের) খণ্ডগুলি বাহির করিয়া লইয়া তাহার অনুলেপন করিবে। এই অনুলেপনের নাম দেবকান্ত। ইহা দ্বারা বশীকরণও হয়, আচার্যেরা

ইহা বলেন।।'৭।।

দেবতার ন্যায় কমনীয় দেহ হয় বলিয়া ইহার নাম দেবকান্ত।।৬।।

'খদির বৃক্ষের সার খণ্ড খণ্ড করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণক্ষণ্ড কতকগুলি, যে বৃক্ষের স্কন্ধদেশে গর্ত করিয়া স্থাপন করা যাইবে, ষন্মাস পরে তুলিয়া লইলে, সেই বৃক্ষের পুষ্পের গন্ধের ন্যায় গন্ধ সেই খদির কাষ্ঠখণ্ডে হইবে। পরে আবার তাহার অনুলেপন করিয়া মাখিবে। ইহার নাম গন্ধর্বকাণ্ড। ইহাও বশীকরণ, আচার্যেরা এই কথা বলেন।।'৮।।

'তগরের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রিয়ঙ্গু-কাষ্ঠকে সহকারতৈললপ্ত করিয়া নাগকেশরবৃক্ষের স্কন্ধ গর্ত করিয়া ষন্মাস যাবত ঢাকিয়া রাখিবে। পরে তথা হইতে উঠাইয়া তাহার অনুলেপন করিবে। ইহার নাম নাগকান্ত। আচার্যগণ ইহাকেও বশীকরণ বলিয়া থাকেন।।'৯।।

'উষ্ট্রের অস্থি ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজের) রসে মাড়িয়া শুকাইবে। পরে তাহা পোড়াইয়া অঞ্জন করিবে। সেই অঞ্জন ও স্রোতোহঞ্জন (অঞ্জন বিশেষ) একত্র করিয়া, উষ্ট্রের অস্থি অঞ্জনিকা (কজ্জললতা বা কাজোল্‌তা) করিয়া, তাহাতে প্রস্তুত করিবে এবং উষ্ট্রের অস্থি দ্বারাই শলাকা নির্মিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে ঐ অঞ্জন ধারণ করিবে। ইহা অতীব মনোরম এবং চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর। আচার্যগণ ইহাকেও বশীকরণ বলিয়া থাকেন।।'১০।।

'ইহা দ্বারা শ্যেন (বাজ পক্ষী, ভাস পক্ষী ও ময়ূরের অস্থিময় অঞ্জনের কথাও কথিত হইল।।'১১।।

এই পর্যন্ত বশীকরন নামক প্রকরণ।

অতঃপর বৃষ্যযোগ বলা যাইতেছে—

'উচ্চটাকন্দ (নাগরমুতো) এবং যষ্ঠীমধু দুগ্ধে শর্করা দিয়া তাহার সহিত পান করিবে। ইহাতে বৃষ হওয়া যায়।।'১।।

'দুগ্ধে মেষের বা ছাগের মুষ্ক (অণ্ডকোষ) সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে শর্করা দিয়া পান করিবে।।'২।।

'বিদারীর (ভূমি-কুষ্মাণ্ডের মূল) ক্ষীরিকার (পিণ্ডখর্জুর বা সোহারা খেজুরের) ফল এবং স্বয়ংগুপ্তার (আল্‌কুশীর) বীজ (আল্‌কুশীর বীজের খোসা ফেলিয়া বিচি মাত্র লইবে) দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শর্করার সহিত সেই করিয়া শর্করার সহিত দুগ্ধ পান করিবে।।'৩।।

'পিয়ালের বীজ, ক্ষীরমোরটার (মোরগকণ্ঠ ফুল গাছের) ডাঁটা ও বিদারীর মূল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিবে।।'৪।।

‘শৃঙ্গাটক (শিঙড় বা পানিফল), কসেরু (কেশুর) ও যষ্ঠীমধু ক্ষীরকাকোলীর (অভাবে অশ্বগন্ধার) সহিত পেষণ করিয়া মন্দ অগ্নির জ্বালে শর্করা ও দুগ্ধের সাহায্যে ঘৃত দ্বারা উৎপকারিকা (হালুয়া বা মোহনভোগের ন্যায়) পাক করিয়া, যতটুকু প্রয়োজন হইবে ততটুকু খাইয়া বহুস্ত্রীর সম্প্রয়োগ করিতে পারে; এই কথা আচার্যেরা বলিয়াছেন।।’৫।।
এই স্থলে ভাবপ্রকাশোক্ত ‘মাংসশৃঙ্গাটক’ মাংসের শিঙেরা) খাইতেও পারে। তাহাও পরম বৃষ্য।।৫।।

‘মাষকলায়ের ডাউল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তপ্ত ঘৃতে মৃদুভাবে উৎকার (আম্‌সে নিয়ে) করিয়া তুলিয়া লইবে। পরে যে গোর বৎস বৃদ্ধ (বুড়ো বা বড়) হইয়াছে, তাহার দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পায়স করিবে এবং শীতল হইলে মধু ও ঘৃতের সহিত প্লাবিতরূপে মাখাইয়া যতটুকু আবশ্যক সেই পায়স খাইলে, অনন্ত স্ত্রীর সম্প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, আচার্যগণ এই কথা বলিয়াছেন।।’৬।।

‘বিদারী, স্বয়ংগুপ্তা এবং শর্করা, মধু ও ঘৃতের সহিত গোধূমচূর্ণের সাহায্যে পোলিকা (পোলাও) করিয়া, যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু খাইয়া অনন্ত স্ত্রীর সম্প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, এই কথা আচার্যরা থাকেন।।’৭।।

‘চটকের (চড়াপাখীর) অণ্ডের (ডিমের) রসে ভাবিত (মাখাইয়া শুষ্ক) (অন্তত তিনবার ভাবনা দিবে) তণ্ডুল দুগ্ধে পাক করিয়া পায়স করিবে। পরে শীতল হইলে মধু ও ঘৃতের দ্বারা প্লাবিত করিয়া (মাখাইয়া), যতটা আবশ্যক ততটা খাইয়া অনন্ত স্ত্রীর সম্প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে।।’৮।।

‘তিলের খোসা ফেলিয়া, তাহাতে চটকাণ্ডরস ভাবিত করিয়া, আর শৃঙ্গাটক, কশেরুক ও স্বয়ংগুপ্তার বীজ, গোধূম ও মাষকলাইচূর্ণের সহিত সশর্কর-দুগ্ধে পাক করিয়া ঘৃতে মন্দাগ্নির সাহায্যে পাক করিবে। পরে তাহাকে পায়স প্রস্তুত করিয়া আবশ্যক মত খাইবে। পরে বহু স্ত্রীর সম্প্রয়োগেও কাতর হইবে না।।’৯।।

‘ঘৃত, মধু, শর্করা ও যষ্টীমধুর ২ পল (১৬ তোলা) করিয়া, মধুরসার (দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরের) এককর্ষ (২ তোলা) রস ও দুগ্ধের এক প্রস্থ (২ শরাতে এক প্রস্থ বা ৬৪ তোলায় সেরের, ১ সের) একত্রিত করিয়া খাইবে। ইহাকে ষড়ঙ্গ অমৃত বলে। এই ষড়ঙ্গ অমৃত মেধ্য (মেধাবৃদ্ধিকর, বা পুষ্টিকর) বৃষ্য (সম্প্রয়োগশক্তিবৃদ্ধিকারী) এবং আয়ুবৃদ্ধিকর ও লাবণ্যবৃদ্ধিকর, এই কথা আচার্যগণ বলিয়াছেন।।’১০।।

‘শতাবরী (শরমূলী), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরবীজচূর্ণ) ও গুড়কষায় (ইক্ষুরস), গোক্ষীর ও ছাগঘৃতে পাক করিবে। যখন দেখিবে প্রায় জমিয়া আসিয়াছে, সেই সময়ে তাহাতে পিপ্পলী ও যষ্টীমধুচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। যখন দেখিবে তদ্দ্বারা মোদক প্রস্তুত হইতে পারে, তখন তাহা নামাইয়া অৰ্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা পর্যন্ত মোদক প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং নায়িকার পুষ্পারম্ভের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ খাওয়াইবে। ইহা মেধ্য, বৃষ্য, আয়ুষ্য ও যুক্তরস, এই কথা আচার্যগণ বলেন।।’**১১**।।

‘শতাবরী, শ্বদংষ্ট্রা ও শীপর্ণীর (গণিয়াবির) ফল কুটিয়া লইয়া, প্রত্যেক সমভাবে যতটা হইবে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া মৃদু জ্বালে পাক করিবে। যখন বুঝিবে, উহার চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এবং পুষ্পারম্ভের প্রথম দিন হইতে প্রাতঃকালে স্ত্রীকে খাওয়াইবে। ইহা মেধ্য, বৃষ্য, আয়ুষ্য ও যুক্তরস, এই কথা আচার্যগণ বলেন।।’**১২**।।
প্রত্যক দ্রব্য **১১** আনা করিয়া **৩৩** আনা একত্র করিয়া **৩২** ভরি বা আধসের জলে পাক করিয়া, ৮ তোলা বা অৰ্দ্ধ পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং একেবারে খাইবে। খাইবার পর অবশ্যই কিহচু পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে, ইহা প্রত্যহ নূতনরূপে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে।।**১২**।।

‘’শ্বদংষ্ট্রাচূর্ণসমন্বিত তৎসম যবচূর্ণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২ পল করিয়া খাইবে। (২ পল, **১৬** তোলা বা এক পোয়া)। ইহা মেধ্য, বৃষ্য, আয়ুষ্য ও যুক্তরস, এই কথা আচার্যগণ বলেন।।’**১৩**।।
২ পল করিয়া খাইয়া যদি অতিশয় গরম বোধ করে, তবে ইচ্ছানুসারে কমাইয়া লইতেও পারে, কারণ পূর্বকাল অপেক্ষ একালের প্রকৃতি কিছু ক্ষীণ।।**১৩**।।

ইহাই বৃষ্যযোগ জানিবে।

এই স্থলে গূঢ় অভিসন্ধিমূলক দু’একটি উপদেশ করিবার জন্য শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

‘এই অধ্যায়ের যে সকল প্রীতিকারক যোগের কথা উক্ত হইল, তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আয়ুর্ব্বেদ, বেদ, বিদ্যাতন্ত্র (গৌরীকাঞ্চলিকা তন্ত্রাদি) এবং আপ্তদিগের নিকট হইতে যোগোক্ত দ্রব্য ও তাহার যোজনপ্রণালী প্রভৃতি জানিয়া লইবে।।’১৪।।

‘সন্দিগ্ধ দ্রব্যের যা তদ্‌যুক্ত যোগের প্রয়োগ করিবে না, যাহাতে শরীরের অত্যয় বা অতিরিক্ত ক্ষয় হয়, তাদৃশ যোগ প্রযোজ্য নহে, যে যোগে জীবনাশ করিতে হয় এবং যে যোগে অশুচি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, সেই সকল যোগ ব্যবহার করিবে না।।’১৫।।

‘সেইরূপ যোগের প্রয়োগ করিবে, যাহাকে শিষ্টগণ নিন্দা না করেন এবং ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্‌গণের মঙ্গলকর বলিয়া যাহাকে অভিশব্দিত করেন।।’১৬।।

ইতি শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে ঔপনিষদিকনামক সপ্তম অধিকরণে সুভগঙ্করণ, বশীকরণ, বৃষ্যযোগনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।।১।।

সপ্তম ভাগ – দ্বিতীয় অধ্যায়

নষ্টরাগপ্রত্যানয়নম্, বৃদ্ধিযোগাঃ ও চিত্রযোগাঃ (হ্রাসপ্রাপ্ত যৌনক্ষমতা পুনরায় বৃদ্ধিকরণ)

দ্বিতীয় অধ্যায় এই কয়টি যোগ কীর্তিত হইয়াছে—

১। রাগপ্রত্যানয়ন। (অপ্রাপ্তসুখ স্ত্রীর সুখপ্রাপ্তির উপায় এই যোগে বলা হইয়াছে।)

২। নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন। (ইহা মন্দ বেগ, অতীব যৌবন, অতি বিশাল ও শ্রান্তাপহত ক্ষীণজীবীর পক্ষে অবলম্বনীয়। অন্যথা স্ত্রীকে আয়ত্ব করিয়া রাখিতে পারিবে না। এজন্য প্রয়োগ বলিতে হইয়াছে।)

৩। সাধনবৃদ্ধি। (অসমানসম্বন্ধা স্ত্রীর সুখার্থ এই যোগ কীর্তন করা হইয়াছে। এটি কথঞ্চিৎ উপকারী হইলেও বিষম অপকারী। ইহার প্রথমে যে শূকযোগ বলা হইয়াছে, তাহার অজ্ঞানকৃত প্রয়োগের ফলে ১৮ প্রকার উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে। সর্ষপিকা, অষ্ঠীলিকা, গ্রথিত, কুম্ভিকা, অজলী, মৃদিত, অবমন্থ, পুষ্পরিকা, স্পর্শহানি, শতযোনক, ত্বক্পাক, শোণিতার্বুদ, মাংসার্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক। ইহার মধ্যে মাংসার্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক অসাধ্যব্যাধি। এইজন্য এই বর্ধনযোগটি গ্রহণীয় নহে; কিন্তু তাই বলিয়া অন্য যে সকল যোগ বৃদ্ধিকারক, তদ্দ্বারা স্ত্রীর অভিলষিত সিদ্ধ করা যাইতে পারে। অবশ্য সমাজেও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে।)

৪। এবং চিত্রযোগ। (ইহার মধ্যে সম্বাধের ও হ্রাস করিবার উপায় কীর্তিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য সকল আশ্চার্যযোগও গৃহীত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে সমাজের কোনই উপকার নাই, বা না থাকিলে ক্ষতি হয় না, তাহা বলিতে পার যায় না; কারণ, যে ব্যক্তি কুলশীলসম্পন্ন হইয়াও নিজস্ত্রীর অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে এযোগ যে ভগবানের অতুলনীয় আশীর্বাদের ন্যায় প্রিয়, তাহা সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য আর কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে; সুতরাং সেই সকল ব্যক্তির উপকারার্থ মহর্ষি বাৎস্যায়ন এই সকল যোগের কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তবে ইহা দ্বারা বেশ্যা ও লম্পটের ক্রীড়াক্ষেত্র যে প্রসারিত হয়, তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। তাই বলিয়া একেবারে উপক্ষেণীয় নহে; সুতরাং এযোগগুলিও গ্রহণীয়।

সমগ্র কামসূত্র গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন—

‘পূর্বশাস্ত্রের সংগ্রহ ও প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া যত্নপূর্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম।।’২১।।

‘এই শাস্ত্রের স্বরূপতত্ত্বজ ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও লোকের বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিবে; কিন্তু রাগবশে প্রবর্তিত হইবে না।।’২২।

‘অধিকারবশে রাগবর্ধন যে সকল চিত্রযোগ কথিত হইয়াছে, তাহার পরক্ষণেই আবার যত্নপূর্বক তাহার প্রচুর ব্যবহার করিতে নিবারণও করা হইয়াছে। তাহা লক্ষ্য করা উচিত।।’২৩।।

‘প্রয়োগ ও তাহার অনুশাসন শাস্ত্র আছে বলিয়াই যে, সে প্রয়োগের আচরণ করিতে হইবে, তাহার কোনই হেতু নাই; কারণ, শাস্ত্র ব্যাপক; তাহাতে সকল বিষয়েরই মীমাংসা থাকা উচিত, কিন্তু প্রয়োগ ব্যাপক নহে বলিয়া যথোপযুক্ত প্রয়োগেরই আচরণ করিতে হইবে, বিরুদ্ধ প্রয়োগের নহে।।’২৪।।

‘ব-শব্দে বায়ু; তাহার সংখ্যা ১৫। অভ্র-শব্দে ০। ব-শব্দে বরুম; তাহার সংখ্যা ২৪। তাহা হইলে সমুদায় সংখ্যাকে ক্রমে স্থাপন করিলে—(১৫০২৪) এই হয়। এই ক্ষণ ‘অঙ্কের বামা গতি’—এই নিয়মানুসারে (৪২০৫১) এই হয়। ইহার উপরে, অর্থ-শব্দে দ্বিতীয়বর্গ; তাহার সংখ্যা ২ সূত্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলে (৪২০৫১২) অঙ্কসমষ্টি হইল। এত অঙ্ক কল্যব্দের আগামী অঙ্ক হইবে। তাহা হইলে ৪২০৫১২ অঙ্কের মধ্য হইতে কল্যব্দ ৪৩২০০ অন্তর করিলে, থাকিল অবশিষ্ট ১১৪৮৮ অঙ্ক।

এইক্ষণ ‘আগং অং সুবিমৃষ্য চ’ দেখা যাউক। অ-শব্দে বিষ্ণু; তাহার সংখ্যা ২২। অগ-শব্দে আগ, তাহার সংখ্যা ৮। তদুভয়ের সমাহারে ৩০ হইবে। আর তাহার পরে অ-র ২২ সংখ্যা বসিবে। তাহা হইলে ৩০২২ অঙ্ক হইল। পৃথক করিয়া বলায় এখানে আর বাগাগতির মর্যাদা নাই।

এখন ঐ অবশিষ্ট ১১৪৮৮ অঙ্ককে ৩০২২ দিয়া সুচারুরূপে বিয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ১১৪৮৮ অঙ্কের মধ্য হইতে ঐ ৩০২২ অঙ্ক যতক্ষণ বাদ যায়, ততক্ষণ বাদ দিতে হইবে।

১১৪৮৮

-৩০২২

———

৮৪৬৬

৩০২২

———

৫৪৪৪

৩০২২

———

২৪২২

অবশিষ্ট ২৪ শত, ২২সের মধ্য হইতে আর ৩০২২ বাদ যায় না; সুতরাং কল্যব্দের ২৪২২ বৎসরে বাৎস্যায়ন এই কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, এক্ষণে কল্যব্দ ৫০০৭ বৎসরের অঙ্ক হইতে ২৪২২ বাদ দিলে ২৫৮৫ অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে, অতএব এই কামসূত্র বর্তমান কল্যব্দ সংখ্যার ঐ ২৫৮৮ বৎসর পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল।

(অনেকে হয়তো ইহাকে কষ্টকল্পনা মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে চিন্তাখণ্ডনার্থ চতুঃষষ্টিকলার 'ম্লেচ্ছিতকবিকল্প' কলার পর্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। যিনি চতুঃষষ্টিকলার সূত্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তিনি যে নিজেই সেই কলাবিত্তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে অক্ষম।

তারপর, উপসংহার-শ্লোকরাজির প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—'পূর্বশাস্ত্রের সংগ্রহ ও প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া যত্নপূর্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম।' ইহা বলিয়া আবার যদি পঞ্চম শ্লোকে বলেন—'বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও কামাগম সূচারুরূপে পর্যালোচনা করিয়া বাৎস্যায়ন এই কামসূত্র যথাবিধি রচনা করিয়াছেন' তাহা হইলে কি বাৎস্যায়নের পুনরুক্তি করার অপরাধ দুষ্পরিহার্য হইতে পারে? সুতরাং এই পঞ্চম শ্লোক, গ্রন্থরচনার বর্তমানকালপ্রদর্শনপরই বলিতে হইবে। ইহা ম্লেচ্ছিতকবিকল্পকলানুসারে গ্রথিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে একটু কষ্টকল্পনা করিতেই হইবে। রক্ষণহীন অবস্থায় নিরাবরণ অমৃতভাণ্ড পাইবার আশা বোধ হয় বিচক্ষণেরা কখনই করিয়া থাকেন না। তবে অন্যের সম্বন্ধে ভিন্ন কথা)।।'২৫।।

'এই শাস্ত্র লোকযাত্রার সুচারু নির্বাহের জন্য ব্রহ্মচর্য ও পরমসমাধি অবলম্বন করিয়া বিহিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান রাগের জন্য কখনই হইতে পারে না।।'২৬।।

'এই শাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ কুশল হইলে, ধর্ম ও অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি অতিরিক্ত রাগবান্ না হয় ও কামসম্পন্ন হইয়া যথাবিধি প্রয়োগের অনুষ্ঠান করে, তবে সে নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।।'২৮।।

ইতি শ্রীমদ্‌গঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরকৃতবঙ্গানুবাদে বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রভাষ্যে ঔপনিষদিকনামক সপ্তম অধিকরণে নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন, বৃদ্ধিবিধি ও চিত্রযোগপ্রকরণ-প্রপঞ্চে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।২।।

ঔপনিষদিক-নামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত।।৭।।

শ্রীমদ্‌বাৎস্যায়নমুনিপ্রনীত কামসূত্র সম্পূর্ণ।

||ওঁ তৎসৎ ওঁ।।

ঔপনিষদিক অধিকরণের ভাষ্য থাকিলেও যশোধর তাহার ভাষ্যনেয়ায়ী টীকা করেন নাই, কারণ তাহার মধ্যে যে সকল যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সমাজের মধ্যে প্রকাশিত হওয় তাহার অভিপ্রেত ছিল না। আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি; কারণ আচার্য বাৎস্যায়ন চাণক্য একজন ঋষি ছিলেন। তিনি জানিতেন, কিসে সমাজের মঙ্গল ও কিসে অমঙ্গল; সুতরাং তিনি যখন সেই অধিকরণের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তাহার উপকারিতার প্রতি সন্দিহান হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। আমরা এক একটি করিয়া যোগের নাম কীর্তন করিব এবং তাহার উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১ম-ইহার প্রথমাধ্যায়ের প্রথম যোগ হইতেছে সুভগঙ্করণ। যন্দ্বারা রূপে, গুনে বয়ঃক্রমে ওত্যাগে সুভগ হওয়া যায়, যাহা হইলে লোকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে ও নিজে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারে, তাহাকে সুভগঙ্করণযোগ বলা যায়। যেমনঃ তগরাদি যোগের অবলম্বন করিলে রূপে সুভগ হয়। রূপ সৌভাগ্য যে সমাজের প্রয়োজনীয় নহে, এ কথা বলিতে বোধ হয় কেহই সাহসী হইবে না। দেখা যায়, কোন একটি কন্যা বা পুত্র কুৎসিতরূপ হইলে, তাহার বিবাহের জন্য পিতা বা মাতা কতই কষ্ট পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি সেই কন্যা বা সেই পুত্রকে তগরাদিযোগের সাহায্যে রূপসুভগ করা যায়, তবে তাহাকে যে দেখিবে সেই আনন্দে বরণ করিয়া লইতে চাহিবে। অতএব এই সুভগঙ্করণ যোগটি সামাজিকের পক্ষে একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে লম্পটেরাও ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে বটে; কিন্তু কিছু দোষের বলিয়া কি সকল দ্রব্যই সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং দোষ অপেক্ষা গুণের মাত্রা অধিক হইলে সে দ্রব্য নিশ্চয়ই সমাজের আদরনীয় হইবে।

২য়- সেইরূপ সৌভাগ্যবর্ধনযোগও দুষ্পরিহার্য। এ বিষয়ে সমাজ আপত্তি উন্থাপন করিলেও করিতে পারে; কিন্তু তাহার উত্তরে বাৎস্যায়নের বক্তব্য এই যে, সমাজ যখন কেবল শান্ত তপোবন হইতে

দুচারিটি মুনিঋষি লইয়া গঠিত নহে, তখন পরিচারিকার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করিয়া, সেই কন্যার সৌভাগ্যসম্পাদন ও সৌভাগ্যবর্ধন করিতেও সে প্রভু নিশ্চয়ই বাধ্য। অতএব তাহার একটা সমাজের সহিত সম্বন্ধহীনভাবে ব্যবস্থা থাকা নিশ্চয়ই আবশ্যক। বোধ হয় অনেকে জানেন, এই যোগটি আজকাল সমাজে বহুপরিজ্ঞাত নহে বলিয়া অনেক পরিচারিকার কন্যা গুহস্থকন্যার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে ইহা কি নিশ্চয় অনুচিত নহে।যে পরিচারিকা লজ্জা ও ধর্মের মাথা খাইয়া, প্রভুর ঔরসজাত কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছে এবং কুলবহির্ভূতও হয় নাই, সে বা তাহার কন্যা কি গৃহস্থের অপেক্ষাহীন ও বেশ্যার অপেক্ষা উচ্চ ব্যবহারের পাত্র নহে? অতএব নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে বাৎস্যায়নের এই ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৩য়- তারপর বেশ্যার পানিগ্রহণবিধি ও সৌভাগ্যবর্ধনযোগ। এটি দ্বারা লম্পট যুবকদিগের চক্ষুফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লম্পট যুবকেরা মনে করে, বেশ্যার কন্যার প্রণয়লাভ করিয়া সুখী হইবে; কিন্তু বাৎস্যায়ন দেখাইয়াছেন যে, তাহা অসম্ভব। ফাকি দিয়া লাভ করাই বেশ্যাদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রত্যেক যুবকের চক্ষু ফোটান আবশ্যক; সুতরাং সমাজের সম্মূখে এ চিত্র ভাল করিয়া ধরা উচিত। যাহারা সে চিত্র দেখিয়াও দেখিবে না, তাহারই বেশ্যা প্রেমাগ্নির ইন্ধনসার হইবে। পক্ষান্তরে, তাহারা যখন এই সমাজেরই উপাঙ্গ, তখন তাহারও কিছু বিধিব্যবস্থা ন্যায়ত চাহিতে পারে এবং সমাজেরও উচিত, সমাজ এতাদৃশ বিধিব্যবস্থা করিয়া মধ্যবর্তী ভেদক রেখাটাকে পরিস্ফুট করিয়া রাখেন। এখন এই ব্যবস্থাটা সমাজের পরিচালনসীমার বহির্ভূত রহিয়াছে বলিয়া বেশ্যাকন্যার বিবাহও সামাজিকের বিবাহের ন্যায় অবাধে চলিয়া যাইতেছে। ইহা কি জীবিত সমাজের বাঞ্ছনীয় হওয়া একান্ত অনুচিত নহে? এই জন্যেই এই যোগটিকেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

৪র্থ- তারপর বশীকরণের কথা। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন রূচিসম্পন্ন স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে দৈনিক আহার বিহারের ন্যায় বশীকরণযোগও নিতান্ত গ্রাহ্য। স্ত্রী যদি পুরুষের উপর সর্বদাই আসক্তি প্রকাশ করে বা পুরুস যদি স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, তবে সে সংসারে কখনও দম্পতিকলহ হয় না বা ব্যভিচারদোষ সে কুলে প্রবেশ করিতে সমর্থই হয় না। তাহার বিপরীত হইলেই ফলও বিপরীত হয়, ইহা বোধ হয় প্রত্যেক সামাজিকের সুপরিজ্ঞাত; সুতরাং কুলকে বিশদ রাখিবার পক্ষে বশীকরণযোগটি একান্ত প্রয়োজনীয়। মহর্ষি পারঙ্কর, আচার্য গোভিল, আশ্বনায়ন, সঙ্কখ্যায়ন, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু ও বষ্ঠিআদি মহর্ষিগন একবাক্যে দারোপগমন কালে ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল স্ত্রীকে পুরুষের

সম্প্রয়োগর পক্ষপাতী করিবার জন্যই ঐ কথাটি তাহারা বলিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, কোন সামাজিক হৃদয়ে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, হাঁ, আমার স্ত্রী আমার সম্প্রয়োগের একান্তপক্ষপাতিনী। একথা বলিতে কেহই সাহসী হবেন না। কেন সাহসী হইবেন না? না তাহারা বশীকরনযোগ্যর কোন সন্ধানই রাখেন না। কুলাশ্রিত কামিনীগণকে সতী করিয়া রাখিবার পক্ষে এটি একটি বিধি প্রদত্ত অমোঘ উপায়- ইহা সকলেই মানিতে বাধ্য। তবে ইহার বিপরীত ব্যবহারও আছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহার অনাদরই করিতে হইবে? তাহা হইলে যে অনেক বিষয়েই পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা কি সকলে করিয়া থাকেন? সুতরাং যতদূর সম্ভব, দোষের হাত এড়াইয়া গুনের অংশই গ্রহনীয়।

৫ম- ইহার পরই বৃষ্যযোগ। বৃষ্যযোগ না জানায় আজকালকার যুবক-যুবতীরা প্রায়শ অকালেই কালগ্রাসে পড়িতেছে। পিতামাতার কর্তব্য পুত্র ও পুত্রবধুরা সমর্থ হইলেই যখন তাহারা পরস্পর সম্প্রয়োগরত হইবে, তখন তাহারা যাহাতে বৃষ্যযোগের অধীন হইয়া চলে, তাহার উপায় করেন, কিন্তু হায়, কালের কি কলুষকটাক্ষ! মাতাপিতা পুত্রের বিবাহ দিয়াই ভারহীন হইলেন মনে করেন, কিন্তু গৃহ্যসূত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে গর্ভাধানকালে এই বৃষ্যযোগের সেবা করিয়া সম্প্রযুক্ত হইবার আদেশ করিয়া দিয়াছেন। সমাজ সুরুচিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, সূত্রকার, ত্রিকালদর্শী, হিতৈষণাসম্পন্ন ঋষিগণের অনভিপ্রায়েই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফল যে অকালমৃত্যু তাহাও উপভোগ করিতেছে। হায়! ইহার কত দিনে শান্তি হইবে? তবে মাতৃগণ এখনও সমাজের অন্ধকার কোনে বসিয়া কতক কতক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেখা যায়, নবীন জামাতা শ্বশুরবাটী আসিলে মাতৃগণ টিটে প্রভৃতি করিয়া খাওয়াইয়া থাকেন। যেমন- সরুচুকালি, আদোসা, গোকুলপিটে ইত্যাদি। এই পিটেগুলির যে সকল উপাদান, সেগুলি পূর্বে এই বাৎস্যায়নোক্ত বৃষ্যযোগরে অনুগতই আছে। বশীকরণযোগের৫/৬/৭/৮ ও ৯ম যোগ দেখ। এখনও জামাতাকে অনেক স্থলে প্রায় একপ্রকার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তারপর নতুন জামাতাকে ঠাট্টাতামাসা করিবার জন্য নানাপ্রকার অখাদ্য-কুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে দেখা যায়। ইহা সেই পূর্বোক্ত বৃষ্যযোগের পরিবর্তে অজ্ঞানের ব্যবহার করা হয় মাত্র। পূর্বে শ্যালিকারাই ভগিনীপতির বৃষ্যযোগের পরিবর্তে অজ্ঞানের ব্যবহার করা হয় মাত্র। পূর্বে শ্যালিকারাই ভগিনীপতির বৃষ্যত্বকর ভোক্ষ্য ভোজ্যের আয়োজন করিয়া তাহারই উপলক্ষ্যে হাস্য-পরিহাসাদি করিত; কিন্তু সমাজকুম্ভকর্ণঘোর নিদ্রায় সমস্তই ভুলিয়াছে, রাখিয়াছে কেবল নাকের ঘড়ঘড়ানির স্থানীয় ঐ অকারণ হাস্য-পরিহাসাদি মাত্র। কখনও কি এ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না? সম্প্রযুক্ত যুবক-যুবতীর পিতামাতারা কি তাহাদিগের কল্যাণার্থ বৃষ্যযোগটির সুন্দর ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবে না? অবশ্য

ইহার লম্পটব্যবহারও আছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে অগ্রাহ্য বোধ হয় একথা কেহই বলিতে সাহস করিবে না।